www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

احکام شریعت

আহ্কাম-ই শরীয়ত

মূলঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (রঃ)

মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল

আহ্কাম-ই শরীয়ত

মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল

احکام شریعت

আহ্কাম-ই শরীয়ত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আহকাম-ই শরীয়ত

মূল :
আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত শাহ
আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

ভাষান্তর :
মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল

প্রকাশকাল :
১ম সংস্করণ : ১৫সেপ্টেম্বর ২০০৮
২য় সংস্করণ : ২০ মে ২০১০

স্বর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

কম্পোজ ও মুদ্রণে :
আল-মদিনা কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। ০৩১-৬২২২৬৪

লিলি প্রকাশনী
কর্ণফুলি, চট্টগ্রাম।

শুভেচ্ছা বিনিময় : ২৩০/-

Ahkam-e Sariat (Urdu), by: A'la Hazrat Imam Ahmed Reza khan Baralavi (Rh.), Translated by: Molana Mohammed Ismail, Vice Principal of Al-Amin Baria Fazil Madrasha, Chandgow, Chittagong.

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আওলাদে আ'লা হযরত হযরতুল হাজ্ব আল্লামা মুহাম্মদ তাওসীফ রেযা খান সাহেবের বাণীর অনুবাদঃ

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু 'আলা রাসূলিহিল করীম।
আম্মা বা'দ, আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।
আল-আমিন বারীয়া ফাযিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল সাহেব পরম শ্রদ্ধেয় নায়েবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ রেযা ফাযেলে বেরলভী রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি'র যামানা খ্যাত গ্রন্থ 'আহকাম-ই শরীয়ত' বাংলা ভাষার তর্জমা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা সাধারণ মানুষকে এ কিতাব থেকে ফায়দা হাসিলের তাওফিক দান করুন। এটি সাধারণ মানুষ,আলেম ও শিক্ষার্থীদের জন্য অতীব উপকারী। আল্লাহ তায়ালা অনুবাদককে উত্তম প্রতিদান দান করুক। আমীন বিহুরমাতি সায়্যিদিল মুরসালীন।

দোয়া কামনায়

আল্লামা মুহাম্মদ তাওসীফ রেযা কাদেরী
সাজ্জাদানশীন, আস্তানায়ে আলীয়া রেজভিয়া,
৮২ সওদাগরান, বেরেলী শরীফ, ইন্ডিয়া।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পূর্ব কথা

আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহর দরবারে লাখো শুকরিয়া-যার অফুরন্ত মেহেরবানীতে এ গ্রন্থখানা অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছি। হাজারো দরূদ সালাম নবী পাকের খেদমতে-যার অনুপম আদর্শ সকলের অনুকরণীয়। সে আদর্শের মূর্তপ্রতীক চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরেলভী (রহঃ) ইসলামী রায় সম্বলিত জগতজোড়া বিখ্যাত ফতোয়া গ্রন্থ 'আহকাম-ই শরীয়ত' রচনা করে যুগ জিজ্ঞসার সঠিক সমাধান দিয়েছেন। তাঁর মূল্যবান গবেষণা পুস্তকখানা বাংলাভাষী ভাই-বোনদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

তদুপরি আ'লা হযরতের একনিষ্ঠতা ও মাকবুলিয়্যতের কারণে তাঁর রচিত দেড় হাজার কিতাব ভান্ডারের প্রত্যেকটি জন সাধারণের কাছে এত বেশী সমাদৃত যে যুগ-যুগান্তরে তার চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে চাহিদা পূরণের সঠিক পদক্ষেপ এখনো আশার আলো দেখেনি। আঁধার কেটে আলোক রশ্মি কখন দেখা যাবে সে আশায় সুন্নী মুসলমানরা দিন গুনছে । এ হযরতের জ্ঞান সমুদ্রের আবরণ সরায়ে প্রকৃতরূপ মানুষের কাছে তুলে ধরা সময়ের দাবী। সে মানসে অধমের এ যাত্রা।

অনুবাদ কালে মূল কিতাবের আক্ষরিক তর্জমা ও ভাব উভয় দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে । বিষয় সূচি প্রণয়নে মূল গ্রন্থের ধারাবাহিকতা পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়নি বরং বিষয় বস্তুর মিল-অমিলের দিক বিবেচনা করে একই বিষয়ের আলোচনা একটি শিরোনামের অধীনে আনার চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে পাঠক প্রয়োজন অনুপাতে বিষয় শিরোনামে সহজে তা খুঁজে নিতে পারে।

সফলতার কিছু থাকলে তা মূল লেখকের, ব্যর্থতার ভার কাঁধে নিয়ে পাঠক মহলের হাতে এ প্রকাশনা তুলে দিলাম । ভুল সংশোধনে গঠনমূলক পরামর্শ কাজে লাগানোর আশ্বাস দিয়ে সহযোগিতাকারীদের শুকরিয়া জানাই । অধমের এ ক্ষুদ্র উপহার পাঠক সমাজকে উপকৃত করবে-এটাই প্রত্যাশা। আল্লাহ তা কবুল করুন। আমিন।

অনুবাদক

মুহাম্মদ ইছমাইল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আহকাম-ই শরীয়ত সম্পূর্ণ

সূচিপত্র

বিষয় / পৃষ্ঠা

ঈমান

ঈমানের পরিপূর্ণতা / ১০০
আমীরে মুয়াবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে বিশ্বাস /১০১
বেঈমান তথা কাফিরদের প্রকার / ১০৯
এযীদ মুসলমান না কাফির / ১৪৪
আল্লাহ ও রাসূলের সিফাতী নাম / ১৪৯
সুরা ফাতিহা ও ইখলাসে রাসুলের স্তুতি / ১৫০
বাতিল আকীদা পোষণ করা /১৫৬
কাফিরের সাথে মুয়ামেলা / ১৬৫
কালিমা শিখতে অস্বীকার করলে / ১৬৭
ওহাবী-সুন্নী তর্ক শেখা / ১৬৭
কাফিরদেরকে ভাল জানা / ১৬৭
লাওহে মাহফুয কি? / ২৪৩
লাওহে মাহফুযে তাকদীর পরিবর্তন হয় না / ২৪৩
তাদবীরে তাকদীর ফলে / ২৪৩
সোহবাতে সৌভাগ্য ও হতভাগ্য হয় / ২৪৪
আল্লাহই সব কিছুর হুকুমদাতা / ২৪৪
নবীদের অদৃশ্য জ্ঞান / ২৪৪
হযরত আদম (আঃ)প্রথম নবী / ২৬২
জান্নাতে আল্লাহর দীদার / ২৮২
আল্লাহ তায়ালা রেযাজুয়ে মুহাম্মদ (দঃ) / ২৮৪
পয়গাম্বররা নিষ্পাপ / ২৮৭
লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহ'র যিকরের পদ্ধতি / ২৮৮
আমীর হামযা (রাঃ)'র বদনামি করা / ৩০১

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বাতিলের সংস্রব

ওহাবীদের কাছে সন্তানদেরকে পড়ানো / ২২৯
ইংরেজদের নিকট চাকরী করা / ২২৯
বদআক্বীদাপন্থীদের সাথে মেলামেশা / ২৩২
ভিন্ন মাযহাবের আলেমের অভিমত গ্রহণ করা / ২৬০
কাফিরদের সাথে সংশ্রব রাখা / ২৯৯
কাদিয়ানীদের সাথে মেলামেশার বিধান /১৬৮
বদমাযহাবীর সাথে সম্পর্ক বর্জনীয় /১৬৯
রাফেযীদের সম্পর্কচ্ছেদ করা / ১৭১
কাফিরদের বন্ধুত্ব ও তাদের চিকিৎসা গ্রহণ / ১৮৭

পবিত্রতা

হুক্কার পানি দিয়ে অজু করা / ২৩৫
সূতির মোজায় মসেহ করা / ২৩৫
নাপাক অবস্থায় সালামের উত্তর দেয়া / ২৩৭
অজুবিহীন কুরআন স্পর্শ করার বিধান / ২৩৭
জুনুবীর ঘাম / ২৩৮
রজাই ও তোষকে নাপাক লাগলে / ২৩৯
মৃত ব্যক্তির হাড্ডি পাক / ২৪০
বাচ্চাদের পেশাব / ২৪০
লেপ তোষক নাপাক হলে / ২৪১
কুকুর কড়াই চাঁটলে / ২৪১
নাপাক আঙ্গুলী চুষলে / ২৪২
হিন্দুদের খাদ্য বস্তু খাওয়া / ২৪২
সিগারেট ও হুক্কা পান করা / ২৪৫
নাপাক কাপড়-ছোপড় ধোয়া / ২৮৯

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নামায

ধুতি পরে নামায আদায় করা / ২০
দু'রাকাত পড়ে নিয়ত পাল্টানো /২৩
ফরযের শেষ দু'রাকাতে অন্য সুরা মিলানো / ২৫
দোয়া-ই কুনুতের পরিবর্তে সুরা ফাতিহা পড়া / ৪৩
রাসুলের নাম শুনে আঙ্গুলী চুম্বন করা /৬৫
নামাযীর সামনে হাঁটা / ৫১
নামাযের ওয়াক্ত /৯৮
জু'মার নামায /১০৫
মসজিদে হাসাহাসি করা /১০৭
মসজিদে ভিক্ষা চাওয়া /১১১
মসজিদের আদব /১১২
'সালাত সালাত' বলে আহবান করা / ১১৩
ইমামতির শর্ত /১২৩
খালি মাথায় নামায পড়া / ১২৫
মসজিদের মধ্যে খানা খাওয়া / ১২৮
মাগরিবের ওয়াক্ত / ১৩৪
কাযা নামায পড়ার পদ্ধতি /১৩৩
স্ত্রীর সাথে মনোমালিন্য হলে সেই ব্যক্তির ইমামতি /১৩৪
জারজ সন্তানের ইমামতি / ১৩৪
জুমার পরে আরো চার রাকাত নামায পড়া / ১৪৩
নামাযে দীর্ঘ কিয়াম করা / ১৫১
নামাযে স্বামীর হুকুম মান্য করা / ১৫৫
তা'দীলে আরকান আদায় না করলে / ১৫৬
নামাযে সুরা আগে-পিছে পড়া / ১৫৭
খুৎবায় অনারবী শব্দ ব্যবহার / ১৫৮
মাকরূহ ওয়াক্তে কুরআন তেলাওয়াত / ১৫৮

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

নামাযীকে লা'নত করা কুফরি / ১৫৯
কিরাতে ভুল করলে / ১৬১
ভুল কিরাতে অর্থ পরিবর্তন হলে নামায নষ্ট /১৬১
নাবালেগ তারাবীহ পড়া ও আযান দেয়া / ১৬২
ফজর ও যোহরের সুন্নাত না পড়ে ইমামতি করা / ১৬৩
নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়া / ১৬৩
ইকামাতের সময় বসে থাকা / ১৬৩
তাকবীরে নামাযে শরীক হওয়া / ১৬৪
সময় সংকীর্ণ অবস্থায় তায়াম্মুম করা / ১৬৪
সূর্য উঠার বিশ মিনিট পর নামায পড়া / ১৬৫
নামাযকে হালকা মনে করা বেঈমানী / ১৬৭
হাউজ মসজিদের বিধানভুক্ত কি না? / ১৭০
জুমার দ্বিতীয় খুৎবা কোথায় দেবে / ২০০
জুমায় বাদশার জন্য দোয়া করা / ২১০
গোমটা দিয়ে নামায পড়া /২১১
জারজ সন্তানের কাফন দাফন / ২১২
মসজিদে মোমবাতি জ্বালানো / ২১৫
মুসাফিরের পিছনে মুকীম নামায আদায় করা / ২১৬
ছানী জামাত বৈধ মাত্র / ২১৬
জানাযায় তিন কাতার করা / ২১৬
নামায কসর করা / ২১৮
সফরে আসলী বাসস্থান / ২১৭
ভুলে কসর নামায পড়লে / ২১৮
মসজিদের জায়গা বিক্রি করা / ২১৯
জানাযার নামায বিলম্বে না পড়া / ২১৯
লাশের সাথে মিষ্টি বহন করা / ২১৯
কুরআন দ্বারা ইসকাত্ব দেয়া / ২২০
খুৎবা পড়ার সময় হাতে লাঠি নেয়া / ২২০
সুন্নাত ও মাকরূহের মাঝে দ্বন্দ্ব হলে / ২২০
গ্রামে জুমা পড়া /২২০
ফজরের সুন্নাত প্রথম ওয়াক্তে পড়া / ২২১
যোহর ওয়াক্তে সুন্নাত না পড়ে ইমামতি করা /২২১
জুমার সুন্নাত ফরযের পরে হলেও আদায় করা / ২২১
রঙ্গিন কাপড় পরে নামায পড়া / ২৩৯
শুধু বিতরের নামায জামাতে পড়া / ২৬১
বিতরের নামায ভিন্ন ইমামের পিছনে পড়া / ২৬১
কত মাইল অতিক্রম করলে মুসাফির হয় / ২৬২
ঈদের নামায কাযা করা / ২৯১
বদ আকীদাধারী ইমামের পেছনে নামায অবৈধ / ২৫৫
দ্বিতীয় দিনে ঈদের জামাত পড়া / ২৯১

জানাযা

মৃত্যুর পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে গোসল দেয়া / ২৩১
ফাতিহা ও ঈসালে ছাওয়াবের পদ্ধতি / ২৩৫
মৃত লোকের ঘরে খানার ব্যবস্থা করা / ২৭৪

ওরশ-ফাতিহা

অবৈধ টাকা দিয়ে ওরশ করা / ১০৮
কুলখানির ব্যবস্থা করা /১১৮
বুযর্গদের শাজরা পড়া /১২৭
কবরে কুরআন তেলাওয়াত করা / ১১৩
বদআকীদা অন্তরে রেখে ফাতিহা দেয়া / ১১৪
ফিরিশতাদের উপর ছাওয়াব বখশিশ / ১৪৫
ফাতিহাকৃত বস্তুর হকদার / ১৪৬
মুর্দারের নামায, রোযা, হজ্ব আদায় করা / ১৪৭
কাফফারা আদায়ের নিয়ম / ১৭২

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

বান্দার অধিকার

মুত্যুর পর মাতা-পিতার অধিকার / ৩৩
সন্তানের উপর মাতা-পিতার অধিকার / ১২২
শিশুদের নাম রাখা ও নবীদের নামের ফযীলত / ৭১
ট্যাক্স সংগ্রহ করা / ১০৯
প্রতিবেশির অধিকার /১১৭
স্বামী-স্ত্রীর অধিকার / ১২৪
হক আদায়ে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ / ২৫৫
আধিকার আদায়ে জোর খাটানো / ২৬০
বদআক্বীদাপন্থী ওস্তাদকে সম্মান করা / ২৮৬
সাক্ষ্য দান / ৩০২

মাযার

নবী-অলীর অসীলা /১৯
মাযারে বাতি জ্বালানো / ৫৬
মহিলা মাযারে যাওয়া / ১৪৭
বাদ্যযন্ত্র সহ কাওয়ালী / ১৪৮
মাযার থেকে নূর বিচ্যুরিত হওয়া / ১৪৮
কবরস্থানে গাছ লাগানো / ১৪৯
বুযর্গরা কবর থেকে কথা বলা / ১৪৯
কবর পাকা করা / ১৬৫
মাযার তাওয়াফ করা / ২২৬
দরগাহে মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করা / ২৯৫
ওয়াকফ এষ্টেটের মাধ্যমে মুতাওয়াল্লীগিরি হস্তান্তর / ২৯৬

যবেহ

বাতিলের যবেহকৃত পশু /১১৯
হিন্দুদের থেকে গোস্ত ক্রয় / ১২১
যবহের সময় মাথা ছিন্ন হলে / ১২৫
যবহের শর্ত /১১৯
যবেহ করে পারিশ্রমিক নেওয়া / ১২৬

বিয়ে ও তালাক

বাতিলের সাথে বিবাহ বন্ধন /১২০
দু'বোন এক সাথে বিয়ে করা / ১২৮
তালাকের প্রকার / ১০৫
ইদ্দত পূর্ণ করা / ১৩৩
অলীমা সুন্নাত / ১৩৫
বিবাহে সমতা রক্ষা করা / ১৫৭
চিঠির মাধ্যমে তালাক দেয়া / ১৫৯
গর্ভাবস্থায় তালাক দিলে / ১৬০
যৌতুকের মালিক কে? / ১৭০
কোন মহিলা বিয়ে করা বৈধ / ১৭১
বংশের সম্পর্ক পিতার দিকে / ১৪৭
বউ পরকীয়া প্রেমে পালিয়ে গেলে / ১৭৮
বিয়ের খুৎবা পড়ার নিয়ম / ২১৭
নব দুলার সাথে সাক্ষাত করা / ২১৭
ওহাবীরা বিয়ে পড়ালে / ২১৮
অলীমা সুন্নাত / ২১৮
বিয়ের খেজুর লুঠ করে খাওয়া / ২১৮

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

শিষ্টাচার ও কুসংস্কার

সালামের উত্তর দেয়া / ৫৪
বাবরী চুল রাখা / ১২৩
ঘুড়ি উড়ানো / ৪৪
পশু পাখির লড়াই / ৪৫
বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে কাওয়ালী / ৫৯
কালো খিযাব লাগানো / ১১৯
শিয়াদের মত মর্সিয়া পড়া /১২২
মুহাররম মাসে মাতম করা /১২২
রোগ-ব্যাধির সংক্রামকতা /১১৩
শহীদ সম্পর্কে কুধারণা /৩৩
চামড়া পুঁথে ফেলা / ২১৭
কালো খিযাব লাগানো / ২১৮
খিযাব কখন বৈধ / ২১৮
বিয়ের জন্য কালো খিযাব ব্যবহার / ২১৮
বেগানা যুবতীর সালামের উত্তর দান / ২২১
গায়বী ধনের জন্য দোয়া করা / ২২২
পশুকে খাসি করা / ২২৮
পশু-পাখির লড়াই / ২৩৪
ধর্মান্ধ কথা-বার্তা বলা / ২৫৪

লেনদেন

বেচাকেনায় ক্রেতা-বিক্রেতার মতামত অগ্রগণ্য /২২০
ফসল কাটার পূর্বে অগ্রিম লেনদেন / ১০৩
মানি চেঞ্জার / ১২১

খাদ্য

চিংড়ি খাওয়া /১৭
কাফিরদের ঝুটা / ২১
বন্দুকের শিকারী খাওয়া / ২৯
সখ করে শিকার করা / ৩১
তামার তালা-বাসন ব্যবহার /৩২
কুকুরের শিকারকৃত পশু / ৪৮
খাদ্য বস্তু ছিটিয়ে দেওয়া / ১১২
তামাক পান করা / ১১৬
চাল কুমড়া খাওয়া / ১৪৬
পিঠা খাওয়া / ১৪৫
জমিতে পতিত মাছের মালিক কে? / ১৫১
মাদকদ্রব্য ব্যবহার / ১৫৯
সুদের আলোচনা / ১৬০
আফিম পান / ১৭২
বীমার বৈধতা /১৭৩
নাপাক ঘি পাক করা / ২১০
খতনা অনুষ্ঠানের খাদ্য / ১৪৬
আকীকার দাওয়াত / ১৮১

যিকর

প্রত্যেক বস্তু আল্লাহর যিকর করে /১৪১
আল্লাহর শানে বহুবচন শব্দের ব্যবহার / ১৪২
'বিছমিল্লাহ' বলে প্রথম সবক শুরু করা /১৪৩
তরু-লতাও তাসবীহ পড়ে /১৮৫
যিকরে জলী / ১৬৬

হজ্ব ও কুরবানী

স্বামীর অনুমতি ছাড়া হজ্ব আদায় / ১৫৪
কুরবানী কার উপর ওয়াজিব / ১৬১

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আখলাক

দাড়ি মুন্ডানো ব্যক্তিকে সালাম দেয়া / ১৪৪
চাঁদির আংটি পরা / ১৬২
সোনা-চাঁদির বোতাম ব্যবহার করা / ১৬২
চেইনসহ বোতাম পরা / ১৬২
দাড়ি মুন্ডানো ব্যক্তির ইমামতি / ১৬৪
দাড়ির পরিমাণ / ১৬৫
লম্বা গোঁফ রাখা / ২১০

বায়আত

অন্য পীরের হাতে বায়আত / ১৪৩
স্বামীর অনুমতি ছাড়া বায়আত গ্রহণ /১৫৭
মসজিদে পীর-বুযর্গকে সম্মান করা / ১৭৫
মোজাহেদার জন্য বয়সের সময়সীমা / ২২৪

তর্কা

কাফির থেকে মুসলিম ছেলে তর্কা /১৪৭
ওয়ারিশবিহীন ব্যক্তির তর্কার বিধান/ ১৬৮

কিচ্ছা-কাহিনী

কাফির বাচ্ছার ঘটনা / ১৫০
উম্মতে হান্নানাহ / ১৫০
মুখে খোদা দাবীদার অলী কি না? /১৫১

আলেমের গুরুত্ব

শিক্ষকের সেবা করা / ২১৭
ইলমে বাতিন কি? / ২২৩
আলেমের পরিচয় / ২২৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নবী (দঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গ

নবী বংশের সবার উপর ঈসালে ছাওয়াব করা / ১৪৪
আবদে মোস্তফা নাম রাখা /২০৭
মদীনা শরীফে বসবাস করা / ১৩৯
মি'রাজুন্নবী (দঃ)প্রসংগে কতিপয় বিধান / ১৩৬
মিলাদ কিয়াম করা / ১৫৫
নবীজির নুর কামনায় অনেক মহিলা প্রাণ বিসর্জন / ২২০
রাসূলের নামে শপথ করা / ২২১
হাসনাইনে করীমাইনের খিযাব ব্যবহার / ২১৮
মিলাদে চ্যাংরা ছেলের অংশ গ্রহণ / ২১৭

পর্দা

মহিলাদের পর্দা / ১৭৩
পীর থেকেও পর্দা করা জরুরী /১৭৩

তাবীয

মূর্চা রোগের তাবীয /২১২
আসন সাজিয়ে প্রদীপ জ্বালানো /২১২
মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটলে তাদবীর / ২১৩
তামা-পিতলের পাত গলায় ঝুলানো / ২২১

পোষাকাদি

রাসূলের পরিহিত কম্বল / ২১৫
রাসূলের পরিধেয় কাপড় / ২১৫
মহিলা পাতলা কাপড় পরা / ২১৯

রোযা

রোযা অবস্থায় সহবাস করা / ৩০২
রোযাদারের কানে পানি ঢুকলে / ৩০৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাদকা

যাকাতের নিসাব ও প্রদানের পদ্ধতি / ১৩১
যাকাতের নিসাব/ ১০৬
সাদকা-ই ফিতর/১০৭

খেল-তামাশা

গায়কদের বখশিশ দেয়া / ২২৬
আমের গুটি ছুড়ে মারা / ২২৭
তাস খেলা / ২২৫
সুদ-ঘুষ / ২২৫

পরিধেয় বস্তু

তুর্কি টুপি ও প্যান্ট পরিধান করা / ২২৫
শরীয়ত সম্মত জুতার ডিজাইন / ২৩০
সোনা-চাঁদীর পাত্র ব্যবহার করা / ২৭৩

বিবিধ মাসআলা

আখিরী চাহার শোম্বা /১৭৪
বিয়ের পর প্রথম সপ্তাহে বেড়াতে যাওয়া / ১৬৬
কর্জের বিধান / ১৮
সফরের মুদ্দত / ১৭২
সাহরীর শেষে হুক্কা পান / ১৭৩
স্বপ্ন প্রাপ্ত আদেশ পালন করা / ১৭৪
ধনী লোক সাদকা খাওয়া / ১৪৬
মান্নতের বিধান / ১৪৫
ইসলামী খেলাফত / ১৪০
অন্ধ লোক থেকেও পর্দা করা জরুরী / ২৪৩
মহিলাদের পর্দা / ২৬৫
পুরুষের প্রোগ্রামে মহিলা যাওয়া / ২৬৩

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আহকাম-ই শরীয়ত প্রথম খণ্ড

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ۔

মাসআলা-১ঃ ২ রবিউল আখির শরীফ ১৩২০ হিজরী।

এ মাসআলা প্রসংগে ওলামা-ই দ্বীন ও মজবুত শরীয়তের মুফতিগণের অভিমত কি যে, চিংড়ি মাছ খাওয়া বৈধ কি না? মাকরূহ না হারাম? দস্তখত ও সীলসহ উত্তর লিখবেন।

জাওয়াবঃ আমাদের মাযহাব মতে মাছ ব্যতিত সমস্ত সামুদ্রিক প্রাণী সাধারণভাবে হারাম। যাদের মতে 'চিংড়ি' মাছের প্রকারভুক্ত নয়, তাদের অভিমত অনুযায়ী তা হারাম হওয়া উচিত। তবে আমি অধম অভিধানশাস্ত্র, চিকিৎসা ও উদ্ভিদ বিদ্যা গবেষণা করে দেখেছি ঐকমত্যের ভিত্তিতে 'চিংড়ি' মাছের প্রকারভুক্ত। কামূস অভিধানে আছে-

اَلْاِرْبِيَانُ بِالْكَسْرِ سَمَكٌ كَالدُّوْدِ 'চিংড়ি' পোকার মত এক প্রকার মাছ।

সিহাহ ও তাজুল উরূস গ্রন্থে রয়েছে- اَلْاِرْبِيَانُ بِيْضٌ مِنَ السَّمَكِ كَالدُّوْدِ وَيَكُوْنُ بِالْبَصْرَةِ 'চিংড়ি' (ইরবয়ান) পোকার মত শুভ্র মাছ। তা বসরায় পাওয়া যায়।

'সুরাহ' কিতাবে চিংড়িকে এক প্রকারের মাছ বলা হয়েছে। 'মুনতাহিল আরব' এ বলা হয়েছে- اربیان نوعی ازماهی ست که انرا بهندی جهینگا می گویند ইরবয়ান এক প্রকার মাছ -যাকে হিন্দি ভাষায় ঝিঁঙ্গা (চিংড়ি) বলা হয়।

'মাখযান' গ্রন্থের ভাষ্য মতে-হিন্দি ভাষায় চিংড়িকে ঝিঁঙ্গা, ফার্সীতে রূবয়ান ও ইরবয়ান বলা হয় । মূলতঃ রূবয়ান বলতে ম্যাক মাছ বুঝায়।

'তোহফাতুল মু'মিনীন' এ আছে- ফার্সীতে রূবয়ান বলতে মাছকে বুঝায়।

'তাযকিরা-ই দাউদ ইনত্বাকি'এ আছে- رُوْبَيَانٌ اِسْمُ ضَرْبٍ مِنَ السَّمَكِ يَكْثُرُ بِبَحْرِ الْعِرَاقِ وَالْقُلْزُمِ اَحْمَرُ كَثِيْرُ الْاَرْجُلِ نَحْوَ السَّرْطَانِ لٰكِنَّهٗ اَكْثَرُ لَحْمًا 'চিংড়ির অপরূপ শব্দ 'রূবয়ান' এক জাতীয় মাছ-যা ইরাক ও ক্বাম সমুদ্রে বেশি পাওয়া যায়। লাল বর্ণের, কাঁকড়ার মত অনেক পা বিশিষ্ট। তবে এগুলোতে মাংস বেশি।

www.YaNabi.in

‘হায়াতুল হাইওয়ানিল কুবরা’য় রয়েছে- اَلرُّوْبَيَانُ هُوَ سَمَكٌ صَغِيْرٌ جِدًّا اَحْمَرُ ‘অত্যাধিক লাল ছোট্ট মাছ।’ উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতি ও ‘মিরাজুদ্দেরায়া’ গ্রন্থের ভাষ্য মতে সাধারণভাবে তা হালাল হওয়া দাবী করে। কেননা মূল কিতাবগুলোতে সর্ব প্রকারের মাছ হালাল হওয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। রূবয়ানের যে সিফাত ত্বাফী এসেছে তা সর্ব শ্রেণীর মাছের উপর প্রযোজ্য; বিশেষ এক শ্রেণীকে বুঝায় না। ‘মিরাজ’ গ্রন্থের বর্ণনানুসারে যে ছোট্ট মাছের পেট ছিঁড়তে হয় না এবং আঁষ তোলা ব্যতিত ভুনা যায় তা ইমাম শাফেয়ী ছাড়া সকল ইমামের মতে হালাল। রাদ্দুল মুখতার ও মিরাজুদ্দেরায়া’র বিবৃতি-

وَلَوْ وُجِدَتْ سَمَكَةٌ فِىْ حَوْصَلَةِ طَائِرٍ تُؤْكَلُ وَ عِنْدَالشَّافِعِى لَا تُؤْكَلُ لِاَنَّهٗ كَالرَّجِيْعِ وَرَجِيْعُ الطَّائِرِ عِنْدَهٗ نَجَسٌ وَ قُلْنَا اِنَّمَا يُعْتَبَرُ رَجِيْعًا اِذَا تَغَيَّرَ وَ فِىْ السَّمَكِ الصِّغَارِ الَّتِىْ تُقْلٰى مِنْ غَيْرِ اَنْ يُشَقَّ جَوْفُهٗ فَقَالَ اَصْحَابُهٗ لَا يَحِلُّ اَكْلُهٗ لِاَنَّ رَجِيْعَهٗ نَجَسٌ وَعِنْدَ سَائِرِ الْاَئِمَّةِ يَحِلُّ

যে মাছ পাখির পেটে পাওয়া যায় তা ভক্ষণযোগ্য। ইমাম শাফেয়ীর মতে খাওয়ার যোগ্য নয়। কেননা তা পেটস্থ বস্তুর মত আর পাখির পেটস্থ খাদ্য তাঁর মতে নাপাক। আমরা এর উত্তরে বলেছি-পেটস্থ বস্তু বলা যাবে যদি পরিবর্তন হয়ে যায়। যে ছোট্ট মাছ পেট না ফেড়ে সিদ্ধ করা যায় শাফেয়ীপন্থীদের মতে তা ভক্ষণ করা হালাল নয়। কেননা তা পেটস্থ বস্তু আর পেটস্থ বস্তু তাঁর মতে নাপাক। অন্য সকল ইমামের মতে তা হালাল।

আমি অধম ‘জাওয়াহেরে ইখলাত্বী’ গ্রন্থে দেখেছি যে, এ ধরনের ছোট্ট মাছ ভক্ষণ করা মাকরূহে তাহরিমী। এটাই বিশুদ্ধ অভিমত। সে উদ্ধৃতি হল-

حَيْثُ قَالَ السَّمَكُ الصِّغَارُ كُلُّهَا مَكْرُوْهَةٌ كَرَاهَةَ التَّحْرِيْمِ هُوَ الْاَصَحُّ

চিংড়ির আকৃতি অন্যান্য মাছের চেয়ে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তা ইছাপোকা ও অন্যান্য পোকা সাদৃশ। ‘মাহী’ শব্দটি মাছ ছাড়া অন্য প্রাণীর উপরও প্রযোজ্য হয়। যেমন-মাহী সাকানকূর (চাণ্ডাল-যা বালিতে বসবাস করে)। অথচ তা নীল সৈকতে শুষ্ক জায়গায় গর্তের ভেতর থাকে। আমাদের ইমামগণের নিকট রূবয়ান (চিংড়ি পোকা) হালাল হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন প্রমাণ মিলেনি। তা মাছ হলেও কতগুলো চিংড়ি এত ছোট্ট-যা উপর ‘জাওয়াহেরে ইখলাত্বী’ গ্রন্থের ভাষ্য মতে মাকরূহে তাহরীমার বিধান আরোপ হয়। সর্বোপরি অপ্রয়োজনে এ ধরনের মতানৈক্য থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। (সাধারণতঃ মৎস্য রূপে পরিগণিত হলেও বৈজ্ঞানিকদের মতে মৎস্য নহে, তা-ই এ মতভেদ।-অনুবাদক) আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২ ঃ ৩ রবিউল আখির শরীফ ১৩২০ হিজরী।

এ মাসআলা প্রসংগে বিশেষজ্ঞ ওলামা-ই কেরাম ও ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদদের অভিমত কি যে, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ইয়া অলীয়াল্লাহ! বলে আহবান করা বৈধ কি না? বিপদে পড়ে পয়গাম্বর, অলীগণ ও হযরত আলীকে ‘ইয়া মুসকিল কোশা আলী!’ বলে সম্বোধন করা কি বৈধ? দস্তখতসহ অনুগ্রহ করে তা সবিস্তারে বর্ণনা করবেন-যাতে মানুষেরা তা স্পষ্টভাবে বুঝে নিতে পারে। দয়া করে কুরআন, হাদীস ও আরবী উদ্ধৃতিগুলোকে উর্দু অনুবাদসহ লিখবেন। বর্ণনা করুন প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ বৈধ, যদি তাঁদেরকে আল্লাহর বান্দা ও খোদার দরবারে অসীলা মনে করা হয়। তাঁরা আল্লাহর অনুমতিক্রমে সাহায্য করে। এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে,আল্লাহর হুকুম ছাড়া অনু পর্যন্ত নড়তে পারে না। আল্লাহর দান ব্যতিত কেউ শষ্য দানাও দিতে পারে না, এক অক্ষর শুনতে পায় না, পারে না চোখের পলক নাড়তে। মুসলমানদের বিশ্বাস এরূপই হয়। ভিন্ন রূপ মনে করা শুধু ধারণা। খারাপ ধারণা করা হারাম। এরূপ বিশুদ্ধ বিশ্বাস রেখে আহবান করা নিঃসন্দেহে জায়েয। তিরমিযী শরীফসহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে রয়েছে, স্বয়ং হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক অন্ধকে নামাযের পরে পড়ার জন্য এ দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন-

يَا مُحَمَّدُ اِنِّىْ اَتَوَجَّهُ بِكَ اِلٰى رَبِّىْ فِىْ حَاجَتِىْ هٰذِهٖ لِيَقْضِىَ لِىْ

ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমার হাজত পূরণের জন্য আমি আপনার অসীলায় আমার প্রভুর দিকে মনোনিবেশ করছি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে- لِتَقْضِىَ لِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! যাতে আপনি আমার হাজত পূরণ করেন। সে অন্ধ লোকটি নামাযের পর এ দোয়া করলে তৎক্ষণাৎ চক্ষু ভাল হয়ে যায়। ত্ববরানী ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে আছে-হযরত ওসমান গণি রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু’র আমলে সাহাবী হযরত ওসমান বিন হানীফ অন্য এক সাহাবী বা তাবেয়ীকে এ দোয়া শিখিয়ে দিয়েছেন। তিনি দোয়া করাতে তাঁর আশা পূর্ণ হয়ে যায়। যে কারণে ওলামা-ই কেরাম হাজত পূরণের জন্য সর্বদা তা আমল করে আসছেন। হাদীস শরীফেও আছে- اِذَا اَرَادَ عَوْنًا فَلْيُنَادِ اَعِيْنُوْنِىْ يَا عِبَادَ اللّٰهِ সাহার্য কামনায় ‘হে আল্লাহর বান্দারা! আমাকে সাহায্য কর’ বলে আহবান করা উচিত।

‘ফাতাওয়া-ই খায়রিয়া’র উদ্ধৃতি- قَوْلُهُمْ يَا شَيْخُ عَبْدُ الْقَادِرِ نِدَاءٌ فَمَا الْمُوْجِبُ لِحُرْمَتِهٖ তাদের উক্তি-হে শায়খ আব্দুল কাদির! এটা একটা আহবান। কাজেই তা হারাম হওয়ার কারণ কি?

www.YaNabi.in

অধম এ সম্পর্কে একটি পুস্তিকা 'আনোয়ারুল ইনতিবাহ ফী হল্লে নেদা-ই ইয়া রাসুলাল্লাহ' লিখেছি। সেখানে দেখবেন রাসুলের যামানা থেকে শুরু করে প্রতিটি শতাব্দীতে ওলামা, সোলাহা ও ইমামগণ মসীবতে পড়ে কিভাবে ব্যাপককারে আল্লাহর প্রিয়ভাজনদেরকে আহবান করেছেন। ওহাবী মতবাদে সাহাবা থেকে আরম্ভ করে বর্তমানকার সকল বুযর্গগণকে মুশরিক মনে করা হয়। লা-হাওলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলীউল আযীম। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩ ঃ ৪ রবিউল আখির শরীফ, ১৩২০ হিজরী।

ওলামা-ই আহনাফ কি বলেন? (আল্লাহ তাআলা আপনাদের প্রতি দয়া করুন এবং জ্ঞানের মধ্যে বরকত দিন। এ জন্য যে, জ্ঞানের মাধ্যমে সৃষ্টির নিকট আপনারা কল্যাণ পৌছায়ে থাকেন।) এ বিষয়ে যে, উর্দী (সৈনিকের পোষাক)-যা সিপাহী পুলিশেরা পরিধান করে থাকে এবং ধুতি-যা কাফিরেরা পরে থাকে; তা পরিধান করে নামায পড়া মাকরূহ না কি মাকরূহে তাহরীমী? বর্ণনা করুন প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ ঐ উর্দী (সৈনিকের পোষাক) পরিধান করে নামায আদায় করা মাকরূহ। বিশেষতঃ যখন মাসনূন (সুন্নাত মোতাবেক) পদ্ধতির সাজদা আদায়ে ব্যাঘাত হয়। ফাতাওয়ায়ে ইমাম কাযী খাঁন'র মধ্যে রয়েছে-

اَلْاِسْكَافُ وَالْخَيَّاطُ اِذَا اُسْتُؤْجِرَ عَلٰى خِيَاطِ شَيْئٍ مِنْ زِيِّ الْفُسَّاقِ وَيُعْطٰى لَهٗ فِيْ ذٰلِكَ كَثِيْرًا اَجْرٍ لَا يُسْتَحَبُّ لَهٗ اَنْ يَّعْمَلَ لِاَنَّهٗ اِعَانَةٌ عَلَى الْمَعْصِيَةِ.

মুচি ও দর্জি যখন এমন কোন জিনিষের সেলায়ের প্রচলন করে, যা ফাসিকদের ইউনিফর্ম এবং ঐ কাজের জন্য তার অনেক পারিশ্রমিকও মিলে, তবুও তার ঐ কাজ না করাই মুস্তাহাব। কেননা, এ কাজ করা মানে গুনাহের কাজে সাহায্য করা।

ধুতি পরেও নামায আদায় করা মাকরূহ। এজন্য যে, ধুতি যদিও হিন্দু সম্প্রদায় ও এ রকম অন্যান্য সম্প্রদায়ের ইউনিফর্ম না হয়, তবুও কাপড় পেছনে প্যাঁচ দেয়াটা-ই নামাযকে মাকরূহ করার জন্য যথেষ্ট।

لِنَهْيِهٖ صلى الله عليه وسلم مِنْ كَفِّ ثَوْبٍ اَوْ شَعْرٍ.

যেহেতু হুযুর করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওসাল্লাম কাপড় এবং কেশ গুটিয়ে ফেলা থেকে নিষেধ করেছেন।

হ্যাঁ, যদি পেছনে প্যাঁচ দিয়ে পরা না হয়, তবে তা ধুতি নয়;লুঙ্গি। উহা মাকরূহ নয়; বরং সুন্নাত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-৪ ঃ ৬ রবিউল আখির শরীফ, ১৩২০ হিজরী।

ওলামা-ই আহলে সুন্নাতের অভিমত কি এ বিষয়ে যে, কাফিরের ঝুটা (খাবারের অবশিষ্টাংশ) কি পবিত্র না কি অপবিত্র? যদি কোন কাফির ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় হুক্কা বা পানি পান করে নেয়, তবে এর হুকুম কি? প্রত্যেক মাসআলা দলীল সহকারে উর্দু ভাষায় ভাষান্তর করতঃ পেশ করা হোক-যাতে জনসাধারণ ভালভাবে বুঝে নিতে পারে। বর্ণনা করুন প্রতিদান দেয়া হবে।

জওয়াব ঃ কাফির নাপাক। আল্লাহ তায়ালা বলেন- اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ অর্থাৎ কাফিরেরা নাপাক।

এ নাপাকী তাদের আভ্যন্তরীন। মদ ও অন্যান্য নাপাকীসমূহের চিহ্ন তাদের মুখে অবশিষ্ট থাকলে তবে বাহ্যিক নাপাকীও বিদ্যমান। এমতাবস্থায় তাদের ঝুটা (খাদ্যের অবশিষ্টাংশ) অবশ্যই নাপাক। হুক্কা ও অন্যান্য যে সব বস্তুতে তাদের মুখের লালা লাগবে সেগুলো নাপাক হয়ে যাবে। তানবীরুল আবসারে রয়েছে-

سُؤْرُ شَارِبِ خَمْرٍ فَوَّرَ شُرْبَهَا وَهِرَّةٍ فَوْرَ اَكْلِ فَارَّةٍ نَجَسٌ.

অর্থাৎ মদ্যপায়ীর ঝুটা এবং ইঁদুর খাওয়ার পর বিড়ালের ঝুটা অপবিত্র।

এভাবে যদি কাফির মদ্যপায়ীর গোঁফগুলো এমন দীর্ঘ হয় যে, মদ গোঁফের সাথে লেগে গেছে, তবে যতক্ষণ গোঁফ ঝুলে না যায়, পানি ইত্যাদি যে সমস্ত বস্তুর সাথে গোঁফ লাগবে সব নাপাক হয়ে যাবে।

দুররুল মুখতারে আছে-

لَوْ شَارِبُهٗ طَوِيْلًا لَا يَسْتَوْعِبُهُ اللِّسَانُ فَنَجَسٌ وَلَوْ بَعْدَ زَمَانٍ.

অর্থাৎ যদি তার গোঁফ এত লম্বা হয় যে, মুখ উহাকে সামলাতে পারে না, তবে তা নাপাক। যদিও কিছুক্ষণ দেরীতে পান করে।

যদি বাহ্যিক নাপাক মুক্ত হয়, তবে তার ঝুটাকে কুকুরের ঝুটার ন্যায় অপবিত্র বলা যাবে না। তানবীর এবং দুরর কিতাবে আছে-

سُؤْرُ اٰدَمِيٍّ مُطْلَقًا وَلَوْ جُنُبًا اَوْ كَافِرًا طَاهِرُ الْفَمِّ طَاهِرٌ সাধারণতঃ মানুষের উচ্ছিষ্ট পবিত্র সে জুনূবী (এমন ব্যক্তি যার দেহের অপবিত্রতার জন্য গোসল ফরয) বা কাফির হয়। এ শর্তে যে, তার মুখ পবিত্র হতে হবে।

সার কথা, প্রত্যেক বস্তু যা নাপাক নয়, তা পূতঃপবিত্র ও শংকামুক্ত হওয়া আবশ্যক নয়। শ্লেষ্মা (নাকের ময়লা)ও তো নাপাক নয়, তাই বলে কোন জ্ঞানবান উহাকে নিজের ঠোঁটে ও জিহবায় লাগাতে পারবে? কাফিরদের ঝুটার ব্যাপারেও আলহামদু লিল্লাহ! মুসলমানদের এমনই ঘৃণা। বিমুখতা এবং এ ঘৃণা তাঁদের ঈমান থেকেই সৃষ্টি।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

وَفِىْ رَفْعِهٖ عَنْ قُلُوْبِهِمْ اِسْقَاطُ شَنَاعَةِ الْكُفْرِ عَنْ اَعْيُنِهِمْ اَوْ تَخْفِيْفُهَا وَذٰلِكَ غَشٌّ بِالْمُسْلِمِيْنَ وَقَدْ صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ كَمَا فِى الْعُقُوْدِ الدُّرِّيَّةِ وغيرها اَنَّ الْمُفْتِىَ اِنَّمَا يُفْتِىْ بِمَا يَقَعُ عِنْدَهٗ مِنَ الْمَصْلَحَةِ وَمَصْلَحَةُ الْمُسْلِمِيْنَ فِى اِبْقَاءِ النِّفْرَةِ عَنِ الْكَفَرَةِ لَا فِى اِلْقَائِهَا.

তাঁদের (মুমিনদের) অন্তর থেকে কাফিরদের প্রতি ঘৃণা উঠিয়ে দেয়ার মধ্যে তাঁদের (মুমিন) চোখসমূহ থেকে কাফিরদের মন্দ দূর করারই নামান্তর। আর তা মুসলমানদের সাথে ধোঁকা। অবশ্যই আলেমগণ তা সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। যেমন- উক্‌দে দুররিয়া ও অন্যান্য কিতাবে রয়েছে যে,অবশ্যই মুফতি এমন ফতোয়া দিবেন-যাতে মুসলমানদের কল্যাণ নিহিত থাকে। মুসলমানদের কল্যাণ কাফিরদের প্রতি ঘৃণা বাকী রাখার মধ্যে, উহাকে (ঘৃণা) পরিত্যাগ করার মধ্যে নয়। তাই যে ব্যক্তি জেনেশোনে কাফিরের ঝুটা পানাহার করে, মুসলমানরা তাকেও ঘৃণা করবে। সে ভৎসনা যোগ্য হয়। তাকে কাফির প্রেমি বলে ধারণা করা হয়। হাদীস শরীফে

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَا يَقِفُ مَوَاقِفَ التُّهَمِ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে সে যেন অপবাদের স্থানে না দাঁড়ায়। অনেকগুলো হাদীসে আল্লাহর নবী ফরমায়েছেন- اِيَّاكَ وَمَا يُسْوِءُ الْاُذُنَ এমন কথা থেকে বাঁচো যা শোনতে কানে খারাপ লাগে। ইমাম আহমদ, ত্বরানী, ইবনে সা'দ,আসকরী,ইবনে মুনদা খতীব,ত্বফাবী,আবদুল্লাহ বিন আহমদ,আবু নাঈম সকলে মুরসাল হিসেবে এ হাদীসকে হযরত আ'স বিন আমর থেকে বর্ণনা করেছেন।

স্বয়ং অনেক হাদীস শরীফে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামা ইরশাদ করেন- اِيَّاكَ وَكُلَّ اَمْرٍ يُعْتَذَرُ مِنْهُ প্রত্যেক এমন বিষয় থেকে বেঁচে থাকো-যা থেকে ক্ষমা চাইতে হয়। উক্ত হাদীস খানা একেক সূত্রে হযরত আনাস,জাবের,আবু আইয়ুব আনসারীও সা'দ বিন উমারা (রাঃ) থেকে এক দল মুহাদ্দিস বর্ণনা করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا তোমরা সুসংবাদ দাও এবং এমন কাজ করো না-যাতে মানুষের ঘৃণার সৃষ্টি হয়। এ হাদীস শরীফখানা ইমাম আহমদ, বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

এতে শরয়ী কারণ ব্যতিরেকে গীবতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যায় আর গীবত হারাম। فَمَا اَدْرِىْ اِلَيْهِ فَلَا اَقَلَّ اَنْ يَكُوْنَ مُكْرِهًا যা গীবত পর্যন্ত পৌঁছায় আমি তাকে মাকরূহ বলতে পারি না। শরয়ী দলীল ও সহীহ হাদীসসমূহের মাধ্যমে এটা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রমাণিত হলো যে, কাফিরের ঝুটা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

وَكَمْ مِنْ حُكْمٍ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ بَلْ وَالْمَكَانِ كَمَا تَشْهَدُ بِهٖ فُرُوْعُ جَمْعِهٖ فِىْ كُتُبِ الْاَئِمَّةِ هٰذَا مَا عِنْدِىْ وَبِهٖ اَفْتَيْتُ مِرَارًا وَاللّٰهُ رَبِّىْ عَلَيْهِ مُعْتَمَدِىْ وَاِلَيْهِ مُسْتَنَدِىْ

অনেক বিধান স্থান, কাল, পাত্র ভেদে পরিবর্তন হয়ে যায়। এর সাক্ষ্য ঐ 'ফুরূ' তথা শাখাগত মাসআলাসমূহ যা ইমামগণের কিতাবসমূহে সন্নিবেশিত আছে। এটা আমার অভিমত। আমি এ সম্পর্কে অনেকবার ফতোয়া দিয়েছি। আল্লাহ আমার প্রভু, তাঁর উপরই আমার ভরসা এবং নির্ভরতা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫ঃ ৭ রবিউল আখির শরীফ ১৩২০ হিজরী।

সুদৃঢ় ইসলাম ধর্মের ওলামা-ই কেরামের এ বিষয়ে অভিমত কি যে, এক ব্যক্তি যোহরের নামায পড়ার জন্য দন্ডায়মান হলো। সে চার রাকাআত সুন্নাত নামায পড়ার পর ভুলক্রমে আবার চার রাকাআত সুন্নাত নামাযের নিয়ত করে নিল। চার রাকাআত ফরয নামায পড়া উচিত ছিল। দু'রাকাআত নামায আদায় করার পর মনে পড়ল যে, এখন আমার ফরয পড়া দরকার। অতঃপর সে নিজের অন্তরে এ বলে ফরয রাকাআতের নিয়্যত করে নিল যে, আমি ফরয নামায পড়তেছি। সে নিয়্যত সহকারে ভুলক্রমে পূর্বের দু'রাকাআত নামায সুন্নাত হিসেবে আদায় করেছে এবং পরের দু'রাকাআত শুধুমাত্র আলহামদু (সূরা ফাতিহা)'র সাথে ফরযের নিয়্যতে পড়েছে। এ নিয়মে পড়লে এখন তার নামায ফরয হিসেবে গণ্য হবে না কি সুন্নাত? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ এ নামায ফরয বা সুন্নাত কোনটাই হয়নি। ফরয এ জন্য হয়নি যে, প্রথম দু'রাকাতের মধ্যে ফরয নামাযের নিয়্যত করেনি আর কাজ শুরু হয়ে গেলে নিয়্যতের কোন ধর্তব্য হয় না।

وفى الدُّرِ الْمُخْتَارِ لَاعِبْرَةَ بِنِيَّةٍ مُتَاخِرَةٍ عنها على الْمَذْهَبِ

অর্থাৎ দুররুল মুখতারে আছে-মাযহাব মতে কোন কাজ পরবর্তী নিয়্যতের সাথে ধর্তব্য হয় না।

পরবর্তী দু'রাকাআতে সে যদি ফরযের নিয়্যতটা তৃতীয় রাকাআতের প্রথম তাকবীরের সময়ে দন্ডায়মানাবস্থায় না করে, তবে এ নিয়্যতই অনর্থক। যদি সে ঐ সময়ে করে তবে উহা প্রথম নিয়্যত থেকে ফরয নামাযের দিকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। চার রাকাআত পুরোপুরি পড়ে নিলে ফরয আদায় হয়ে যেতো। কিন্তু সে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দু'রাকআতে নিয়্যত পরিবর্তনের মাধ্যমে নামায ছিন্ন করে দিয়েছে। সেজন্য ইহাও ফরয হিসেবে আদায় হয়নি।

فی الدر المختار یفسدها انتقاله من صلوۃ الی مغایرتها فی رد المحتار بان ینوی بقلبه مع التکبیرات الإنتقال المذکور قال فی النهر بان صلی رکعة من الظهر مثلا ثم افتتح العصر او التطوع بتکبیرة فان کان صاحب ترتیب کان شارعا فی التطوع عندهما خلافا لمحمد اولم یکن بان سقط للضیق او للکثرت صح شروعه فی العصر لانه نوی تحصیل ما لیس بحاصل فخرج عن الاول فمناط الخروج عن الاول صحة الشروع فی المغایر ولو من وجه الخ ـ

অর্থাৎ দুররুল মুখতারে আছে-কোন ব্যক্তি তার এক নামায থেকে অন্য নামাযের দিকে পরিবর্তনের দ্বারা নামাযকে ফাসিদ করে দেয়-যা প্রথম নামাযের বিপরীত। ফতোয়া-ই শামী'র মধ্যে আছে-যেমন মানুষ নিজের অন্তরে কয়েক তাকবীরের সাথে উল্লেখিত নিয়্যত স্থানান্তরের মনস্থ করে। 'নাহর' কিতাবের মুসান্নিফ বলেছেন, যেমন কোন নামাযী ব্যক্তি যোহরের এক রাকাআত নামায পড়েছে। অতঃপর আসরের নামায শুরু করে দিয়েছে অথবা তাকবীরের সাথে নফল নামায আরম্ভ করেছে। ফলে যদি সে সাহেবে তারতীব (যার একাধারে পাঁচ ওয়াক্ত নামায কাযা নেই) হয় তাহলে শায়খাইন তথা ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে সে নফল নামায আরম্ভকারী হবে। ইমাম মুহাম্মদের অভিমত এর বিপরীত। অথবা সাহেবে তারতীব নয়, এভাবে যে-সময়ের সংকীর্ণতার কারণে বাদ পড়ে গেছে অথবা সময়ের ব্যাপকতার কারণে আসরের সময়ে তার আরম্ভ হওয়া শুদ্ধ হবে। কেননা সে এমন বস্তু অর্জন করার নিয়্যত করেছে-যা তার অর্জিত হয়নি। ফলে প্রথম নামায হতে সে বের হয়ে গেছে। কাজেই প্রথম নামায থেকে বের হয়ে যাওয়াতে এর বিপরীত নামায শুরু করা শুদ্ধ হয়েছে। যদিও তা এক প্রকারের পরিবর্তন।

সুন্নাত হিসেবে আদায় না হওয়াটা সুস্পষ্ট। কারণ সে সুন্নাত পড়ে নিয়েছে। যদি সুন্নাত নাও পড়ে থাকে এবং তৃতীয় অথবা কোন রাকাআতের প্রথম তাকবীরের সময় ফরয নামাযের নিয়্যত করে নেয় তখনও সুন্নাত হবে না। উহা ঐ নিয়্যতের কারণে ফরয নামাযের দিকে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। অবশ্যই এ রাকাআতসমূহ নফল হিসেবে পরিগণিত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-৬ঃ ৮ রবিউল আখির শরীফ ১৩২০ হিজরী।

ওলামা-ই দ্বীন ও সুদৃঢ় শরীয়তের মুফতিগণ কি বলেন? এ মাসআলার ব্যাপারে যে, কোন ব্যক্তি ফরয নামায পড়তেছে এবং সে ভুলক্রমে পরের দু'রাকাআতে 'আল হামদু' (সূরা ফাতিহা) এর পর একটি সূরা মিলায়ে পড়েছে। সম্পন্ন করার পর এখন তার নামায কি ফরয হয়েছে না কি সুন্নাত? যে রকম হয় সেরূপই চূড়ান্ত ফয়সালা দিবেন। যদি সাহু সাজদা করে নেয় তবে তার নামায ফরয হিসেবে আদায় হয়ে যাবে কি না? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ ফরয আদায় হবে। নামাযে এমন কোন ত্রুটি আসেনি যার কারণে তার উপর সাজদা সাহু ওয়াজিব হয়। বরং ইচ্ছাকৃতভাবেও যদি ফরয নামাযে পরের রাকাআতসমূহে সূরা মিলিয়ে নেয় তবে কোন অসুবিধা নেই; শুধু উত্তমতার বিপরীত হয়। বরং কোন কোন ইমাম তা মুস্তাহাব হওয়ার সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন। অধমের নিকট প্রকাশ্যভাবে এ মুস্তাহাব হওয়াটা একাকী নামায পড়ুয়াদের বেলায় প্রযোজ্য। ইমামের জন্য অবশ্যই মাকরূহ; বরং যদি মুক্তাদিগণের নিকট ইমামের কিরাত পৌঁছে গেলে হারাম। দুররুল মুখতারে আছে-

ضم سورۃ فی الاولین فی الفرض وهل یکره فی الاخریین المختار لا ـ

অর্থাৎ ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাআতে সূরা মিলানো হয়। তার পরের দু'রাকাআতে সূরা মিলানো কি মাকরূহ হবে? পছন্দনীয় মত হল মাকরূহ নয়।

রাদ্দুল মুহতারে আছে-

ای لا یکره تحریما بل تنزیها لانه خلاف السنة قال فی المنیة وشرحها فان ضم السورۃ الی الفاتحة ساهیا تجب علیها سجدتا السهو فی قول ابی یوسف لتاخیر الرکوع عن محله وفی اظهر الروایات لا تجب لان القراءۃ فیهما مشروعة من غیر تقدیر والاقتصار علی الفاتحة مسنون لا واجب اه وفی البحر عن فخر الإسلام ان السورۃ مشروعة فی الاخریین نفلا وفی الذخیرۃ انه المختار وفی المحیط هو الاصح اه والظاهر ان المراد بقوله نفلا بجواز المشروعیة بمعنی عدم الحرمة فلا ینافی کونه خلاف الاولی کما افاده فی الحلیة اه مافی رد المحتار اقول لفظ الحلیة ثم الظاهر اباحتها کیف لا وقد تقدم من حدیث ابی سعید الخدری فی صحیح المسلم وغیره انه صلی الله تعالی علیه وسلم کان یقرؤ فی

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

صلوة الظهر فى الركعتين الاوليين قدر ثلثين اية وفى الاخريين قدر خمسة عشر اية او قال نصف ذلك فلا جرم ان قال فخر الإسلام فى شرح جامع الصغير وامّا السورة فانها مشروعة نفلا فى الاخريين حتى قلنا فيمن قرء فى الاخريين لم يلزمه سجدة السهو انتهى ثم يمكن ان يقال الاولى عدم الزيادة ويحمل على الخروج مخرج البيان لذلك الحديث ابى قتادة رضى الله تعالى عنه (يزيد ما تقدم برواية الصحيحين) ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرؤ فى الظهر فى الاوليين بام القرآن وسورتين، وفى الركعتين الاخريين بام الكتاب الحديث قول المصنف المذكور (اى ولا يزيد عليهما شيئا) وقول غير واحد من المشائخ كما فى الكافى وغيره ويقرؤ فيهما بعد الاوليين الفاتحة فقط ويحمل على بيان مجرد الجواز حديث ابى سعيد رضى الله تعالى عنه قول فخر الإسلام فان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل الجائز فقط فى بعض الاحيان تعليما للجواز وغيره من غير كراهية فى حقه صلى الله عليه وسلم كما يفعل الجائز الاولى فى غالب الاحوال والنقل لا ينافى عدم الاولوية فيندفع بهذا ما عساه يخال من المخالفة بين الحديثين المذكورين وبين اقوال المشائخ والله سبحانه اعلم اه ولعلك لا يخفى عليك ان حمل المشروع نفلا على المكروه تنزيها مستبعد جدا و قراة السورة فى الاخريين ليست فعلا مستحبا مستقلا يعتبر عدم الاولوية لعارض كصلوة نافلة مع بعض المكروهات وانما المستفاد من النفلية ههنا فيما يظهر هو استحباب فعلها فكيف يجامع عدم الاولوية والذى يظهر للعبد الضعيف ان سنته الاقتصار على الفاتحة انما تثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فى الامامة فانه لم يعهد منه صلى الله تعالى عليه وسلم صلوة مكتوبة الا امامًا الا نادرًا فى غاية الندرة فيكره للامام الزيادة عليها لاطالة على المقتدين فوق السنة بل لو اطال الى حد الاستثقال كره تحريمًا اما المنفرد فقال فيه النبى صلى الله تعالى عليه

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

وسلم فليطول ماشاء. وزيادة القراءة زيادة خير ولم يعرضه ما يعارض خيريته فلا يبعد ان يكون نفلا فى حقه. فان حملنا كلام اكثر المشائخ على الإمامة وكلام الإمام فخر الإسلام وتصحيح الذخيرة والمحيط على المنفرد حصل التوفيق وبالله التوفيق. هذا ما عندى والله سبحانه وتعالى اعلم.

অর্থাৎ মাকরূহে তাহরিমা নয়;বরং তানযিহী। কেননা ইহা সুন্নাতের বিপরীত। ইহা মুনিয়া এবং এর শরাহ'র মধ্যে বলেছেন। যদি সে ভুলক্রমে ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলিয়ে পড়ে তবে তার উপর সাহু সাজদা ওয়াজিব হবে। ইহা ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর বর্ণনা মতে। রুকূকে তার স্থান হতে দেরী করার কারণে। যাহির রেওয়ায়েতে আছে সাহু সাজদা ওয়াজিব নয়। কেননা এ দু'রাকাআতে কিরাত অনির্ধারিতভাবে প্রচলিত। এখন বাকী আছে সূরা ফাতিহার উপর সংক্ষেপন করাটা। ফাতিহার উপর সংক্ষেপ করা সুন্নাত; ওয়াজিব নয়।'বাহর' গ্রন্থে আছে-ইমাম ফখরুল ইসলাম হতে বর্ণিত যে,পরের দু'রাকাআতে ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো নফল হিসেবে জায়েয। যখীরা'য় আছে ইহাই পছন্দনীয় অভিমত। মুহীত্ব'এ আছে ইহাই অধিক শুদ্ধ। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম ফখরুল ইসলামের অভিমত অনুযায়ী কিরাত নফল হিসেবে জায়েয হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হারাম না হওয়া। এ অভিমত শেষের দু'রাকাআতে কিরাত 'খেলাপে আওলা' হওয়ার বিপরীত নয়। যেমন 'হুলিয়া' নামক কিতাবে ইহা বর্ণনা করা হয়েছে।

আমি বলছি হুলিয়ার বর্ণনানুপাতে- শেষ দু'রাকাতে কিরাত কিভাবে বৈধ হবে না? যার বর্ণনা প্রথমেই অতিবাহিত হয়েছে। সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামাযে প্রথম দু'রাকাআতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পড়তেন এবং শেষের দু'রাকাআতে পনের আয়াত পরিমাণ। অথবা তিনি বলেছেন উহার অর্ধেক পরিমাণ পড়তেন। ইমাম ফখরুল ইসলাম 'শরহে জামিউস সাগীর'এ তা নিঃসন্দেহে বলেছেন। সূরা পড়া শেষের দু'রাকাআতে নফল হিসেবে অনুমোদিত। এমন কি আমরা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলছি-যে শেষের দু'রাকাআতে কিরাত পড়েছে, সে জন্য তার উপর সাহু সাজদা আবশ্যক নয়।

এটা বলার সম্ভাবনা রয়েছে যে, উত্তম হচ্ছে অতিরিক্ত না হওয়া এবং এটাই নিষ্কৃতির উপায়। কারণ আবু কাতাদা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র হাদীসে এরূপ রয়েছে। (এটা দ্বারা ঐ হাদীস উদ্দেশ্য-যা সহীহাইন তথা বুখারী-মুসলিম'র বরাতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে)। নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের প্রথম দু'রাকাআতে সূরা ফাতিহা ও দু'টি সুরা পড়তেন এবং শেষের দু'রাকাআতে সূরা ফাতিহা পড়তেন। এটাই একাধিক মাশায়েখ'র উক্তি, যেমন কাফী এবং অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে। প্রথম দু'রাকাআতের পর শেষের দু'রাকাআতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়া হবে। আবু সাঈদ খুদরী'র হাদীস এবং ফখরুল ইসলাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা'র উক্তি শুধুমাত্র বৈধতা বর্ণনার উপর প্রয়োগ করা হবে। কেননা নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন সময় তার নিজের বেলায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে জায়েয কাজ করতেন-বৈধতা ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষা দেয়ার জন্যে। অধিকাংশ অবস্থায় উত্তমতার উপর আমল করতেন। নফল কাজ করলে তা অনুত্তমতার বিপরীত হয় না। এভাবে হাদীসদ্বয় ও মাশায়েখ কেরামের উক্তির মধ্যে দ্বন্ধ মিটে যায়। সম্ভবত তোমার কাছে এ কথা গোপন নয় যে, নফল হিসেবে অনুমোদিত বিষয়কে মাকরূহে তানযিহীর উপর প্রয়োগ করা খুবই দুষ্কর। আর শেষের দু'রাকাআতে সূরা পড়া এমন স্বতন্ত্র কোন মুস্তাহাব কাজ নয়-যা কোন প্রতিবন্ধকতার কারণে না করলে অনুত্তমতার মধ্যে গণ্য করা হবে। যেমন নফল নামায কিছু মাকরূহ সহকারে আদায় করা। এখানে নফলিয়া বলতে মুস্তাহাবই বুঝায়। এ অর্থের ভিত্তিতে তা কিভাবে খেলাপে আওলা (উত্তমতার বিপরীত)'র সাথে একত্রিত হতে পারে? এ অধম দূর্বল বান্দার নিকট যা সুস্পষ্ট হয়েছে তা হল-শেষের দু'রাকাআতে সুরা ফাতিহার উপর সংক্ষিপ্ত করা সুন্নাত-যা ইমামতি অবস্থায় স্বয়ং নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত। কেননা হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে ইমামতি অবস্থা ব্যতীত ফরয নামায আদায় করার প্রমাণ মিলেনি। জামাত ছাড়া নামায আদায়ের ব্যাপারটি খুব দূর্লভ। কাজেই ইমামের জন্য শেষের দু'রাকাআতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সুরা অতিরিক্ত করা মাকরূহ মুক্তাদিগণের সাথে নামায সুন্নাতের অতিরিক্ত লম্বা করার কারণে। বরং যদি সে এত লম্বা করেছে যে, মুক্তাদিগণের নিকট ভারি মনে হয় তবে তা হবে মাকরূহে তাহরিমা।

একাকী নামায আদায়কারীর ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-সে যতটুকু চায় কিরাত লম্বা করবে, কিরাত লম্বা করা অতি উত্তম। এখানে উত্তমতার প্রতিবন্ধক হবে এমন কিছু নেই। তার ব্যাপারে ইহা নফল হওয়া স্বাভাবিক। যদি আমরা অধিকাংশ মাশায়েখের উক্তিকে ইমামত'র উপর এবং ফখরুল ইসলামের তাসহীহুয্ যাখীরাহ্ ও মুহীত্ব'র উক্তিকে একাকী নামায আদায়কারীর উপর প্রয়োগ করি তবে উভয় উক্তি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহই তাওফীক দাতা। এটা আমার অভিমত অনুসারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-৭ঃ ৯ রবিউল আখের শরীফ,১৩২০ হিজরী।
ওলামা-ই দ্বীন ও সুদৃঢ় শরীয়তের মুফতীগণ এ মাসআলা প্রসংগে কি বলেন যে, এক ব্যক্তি বিছমিল্লাহ বলে একটি শিকারীর উপর বন্দুক চালিয়েছে। সেটার কাছে গিয়ে দেখে এতে প্রাণ থাকার কোন চিহ্ন ও নড়াচড়া কিছুই নেই। তবে ওটাকে যবেহ করলে তা থেকে বেশ রক্ত বের হয়। এ শিকার কি হালাল না কি হারাম? রক্ত বের না হলে তখন বিধান কি জবাব লিখবেন। সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করুন, প্রতিদান প্রাপ্ত হবেন।

জাওয়াবঃ যবেহ করার পর যদি সাব্যস্ত হয় যে, যবেহ করার সময় উহাতে প্রাণ ছিল। যেমন-নড়াচড়া, লাফিলাফি বা পাখা ঝাঁপটাতে লাগল অথবা যবেহ করার সময় ছটফট করল, যদিও রক্ত বের না হয়। অথবা রক্ত এভাবে গেছে যেভাবে যবেহকৃত জন্তু হতে বের হয় যদিও নড়াচড়া না করে। অথবা অন্য কোন চিহ্নের দ্বারা জীবন আছে বলে সুস্পষ্ট হয়ে যায় তখন তা হালাল। বন্দুকের গুলি ছোঁড়ে দিয়েছে যবেহ করেনি, অথবা যবেহ করেছে; কিন্তু যবহের সময় উহাতে প্রাণ আছে বলে সাব্যস্ত হয় নি তবে তা হারাম। মূলোদ্দেশ্য হল-যবেহ করে নিলে এবং যবহের সময় উহাতে শেষ নিঃশ্বাস বাকী থাকলে, যদিও তা নড়চড়া না করে ও রক্ত না ঝরে তবে হালাল নতুবা হারাম।

দুররুল মুখতারে আছে-

ذَبَحَ شَاةً مَرِيْضَةً فَتَحَرَّكَتْ اَوْ خَرَجَ الدَّمُ حَلَّتْ وَاِلَّا لَا اِنْ لَمْ تَدْرِ حَيَاتَهٗ عِنْدَ الذَّبْحِ وَاِنْ عَلِمَ حَيَاتَهٗ حَلَّتْ مُطْلَقًا وَاِنْ لَمْ تَتَحَرَّكْ وَلَمْ يَخْرُجِ الدَّمُ وَهٰذَا يَتَأَتّٰى فِيْ مُنْخَنِقَةٍ وَمُتَرَدِّيَةٍ وَنَطِيْحَةٍ وَالَّتِيْ فَقَرَ الذِّئْبُ بَطْنَهَا فَذَكَاةُ هٰذِهِ الْاَشْيَاءِ تَحِلُّ وَاِنْ كَانَتْ حَيَاتُهَا خَفِيْفَةً وَعَلَيْهِ الْفَتْوٰى لِقَوْلِهٖ تَعَالٰى "اِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ اه وَفِيْ رَدِّ الْمُحْتَارِ عَنِ الْبَزَّازِيِّ عَنِ الْاِسْبِيْجَابِيِّ عَنِ الْاِمَامِ الْاَعْظَمِ رضى الله تعال عنه خُرُوْجُ الدَّمِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْحَيٰوةِ اِلَّا اِذَا كَانَ يَخْرُجُ كَمَا يَخْرُجُ مِنَ الْحَيِّ قَالَ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ۔

অর্থাৎ কেউ রুগ্ন ছাগী যবেহ করল। আর তা নড়চড়া করেছে অথবা উহা থেকে রক্ত বের হয়েছে তাহলে তা হালাল, নতুবা হালাল হবে না। যদিও যবহের সময় উহাতে প্রাণের অস্তিত্ব না থাকে। যদি যবহের সময় প্রাণ আছে বলে প্রতীয়মান হয়, তবে সাধারণত তা হালাল। যদিও নড়াচড়া না করে এবং রক্তও বের না হয়। শ্বাস রুদ্ধ করে মারা পশু, ওপর থেকে পতিত পশু, শিংয়ের আঘাতে আহত পশু এবং ঐ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পশু-যার পেট বাঘে ছিঁড়ে ফেলেছে এগুলোর উপর পূর্বোল্লেখিত হুকুম প্রযোজ্য। উল্লেখিত অবস্থায় ঐ পশুগুলোকে যবেহ করলে ঐ গুলো হালাল হয়ে যাবে, যদিও ঐ পশুগুলোতে প্রাণ সামান্যই থাকে। আল্লাহর বাণী الا ماذكيتم (কিন্তু যেগুলো তোমরা যবেহ করে নিয়েছ)এর কারণে এরই উপর ফতোয়া। রাদ্দুল মুহতারে বর্ণিত আছে-ইমাম বায্যাযী হতে, তিনি ইস্পাহানী হতে, তিনি ইমামে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম হতে বর্ণনা করেছেন যে, শুধু রক্ত বের হওয়া জীবন্ত হওয়ার উপর বুঝায় না, তবে হ্যাঁ, জীবন্ত হওয়ার উপর বুঝাবে যখন রক্ত এমনভাবে বের হয়-যেভাবে জীবিত প্রাণী হতে বের হয়। তিনি বলেছেন- এটাই যাহির রেওয়ায়াত।

উহার 'শিকার অধ্যায়ে' আছে-

اَلْمُعْتَبَرُ فِى الْمُتَرَدِّيَةِ وَاَخَوَاتِهَا كَنَطِيْحَةٍ وَمَوْقُوْذَةٍ وَمَا اَكَلَ السَّبُعُ وَالْمَرِيْضَةُ مُطْلَقُ الْحَيَاةِ وَاِنْ قَلَّتْ كَمَا اَشَرْنَا اِلَيْهِ عَلَيْهِ الْفَتْوٰى.

অর্থাৎ উঁচু স্থান থেকে পতিত পশু-যার মৃত্যু নিকটবর্তী এবং সে জাতীয় পশুসমূহ যেগুলো পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে যেমন نَطِيْحَةٌ (শিং ওয়ালা প্রাণীর গুতোয় আহত পশু), مَوْقُوْذَةٌ (লাঠি, পাথর ইত্যাদি দ্বারা আহত পশু) এবং যা হিংস্র প্রাণী ভক্ষণ করেছে ও রুগ্ন পশুগুলো সাধারণভাবে জীবন্ত। যদিও প্রাণ সামান্যই থাকে। যেমন আমরা এর প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছি। এর উপরই ফতোয়া।

'মাদারিকুত তানযীল'র মধ্যে আছে-

اَلْمَوْقُوْذَةُ اَسْخَنُوْهَا ضَرْبًا بِالْعَصَا اَوْ حَجَرٍ.

অর্থাৎ مَوْقُوْذَةٌ ঐ প্রাণী-যাকে সে লাঠি বা পাথর দিয়ে আঘাত করেছে।

'মুয়ালিম'এ আছে-

قَالَ قَتَادَةُ كَانُوْا يَضْرِبُوْنَهَا بِالْعَصَا فَاِذَا مَاتَتْ اَكَلُوْهَا اه قُلْتُ فَظَهَرَ اَنَّ الْمَضْرُوْبَ كُلَّ مُثْقِلٍ كَالْبُنْدُقَةِ وَلَوْ بُنْدُقَةَ الرَّصَاصِ كُلُّهٗ مِنَ الْمَوْقُوْذَةِ فَيَحِلُّ بِالذَّكَاةِ وَاِنْ قَلَّتِ الْحَيَاةُ.

অর্থাৎ হযরত কাতাদা(রাঃ) বলেছেন তারা (কাফিররা) পশুকে লাঠি দিয়ে এমনভাবে মারত যে উহা মরে যেত। উহা মরে গেলে তারা তা খেত।

আমি বলছি তা হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রত্যেক ভারী বস্তু দ্বারা প্রহৃত জন্তু যেমন বন্দুক,যদিও সীসার গুলিযুক্ত বন্দুক হয়, এগুলো সব موقوذة এর অন্তর্ভুক্ত। ইহা যবেহ করার মাধ্যমে হালাল হয়ে যাবে, যদিও যবহের সময় তাতে প্রাণ সামান্যই থাকে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাদ্দুল মুহতারে আছে-

لَا يَخْفٰى اَنَّ الْجَرْحَ بِالرَّصَاصِ اِنَّمَا هُوَ بِالْاِحْرَاقِ وَالثِّقْلِ بِوَاسِطَةِ اِنْدِفَاعِهِ الْعَنِيْفِ اِذْ لَيْسَ لَهٗ حَدٌّ فَلَا يَحِلُّ وَبِهٖ اَفْتٰى ابْنُ نُجَيْمٍ

অর্থাৎ এটা গোপনীয় নয় যে,নিশ্চয় সীসার গুলিতে আঘাতপ্রাপ্ত পশু যে আঘাত জ্বালানো ও ভারী বস্তু হওয়ার কারণে হয় যেহেতু এ রকম গুলিতে ধার নেই সেহেতু সজোরে নিক্ষেপ করলেও তা হালাল হবে না। ইবনু নুজাইম সেরূপ ফতোয়া দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৮ঃ ১০ রবিউল আখির শরীফ, ১৩২০ হিজরী।

ওলামা-ই কেরামের অভিমত কি? এক ব্যক্তি সখ করে প্রতিদিন বন্দুক শিকার করে। পবিত্র শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী কত পরিমাণ এবং কখন শিকার করতে পারে? শিকারী প্রতিদিন শিকার করলে গুনাহ্গার হবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করে অধিক প্রতিদান প্রাপ্ত হোন।

জাওয়াবঃ এমন শিকার যা চিত্ত বিনোদন সৌখিনতার উদ্দেশ্যে হয়-যা এক প্রকার খেল-তামাসা বুঝা যায়। তাইতো তাকে শিকার খেলা বলা হয়। বন্দুক দিয়ে পশু শিকার হোক, চাই মাছ শিকার হোক, প্রতিদিন-সবসময় হোক, চাই মাঝে মাঝে হোক; সাধারণতঃ সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। ওই শিকার বৈধ যা খাওয়ার উদ্দেশ্যে বা ঔষধ বা অন্য কোন উপকারার্থে বা কোন ক্ষতি এড়ানোর জন্য হয়।

আজকাল বড় মাপের শিকারিরা এমন লাজুক যে, বাজার থেকে নিজের খাওয়া বা পরার বিশেষ প্রয়োজনীয় বস্তু আনতে যাওয়াকে নিজের মর্যাদাহানী বলে মনে করে। অথবা এমন সুখী যে, দশ কদম রোদে হেঁটে মসজিদে নামাযের জন্য উপস্থিত হওয়াকে মুসীবত বলে মনে করে অথচ সে দুপুরের তাপে প্রচণ্ড গরম বাতাসে উত্তপ্ত বালির উপর চলাচল এবং গা জ্বালানো বিদগ্ধ বাতাসে মুখ থুবড়ানোকে সহ্য করে। দিনের পর দিন শিকারের জন্য ঘর-বাড়ি ছেড়ে দেয়। তা কি খাদ্য যোগানোর উদ্দেশ্যে? কখনো না; বরং খেলা জমানো। তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। এর একটা বাস্তব অভিজ্ঞতা যে, এ সব শিকারীদের যদি বলা হয়-এ সব মাছ বাজারে পাওয়া যায়, সেখান থেকে নিয়ে নাও, সে কখনো তা মানবে না। অথবা যদি বলা হয় যে, আমরা আপনার জন্য নিয়ে আসি, সে কখনোই রাজী হবে না। শিকার করে সে উহা খাওয়ার উদ্দেশ্যে রাখেও না, ভাগ করে দিয়ে দেয়। জানা গেল যে, নিশ্চিত তা চিত্ত বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ। তা-ই হারাম।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দুররুল মুখতারে আছে- اَلصَّيْدَ مُبَاحٌ اِلَّا لِلتَّلَهِّىْ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ খেল তামাশা ব্যতিত প্রয়োজনে শিকার বৈধ, যেভাবে তা সুস্পষ্ট। আশবাহ, বাযযাযিয়া, মাজমাউল ফাতাওয়া, গুনিয়া, তা-তারখানিয়া ও রাদ্দুল মুখতারসহ অন্যান্য গ্রন্থসমূহে তার বর্ণনা রয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৯ঃ ১২ রবিউল আখির শরীফ, ১৩২০ হিজরী।

ওলামা-ই দ্বীন ও সুদৃঢ় শরীয়তের মুফতিগণ অভিমত কি? শরয়ে মুহাম্মদী'র আটাশতম অধ্যায়ে بيان مكروهات الوضوء এর মধ্যে আছে-

تیسرے تانبے کے برتن سے اگر

ہے وضو ناقص کرے گا جو بشر

অর্থ-তৃতীয়তঃ যদি কোন তামার পাত্র হতে অযু করে, তবে মানুষ ঐ অযুকে অসম্পূর্ণ করে দিবে।

এটা বুঝে আসে না যে, তামার পাত্র থেকে অযু করলে কেন তা অসম্পূর্ণ হবে? আজকাল অনেক মানুষ তামার বদনা হতে অযু করে থাকে। তাহলে কি এদের সবার অযু অসম্পূর্ণ হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ তামার পাত্র হতে অযু করা, ওটাতে খাওয়া-দাওয়া, পানাহার সব জায়েয। কোন মাকরূহ হবে না। অযুতে কোন ক্ষতি হবে না। তবে বার্নিশ করার পর অযু, পানাহার ইত্যাদি করা চাই। বার্নিশহীন পাত্রে পানাহার করা মাকরূহ। ইহা শারীরিক ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে। তাই মাটির পাত্রের ব্যবহার তামার পাত্র হতে উত্তম। ওলামা-ই কেরাম অযুর শিষ্টাচার ও মুস্তাহাবসমূহের মধ্যে মাটির পাত্র হওয়াকে গণ্য করেন। অযুর পাত্র মাটির হতে হবে। এতে পানাহার করা বিনয় নম্রতার অধিক নিকটবর্তী।

রাদ্দুল মুহতারে ফাতহুল কাদীর'র রেফারেন্সে বর্ণিত-

مِنْهَا(اَىْ مِنْ اٰدَابِ الْوُضُوْءِ) كَوْنَ اٰنِيَةٍ مِنْ خَزَفٍ.

অর্থাৎ অযুর শিষ্টাচারসমূহ থেকে একটি হচ্ছে অযুর পাত্র পোঁড়া মাটি হতে হওয়া।

উহাতে اختيار شرع مختار হতে উল্লেখ আছে-

اِتَّخَاذَ (اَىْ اَوَانِىْ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ) مِنَ الْخَزَفِ اَفْضَلَ اِذْ لَا صَرْفَ فِيْهِ وَلَا مَخْيَلَةَ وَفِىْ الْحَدِيْثِ مَنِ اتَّخَذَ اَوَانِى بَيْتِهٖ خَزَفًا زَارَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَيَجُوْزُ اِتَّخَاذَهَا مِنْ نُحَاسٍ اَوْ رَصَاصٍ-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পানাহারের জন্য পোঁড়া মাটির পাত্র বানানো উত্তম। কেননা এতে নেই কোন খরচ ও অহংকার। হাদীস শরীফে আছে-যে ব্যক্তি ঘরে মাটির পাত্র রাখবে, ফিরিশতা ওই ঘরে যিয়ারত করে থাকে। তামা অথবা সীসার পাত্র ব্যবহারও জায়েয।

তাতে আরো আছে-

يُكْرَهُ الْاَكْلُ فِىْ النُّحَاسِ الْغَيْرِ الْمُطَلّٰى بِالرَّصَاصِ لِاَنَّهٗ يَدْخُلُ الصَّدَاءُ فِى الطَّعَامِ فَيُوْرِثُ ضَرَرًا عَظِيْمًا وَمَابَعْدَهٗ فَلَا مُلَخَّصًا

সীসা দ্বারা বার্নিশহীন তামার পাত্রে খাবার খাওয়া মাকরূহ। কেননা তাতে খাবারে মন্দ প্রভাব পড়ে থাকে-যা বড় ক্ষতিতে ফেলে। নিকেল করায় ঐ মন্দ প্রভাব বিদূরিত হয়ে যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১০ঃ ১৩ রবিউল আখির শরীফ, ১৩২০ হিজরী।

কিছু লোক বলে যে, অমুক গাছের উপর শহীদ নিহিত আছে এবং অমুক খিলানে শহীদ থাকে। উক্ত গাছ ও খিলানের নিকট গিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার শিরনী, চাল ফাতিহা, হার ঝুলায় এবং আগরবাতি জ্বালিয়ে নিজের মনোবাসনা পূরণের প্রার্থনা করে। এ রকম রীতি-নীতি শহরের অনেক স্থানে দেখা যায়। আসলে শাহাদাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কি গাছ এবং খিলানসমূহে অবস্থান করে? যারা এ সব বিশ্বাস করে সে ব্যক্তিবর্গ কি সত্য পথে না ভ্রান্ত পথে? এ প্রসংগে ওলামা-ই আহলে সুন্নাতের অভিমত কি ? দস্তখতসহ সবিস্তারে জানাবেন। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ এ সবগুলো বাজে কাজ, অশ্লীল, অনর্থক, অজ্ঞতাপূর্ণ, নির্বুদ্ধিমূলক ও অসার। এগুলোর বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়া আবশ্যক।

مَا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ আল্লাহ তায়ালা এ সম্পর্কে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেন নি। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহিল আলীয়্যিল আযীম। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১১ঃ ১৪ রবিউল আখের শরীফ, ১৩২০ হিজরী।

আপনার মতামত কি? (আল্লাহ তায়ালা আপনাকে রহম করুন) এ মাসআলার ব্যাপারে যে, পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সন্তানদের উপর পিতা-মাতার কি হক থাকে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ (১) মৃত্যুর পরে সর্বপ্রথম হক হলো তাদের লাশের গোসল, কাফন, নামায ও দাফনের ব্যবস্থা করা। এ সব কার্যাবলীতে এমন সুন্নাত ও মুস্তাহাব

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিষয়সমূহের প্রতি মনোযোগ দেয়া যা তাদের জন্য অতি উত্তম, বরকত, রহমত ও আরামের আশা করা যায়।

(২) তাদের জন্য সর্বদা দো'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকা। তা থেকে কখনো অমনোযোগী না হওয়া।

(৩) দান-সদকা এবং ভাল কাজসমূহের ছাওয়াব তাদের জন্য পৌছাতে থাকা। যথাসাধ্য তাতে কমতি না করা। নিজের নামায আদায়ের সময়ে তাদের জন্যও নামায পড়া, নিজের রোযার সাথে তাদের জন্যও রোযা রাখা। যে সমস্ত ভাল কাজ করা হয়, সব কিছুর ছাওয়াব তাদের উপর এবং সমস্ত মুসলমানদের উপর দান করা। এদের সবার নিকট ছাওয়াব পৌছে যাবে এবং ছাওয়াবে কমতি হবে না, ফলে অনেক সমৃদ্ধি লাভ হবে।

(৪) তাদের নিকট কারো ঋণ পাওনা থাকলে তা আদায়ে যথা সম্ভব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করা এবং নিজের সম্পদ থেকে তাদের ঋণ আদায় করাকে উভয় জগতের কল্যাণ মনে করা। নিজের সামর্থ্য না থাকলে অন্যান্য প্রিয় বন্ধু-বান্ধব, নিকট আত্মীয়, অতঃপর অপরাপর শুভাকাঙ্খীগণের নিকট কর্য আদায়ে সাহায্য নেয়া।

(৫) তাদের কোন ঋণ থাকলে যথাসাধ্য উহা আদায়ের প্রতি প্রচেষ্টা চালানো। তারা হজ্ব না করে থাকলে নিজে তাদের পক্ষ থেকে হজ্ব করা বা বদলি হজ্ব করানো। যদি যাকাত অথবা ওশর অনাদায় থাকে, তবে ঐগুলো আদায় করা। নামায, রোযা বাকী থাকলে উহার কাফ্ফারা দিয়ে দেয়া, এভাবে তাদেরকে প্রত্যেক বিষয়ে জিম্মা মুক্ত করার চেষ্টা করা।

(৬) তারা যে শরীয়ত সম্মত জায়েয অসীয়ত করেছে তা যথাসম্ভব বাস্তবায়ন করা, যদিও শরীয়তের দিক দিয়ে তা বাস্তবায়ন নিজের উপর আবশ্যিক নয়। যদিও নিজের উপর বোঝা হয়। উদাহরণ স্বরূপ-তারা সম্পত্তির অর্ধেক ওয়ারিছ নয় এমন কোন প্রিয় বন্ধু-বান্ধবের জন্য অসিয়ত করে গেছে। শরয়ীভাবে সম্পদের এক তৃতীয়াংশের বেশি নিজ ওয়ারিছগণের সম্মতি ব্যতীত অসিয়ত সংঘটিত হয় না। কিন্তু সন্তানদের জন্য উপযোগী হচ্ছে যে, তাদের অসিয়তনামা এবং তাদের মনঃতুষ্টের জন্য নিজের মনোবাসনাকে অগ্রাধিকার না দেয়া।

(৭) কৃত প্রত্যয় তাদের মৃত্যুর পরও বাস্তবায়ন রাখা। উদাহরণ স্বরূপ-মা অথবা বাবা শপথ করেছে যে, আমার পুত্র অমুক জায়গায় যাবে না, অথবা অমুকের সাথে মেলামেশা করবে না, অথবা অমুক কাজ করবে। তাদের মৃত্যুর পর এ খেয়াল না করা যে, এখন তো তিনি নেই। শুধু শপথ নয়; বরং তার এমনই বাধ্য থাকা যেমনি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাদের হায়াতে জিন্দেগীতে ছিল, যতক্ষণ কোন শরয়ী অসুবিধা না থাকে। সীমাবদ্ধ কিছু কাজে নয়; বরং প্রত্যেক জায়েয বিষয়ে তাদের মৃত্যুর পরও তাদের মর্জি মোতাবেক কাজ করা।

(৮) প্রত্যেক জুমা'য় তাদের কবর যিয়ারতের জন্য যাওয়া। সেখানে কুরআন শরীফ এমন আওয়াজে পড়া যাতে তা শুনতে পায় এবং উহার ছাওয়াব তাদের রূহে বখশিশ করা। কখনো তাদের কবরের পাশ দিয়ে সালাম ও ফাতিহা পড়া ছাড়া অতিক্রম না করা।

(৯) তাদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আজীবন সদাচরণ করে যাওয়া।

(১০) তাদের প্রিয়জনদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখা। সর্বদা এদের প্রতি সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

(১১) কারো পিতা-মাতাকে মন্দ বলে এর প্রতি উত্তরে তাদেরকে গালমন্দ না শুনানো।

(১২) সব হকের বড় হক হল-কোন গুনাহ্ করতঃ কখনো তাদের কবরে দুঃখ না পৌছানো। সন্তানের ভাল-মন্দ কর্মের প্রভাব মা-বাবার নিকট পৌছে থাকে। তারা নেক আমল দেখলে আনন্দিত হয়,তাদের চেহারা আনন্দে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। পাপ কাজ দেখলে তারা অসন্তুষ্ট হয়, তাদের অন্তরে আঘাত লাগে। মা-বাবার প্রতি সন্তানের হক হল কবরেও তাদেরকে অশান্তি না দেয়া।

ক্ষমাশীল,দয়ালু,পরাক্রমশালী মহান আল্লাহ জাল্লা জালালুহু তাঁর প্রিয় হাবীব রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওসাল্লাম'র ওসীলায় আমরা সকল মুসলমানদেরকে নেক আমল করার তাওফীক দিন।

حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم وصلى الله تعالى على الشفيع الرفيع النصير الغفور الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين.

এখন ঐ হাদীসসমূহ যেগুলো থেকে অধম মাসআলা উদঘাটন করেছি সেগুলো হতে নূন্যতম পরিমাণ কতিপয় হাদীস উল্লেখ করব।

হাদীস-১ঃ এক আনসারী সাহাবী হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন-হে আল্লাহর রাসুল! মা-বাবার ইন্তিকালের পরও তাদের সাথে ভাল আচরণের কোন পন্থা অবশিষ্ট আছে কি? যা

www.YaNabi.in

আমি সম্পাদন করব। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

نَعَمْ اَرْبَعَةٌ: الصلاة عَلَيْهَا وَالاستغفارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا اَوْ صِلَةُ الرَّحْمِ الَّتِى لَا رِحْمَ لَكَ اِلَّا مِنْ قِبَلِهِمَا فَهٰذَا الَّذِىْ بَقِىَ مِنْ بِرِّهِمَا بَعْدَ مَوْتِهِمَا.

হ্যাঁ! চারটি কাজ-তাদের জন্য নামায পড়া, তাদের জন্য দোয়া ও মাগফিরাত কামনা করা, মৃত্যুর পর তাদের অসীয়ত বাস্তবায়ন করা, তাদের বন্ধুদেরকে সম্মান করা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সুদৃঢ় রাখা। অতএব তা ঐ সদাচরণ-যা তাদের মৃত্যুর পরও বাকী থাকে। ইবনু নাজ্জার হযরত আবু উসাইদ আস-সায়েদী'র সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন। ইমাম বায়হাকী স্বীয় সুনানে একই হাদীস ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন-

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَبْقٰى لِلْوَلَدِ مِنْ بِرِّ الْوَالِدِ اِلَّا اَرْبَعٌ، الصلاة عليه والدعاء له وَانفاذُ عَهْدِهٖ مِنْ بَعْدِهٖ وَصِلَةُ رِحْمِهٖ وَاِكْرَام صَدِيْقِهٖ.

সন্তানের উপর পিতার জন্য চারটি অধিকার বহাল থাকে। তার জন্য রহমত কামনা, দোয়া করা ,অসীয়ত পূরণ,আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা এবং তার বন্ধুকে সম্মান করা।

হাদীস-২ঃ ম হানবী হযরত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

اِستغفارُ الْوَلدِ لِاَبِيْهِ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الْبِرِّ

মাতা-পিতার সাথে উত্তম আচরণ থেকে একটা এ যে, তাদের মৃত্যুর পর সন্তান তাদের জন্য দোয়া ও ক্ষমা প্রার্থনা করা।

হাদীস শরীফখানা ইবনু নাজ্জার রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আবু উসাইদ মালিক বিন যারারাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস-৩ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

اِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الدُّعَاءَ لِلْوَالِدَيْنِ فَاِنَّهٗ يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقُ.

মানুষ যখন মাতা-পিতার জন্য দোয়া করা ছেড়ে দেয় (অর্থাৎ দোয়া না করে) তখন তার রিযিক কর্তন হয়ে যায়।

উহাকে ইমাম ত্বাবরানী তারীখে এবং ইমাম দায়লামী হযরত আনস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস-৪ ও ৫ ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

اِذَا تَصَدَّقَ اَحَدُكُمْ بِصَدَقَةٍ تَطَوُّعًا فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ اَبَوَيْهِ فَيَكُوْنُ لَهُمَا اَجْرُهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ اَجْرِهٖ شَيْئًا.

যখন তোমাদের মধ্যে কেউ কোন কিছু নফল দান-খয়রাত করে, তবে সে যেন উহা তার মাতা-পিতার পক্ষ থেকে করে। ফলে ছাওয়াব নিজে পাবে এবং তার ছাওয়াব থেকে কোন কিছু ঘাটতি হবে না। ত্বাবরানী, ইবনু আসাকির ও দায়লামী।

হাদীস-৬ঃ এক সাহাবী উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন-হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার পিতা জীবিতাবস্থায় তাঁর সাথে সদাচরণ করেছিলাম। তিনি ইন্তিকাল করার পর তার সাথে সদ্ব্যবহারের উপায় কি? ইরশাদ করেন-

اِنَّ مِنَ الْبِرِّ بَعْدَ الموتِ اَنْ تُصَلِّىَ لَهُمَا مَعَ صَلٰوتِكَ وَتَصُوْمُ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ

(পিতা-মাতার) মৃত্যুর পর সদ্ব্যবহারের নিয়ম এ যে,তুমি নামায আদায়ের সময় তাদের জন্য নামায পড়া এবং তোমার রোযার সাথে তাদের জন্য রোযা রাখা। দারু কুতনী।

যখন নিজে ছাওয়াব পাওয়ার জন্য নফল নামায পড়বে বা রোযা রাখবে তখন কিছু নফল নামায ও রোযা তাদের উপরও ছাওয়াব পৌঁছানোর জন্য তাদের পক্ষ থেকে সম্পাদন করবে অথবা নামায রোযা যে-ই উত্তম আমল করবে সাথে সাথে তাদের উপর ছাওয়াব পৌঁছানোরও নিয়্যত করবে। তাদেরও ছাওয়াব মিলবে এবং তোমার ছাওয়ারেও কম হবে না। দ্বিগুন ছাওয়াব পাওয়া যাবে।

ফতোয়ায়ে তা-তারখানিয়া ও রাদ্দুল মুহতারে আছে-

اَلْاَفْضَلُ لِمَنْ يَتَصَدَّقُ نَفْلًا اَنْ يَنْوِىَ لِجَمِيْعِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لِاَنَّهَا تَصِلُ اِلَيْهِم وَلَا ينقصُ عَنْ اَجْرِهٖ شَئٌ-

নফল সদকাকারীর জন্য উত্তম হল সকল নর-নারীর নিয়্যত করা। কেননা তাতে ওদের প্রতি ছাওয়াব পৌঁছে এবং তাদের ছাওয়াবেও কম হবে না

হাদীস-৭ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ اَوْ قَضٰى عَنْهُمَا مَغْرَمًا بَعَثَهُ اللّٰهُ تعالٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْاَبْرَارِ-

যে ব্যক্তি তার মাতা-পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব করে অথবা তাদের পক্ষ থেকে ঋণ আদায় করে আল্লাহ তায়ালা তাকে কিয়ামতের দিন পুণ্যবান ব্যক্তিদের সাথে উঠাবেন।

এটা ইমাম তাবরানী আউসাত্ব-এ এবং দারু কুতনী সুনানে হযরত ইবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস-৮ঃ আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর উপর আশি হাজার ঋণ ছিল। মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে তিনি তাঁর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমাকে ডেকে বললেন-

بِعْ فِيْهَا اَمْوَالَ عُمَرَ فَاِنْ وَفَتْ وَاِلَّا فَسَلْ بَنِىْ عَدِىٍّ فَاِنْ وَفَتْ وَاِلَّا فَسَلْ قُرَيْشًا وَلَا تَعْدِ عَنْهُمْ

আমার ঋণ আদায়ে প্রথমে আমি ওমর'র সম্পদ বিক্রি কর, যদি পরিপূর্ণ ঋণ আদায় হয়ে যায় তাহলে উহার মাধ্যমে আদায় কর। আর যদি না হয় তবে আমার সম্প্রদায় বনী আদ্দী থেকে চাও। উহাতেও পরিপূর্ণ না হলে কুরাইশদের নিকট চাও। এরা ছাড়া কারো নিকট চেয়ো না।

সাহেবজাদা হযরত ইবনু ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা বলেছেন- اِضْمَنْهَا আমাকে ঋণের যামানত দিয়ে দেন। তিনি জিম্মাদার হয়ে গেছেন। হযরত আমীরুল মু'মিনীন রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র দাফনের পূর্বে হযরত ইবনু ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আনসার ও মুহাজিরগণের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সাক্ষী করে বললেন-উক্ত আশি হাজার আমার উপর। এক সপ্তাহের মধ্যে তিনি তা পরিশোধ করে দিলেন। উক্ত হাদীস শরীফখানা ইবনু সা'দ 'তাবাকাত'র মধ্যে হযরত ওছমান ইবনু উরওয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস-৯ঃ জোহায়না গোত্রের এক বিবি হুযুর সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন-ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা! আমার মা হজ্ব করার জন্য মান্নত করেছিলেন তিনি আদায় করতে পারেন নি। তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

نَعَمْ حَجِّىْ عَنْهَا اَرَأَيْتَ لَوْكَانَ عَلٰى اُمِّكَ دَيْنٌ اَكُنْتَ قَاضِيَةً اِقْضُوْا اللّٰهَ فَاللّٰهُ اَحَقُّ بِالْوَفَاءِ۔

হ্যাঁ! তার পক্ষ থেকে হজ্ব কর, তুমি কি মনে কর যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত তবে তুমি কি তা আদায় করতে কি না? এভাবেই খোদার ঋণ আদায় কর। কারণ আল্লাহই তা আদায়ের হকদার। ইমাম বুখারী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা হতে তা বর্ণনা করেছেন।

www.YaNabi.in

আহকাম-ই শরীয়ত

হাদীস-১০ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

اِذَا حَجَّ الرَّجُلُ عَنْ وَالِدَيْهِ تُقُبِّلَ مِنْهُ وَمِنْهُمَا وَاسْتَبْشَرَ بِهٖ اَرْوَاحُهُمَا فِى السَّمَاءِ وَكُتِبَ عِنْدَ اللّٰهِ بَرًّا

মানুষ যখন নিজ মাতা-পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব করে, তখন ঐ হজ্ব তার পক্ষ থেকে এবং স্বীয় মাতা-পিতার পক্ষ থেকে কবূল করা হয়। এতে তাদের রূহসমূহ আসমানে আনন্দিত হয়ে উঠে। এ ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার নিকট মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী হিসেবে লিখিত হয়। হাদীস শরীফখানা দারু কুতনী হযরত যায়দ বিন আরকাম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস-১১ঃ সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

مَنْ حَجَّ عَنْ اَبِيْهِ اَوْ عَنْ اُمِّهٖ فَقَدْ قَضٰى عَنْهُ حَجَّتَهٗ وَكَانَ لَهٗ فَضْلُ عَشْرِ حِجَجٍ

যে ব্যক্তি তার পিতা অথবা মাতার পক্ষ থেকে হজ্ব করবে তবে তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় হয়ে যাবে এবং সে দশটি অতিরিক্ত হজ্বের ছাওয়াব পাবে। দারু কুতনী হযরত জাবির বিন আব্দিল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে উক্ত হাদীস শরীফখানা বর্ণনা করেছেন।

হাদীস-১২ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন-

مَنْ حَجَّ عَنْ وَالِدَيْهِ بَعْدَ وَفَاتِهِمَا كَتَبَ اللّٰهُ اَعْتِقًا مِنَ النَّارِ وَكَانَ لِلْمَحْجُوْجِ عنها اجر حجة تامة من غير ان ينقص من اجورهما شئى.

যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের পক্ষ থেকে হজ্ব করে, আল্লাহ তায়ালা উভয়কে দোযখ থেকে মুক্তি দেন। তাদের উভয়ের জন্য পুর্ণ হজ্বের ছাওয়াব হবে-যাতে দু'জনের ছাওয়াব হতে মূলতঃ কোন কিছু কমতি হবে না। উক্ত হাদীস শরীফখানা ইমাম রাগিব ইস্পহানী তারগীব'র মধ্যে ও ইমাম বায়হাকী শোয়াবুল ঈমানে হযরত ইবনু ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস ১৩ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন-

مَنْ بَرَّ قَسَمَهُمَا وَقَضٰى دَيْنَهُمَا وَلَمْ يَسْتَسِبَّ لَهُمَا كُتِبَ بَارًّا وَاِنْ كَانَ عَاقًّا فِىْ حَيَاتِهٖ وَمَنْ لَمْ يَبَرَّ قَسَمَهُمَا وَيَقْضِ دَيْنَهُمَا وَاسْتَسَبَّ لَهُمَا كُتِبَ عَاقًّا وَاِنْ كَانَ بَارًّا فِىْ حَيَاتِهٖ۔

www.YaNabi.in

যে ব্যক্তি স্বীয় মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের শপথ সত্যে পরিণত করে এবং তাদের ঋণ আদায় করে। কারো মাতা-পিতাকে গালমন্দ করে স্বীয় মাতা-পিতাকে গালি শোনায় না,তাকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী হিসেবে লিখা হয়; যদিও সে তার হায়াতে জিন্দেগীতে অবাধ্য ছিল। আর যে তাদের শপথ পূর্ণ করে না, তাদের ঋণ আদায় করে না এবং অন্য জনের মা-বাবাকে গালমন্দ বলে তাদেরকে গালি শোনায় তাকে পিতামাতার অবাধ্য হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়; যদিও সে তার জীবনে নেক্কার ও সদাচরণকারী ছিল।

উক্ত হাদীস শরীফখানা ইমাম ত্বাবরানী আউসাতে হযরত আবদুল্লাহ বিন সামুরা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস-১৪ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْاَحَدِهِمَا فِى كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ مَرَّةً غَفَرَ اللّٰهُ لَهٗ وَكُتِبَ بَرًّا

যে ব্যক্তি প্রতি জুমাবার একবার তার মাতা-পিতা বা উভয়ের যে কোন একজনের কবর যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হয় আল্লাহ তার গুনাহ্ মাফ করে দেন এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহারকারী হিসেবে লিখে দেন।

উক্ত হাদীস শরীফখানা ইমাম তিরমিযী, আরিফ বিল্লাহ হাকীম নাওয়াদিরুল উসুল গ্রন্থে হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস-১৫ঃ রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

مَنْ زَارَ قبرَ وَ الِدَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَرَءَ عِنْدَهٗ يٰس غُفِرَلَهٗ رواه بن عدى عن الصديق الاكبر رضى الله تعالى عنه. وفى لفظ مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا فِىْ كُلِّ جُمُعَةٍ فَقَرَءَ عِنْدَهٗ يٰس غَفَرَ اللّٰهُ بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ مِنْهَا۔

যে ব্যক্তি জুমাবার তার পিতা-মাতা অথবা উভয়ের যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করে এবং তার নিকট সূরা ইয়াসিন পড়ে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। ইহা ইবনু আদী হযরত ছিদ্দীকে আকবর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেন। অন্য বর্ণনায় অন্য শব্দে আছে-যে ব্যক্তি প্রতি জুমায় তার পিতা-মাতা অথবা উভয়ের যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করে এবং তার নিকট সূরা ইয়াসিন পড়ে তবে ইয়াসিন শরীফে যতগুলো হরফ রয়েছে তার সমপরিমাণ আল্লাহ তায়ালা তার জন্য গুনাহ ক্ষমা করবেন। ইবনু আদী,খলীলী, আবুশ শায়খ, দায়লামী, ইবনু নাজ্জার, রাফেয়ী প্রমুখ হযরত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে, তিনি স্বীয়

www.YaNabi.in

পিতা আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস-১৬ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

مَنْ زَارَ قَبْرَ اَبَوَيْهِ اَوْ اَحَدِهِمَا اِحْتِسَابًا كَانَ كَعَدْلِ حَجَّةٍ مَبْرُوْرَةٍ وَمَنْ كَانَ زَوَّارًا لَهُمَا زَارَتْ الملئكة قَبْرَهٗ

যে ব্যক্তি ছাওয়াবের নিয়্যতে তার মাতা-পিতা উভয় অথবা যে কোন একজনের কবর যিয়ারত করে, সে মকবূল হজ্বের সমপরিমাণ ছাওয়াব পাবে। যে ব্যক্তি বেশি বেশি তাদের কবর যিয়ারত করবে ফিরিশতাগণ তার কবর যিয়ারত করতে আসবে।

উক্ত হাদীস শরীফখানা হাকীম, ইমাম তিরমিযী ও ইবনু আদী হযরত ইবনু ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন। 'উয়ূনুল হেকায়াত' গ্রন্থে ইমাম ইবনুল জাওযী মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনুল আব্বাস (রাঃ) ওয়ার্‌রাক সূত্রে তা রেওয়ায়াত করেছেন। এক ব্যক্তি তার পুত্রের সাথে সফরে যায়। পথিমধ্যে রাস্তায় পিতা মৃত্যু বরণ করেন। জঙ্গলে গোগল গাছের নিচে পিতাকে দাফন করে পুত্র যেখানে যাওয়ার সেখানে চলে গেছে। পুনর্বার আসার সময় রাত্রে সে স্থানে পৌঁছলে শুনতে পায় কোন এক আহবানকারীর কণ্ঠে নিম্মের পংক্তি অনুরণিত হচ্ছে-

رائیک تطوی الدوم لیلاولا تری = علیک لاہل الدوم وان تتکلما

وبالدوم ثاولوثویت مکانہ = ومر باہل الدوم عاد فسلما

আমি তোমাকে দেখেছি যে, তুমি রাত্রে এ জঙ্গল অতিক্রম করছো। সে জঙ্গলবাসীর সাথে কথা বলাকে তুমি আবশ্যক মনে করো নি। অথচ সে গাছের মাঝে তিনি লুকায়িত আছেন। যদি তুমি তদস্থলে থাকতে তাহলে তিনি রাস্তা অতিক্রম করার সময় উল্টো ফিরে সালাম করতেন।

হাদীস ১৭ঃ সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَصِلَ اَبَاهُ فِىْ قَبْرِهٖ فَلْيَصِلْ اِخْوَانَ اَبِيْهِ مِنْ بَعْدِهٖ

যে ব্যক্তি পিতার কবরের মধ্যে তার সাথে সদ্ব্যবহার করতে চায় তবে সে তার পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে যেন সুসম্পর্ক রাখে।

হাদীস শরীফখানা আবু ইয়ালা ও ইবনু হাব্বান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা ইবনু ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস-১৮ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

مِنَ الْبِرِّاَنْ تَصِلَ صَدِيْقَ اَبِيْكَ পিতার সাথে সদ্ব্যবহারের একটি হল তুমি তোমার পিতার বন্ধুর সাথে সুসম্পর্ক রাখবে।

www.YaNabi.in

হাদীস-১৯ ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اَبْرَارَ الْبِرِّ اَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ اَهْلَ ذِىْ اَبِيْهِ اَنْ يَوَلِّىَ الْاَبَ

নিশ্চয় পিতার সাথে উত্তম আচরণগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তম আচরণ এ যে, পিতার প্রস্থানের পর তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। হাদীস শরীফখানা ইমাম আহমদ, বুখারী আদাবুল মুফরাদ'র মধ্যে, ইমাম মুসলিম তাঁর সহীহ মুসলিম, ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম হযরত ইবনু ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস-২০ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

اِحْفَظْ وُدَّ اَبِيْكَ لَا تَقْطَعْهُ فَيُطْفِئَ اللّٰهُ نُوْرَكَ.

তোমার পিতার বন্ধুত্বকে সংরক্ষণ কর, উহাকে বিচ্ছিন্ন করো না। অন্যথায় আল্লাহ তোমার আলো নিভিয়ে দেবেন। হাদীস শরীফখানা ইমাম বুখারী আদাবুল মুফরাদ'র মধ্যে, ইমাম তাবরানী আওসাত্ব'র মধ্যে আর ইমাম বায়হাকী শোয়াব'র মধ্যে হযরত ইবনু ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীস-২১ ঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

تُعْرَضُ الْاَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى وَتُعْرَضُ عَلَى الْاَنْبِيَاءِ وَعَلَى الْاٰبَاءِ وَالْاُمَّهَاتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَفْرَحُوْنَ بِحَسَنَاتِهِمْ وَتَزْدَادُ وُجُوْهُهُمْ بَيَاضًا وَاِشْرَاقًا فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُؤْذُوْا اَمْوَاتَكُمْ

প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার আল্লাহ তায়ালার নিকট মানুষের আমলসমূহ পেশ হয়ে থাকে এবং আম্বিয়ায়ে কেরাম আলাইহিমুস সালাম ও মা-বাবার নিকট পেশ হয় প্রতি জুমাবারে। তারা তাদের সন্তানদের ভাল কাজের উপর সন্তুষ্টি হন এবং তাদের চেহারার চাকচিক্য ও দ্যুতি বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের নিকট কষ্ট পৌঁছায়ো না।

সারকথা-মাতা পিতার হক থেকে মানুষ কখনো কর্তব্যমুক্ত হবে না। মাতা-পিতা তার জীবন ও অস্তিত্ব লাভের কারণ। তুমি দ্বীনি ও দুনিয়াবী যত নিয়ামতসমূহ পেয়ে থাকো সব তাদের মধ্যস্থতায়। কারণ প্রত্যেক নিয়ামত ও পরিপূর্ণতা অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল। অস্তিত্বের লাভের একমাত্র মাধ্যম তারাই। সুতরাং শুধু মা অথবা বাবা হওয়াটাই এত বড় হকের কারণ-যা থেকে কখনো মুক্ত হওয়া যায় না। এজন্য কোন তুলনা হতে পারে না যে, সন্তানদের লালন পালনে তাদের প্রচেষ্টা, তার আরামের জন্য তাদের কষ্ট স্বীকার, বিশেষ করে পেটে গর্ভধারণ, প্রসব করা, দুধ

www.YaNabi.in

পান করানোর সময় মায়ের অবর্ণনীয় কষ্টসমূহ শ্রমের কৃতজ্ঞতা কতদূর আদায় করা যায়। মূলকথা, তাদের জন্য আল্লাহ জাল্লা ওআ'লা ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র রহমতের ছায়া এবং এ প্রতিপালন তাদের রহমতের বহিঃপ্রকাশ।

এ জন্য কুরআনে আযীমে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু স্বীয় হকের সাথে তাদের কথা উল্লেখ করে বলেন- اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ অর্থাৎ আমার এবং তোমার মাতা-পিতার শুকরিয়া আদায় কর।

হাদীসে আছে, এক সাহাবী রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন-হে রাসুলাল্লাহ! এমন উত্তপ্ত মরূময় পাথরের রাস্তার উপর দিয়ে ছয় মাইল পর্যন্ত আমার মাকে নিজের কাঁধে আরোহন করে নিয়ে গিয়েছিলাম-যদি ওটার উপর মাংসের টুকরা রাখা হত তাহলে তা কাবাবে পরিণত হত। এখন কি আমি তার হক আদায় করতে পেরেছি? তার কিছু হক কি আদায় হয়ে গেছে? রাসূল খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- لعله ان يَكُوْنَ بِطَلْقَةٍ وَاحِدَةٍ তোমার জন্ম হওয়ার সময় যে প্রচন্ড ব্যাথা সহ্য করেছিল সম্ভবতঃ ইহা একটি ঝটকার বদলা হতে পারে।

হাদীস শরীফখানা ইমাম ত্বাবরানী আউসাত'র মধ্যে হযরত বুরাইদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা অবাধ্যতা থেকে বেঁচে রাখুক এবং মাতা-পিতার হকসমূহ আদায় করার তওফীক দিন। আমিন।

امين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه اجمعين امين والحمد لله رب العالمين.

মাসআলা-১২ঃ ১৭ রবিউল আখির শরীফ, ১৩২০ হিজরী।

আহলে শরীয়তের হুকুম কি? এ মাসআলার ব্যাপারে যে,এক ব্যক্তি বিতরের নামাযের তৃতীয় রাকাআতে আল হামদু (সূরা ফাতিহা) ও সূরা ইখলাস'র পর তাকবীর বলে দু'আ কুনূতের পরিবর্তে তিনবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ শরীফ পড়েছে। দু'আ কুনূত তার স্মরণ আসছে না। তার বিতরের নামায কি শুদ্ধ হবে? যদি সে প্রতিদিন সাজদা সাহু করে নেয় তবে কি তার বিতরের নামায শুদ্ধ হবে? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ নামাজ শুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কথা নয়। ভূলক্রমে কোন ওয়াজিব বাদ

পড়েনি বিধায় সাহু সাজদার স্থান নয়। দো'আ কুনূত যদি মুখস্থ না থাকে তবে মুখস্থ করে নেওয়া উচিত। কারণ খাস করে তা পড়া সুন্নাত। যতদিন পর্যন্ত মুখস্ত না হবে ততদিন-

رَبَّنَا اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

(হে আমাদের প্রভু! দুনিয়াতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন এবং আখেরাতে কল্যাণ দান করুন। আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে বাঁচান।)পড়ে নিবে। যদি মুখস্ত না হয় তবে اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ তিনবার বলবে। তাও না পারলে শুধুমাত্র তিনবার يَارَب বললে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। বাকী কথা হল যে, قُلْ هُوَ اللّٰهُ শরীফ পড়াতে ও কি ওয়াজিব আদায় হয়েছে কি না; যদি না হয় তবে ঐ দিনগুলোর বিতরের নামায পূণর্বার পড়া কি আবশ্যক? সুস্পষ্ট কথা হল-আদায় হয়ে গেছে। কারণ উহা আল্লাহর প্রশংসা আর প্রত্যেক প্রশংসাই দো'আ।

بَلْ قَالَ الْعَلَّامَةُ الْقَارِىْ وَغَيْرُهٗ مِنَ الْعُلَمَاءِ كُلُّ دُعَاءٍ ذِكْرٌ وَّكُلُّ ذِكْرٍ دُعَاءٌ وَقَدْ قَالَ صلى الله عليه وسلم اَفْضَلُ الدُّعَاءِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

মোল্লা আলী ক্বারী ও অন্যান্য ওলামা-ই কেরাম বলেছেন-প্রত্যেক দোয়া যিকির, আর প্রত্যেক যিকির দোয়া। নবীজি সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- সব চেয়ে উত্তম দোয়া হচ্ছে আলহামদু লিল্লাহ। উক্ত হাদীস শরীফখানা নাসায়ী, তিরমিযী, ইবনু মাযা, ইবনু হাব্বান এবং হাকিম হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন। হাকিম উহাকে জাবের বিন আবদুল্লাহ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বিশুদ্ধভাবে বর্ণনা করেছেন। এটা স্মরণ রাখ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১৩ঃ ১৯ রবিউল আখির শরীফ, ১৩২০ হিজরী।

ওলামা-ই কেরাম কি বলেন এ ব্যাপারে যে, ঘুড়ি উড়ানো কি জায়েয? উহার রশি বা সুতা লুঠ করা জায়েয কি না? ঐ লুঠ করা সুতা দিয়ে কাপড় সেলাই করতঃ নামায পড়লে তার নামায শুদ্ধ হবে কি না? সবিস্তারে বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ ঘুড়ি উড়ানো একটা খেলা এবং খেলা জায়েয নেই। হাদীস শরীফে আছে-كُلُّ لَهْوِ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ اِلَّا فِىْ ثَلٰثٍ-

মুসলমানদের জন্য তিনটি বস্তু ছাড়া অন্যান্য সকল খেলা হারাম।

ঘুড়ির সুতা লুণ্ঠন করা ডাকাতি-হারাম।

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ النُّهْبٰى

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা লুণ্ঠন করা থেকে বারণ করেছেন। লুঠ করা সুতার মালিককে চিনতে পারলে তবে তা তাকে দিয়ে দেয়া ফরয। যদি না দেয় এবং তার অনুমতি ছাড়া উহা দিয়ে কাপড় সেলাই করে তবে ঐ কাপড় পরা হারাম। উহা পরে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমা। যা পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

لِلْاِشْتِمَالِ عَلَى الْمُحَرَّمِ كَالصَّلٰوةِ فِىْ اَرْضٍ مَغْصُوْبَةٍ.

হারামকে শামিল করার কারণে জবর দখলকৃত জমিতে নামায পড়ার বিধানের মত। মালিক পাওয়া না গেলে তা لُقَطَةٌ অর্থাৎ হারানো বস্তুর মত। উহার মালিক পাওয়া যাওয়ার আশা ক্ষীণ হওয়া পর্যন্ত তা প্রচার করা আবশ্যক। এ সময় যদি এ ব্যক্তি ধনী হয়ে থাকে তবে তা গরীবকে দিয়ে দিবে আর যদি ফকির হয় তবে নিজ ব্যবহারে রাখতে পারবে। অতঃপর মালিক পাওয়া গেলে সে যদি ফকিরের দ্বারা ব্যবহারকৃত জিনিষ নিতে রাজি না হয় তাহলে ফকির নিজের পক্ষ থেকে ওটার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেরূপভাবে ফিকহের মধ্যে লুকতাহ'র হুকুমে বর্ণিত আছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১৩ঃ ২০ রবিউল আখির শরীফ, ১৩২০ হিজরী।

ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন এ মাসআলার ব্যাপারে যে, কুকুর পালন করা কি জায়েয? ছেড়ে না দিয়ে বাঁধা অবস্থায় কবুতর পোষা, মোরাগবাজি, লড়াইবাজ পক্ষী, শিকারী প্রাণী পোষা এবং এগুলোর মাধ্যমে শিকার করানো বৈধ কি না? সে শিকারকৃত প্রাণী খাওয়া বৈধ কি না? সবিস্তারে বর্ণনা করে প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ শিকারী প্রাণী পোষা জায়েয। এগুলোর মাধ্যমে শিকার করা এবং শিকারকৃত প্রাণী খাওয়াও বৈধ। কেননা আল্লাহর বাণী وَمَا عَلَّمْتُمْ مِّنَ الْجَوَارِحِ তবে শিকারের ক্ষেত্রে জরুরী হল-শিকার খাওয়া বা ঔষধ অথবা কোন উপকারের উদ্দেশ্যে হতে হবে। শুধু আনন্দ আহ্লাদ, খেল তামাশার উদ্দেশ্যে যেন না হয়। এ উদ্দেশ্যে হলে হারাম ও সে গুনাহগার হবে। এ ক্ষেত্রে যখন শিকারী প্রাণী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয় এবং بِسْمِ اللّٰهِ বলে তা ছাড়া হয় তবে তা হালাল হয়ে যাবে। যদিও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিকারী প্রাণী কর্তৃক শিকারকৃত জন্তু মারা যায়।

فَاِنَّ حُرْمَةَ الْاِرْسَالِ بِنِيَّةِ اللَّهْوِ لَايُنَافِىْ كَوْنَهٗ ذَكَاةً شَرْعِيَّةً كَمَنْ سَمَّى اللّٰهَ تَعَالٰى وَضَرَبَ الْغَنَمَ مِنْ قَفَاهُ حَرُمَ الْفِعْلُ وَحَلَّ الْاَكْلُ.

নিশ্চয় খেল তামাশার নিয়্যতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণী ছেড়ে দেয়া অবৈধ। তা শরয়ী যবহের বিপরীত নয়। যখন কেউ আল্লাহ তায়ালার নাম নিয়ে বকরীকে গলার পেছনের দিক থেকে আঘাত করে। এ রকম কাজটা হারাম তবে তা খাওয়া হালাল।

www.YaNabi.in

ছাগল খেলা, মোরগ খেলা এবং এরূপভাবে যে কোন জন্তুর লড়াই দেওয়া যেমন-মানুষেরা ভেড়ার লড়াই দিয়ে থাকে, শিশুর লড়াই (বলি খেলা) এর আয়োজন করে থাকে, এমনি হাতির মধ্যেও লড়াই দেয়া হয়-সাধারণতঃ তা হারাম। কারণ এটা কোন কারণ ছাড়াই বাক শক্তিহীন প্রাণীদের কষ্ট দেয়া। হাদীস শরীফে এসেছে- نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّحْرِيْشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জন্তুদের মধ্যে লড়াই দেয়া থেকে নিষেধ করেছেন।

হাদীস শরীফখানা ইমাম আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী (রাঃ) হযরত উবনু আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা হতে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন হাদীস শরীফখানা হাসান ও সহীহ।

কবুতর পোষা যদি মনোরঞ্জনের জন্য হয় এবং কোন প্রকার না-জায়েয কাজের দিকে ধাবিত না হয় তবে তা জায়েয। যদি ছাদে ওঠে উড়ায়-যাতে অপর মুসলমানদের রমণীদের দিকে দৃষ্টি পড়ে অথবা ঐ কবুতর উড়ানোর জন্য কংকর নিক্ষেপ করে-যা কারো কাঁচে পড়ে কাঁচ ভেঙ্গে দেয়, কারো চোখে আঘাত করে অথবা অপরের কবুতর ধরে অথবা ঐগুলোর শ্বাস প্রসারিত করানো নিমিত্তে এবং নিজের খেল তামাশার জন্য দিনের পর দিন ঐগুলোকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় উড়ায়, উড়তে চাইলে ইচ্ছামত উড়তে না দেয়া ইত্যাদি উদ্দেশ্যে তা পোষা হারাম।

দুররে মুখতার এ রয়েছে-

وَيُكْرَهُ (يُكْرَهُ اِمْسَاكُ الْحَمَامَاتِ) وَلَوْفِى بُرْجِهَا (اِنْ كَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ) بِنَظَرٍ اَوْ جَلَبٍ (فَاِنْ كَانَ يُطِيْرُهَا فَوْقَ السَّطْحِ مُطْلَقًا عَلٰى عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِيْنَ وَيُكَسِّرُ زُجَاجَاتِ النَّاسِ بِرَمْيِهِ تِلْكَ الْحَمَامَاتِ عُزِّرَ وَمُنِعَ اَشَدَّ الْمَنْعِ فَاِنْ لَمْ يَمْتَنِعْ ذُبِحَهَا الْمُحْتَسِبُ) وَاَمَّا لِلْاِسْتِئْنَاسِ فَبُمَبَاحٍ اه بِاخْتِصَارٍ.

কবুতরগুলোকে শুধু বেঁধে রাখা মাকরূহ যদিও এগুলোর খাঁচায় হয়। যদি মানুষের অসুবিধা হয় দেখার দিক দিয়ে অথবা অন্যের কবুতর আটকানোর ক্ষেত্রে। যদি উহাকে ছাদের ওপর উড়ায়-যাতে মুসলমানদের পর্দাহানী হয় এবং কবুতরের দিকে কংকর নিক্ষেপের দ্বারা মানুষের কাঁচ ভেঙ্গে যায় তবে কবুতর যে উড়ায় তার উপর শাস্তি আরোপিত হবে। তা থেকে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করা হবে। যদি সে নিষেধ না মানে তবে পুলিশ উহাকে যবেহ করে দিবে। যদি উড়ানোর জন্য না হয়; শুধুমাত্র কবুতর প্রীতির কারণে হয় তবে তা পোষা জায়েয।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সহীহ বুখারী শরীফ ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা এবং সহীহ ইবনু হাব্বানে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন-

دَخَلَتِ النَّارَ اِمْرَأَةٌ فِىْ هِرَّةٍ رَبَطَهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ.

একটি বিড়ালের কারণে একজন মহিলা দোযখে গেছে। কারণ সে উহাকে বেঁধে রেখেছে। সে একে খাবার-দাবার দেয় না। তাকে ছেড়েও দেয় না-যাতে উহা জমির ইঁদুর খেতে পারত।

ইবনু হাব্বান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র হাদীসে আছে-

فَهِىَ تَنْهَشُ قَبْلَهَا وَدُبُرَهَا ঐ বিড়াল দোযখে সে মহিলার সামনে পেছনে নখ দিয়ে আঁচড়াতে থাকবে।

এক হাদীসে আছে যে, তোমরা যে সমস্ত পশু পালন কর প্রতিদিন উহাকে সত্তর বার দানা-পানি দাও। এ নয় যে, ঘন্টার পর ঘন্টা তাকে ক্ষুধার্ত-পিপাসার্ত রাখবে। নিচে আসতে চাইলে আসতে দেবে না।

ওলামা কেরাম বলেছেন যে, জন্তুর উপর জুলুম করা কাফির জিম্মির উপর জুলুম করার চেয়েও অধিক মারাত্মক। জিম্মি কাফিরের উপর জুলুম করা মুসলমানদের উপর জুলুম করার চেয়েও অধিক বড় জুলুম। যেরূপ রাদ্দুল মুহতার ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন-

اَلظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

জুলুম কিয়ামতের দিন অন্ধকাররাশি হয়ে দাঁড়াবে।

আর আল্লাহ তায়ালা বলেন- اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ. শুনে নাও! জুলুমকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।

কুকুর পোষা হারাম। যে ঘরে কুকুর থাকবে ঐ ঘরে রহমতের ফিরিশতা আসে না। প্রতিদিন ঐ ব্যক্তির নেক আমলসমূহ কমে যায়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ

ঐ ঘরে ফিরিশতা প্রবেশ করে না যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে।

বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজা হযরত আবু ত্বালহা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

مَنْ اقْتَنٰى كَلْبًا اِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ اَوْ صَائِدًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهٖ كُلَّ يَوْمٍ قِيْرَاطَانِ

'যে ব্যক্তি কুকুর পোষে পাহাদার কুকুর ও শিকারী কুকুর এর অন্তর্ভুক্ত নয় প্রতিদিন তার নেক আমল থেকে দু'ক্বীরাত পরিমাণ কমতে থাকে।' এ ক্বীরাতের পরিমাণ আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ভাল জানেন।

তবে শুধুমাত্র দু'রকমের কুকুর পালনের অনুমতি রয়েছে। এক শিকারী কুকুর-যা খাবার বা ঔষধ বা অন্যান্য বিশুদ্ধ উপকারী বস্তু শিকারের জন্য প্রয়োজন হয়। চিত্ত নিবোদনের শিকার নয়; কারণ উহা একেবারে হারাম। দ্বিতীয় ঐ কুকুর-যা ক্ষেত-খামার অথবা ঘর পাহারা দেয়ার জন্য পোষা হয়। পাহারা দেয়ার যদি সত্যিই প্রয়োজন হয়। যদি প্রয়োজন না হয়, ঘরে এমন কোন কিছু নেই যা চোর চুরি করে নিয়ে যাবে অথবা স্থানটা সংরক্ষিত যাতে চুরির আশংকা না থাকে। মোটকথা যেখানে নিজের অন্তরে ইহা ভালভাবে জানা আছে যে, তা হেফাজতের বাহনা মাত্র। মূলতঃ এটা কুকুর প্রীতি তা পালন করা জায়েয নেই। আশপাশের অন্যান্য ঘরওয়ালা নিজের হেফাজতের জন্য জরুরী মনে করলে এবং কুকুরের পাহারা প্রয়োজন হলে তবে তারাও পালত। সারকথা-আল্লাহ তায়ালা নির্দেশের ক্ষেত্রে যেন বাহানা করা না হয়। কারণ তিনি অন্তর্যামী। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১৪ঃ ২১ রবিউল আখির শরীফ, ১৩২০ হিজরী।
ওলামা-ই দ্বীন এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন? কুকুর কর্তৃক ধরা শিকার মুসলমান খেতে পারে কি না? খরগোশকে কুকুর এভাবে পাকড়াও করেছে যে, উহার দাঁত খরগোশের শরীরে বিদ্ধ হয়ে গেছে এবং উহার শরীরের অনেকাংশে ক্ষত হয়ে গেছে। খরগোশের শরীরে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এখনো প্রাণ বাকী আছে। তখন ওটাকে যবেহ করে খেতে পারবে কি না? সবিস্তারে বর্ণনা করে প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যদি বুদ্ধি সম্পন্ন মুসলমান বা কিতাবী (পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের অনুসারী) এমতাবস্থায় যে, সে ইহরাম্ন পরিহিত না হয়, বিসমিল্লাহ বলে তার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে (যা শিকার করে মালিকের জন্য রেখে দেয়, নিজে খায় না) হেরমের বাইরে হালাল বন্য জন্তুর উপর ছেড়ে দেয়, যে জন্তু নিজ পালক বা পায়ের শক্তিতে ভর করে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে শক্তিমান। কুকুরকে মালিক ছেড়ে দেয়ার পর সরাসরি শিকারের দিকে যায় অথবা শিকার ধরার তাদবীরে মশগুল হয়ে গেল। অন্যত্র ব্যস্ত না হয় এবং ঐ কুকুর শিকারকে আঘাত করে মেরে ফেলে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অথবা এমন আঘাত করল যে, উহার মধ্যে এতটুকু জীবন বাকী আছে-যতটুকু যবেহকৃত পশুর মধ্যে থাকে। যবহের পর কিছুক্ষণ নড়াচড়া করে ঠান্ডা হয়ে যায়। কুকুর ছাড়ার ক্ষেত্রে কোন কাফির, অগ্নিপূজক, বৃতপূজারী বা নাস্তিক অথবা মুরতাদ। যেমন-বর্তমানের অধিকাংশ নাসারা, রাফেযী এবং সাধারণ ন্যাচারী ও অন্যান্যগণের কুকুর যেন না থাকে। মোটকথা- মুসলমান বা কিতাবী ব্যতীত অন্য কেউ শরীক ছিল না। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুর শিকার হত্যার ক্ষেত্রে অন্য কোন অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর অথবা অন্যান্য কোন নতুন জন্তুও শরীক ছিল না-যার শিকার নাজায়েয। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে যে ব্যক্তি শিকারের জন্য লেলিয়ে দেয়,পাঠানোর পরের সময় থেকে শিকার পাওয়া পর্যন্ত সে ব্যক্তি তার প্রতি মনোযোগ রাখল। মধ্যখানে অন্য কোন কাজে মশগুল না হয়ে পড়ে তবে ঐ কুকুরের শিকারকৃত জন্তু যবেহ ব্যতীত হালাল। উল্লেখিত চৌদ্দটি শর্ত থেকে একটিতেও যদি ঘাটতি হয় এবং জন্তু যবেহ ব্যতীত মারা যায় তবে হারাম। আর হেরমের শিকারকৃত জন্তু যবহের মাধ্যমেও হালাল হয় না। বাকী অন্যান্য পন্থাসমূহে শরয়ী যবহের মাধ্যমে হালাল হয়ে যায়।

তানভীরুল আবসার, দুররুল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতারে আছে-

(اَلصَّيْدُ مُبَاحٌ بِخَمْسَةَ عَشَرَ شَرْطًا) خَمْسَةٌ فِى الصَّائِدِوَهُوَ اَنْ يَكُوْنَ مِنْ اَهْلِ الذَّكَاةِ وَاَنْ يُوْجَدَ مِنْهُ الْاِرْسَالُ وَاَنْ لَا يَشَارِكَهُ فِى الْاِرْسَالِ مَنْ لَا يَحِلُّ صَيْدُهُ وَاَنْ لَا يَتْرُكَ التَّسْمِيَةَ عَامِدًا وَاَنْ لَا يَشْتَغِلَ بَيْنَ الْاِرْسَالِ وَالْاَخْذِ بِعَمَلٍ اٰخَرَ وَخَمْسَةٌ فِى الْكَلْبِ اَنْ يَكُوْنَ مُعَلَّمًا وَاَنْ يَذْهَبَ عَلٰى سَنَنِ الْاِرْسَالِ وَاَنْ لَا يُشَارِكَهُ فِى الْاَخْذِ مَا لَا يَحِلُّ صَيْدُهُ وَاَنْ يَقْتُلَهُ جَرْحًا وَاَنْ لَا يَاكُلَ مِنْهُ وَخَمْسَةٌ فِى الصَّيْدِ اَنْ لَا يَكُوْنَ مِنَ الْحَشَرَاتِ وَاَنْ لَا يَكُوْنَ عَنْ نَبَاتِ الْمَاءِ اِلَّا السَّمَكَ وَاَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ بِجَنَاحَيْهِ اَوْ قَوَائِمِهِ اَنْ لَا يَكُوْنَ مُتَقَوِّيًا بِنَابِهِ اَوْ بِمِخْلَبِهِ وَاَنْ يَمُوْتَ بِهٰذَا قَبْلَ اَنْ يَصِلَ اِلٰى ذَبْحِهِ اِهٖ قُلْتُ وَمَعْنٰى قَوْلِهِ اَنْ يَمُوْتَ اَىْ حَقِيْقَةً اَوْ حُكْمًا بِاَنْ لَا يَبْقٰى فِيْهِ حَيَاةٌ فَوْقَ الْمَذْبُوْحِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِى الدُّرِّ وَصَحَّحَهُ الْمُحَشِّىْ.

অর্থাৎ শিকার ১৫টি শর্ত সাপেক্ষে মুবাহ। পাঁচটি শিকারীর মধ্যে আর তা- (১) শিকারী যবহের উপযুক্ত হওয়া। (২) শিকারীর পক্ষ থেকে পাঠানো পাওয়া যাওয়া। (৩) তার ঐ কাজে এমন কোন পশু অংশীদার না হওয়া যার শিকার হালাল নয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(৪) ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ বর্জন না করা। (৫) শিকারী জন্তু পাঠানো এবং ধরার মাঝখানে অন্য কোন কাজে মশগুল না হওয়া।

আর পাঁচটি শর্ত কুকুরের ক্ষেত্রে। (১) কুকুর প্রশিক্ষিত হওয়া। (২) পাঠানোর পর সরাসরি শিকারের দিকেই যাওয়া। (৩) শিকার ধরার মধ্যে এমন কোন কুকুর শরীক না হওয়া যার শিকার হালাল নয়। (৪) শিকারকে আঘাত করে হত্যা করা।(৫) ওটাকে কুকুর নিজে ভক্ষণ না করা।

আর পাঁচটি শর্ত শিকারের মধ্যে- (১) শিকার কীট পতঙ্গের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া। (২) মাছ ব্যতীত অন্য কোন জলজ প্রাণী না হওয়া। (৩) সে জন্তু নিজেকে নিজের ডানা বা পায়ের শক্তি দিয়ে রক্ষা করতে সক্ষম হওয়া। (৪) সে জন্তু নিজ পাঞ্জা দ্বারা খাদ্য গ্রহণ না করা। (৫) শিকারী যবহের দিকে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে মারা যাওয়া।

আমি বলছি গ্রন্থকারের উক্তি اَنْ يَّمُوْتَ তথা মারা যাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য প্রকৃত অথবা হুকুমীগত মারা যাওয়া অর্থাৎ উহার মধ্যে এতটুকু জীবন অবশিষ্ট থাকা-যতটুকু যবহেকৃত জন্তুর মধ্যে বিদ্যমান থাকে। যেমন দুররুল মুখতারে উহার সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে এবং টীকাকার ওটাকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

এতে রয়েছে-

شَرْطُ كَوْنِ الذَّابِحِ مُسْلِمًا حَلَالًا خَارِجَ الْحَرَمِ اِنْ كَانَ صَيْدًا فَصَيْدُ الْمُحْرِمِ لَا تَحِلُّهُ الذَّكَاةُ مُطْلَقًا (اَوْكِتَابِيًّا وَلَوْ مَجْنُوْنًا) الخ. در ملخصا والمرادُ بِهٖ الْمَعْتُوْهُ كَمَا فِى الْعِنَايَةِ عَنِ النِّهَايَةِ لِاَنَّ الْمَجْنُوْنَ لَا قَصْدَ لَهٗ وَلَا نِيَّةَ لِاَنَّ التسمية شَرْطٌ بِالنص وَهِىَ بِالقصد وَصِحَّةُ الْقَصْدِ بِمَا ذَكَرْنَا يَعْنِىْ قَوْلَهٗ اِذَا كَانَ يَعْقِلُ التسميةَ وَالذَّبِيْحَةَ وَيَضْبِطُ اه.

অর্থাৎ যবেহকারী মুসলিম হওয়া, গায়রে মুহরিম (ইহরাম মুক্ত) হওয়া এবং শিকার হেরমের বহির্ভূত হওয়া শর্ত। হেরমের শিকার যবেহ করা জায়েয নেই। সাধারণ যবেহকারী হোক অথবা কিতাবী হোক, যদিও সে পাগল হয়। পাগল দ্বারা উদ্দেশ্য ঢিলে হওয়া। যেমন নেহায়া হতে এনায়াতে বর্ণিত আছে। কেননা, পাগলের কোন সংকল্প বা নিয়্যতই নেই। যেহেতু বিসমিল্লাহ পড়া কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের দ্বারা ফরয সাব্যস্ত। তা সংকল্প দ্বারা হতে পারে। নিয়্যতের বিশুদ্ধতা তারই মাধ্যমে হয়ে থাকে-যা আমরা উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ তার উক্তি-যখন সে বিসমিল্লাহ এবং যবেহের নিয়মকে ভালভাবে বুঝে স্মরণ রাখবে।

এ সমস্ত শর্তাবলী সহকারে কুকুর যে খরগোশকে হত্যা করে তা সাধারণ হালাল।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যদি যবেহযোগ্য প্রাণীর চেয়ে এখনো অধিক জীবন বাকী থাকে তবে তা যবেহ করার পর হালাল হবে। ওটার দাঁত শরীরে বিদ্ধ হয়ে যাওয়া তো বাঁধার কারণ হতে পারে না। পবিত্র কুরআনে সে শিকার হালাল বলে ঘোষণা দিয়েছেন। শিকার আঘাত ছাড়া হয় না আর আঘাত যখনই হবে তার দাঁত ঐ প্রাণীর শরীরে ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করবেই। এমতাবস্থায় তার নাপাক লালা শিকারকৃত জন্তুর শরীরকে নাপাক করে দিবে এমন ধারণা দু'কারণে ভুল।

প্রথমতঃ শিকার রাগতঃ অবস্থায় হয়ে থাকে আর রাগান্বিত অবস্থায় তার লালা শুষ্ক হয়ে যায়।

وَلِذَا فَرَّقَ جَمْعٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ فِىْ اَخْذِهٖ طَرَفَ الثَّوْبِ مُلَاطِفًا فَيَنْجَسُ اَوْ غَضْبَانٌ فَلَا.

এ জন্য ওলামা-ই কেরাম কুকুর দয়ার সাথে কাপড়ের পার্শ্ব কামড়িয়ে ধরা এবং ক্রোধের সাথে কামড়িয়ে ধরার ক্ষেত্রে পার্থক্য করেছেন। প্রথম অবস্থায় কাপড় নাপাক, দ্বিতীয় অবস্থায় কাপড় পাক থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ লালা লাগলেও অসুবিধা নেই। শরীর থেকে রক্তও তো বের হয়-যে প্রবাহিত রক্ত নাপাক তাহলে তা কিভাবে পবিত্র থাকবে? ওটা যদি পবিত্র হয়ে যায় তবে তাও পাক হয়ে যাবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১৬ঃ ২৩ রবিউল আখির শরীফ, ১৩২০ হিজরী।

শরীয়তের ওলামাগণ কী বলেন? নামাযরত ব্যক্তির সামনে অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে কি না? তার নামাযে কোন ত্রুটি সংঘটিত হবে কি ? আর নামাযি ব্যক্তির সামনে কত পরিমাণ দূরত্ব পর্যন্ত অতিক্রম করা যায় না? সবিস্তারে বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ নামাযে কোন ত্রুটি হবে না। অতিক্রমকারী গুনাহগার হবে। যদি কোন ছোট স্থান বা ছোট মসজিদে নামায পড়ে তবে সামনের দেওয়াল পর্যন্ত অতিক্রম করা জায়েয নেই। যতক্ষণ মধ্যখানে প্রতিবন্ধক (সুতরা) না হয়। যদি ময়দান বা বড় মসজিদে নামায পড়ে তবে শুধুমাত্র সিজদার স্থান পর্যন্ত বের হওয়ার অনুমতি নেই। এর বাইরে অতিক্রম করতে পারে। সিজদার স্থান বলতে মানুষ যখন নামাযের ক্বিয়ামে বিনয়ী বান্দাগণের ন্যায় নিজ দৃষ্টি খাস সিজদার জায়গার উপর অর্থাৎ যেখানে সিজদার সময়ে তার কপাল পড়বে তা বুঝায়। তবে দৃষ্টি বলতে-যখন সামনে প্রতিবন্ধক না থাকে তখন যেখানে দৃষ্টি নিবন্ধিত হয় উহা থেকে সামান্য সামনে দৃষ্টি বাড়িয়ে পড়ে। দৃষ্টি যতটুকু সামনে বাড়িয়ে পড়ে, তা সবটাই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সিজদার স্থান। তার ভেতরে অতিক্রম করা হারাম। তবে এর বাইরে জায়েয।

দুররুল মুখতারে রয়েছে-

مُرُوْرُ مَا فِى الصَّحْرَاءِ اَوْ فِى مَسْجِدٍ كَبِيْرٍ بِمَوْضِعِ سُجُوْدِهٖ فِىْ الْاَصَحِّ اَوْ مُرُوْرُهٗ بَيْنَ يَدَيْهِ اِلٰى حَائِطِ الْقِبْلَةِ فِىْ بَيْتٍ مَسْجِدٍ صَغِيْرٍ فَاِنَّهٗ كَبُقْعَةٍ وَاحِدَةٍ.

ময়দানে অথবা বড় মসজিদে সিজদার জায়গা দিয়ে অতিক্রমকারী রাস্তা অতিক্রম করা বিশুদ্ধ মত অনুসারে অথবা ঘরে, ছোট মসজিদে নামাযরত ব্যক্তির সামনে হতে ক্বিবলা দিকের দেওয়াল পর্যন্ত স্থান দিয়ে হেঁটে যাওয়া অবৈধ। কেননা ওটা একটি জায়গার মতই।

রাদ্দুল মুহতারে রয়েছে-

قَوْلُهٗ بِمَوْضِعِ سُجُوْدِهٖ اَىْ مِنْ مَوْضِعِ قَدَمِهٖ اِلٰى مَوْضِعِ سُجُوْدِهٖ كَمَا فِى الدُّرَرِ وَهٰذَا مَعَ الْقُيُوْدِ الَّتِىْ بَعْدَهٗ اِنَّمَا هُوَ لِلْاِثْمِ وَاِلَّا فَالْفَسَادُ مُنْتَفٍ مُطْلَقًا قَوْلُهٗ فِى الْاَصَحِّ صَحَّحَهُ التَّمُرْتَاشِىْ وَصَاحِبُ الْبَدَائِعِ وَاخْتَارَهُ فَخْرُ الْاِسْلَامِ وَرَجَّحَهُ فِى النِّهَايَةِ وَالْفَتْحِ اَنَّهٗ قَدْرُ مَا يَقَعُ بَصَرُهٗ عَلَى الْمَارِّ لَوْ صَلّٰى بِخُشُوْعٍ اَىْ رَامِيًا بِبَصَرِهٖ اِلٰى مَوْضِعِ سُجُوْدِهٖ اه مُخْتَصَرًا.

অর্থাৎ তার উক্তি بِمَوْضِعِ سُجُوْدٍ এর দ্বারা উদ্দেশ্য-তার পায়ের স্থান থেকে নিয়ে সিজদার জায়গা পর্যন্ত। যেমনিভাবে তা দুররে আছে। আর ইহার পরের শর্ত শুধুমাত্র অতিক্রমকারীর গুনাহ্ প্রকাশ করার জন্য। নামায সাধারণত ফাসেদ হয় না। তার উক্তি فِى الْاَصَحِّ ইহাকে 'তামারতাসী ও বাদায়ি' গ্রন্থকার বিশুদ্ধ বলেছেন। ফখরুল ইসলাম ওটাকে গ্রহণ করেছেন। নেহায়া ও ফাতহ গ্রন্থে তা অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। অবশ্যই এর অনুমান এ যে, যতটুকু পরিমাণ তার দৃষ্টি অতিক্রমকারীর উপর পড়ে- খোদা ভীতির সাথে নামায আদায়কারীর দৃষ্টি সিজদার স্থানে নিবিষ্ট করার সময় যতটুকু দেখা যায়।

তাজনীস হতে মিনহাতুল খালিক-এ বর্ণিত আছে,

اَلصَّحِيْحُ مِقْدَارُ مُنْتَهٰى بَصَرِهٖ وَهُوَ مَوْضِعُ سُجُوْدِهٖ قَالَ اَبُوْنَصْرٍ مِقْدَارُ مَا بَيْنَ الصَّفِّ الْاَوَّلِ وَبَيْنَ مَقَامِ الْاِمَامِ وَهٰذَا عَيْنُ الْاَوَّلِ وَلٰكِنْ لِعِبَارَةٍ اُخْرٰى اَوْ فِيْمَا قَرَّرْنَا عَلٰى شَيْخِنَا مِنْهَاجِ الْاَئِمَّةِ رحمة الله تعالى اَنْ يَمُرَّ بِحَيْثُ يَقَعُ بَصَرُهٗ وَهُوَ يُصَلِّىْ صَلٰوةَ الْخَاشِعِيْنَ وَهٰذَا الْعِبَارَةُ اَوْضَحُ.

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তার দৃষ্টি সীমার চূড়ান্ত স্থানই তার সিজদার স্থান। আবু নসর বলেছেন উহার পরিমাণ এতটুকু দূরত্ব যে, যতটুকু ইমাম এবং প্রথম কাতারের মাখখানে হয়ে থাকে। তা হুবহু প্রথম কথা। কিন্তু অন্য ইবারতে আছে অথবা উহার মধ্যে যা আমরা আমাদের শায়খ মিনহাজুল আইম্মা রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি'র নিকট পড়েছি-ঐ স্থান দিয়ে অতিক্রম করা যেখানে নামাযি ব্যক্তির দৃষ্টি পতিত হয় বিনয়ের সাথে নামায পড়া অবস্থায়। এ ইবারত প্রথমটার চেয়ে অধিক সুস্পষ্ট।

আল্লামা শামী রহমাতুল্লাহি তায়ালা আলাইহি বলেন-

فَانْظُرْ كَيْفَ جَعَلَ الْكُلَّ قَوْلًا وَاحِدًا وَاِنَّمَا الْاِخْتِلَافُ فِىْ الْعِبَارَةِ لَا فِى الْمَعْنٰى

লক্ষ্য করুন-তিনি কিভাবে সব কথাকে একীভূত করেছেন। আর মতবিরোধ শুধুমাত্র শব্দে, অর্থের মধ্যে নয়।

রাদ্দুল মুহতারে আছে-

(قَوْلُهٗ فِىْ بَيْتٍ) ظَاهِرَةٌ وَلَوْ كَبِيْرًا فِى الْقُهُسْتَانِىْ وَيَنْبَغِىْ اَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ اى فِى حُكْمِ الْمَسْجِدِ الصَّغِيْرِ الدَّارُ وَالْبَيْتُ.

তাঁর উক্তি 'ঘরের মধ্যে' এর বর্ণনা সুস্পষ্ট যে, ঘর যদিও বড় হয়। কাহাস্তানীর মধ্যে আছে- ছোট মসজিদের হুকুমে বাসভবন ও বাড়ি অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত।

আর ছোট মসজিদ ও বড় মসজিদের মধ্যে পার্থক্য কি? ফাযেলে কাহাস্তানী লিখেছেন যে, ছোট মসজিদ-যা চল্লিশ গজের চেয়ে কম হয়।

وَفِىْ رَدِّ الْمُحْتَارِ مَسْجِدٌ صَغِيْرٌ هُوَ اَقَلُّ مِنْ سِتِّيْنَ ذِرَاعًا وَقِيْلَ مِنْ اَرْبَعِيْنَ وَهُوَ الْمُخْتَارُ كَمَا اَشَارَ اِلَيْهِ فِى الْجَوَاهِرِ.

রাদ্দুল মুহতারে রয়েছে-ছোট মসজিদ-যা ষাট গজের চাইতে কম হয়। কেউ কেউ বলেছেন-চল্লিশের চেয়ে কম। এটাই পছন্দনীয় অভিমত। যেমন ওটার প্রতি জাওয়াহির কিতাবে ইঙ্গিত রয়েছে।

আমি বলেছি-এখানে গজ দ্বারা জমি পরিমাপের গজ হওয়া উচিত।

لِاَنَّهُ اَلْيَقُ بِالْمَمْسُوْحَاتِ كَمَا قَالَ الْاِمَامُ قَاضِىْ خَانْ فِى الْمَاءِ فَهٰهُنَا هُوَ الْمُتَعَيَّنُ بِالْاَوْلٰى.

কেননা, এটাই দূরত্ব সম্পন্ন বস্তুর সাথে অধিক উপযুক্ত। যেমন- ইমাম কাযীখাঁন রহমাতুল্লাহি আলাইহি পানির ক্ষেত্রে বলেছেন। কাজেই এখানে উত্তমতার সাথে তা-ই নির্ধারিত হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গজ বলতে আটচল্লিশ আঙ্গুলি পরিমাণ অর্থাৎ তিন ফুট বা এক গজ দু'গিরা এবং দু'তৃতীয়াংশ গিরা।

كَمَا بَيَّنَّاهُ فِيْ بَعْضِ فَتَاوَانَا যেভাবে আমরা আমাদের কোন কোন ফতোয়ায় বর্ণনা করেছি।

পরিমাপের দিক থেকে চল্লিশ বর্গগজ। আমাদের হিসেব মতে চুয়ান্ন গজ সাত গিরা এবং এক গিরার নবমাংশ-যা গণিতবিদদের নিকট সুস্পষ্ট। তাই আল্লামা শামী'র ঐ ধারণার ভিত্তিতে আমাদের গজে চুয়ান্ন বর্গগজ সাত গিরা হলে ছোট মসজিদ ধরা হবে। সাড়ে চুয়ান্ন বর্গগজ বড় মসজিদ। এটাই আল্লামা শামী'র অভিমত।

আমি বলছি-সন্দেহ হতে পারে যে,এটা জাওয়াহের থেকে উৎকলিত। জাওয়াহেরের ইবারত ঘর সম্বন্ধে, মসজিদ সম্পর্কে নয়।

বড় মসজিদ শুধু ওটাই যার মধ্যে ময়দানের মত কাতারসমূহের সংযুক্তকরণ শর্ত। যেমন-খাওয়ারিযমের মসজিদ-যা ষোল হাজার স্তম্বের উপর নির্মিত। বাকী অন্যান্য মসজিদ যদিও দশ হাজার বর্গগজ হয় তবুও ছোট মসজিদ। আর এগুলোতে কিবলার দেওয়াল পর্যন্ত আড়াল ব্যতীত অতিক্রম করা না জায়েয। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১৭ঃ ২৪ রবিউল আখির শরীফ, ১৩২০ হিজরী।

কতেক লোক এক স্থানে বসে আছে এবং এক ব্যক্তি এসে বললো اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (আস্সালামু আলাইকুম) তার সালামের প্রত্যুত্তরে আদব বা নমস্কার বা তাসলীমাত অথবা কুর্নিশ অথবা এক ব্যক্তি তার হাত মাথা পর্যন্ত উঠাল আর মুখে জবাব দিল না। এমতাবস্থায় উল্লেখিত ব্যক্তিদের জিম্মা থেকে কি ফরযে কিফায়া আদায় হয়ে যাবে? এ মাসআলার ক্ষেত্রে ওলামা-ই দ্বীনের অভিমত কি? সবিস্তারে বর্ণনা করুন প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ না, সবাই গুনাহগার হবে। যতক্ষণ তাদের মধ্যে কেউ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ বা وَعَلَيْكَ السَّلَامُ অথবা اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বলবে না। কারণ নমাস্কার, আদব তাসলীমাত এ রকম অন্যান্য শব্দাবলী সালামের অন্তর্ভুক্ত নয়। শুধুমাত্র হাত উত্তোলন করা কোন কিছু নয় যতক্ষণ উহার সাথে সালাম জাতীয় শব্দ যুক্ত না হয়।

যাহরিয়া থেকে রাদ্দুল মুহতারে বর্ণিত আছে-

لَفْظُ السَّلَامِ فِيْ الْمَوَاضِعِ كُلِّهَا السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَبِالتَّنْوِيْنِ وَبِدُوْنِ هٰذَيْنِ كَمَا يَقُوْلُ الْجُهَّالُ لَا يَكُوْنُ سَلَامًا الخ. اَقُوْلُ فَلَا يَكُوْنُ جَوَابًا لِأَنَّ جَوَابَ السَّلَامِ لَيْسَ اِلَّا بِالسَّلَامِ اَمَّا وَحْدَهُ اَوْ بِزِيَادَةِ الرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَاتِ لِقَوْلِهٖ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

تَعَالٰى اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا وَمَعْلُوْمٌ اَنَّ مَا اخْتَرَعُوْا مِنَ الْاَلْفَاظِ اَوِ الْاِجْتِزَاءَ بِالْاِيْمَاءِ اِمَّا اَنْ يَّكُوْنَ تَحِيَّةً اَوْلَا عَلَى الثَّانِيْ عَدَمُ بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ ظَاهِرٌ لِاَنَّ الْمَامُوْرَ بِهِ التَّحِيَّةُ وَعَلَى الْاَوَّلِ لَيْسَ عَيْنَ السَّلَامِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَلَا اَحْسَنَ مِنْهُ فَاِنَّ الْمُخْتَرَعَ لَا يُمْكِنُ اَنْ يَّكُوْنَ اَحْسَنَ مِنَ الْمَوَارِدِ فَخَرَجَ عَنْ كِلَا الْوَجْهَيْنِ وَبَقِيَ الْوَاجِبُ الْكِفَائِيُّ عَلٰى كُلِّ عَيْنٍ.

অর্থাৎ সমস্ত স্থানে সালামের শব্দ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বা তানবীনের সাথে হবে এবং এ দু'টা পদ্ধতি ব্যতীত সালাম হবে না, যেমনটা অজ্ঞরা বলে থাকে। আমি বলছি-এরূপ হলে জবাবও হবে না। কেননা সালামের জবাব হয়তঃ শুধু সালামের সাথে হবে বা রহমত ও বরকত বৃদ্ধির সাথে হবে। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-اِذَا حُيِّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوْا بِاَحْسَنَ مِنْهَا اَوْ رُدُّوْهَا যখন তোমাদেরকে কোন অভিবাদন দেয়া হয় তোমরা উহার চেয়ে উত্তম অভিবাদন দাও অথবা তা-ই ফিরিয়ে দাও। জ্ঞাতব্য যে, ঐ সমস্ত লোক যা নতুন উদ্ভাবন করেছে শব্দ হোক বা ইশারা হোক, হয়তঃ তা হবে অভিবাদন বা অন্য কিছু। দ্বিতীয়াবস্থায় অর্থাৎ সালাম না হওয়া অবস্থায় দায়িত্বমুক্ত না হওয়াটা স্পষ্ট। কেননা আদিষ্ট বিষয় হচ্ছে সালাম। আর প্রথম অবস্থায় এ সমস্ত নব উদ্ভাবন না হুবহু সালাম; না উহা থেকে উত্তম। কেননা নব উদ্ভাবিত বিষয় শরীয়ত আরোপিত বিষয় হতে উত্তম হতে পারে না। ফলে উভয় দিক থেকে তা সালামের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে বের হয়ে গেছে এবং ওয়াজিব কিফায়া তাদের প্রত্যেকের জিম্মায় বাকী রয়ে গেছে।

মিরক্বাত শরীফে আছে-

قَدْ صَحَّ بِالْاَحَادِيْثِ الْمُتَوَاتِرِ مَعْنًى اَنَّهُ السَّلَامُ بِاللَّفْظِ سُنَّةٌ وَجَوَابُهُ وَاجِبٌ كَذَالِكَ.

অসংখ্য মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা বিশুদ্ধতার সাথে সাব্যস্ত হয়েছে যে, সালামের শব্দ দ্বারা সালাম দেয়া সুন্নাত এবং এর জবাব দেয়া ওয়াজিব। এভাবে হাদীস শরীফে আছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوْا بِالْيَهُوْدِ وَلَا بِالنَّصَارٰى فَاِنَّ تَسْلِيْمَ الْيَهُوْدِ الْاِشَارَةُ بِالْاَصَابِعِ وَتَسْلِيْمَ النَّصَارٰى الْاِشَارَةُ بِالْاَكُفِّ رواه الترمذى عن عبد الله ابن عمر رضى الله تعالى عنهما وقال اسناده

www.YaNabi.in

ضعيف. قال العلامة القارى لعلّ وجهه انه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وقد تقدم الخلاف فيه وان المعتمد ان سنده حسن لا سيما وقد اسنده السيوطى فى الجامع الصغير الى ابن عمر و فارتفع النزاع وزال الاشكال. اهـ

اقول رحم الله مولانا القارى انما احاله الامام السيوطى على ت يعنى الترمذى فيضم يرتفع النزاع ويزول الاشكال ثم ليس تضعيف الترمذى لما ظن فان الجمهور ومنهم الترمذى على الاحتجاج بعمرو بن شعيب وبرواية عن ابيه عن جده بل الوجه انه من رواية ابن لهيعة انه يقول الترمذى حدثنا فتيبة ابن لهيعة.

অর্থাৎ সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় যে আমাদের বিরোদ্ধবাদীদের সদৃশ হয়। তোমরা ইহুদী বা নাসারার সদৃশ হয়ো না। কেননা ইহুদীদের সালাম হল আঙ্গুলির দ্বারা ইশারা আর নাসারাদের সালাম হাতের তালু দ্বারা ইশারা করা। ইমাম তিরমিযী ইহাকে আবদুল্লাহ ইবনু ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন উহার সনদ দূর্বল।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন-সম্ভবত উহার (দুর্বল হওয়া) কারণ উহা عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده নিশ্চয় এ সম্পর্কে মতবিরোধ পূর্বেই অতিবাহিত হয়ে গেছে। এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কথা হলো তার সনদ হাসান। বিশেষত যখন ইমাম সুয়ূতী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জামেউস্ সাগীরে এ হাদীস ইবনু ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন। কাজেই তর্ক-বিতর্ক এবং আপত্তি দূরীভুত হয়ে গেল।

আমি বলছি-আল্লাহ তায়ালা মোল্লা আলী ক্বারীর উপর রহম করুন, ইমাম সুয়ূতী উক্ত হাদীসের বরাত ت অর্থাৎ তিরমিযী দিয়েছেন। তিনি মিলায়েছেন- يُرْتَفَعُ النِّزَاعُ وَيَزُوْلُ الْاِشْكَالُ (তর্ক তিরোহিত, আপত্তি দূরীভুত হল)। ইহা তিরমিযীর বৃদ্ধিকরণ নয়-যেভাবে তিনি ধারণা করেছেন। কেননা, অধিকাংশ আলেমগণ যার মধ্যে ইমাম তিরমিযী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুও শামিল আছেন তাঁরা এ কথার উপর একমত যে, عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده সূত্র নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন মর্মে দলীল গ্রহণ জায়েয। বরং দূর্বলতার কারণ এ রেওয়ায়াতটা ابن لهيعة থেকে।

ইমাম তিরমিযী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন-

حدثنا قتيبة ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ فَذَكَرَهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هٰذا حَدِيْثٌ اسنادُهُ ضعيفٌ ورَوٰى ابنُ المباركِ هٰذا الحديثَ عَنْ ابن الهيعة قلم يرفعه اه وقد قال فِى كتابِ النكاحِ باب مَا جَاء فى مَنْ يَتَزَوَّجُ المرأةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ اَنْ يَدْخُلَ بِهَا لِحديثٍ رَوَاهُ بِعَيْنِ السَّنَدِ هٰذا حَدِيثٌ لا يَصِحّ ابن لهيعة يُضَعّف فى الحديث اه مختصرا وكَذَا ضَعَّفَهُ فِىْ غَيْرِ هٰذا المَحَلّ فَاِلَيْهِ يُشِيْرُ لِهٰهُنَا نَعَمْ الاظهرُ عِنْدِى اَنّ حديثَ ابن لهيعة لاينزل عن الحسن وقد صرح المناوى فى التيسيران حديثه حسن.

অর্থাৎ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন-কুতাইবাহ্ ইবনু লুহাইআ' তিনি আমর ইবনু শোআইব থেকে, তিনি তার পিতা থেকে তিনি তার দাদার সূত্রে বর্ণনা করেছেন। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-তিনি উহাকে উল্লেখ করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন এ হাদীসের সনদ দূর্বল। ইবনুল মুবারক এ হাদীস ইবনু লুহাইআ' থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। তিনি মারফূ হিসেবে বর্ণনা করেননি। অবশ্যই তিনি بَابُ مَا جَاءَ فِىْ مَنْ يَتَزَوَّجُ অধ্যায়ে كِتَابُ النِّكَاحِ বলেছেন- যে ব্যক্তি কোন মহিলাকে বিবাহ করে তার সাথে সহবাসের পূর্বে তালাক দিয়ে দিল। এমন হাদীসের কারণে যা হুবহু সে সনদে বর্ণনা করেছেন। এ হাদীস সহীহ নয়। ইবনু লুহাইআ'র হাদীসে ضَعِيْفٌ বাড়ানো হয়েছে। অনুরূপভাবে তাকে এ স্থান ছাড়াও আরো কয়েক স্থানে ضعيف স্থির করা হয়েছে। তারই দিকে এখানে ইঙ্গিত করেছেন।

হ্যাঁ! আমার নিকট সুস্পষ্ট যে, লুহাইআ'র হাদীস হাসান স্তরের চেয়ে কম নয় এবং مناوى তাইসীর গ্রন্থে তার হাদীস হাসান হওয়ার উপর সুস্পষ্ট বর্ণনা দিয়েছেন।

হ্যাঁ! সালাম শব্দের সাথে হাতের ইশারাও যদি হয়,তবে ক্ষতি নেই।

اَخْرَجَ الترمذى قال حدثنا سويدنا عبد الله بن المبارك نا عبد الحميد بهرام انه سمع شهر ابن خوشب يقول سمعت اسماء بنت يزيد تحدث ان رسولَ اللّه صلى الله تعالى عليه وسلم مَرَّ فِى المَسْجِدِ يَوْمًا وَعُصْبَةٌ مِنَ النِّسَاءِ قُعُوْدٌ فَاَلْوٰى بِيَدِهٖ بِالتَّسْلِيمِ وَاَشَارَ عبدُ الحميد بيده هذا حديث حسن الخ قال الامام النووى وهو محمول على انه صلى الله تعالى عليه

www.YaNabi.in

وسلم جمع بين اللفظ والاشارة ويدل على هذا ان اباداؤد روى هٰذا الحديث وقال فى رواية فسلّم علينا اه قال العلامة القارى بعد نقله قلت على تقدير عدم تلفّظه عليه الصلوة والسلام بالسلام لا مَحْذورَ فيه لانه ما شرع السلام على مَنْ مَرّ عَلٰى جَمَاعَةٍ مِنَ النِّسْوَانِ وَاِنْ مَا عَنَهُ عَلَيْهِ الصلوةُ والسلامُ مِمَّا تَقَدَّمَ مِنْ اِسْلَامِ المُصَرِّح فهو من خصوصياته عليه الصلوة والسلام فَلَهُ اَنْ يُسَلِّمَ وَاَنْ لَا يُسَلِّمَ وان يشير ولا يشير على انه قد يراد بالاشارة مجرد التواضع من غير قصد السلام الخ اقول منبى كله على انه لم يرد السلام ولا يظهر فرق بين ماذكر اولا ومازاد فى العلاوة سوى انه ذكر فيها للاشارة محملا وهو التواضُعُ وهنده شاهدة الواقعة سيدتنا اسماء رضى الله تعالى عنها شاهدة بانه صلى الله تعالى عليه وسلم فان لم يحمل على التلفظ لزم ان تكون نفس الاشارة تسليمًا وهو معلوم الانتفاء من الشرع فوجب الحمل على الجمع تامل لعل لكلامه محملا لست احصه والله سبحنه وتعالى اعلم وعلمه وجل مجده اتم واحكم.

অর্থাৎ ইমাম তিরমিযী হাদীস বর্ণনা করে বলেছেন আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছে সুয়াইদ, তাঁকে আবদুল্লাহ ইবনু মুবারক, তাঁকে আবদুল হামীদ বাহরাম বর্ণনা করেছেন।নিশ্চয় তিনি শাহর ইবনু খাওশাবকে বলতে শুনেছেন যে, আমি আসমা বিনতে ইয়াযীদকে এ হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নিশ্চয় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একদিন মসজিদে উপবিষ্ট একদল মহিলাদের পাশ দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করতেছিলেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হাতের ইশারায় সালাম করলেন এবং আবদুল হামীদ তার হাতের দ্বারা ইশারা করলেন। এ হাদীস শরীফখানা হাসান। ইমাম নববী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন এ হাদীস এটার উপর প্রযোজ্য যে, নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সালামের শব্দ ও ইশারা একত্রিত করেছেন। এ কথার দলীল যে, আবু দাউদএ হাদীসখানা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন فَسَلَّمَ عَلَيْنَا অর্থাৎ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাদের উপর সালাম পেশ করেছেন।

আল্লামা আলী ক্বারী (রাঃ) ইহা নকল করার পর বলেছেন- আমি বলছি-হুযুর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সালামের শব্দ উচ্চারণ না করা অবস্থায়ও কোন আপত্তি নেই। কেননা মহিলাগণের দলের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারীর জন্য মহিলাদের সালাম করা তখনো শরীয়তে প্রচলিত ছিল না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মহিলাদের সালাম করাটা নিজ বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সালাম করা না করা এবং ইশারা করা বা না করার স্বাধীনতা রাসুলের ছিল। এগুলো ব্যতীত কোন কোন সময় ইশারা দ্বারা সালাম উদ্দেশ্য হয় না, বরং শুধুমাত্র বিনয়-নম্রতা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

আমি বলছি, এ সমস্ত আলোচনার ভিত্তি এ কথার উপর যে, সালামের উত্তর হয়নি। পূর্বের বর্ণনা ও আলাওয়া মধ্যস্থিত বর্ণনার মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট নয়। তবে এতটুকু পার্থক্য যে,তার মধ্যে ইশারা করার এক অস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। অর্থাৎ তা বিনয়-নম্রতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। ঐ ঘটনার সাক্ষী হযরত হিন্দা। আসমা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা সালাম করেছেন। যদি উহাকে সালাম শব্দের উপর প্রয়োগ করা না হয় তবে পরে ইশারাকে সালাম মানতে হবে। ইশারায় সালাম না হওয়া শরীয়তে সাব্যস্ত হয়ে গেছে। কাজেই ওটাকে ইশারা ও সালাম উভয়কে একত্রিকরণের উপর প্রয়োগ করা ওয়াজিব। চিন্তা করুন! সম্ভবত তাঁর কথা অস্পষ্ট-যা আমি বুঝতে পারছি না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১৮ঃ ২৯ রবিউল আখির শরীফ, ১৩২০ হিজরী।

ইমামে আহলে সুন্নাত মুজাদ্দেদে দ্বীনো মিল্লাত'র মহান খেদমতে প্রার্থনা যে, আজ আমি যে সময় আপনার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মাগরিবের নামাযের জন্য মসজিদে গেলাম। মাগরিবের নামাযের পর আমার এক বন্ধু আমাকে বলল-চলরে, এক স্থানে ওরছ আছে। আমি গিয়ে দেখছি বহু লোকের সমাবেশ। কাওয়ালী এ পদ্ধতিতে চলছিল যে, এক ঢোল ও দু'টা সারঙ্গী বাজছিল। কয়েকজন কাওয়াল পীরানে পীর দস্তগীর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র শানে কবিতা পরিবেশন করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র প্রশংসা সম্বলিত কবিতাবলী এবং আউলিয়া কেরামের শানে কবিতা গাচ্ছিল। সাথে ঢোল ও সারঙ্গী বাজছিল। এ রকম বাজনা শরীয়তে অকাট্য হারাম। তাহলে ঐ কাজের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ও অলি-আল্লাহ সন্তুষ্টি হবেন? মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ কি গুনাহগার হবে? এ রকম কাওয়ালী জায়েয কি না? যদি জায়েয হয় তবে কীভাবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

www.YaNabi.in

জাওয়াবঃ এ রকম কাওয়ালী হারাম। মজলিসে উপস্থিতবর্গ সবাই গুনাহগার। এদের সবার গুনাহ ওরছ আয়োজনকারী ও কাওয়ালদের উপর বর্তাবে। কাওয়ালদের গুনাহও সে ওরছ আয়োজকদের উপর বর্তাবে। ওরছ আয়োজনকারীরা গুনাহগার হওয়াতে কাওয়ালদের গুনাহ কম হবে না। অনুরূপভাবে আয়োজক ও কাওয়ালদের জিম্মায় গুনাহ বর্তানোর কারণে উপস্থিতগণের গুনাহে কোন হ্রাস পাবে না; রবং উপস্থিতগণের প্রত্যেকের উপর তাদের পূর্ণ গুনাহও কাওয়াল, উপস্থিতি ও ওরশ আয়োজনকারীদের পৃথকভাবে গুনাহ হবে। এমন ওরশ আয়োজকদের নিজ নিজ গুনাহ আলাদাভাবে, কাওয়ালদের সমান গুনাহ পৃথকভাবে আর সকল অংশ গ্রহণকারীদের সমান পৃথকভাবে বর্তাবে। কারণ উপস্থিত শ্রোতাদেরকে ওরছকারীরা আমন্ত্রণ করেছে। তাদের কারণে এ গুনাহের উপকরণ বিস্তার লাভ করেছে। কাওয়ালরা তাদের শ্রোতাদের শুনায়েছে। যদি ওরছের আয়োজন না করতো এবং কাওয়ালরা সে উপকরণ না আনত আর এ ঢোল সারঙ্গী বাদ্য-বাজনা না শোনাত। তারা আয়োজন না করলে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ গুনাহে কিভাবে লিপ্ত হত? এ জন্য এদের সবার গুনাহ এ দু'গোষ্ঠির উপর বর্তালো। কাওয়ালদের এ গুনাহের ভাগিদার ওরছকারীরা হয়েছে। সে ওরছ না করত, আমন্ত্রণ না দিত তবে তারা কিভাবে বাদ্য-বাজনা করার জন্য আসতে পারত? এ জন্য কাওয়ালদের গুনাহও ঐ আমন্ত্রণকারীর উপর বর্তাবে।

كَمَا قَالُوا فِي سَائِلٍ قَوِيٍّ ذِي مُرَّةٍ سَوِيٍّ اَنَّ الْاٰخِذَ وَالْمُعْطِيَ اٰثِمَانِ لِاَنَّهُمْ لَوْلَمْ يُعْطُوا لَمَا فَعَلُوا فَكَانَ الْعَطَاءُ هُوَ الْبَاعِثُ لَهُمْ عَلَى الْاِسْتِرْسَالِ فِي التَّكَدِّيْ وَالسُّؤَالِ وَهٰذَا كُلُّهُ ظَاهِرٌ عَلٰى مَنْ عَرَفَ الْقَوَاعِدَ الْكُرَيْمَةَ الشَّرْعِيَّةَ، وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ.

অর্থাৎ যেমন ফোকাহা-ই কেরাম বলেছেন-এমন ভিক্ষুকের ব্যাপারে যে শক্তিমান, সুস্থ হয় তবে এমন ব্যক্তি ভিক্ষা গ্রহণ করা এবং এরূপ ব্যক্তিকে যে ভিক্ষা দেয় উভয়েই গুনাহগার। কেননা যদি দাতা না দিত তাহলে সেও এ রকম নিন্দনীয়-ঘৃনিত কাজের প্রার্থনা করত না। সুতরাং দাতাদের দানই তাদের ভিক্ষাবৃত্তির কারণ হয়েছে। তা শরয়ী কানুন সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তিবর্গের নিকট সুস্পষ্ট। আল্লাহই তাওফীক দিয়ে থাকেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

www.YaNabi.in

مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهٗ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا اِلٰى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهٗ لَا يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন হেদায়ত বিষয়ের প্রতি আহবান করে যতজন তার অনুসরণ করবে সে তাদের সবার সমান ছাওয়াব পাবে। উহাতে তাদের ছাওয়াবের কোন ঘাটতি হবে না। যে কোন গোমরাহী বিষয়ের প্রতি আহবান করে যতজন তার আহবানে সাড়া দিয়ে তার অনুসরণ করবে, সে তাদের সবার সমান গুনাহে বেষ্টিত হবে। তাদের গুনাহকে হালকা করণের কোন রাস্তা পাবে না।

উক্ত হাদীস শরীফখানা ইমাম আহমদ, মুসলিম ও ইমাম চতুষ্টয় হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

বাদ্য-বাজনা হারাম হওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীস এসেছে। এগুলোর মধ্যে অতি উচ্চ ও সুমর্যাদাবান হাদীস গ্রন্থ সহীহ বুখারী শরীফ-যাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

لَيَكُوْنَنَّ فِيْ اُمَّتِيْ اَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّوْنَ الْحِرَ وَالْحَرِيْرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

নিশ্চয় আমার উম্মতের মধ্যে এমন অনেক সম্প্রদায় আসবে যারা মহিলাদের লজ্জাস্থান তথা যেনা, রেশমি কাপড়, মদ এবং বাদ্য-বাজনাকে হালাল জানবে। এ হাদীস শরীফখানা 'মুত্তাসিল'। তা বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, ইসমাইলী ও আবু নু'আইম বর্ণনা করেছেন-যা সমালোচনার উর্ধে। ইমামগণের আরেকটি দল যেমন ইমাম ইবনে হাজর স্বীয় 'কাফফুর রুআ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন।

কতেক জ্ঞানশূন্য, মস্তিষ্ক বিকৃত, অজ্ঞলোক, যৌনপূজারী, নীম মোল্লা অথবা মিথ্যুক সুফী দরবেশ কুপ্রবৃত্তির অনুসারী হয়ে সুদৃঢ়, মারফু, বিশুদ্ধ অনেক হাদীসের বিপরীতে কিছু দুর্বল কাহিনী বা সন্দেহপূর্ণ বর্ণনা অথবা মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট অর্থবোধক) প্রমাণ হিসেবে পেশ করে থাকে। তারা কাণ্ড জ্ঞানহীন বা ইচ্ছাকৃতভাবে অজ্ঞ সেজেছে। অন্যথায় সহীহ'র সামনে দুর্বল, মুতা'আইয়্যান (সুনির্দিষ্ট অর্থবোধক)'র সামনে মুহতামাল (সন্দেহযুক্ত হাদীস), মুহকাম (সুদৃঢ়)'র উপস্থিতিতে মুতাশাবিহ অবশ্যই বর্জনীয়। কোথায় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র বাণী আর কোথায় কর্মমূলক বর্ণনা! কোথায় হারামকারী, কোথায় মুবাহকারী! প্রত্যেক অবস্থায় মূলনীতি অনুপাতে দূর্বলের বিপরীতে সবল আমলযোগ্য ও প্রনিধানযোগ্য। কিন্তু কুপ্রবৃত্তি পূজারীদের চিকিৎসা কার কাছে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আছে? আহা! যদি গুনাহকে গুনাহ বলে জানতো! স্বীকার করতো! আফসোস! গুনাহ করে এবং গুনাহকে জেনেশোনে স্বীকৃতি দেয়া অত্যন্ত নির্লজ্জতা। জঘন্যতম কথা হলো যে, তাদের ধমকি শক্ত; অথচ মস্তিষ্ক বিকৃত ও জেদী। নিজের জন্য হারামকে হালাল বানাবে। এতটুকুতে সমাপ্ত নয়; বরং আল্লাহর আশ্রয়! তাদের অপবাদ মাহবুবানে খোদা সিলসিলায়ে আলীয়া চিশতিয়া'র পূর্বসূরী মাশায়েখে কেরামের উপর আরোপ করে। তারা না খোদার ভয় করে, না বান্দাদের সমীহ করে। অথচ স্বয়ং হুযুর মাহবুবে ইলাহী সাইয়্যিদী মাওলায়ী নেযামুল হক ওয়াদ-দ্বীন সুলতানুল আউলিয়া (রাঃ) 'ফাওয়াইদুল ফাওয়াদ' শরীফে বলেছেন-

مزامیر حرام ست (বাদ্যযন্ত্র হারাম)।

মাওলানা ফখরুদ্দীন যারাবী-যিনি হুযুর সাইয়্যিদুনা মাহবুবে ইলাহী'র খলিফা, তিনি হুযুর মাহবুবে ইলাহী'র পবিত্র যামানায় স্বয়ং হুযুরের নির্দেশে সেমা'র মাসআলা সম্পর্কে كَشْفُ الْقِنَاعِ عَنْ اُصُوْلِ السِّمَاعِ নামক এক পুস্তক লিখেছেন।

এতে পরিস্কারভাবে বলে দিয়েছেন-

اَمَّا السِّمَاعُ مَشَائِخُنَا رضی الله تعالی عنهم فَبَرِیٌّ عَنْ هٰذِهِ التُّهْمَةِ وَهُوَ مُجَرَّدُ صَوْتِ الْقَوَّالِ مَعَ الْاَشْعَارِ الْمَشْعِرَةِ مِنْ كَمَالِ صَنْعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰی.

অর্থাৎ আমাদের মাশায়েখ কেরামদের সেমা এ সমস্ত বাদ্য-বাজনার অপবাদ থেকে মুক্ত। তা শুধু কাওয়ালগণের আওয়াজ-যা কবিতাসমূহের সাথে আল্লাহ তায়ালার আশ্চার্য সৃষ্টি বা শৈল্পিকতা সম্পর্কে অবহিত করে। ন্যায়পরায়নতা আল্লাহরই! এ মহান ইমাম খান্দানে আলীয়া চিশতীয়া'র বাণী গ্রহণযোগ্য না কি বর্তমানকার অজ্ঞ-মুর্খদের ভিত্তিহীন অপবাদ গ্রহণযোগ্য হবে? এটা সুস্পষ্ট ফ্যাসাদ।

লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

হুযুর পুরনূর শায়খুল আলম ফরীদুল হক ওয়াদ-দ্বীন গঞ্জে শকর'র মুরীদ ও হুযুর সায়্যিদুনা মাহবুবে ইলাহী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র খলিফা সাইয়্যিদি মাওলানা মুহাম্মদ ইবনু মুবারক ইবনে মুহাম্মদ আলাভী কিরমানী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর সুদীর্ঘ কিতাব 'সিয়রুল আউলিয়া'তে বলেছেন-

حضرت سلطان المشائخ قدس سرہ العزیزی فرمود کہ چند ایں چیز می باید تا سماع مباح می شود مسمع و مستمع و مسموع و آلہ سماع مسمع یعنی گوینده مرد تمام باشد، کودک نباشد و عورت نباشد، مستمع آنکہ می شنود از یاد حق خالی نباشد و مسموع آنچہ بگویند فحش و مسخرگی نباشد و آلہ سماع مزامیر ست چوں چنگ و رباب و مثل آں می باید کہ در میان نباشد ایں چنیں سماع حلال ست.

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ হযরত সুলতানুল মাশায়েখ কাদ্দাসাল্লাহু সিররাহুল আযীয বলেছেন যে, কতেক শর্ত পাওয়া গেলে সেমা মুবাহ। কিছু শর্ত যিনি শুনান তার ক্ষেত্রে আর কিছু শর্ত শ্রোতার জন্য, কিছু শর্ত শুনানোর ক্ষেত্রে হয় এবং কিছু শর্ত সেমার যন্ত্রের ক্ষেত্রে।

অর্থাৎ যিনি শুনান তিনি কামিল ব্যক্তি হওয়া, চ্যাংরা ছেলে এবং মহিলা না হওয়া। শ্রোতা খোদার স্মরণ থেকে অমনোযোগী না হওয়া, যে বাক্য পড়বে তা অশ্লীল ও ঠাট্টাতুক না হওয়া। সেমার বাদ্যযন্ত্র যেমন-সারেঙ্গী, হারমুনিয়াম,বেহালা ইত্যাদি বস্তুসমূহ থেকে কোন কিছু না থাকা চাই। এ রকম সেমা হালাল।

মুসলিম ভাইয়েরা! তা সিলসিলায়ে আলিয়া চিশতিয়া'র সর্দার হযরত সুলতানুল আউলিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র ফতোয়া। এরপরও কি অপবাদ দানকারী প্রতারকদের মুখ দেখানোর ক্ষমতা আছে ?

সিয়রুল আউলিয়া' শরীফে আরো আছে-

یکے بخدمت حضرت سلطان المشائخ عرض داشت کہ دریں روز ہا بعضے از درویشان آستانہ دار در مجمعے کہ چنگ و رباب و مزامیر بود رقص کردند فرمود نیکو نکردہ اند آنچہ نامشروع ست ناپسندیدہ است. بعد ازاں یکے گفت چوں ایں طائفہ ازاں مقام بیروں آمدند بایشاں گفتند کہ شما چہ کردید، در آں مجمع مزامیر بود سماع چگونہ شنیدید و رقص کردید ایشاں جواب دادند کہ ما چناں مستغرق سماع بودیم کہ ندانستیم کہ اینجا مزامیر است یا نہ حضرت سلطان المشائخ فرمود ایں جواب ہم چیزے نیست ایں سخن در ہمہ معصیتہا بیاید.

এক ব্যক্তি হযরত সুলতানুল মাশায়েখের খেদমতে আরজ করলেন-এ যুগে কিছু আস্তানাদার দরবেশ এমন সমাবেশে নৃত্য করেছে যেখানে বীনা, সেতার, সারিন্দা, কাঁসা ও অন্যান্য বাদ্য যন্ত্র রয়েছে। তিনি বলেছেন-সে ভাল কাজ করেনি। তা শরীয়তে অবৈধ ও অপছন্দনীয়। এরপর একজন বলল-যখন এ দল ঐ স্থান থেকে বেরিয়ে আসল লোকজন তাদেরকে বললো-তোমরা কি করেছো? এতে তো বাদ্যযন্ত্র ছিল। তোমরা কেন সেমা শুনেছো এবং নৃত্য করেছো ? তারা জবাব দিল যে, আমরা সেমাতে এভাবে মশগুল ছিলাম যে, আমাদের তা জানাই ছিল না। এখানে বাদ্যযন্ত্র ছিল কি না? সুলতানুল মাশায়েখ বললেন-এ জবাব কিছু নয়। এভাবে তো সমস্ত গুনাহের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে।

মুসলমানগণ! বাদ্যযন্ত্র নাজায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে কেমন পরিস্কার দিক নির্দেশনা!

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমাদের মশগুল থাকার কারণে বাদ্যযন্ত্রের খবর হয়নি ! এ ওযর কী মুখ বন্ধকারী জবাব? এ ছলনা প্রত্যেক গুনাহের ক্ষেত্রে চলতে পারে। মদ পান কর এবং বলে দিবে যে, অধিক মশগুল থাকার কারণে আমাদের তা খবর হয়নি যে, তা কি মদ না পানি। যেনা করে এ কথা বলে দিবে-অবস্থার প্রাধান্যতার কারণে আমি ভেদাভেদ করতে পারিনি যে, নিজ স্ত্রী না অপরিচিতা মহিলা।

ঐ কিতাবে আছে-

حضرت سلطان المشائخ فرمود من منع کردہ ام کہ مزامیر ومحرمات درمیان نباشد ودریں باب بسیار غلو کرد تا بحد یکہ گفت اگر امام را سہو افتد مرد تسبیح اعلام کند وزن سبحان اللہ نگوید زیرا کہ نشاید آواز آں شنودن پس پست دست بر کف دست زند وکف دست بر کف دست نزند کہ آں بلہومی ماند تا ایں غایت از ملاہی وامثال آں پرہیز آمدہ است پس درسماع بطریق اولی کہ ازیں بابت نباشد یعنی در منع دستک چندیں احتیاط آمدہ است پس درسماع مزامیر بطریق اولی منع است اھ باختصار.

অর্থাৎ হযরত সুলতানুল মাশায়েখ বলেছেন-আমি বারণ করে রেখেছি যে, বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য নিষিদ্ধ বস্তুসমূহের মাধ্যমে যেন সেমা না হয়। তিনি এ কথার ক্ষেত্রে অধিক জোর দিয়েছেন। এমন কি তিনি বলেছেন-যদি ইমাম সাহেব নামাযে ভুল করে তবে পুরুষ 'সুবহানাল্লাহ' বলে ইমামকে স্মরণ করিয়ে দিবে এবং মহিলা 'সুবহানাল্লাহ' বলবে না। কারণ তার আওয়াজ গোপন করা চাই। এক হাতের তালু অপর হাতের তালুর উপর মারবে না। এভাবে হলে এটা খেলায় পরিণত হবে; বরং এক হাতের পিঠ অপর হাতের তালুর ওপর মারবে। যখন এতটুকু পর্যন্ত খেল-তামাশার বস্তু ও এগুলোর ন্যায় অন্যান্য বস্তু থেকে বাঁধা এসেছে তবে সেমা আরো অধিক উত্তম ভাবে নিষেধ।

হে মুসলমানেরা! যেখানে তরীকতের ইমামগণ এতটুকু পর্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন যে, তালির আওয়াজ পর্যন্ত নিষেধ করেছেন, সেখানে আল্লাহর পানাহ! অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের অপবাদ কেমন বোকামী? আল্লাহর ওয়াস্তে ইনসাফ করুন।

আল্লাহ যেন শয়তানের অনুসরণ থেকে রক্ষা করেন এবং এ সব মাহবুবানে খোদার সত্যিকারের অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন। আমীন বিহুরমাতে সায়্যিদিল মুরসালীন। অনেক সুদীর্ঘ কথা আছে তবে সুবিবেচক বন্ধুর জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-১৯ঃ ২৯ রবিউল আখির শরীফ, ১৩২০ হিজরী।
ওলামা-ই দ্বীন ও সুদৃঢ় শরীয়তের মুফতীগণ! এ মাসআলার ক্ষেত্রে অভিমত কি? হুযুর মুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পবিত্র নাম নেয়ার সময় নখগুলো চুম্বন করা। যেমন-আযান বা খুতবার মধ্যে যে সময় আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পবিত্র নাম আসে চুম্বন করে থাকে। তা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কি না?

জাওয়াবঃ আযানে হুযুর সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পবিত্র নাম শুনে নখ চুম্বন করে চোখে লাগানোকে আলেমগণ মুস্তাহাব বলেছেন।

দুররুল মুখতারে রয়েছে-

يُسْتَحَبُّ اَنْ يُقَالَ عِنْدَ سَمَاعِ الْاُوْلٰى مِنَ الشَّهَادَةِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعِنْدَ الثَّانِيَةِ مِنْهَا قَرَّتْ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ بَعْدَ وَضْعِ ظُفْرَىِ الْاِبْهَامَيْنِ عَلَى الْعَيْنَيْنِ فَاِنَّهٗ صلى الله تعالى عليه وسلم يَكُوْنُ قَائِدًا لَهٗ اِلَى الْجَنَّةِ كَذَا فِىْ كَنْزِ الْعِبَادِ اه قهستانى ونحوه فِى الفتاوى الصوفيةِ.

অর্থাৎ মুস্তাহাব যে, যখন আযানে প্রথমবার اشهد ان محمد رسول الله শুনবে তখন صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ বলা। যখন তা দ্বিতীয়বার শুনবে قَرَّتْ عَيْنِىْ بِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ (আপনার মাধ্যমে আমার চোখ শীতল হোক- এয়া রাসুলুল্লাহ!) বলা। অতঃপর اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِىْ بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ (হে আল্লাহ! আমাকে কর্ণ ও চক্ষে শক্তি দিন) বলবে আঙ্গুলির নখ চোখের উপর রেখে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর পবিত্র জামিনে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। এ ভাবেই 'কানযুল ইবাদ'এ আছে। এটা আল্লামা কাহিস্তানীর জামেউর রামূয'র বিষয়বস্তু। এ রকম ফাতাওয়া-ই সুফিয়ার মধ্যেও রয়েছে।

অধম এ মাসআলার ব্যাপারে বিস্তারিত কিতাব مُنِيْرُ الْعَيْنِ فِىْ حُكْمِ تَقْبِيْلِ الْاِبْهَامَيْنِ লিখেছি। যেখানে বিরুদ্ধবাদীদের সকল সন্দেহ আল্লাহ'র ফযলে দূর করা হয়েছে। উলূমে হাদীসের আলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কিন্তু খুৎবার সময় চুম্বন না করা চাই। কেননা ওটাতে রয়েছে শুধুমাত্র নিশ্চুপ থাকার হুকুম। যেভাবে আমি আমার ফতোয়ায় বর্ণনা করেছি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২০ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলছেন? আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারসমূহে বাতি জ্বালানো এবং বুযর্গানে দ্বীনের কবরসমূহের উপর

www.YaNabi.in

আলোকসজ্জা করা কি জায়েয? বুযর্গদের যিয়ারতে বাজনাসহ চাদর চড়ানো যেমন- বর্তমান কালের রীতি। প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে বাতি জ্বালায়,বাজনাসহ লাল, সবুজ, রঙিন চাদর নিয়ে তা চড়ায় এবং নানা রকম শিরনী, পিন্নী এদের কবরসমূহে রেখে ফাতিহা দেয়া হয়। তা কুরআন-হাদীসের ভিত্তিতে জায়েয কি না?

জাওয়াব ঃ আল্লাহরই তাওফীকে বলছি, মূলনীতি হল-কর্মের ছাওয়াব নিয়তের উপর নির্ভরশীল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন إِنَّمَا الاعمالُ بالنيات যে কাজ ধর্মীয় ও দুনিয়াবী বৈধ উপকার থেকে খালি হবে তা নিরর্থক। অনর্থক কাজ স্বয়ং মাকরূহ। এতে সম্পদ খরচ করা অপব্যয়। অপব্যয় হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ. তোমরা অপব্যয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপব্যয়কারীকে ভালবাসেন না। মুসলমানদের উপকার করা নিঃসন্দেহে ইসলামের পছন্দনীয় রীতি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ.

তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ আছে স্বীয় ভাইয়ের নিকট উপকার পৌঁছাতে সে যেন উপকার পৌঁছায়। হাদীস শরীফখানা ইমাম মুসলিম হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

ধর্মীয় মহোত্তম বস্তুসমূহের সম্মান করা অকাট্যভাবে বাঞ্চনীয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করে তবে তা অন্তরের পরহেজগারী।

وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَذَالِكَ خَيْرٌلَّهُ عِنْدَ رَبِّهِ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর পবিত্র বস্তুসমূহের সম্মান করে স্বীয় প্রতিপালকের নিকট তার জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান।

আউলিয়ায়ে কেরামের কবরসমূহ এবং শুধু আল্লাহর আদরনীয় বান্দাগণ নয় বরং সাধারণ মুমিনগণের কবরসমূহ সম্মানের যোগ্য। এজন্য এগুলোর উপর বসা, চলাফেরা করা ও পা রাখা নিষেধ। এমনকি এগুলোতে হেলান দেওয়াও নিষেধ। ইমাম আহমদ, হাকিম ও ত্বাবরানী মুসনাদে মুসতাদরাক কবীরে ওমারাহ বিন খেরম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে হাসান সূত্রে রেওয়ায়েত করেছেন-

رَأٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا عَلٰى قَبْرٍ فَقَالَ يَا صَاحِبَ القبرِ اِنْزِلْ مِنَ القبرِ لَا تُؤْذِىْ صَاحِبَ القبرِ وَلَا يُؤْذِيْكَ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাকে একটা কবরে বসা

অবস্থায় দেখে বলেন-হে কবরওয়ালা! কবরের উপর থেকে নেমে পড়। তুমি কবরবাসীকে কষ্ট দিও না আর সে তোমাকে কষ্ট দিবে না।

ইমাম আহমদ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুর রেওয়ায়াতে এভাবে আছে-

رَأٰنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله تعالى عليه وسلم مُتَّكِئًا عَلٰى قَبْرٍ فَقَالَ لَا تُؤْذِىْ صَاحِبَ هٰذَا القبرِ اَوْ لَا تُؤْذِهِ.

অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমাকে কবরের উপর ঠেস লাগানো অবস্থায় দেখে বললেন-এ কবরবাসীকে কষ্ট দিও না। অথবা বলেছেন-তাকে কষ্ট দাও না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন-

لِاَنْ اَمْشِىَ عَلٰى جَمْرَةٍ اَوْسَيْفٍ اَوْ اَخْصِفَ نَعْلِىْ بِرِجْلِىْ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَمْشِىَ عَلٰى قَبْرٍ مُسْلِمٍ

আমি কোন মুসলমানের কবরের উপর চলা থেকে আমার নিকট অতি পছন্দনীয় হল আগুন বা তরবারীর উপর চলা বা জুতাকে আমার দু'পায়ের সাথে সেলাই করে চলা। উক্ত হাদীসখানা ইমাম ইবনু মাযা বিশুদ্ধ ও উত্তম সনদ সহকারে ওকবা বিন আমির রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

এ পাঁচটি শরীয়াতের মূলনীতির উপর জিজ্ঞাসিত মাসআলাসমূহের বিভিন্ন অবস্থার হুকুম নির্ভরশীল। কবরের উপর বাতি জ্বালানো হতে যদি উহার প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য হয় অর্থাৎ সোজা কবরের উপর চেরাগ রাখা বুঝায় তবে সাধারণত তা নিষিদ্ধ। আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারসমূহে তা আরো জগন্যভাবে নাজায়েয। এটা বেআদবি, অভদ্রতা এবং মৃতের অধিকারে হস্তক্ষেপ ও অনধিকার চর্চা।

'ক্বানিয়া' ও অন্যান্য গ্রন্থে আছে-

يَأْثَمُ بِوَطْءِ القُبورِ لِاَنَّ سَقْفَ القَبْرِ حَقُّ الْمَيِّتِ

কবরের উপর পায়চারী করা পাপ। কেননা কবরের ছাদ রক্ষা করা মৃত ব্যক্তির অধিকার। হাদীস اَلْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ والسِرَاجَ এর প্রকৃত অর্থ তা-ই। على القبر এর মূল অর্থ- বিশেষ করে কবরের উপর।

তাই কবরের পার্শ্বে মসজিদ তৈরী করা কখনো নিষিদ্ধ নয়; বরং সৎ বান্দার মাযার হতে বরকত হাসিল করা যদি উদ্দেশ্য হয় তবে তা অতি প্রশংসনীয়।

'মাজমাউ বিহারিল আনোয়ার'এ আছে-

www.YaNabi.in

مَن اتخذ مسجدًا جِوارَ صالحٍ او صَلّى فى مقبرةٍ قاصدًا به الاستظهار بروحه او وصول اثرٍ من اثاراوته اليه لا التوجه نحوه والتعظيم له فلاحرج فيه الا يرى اَنَّ مَرْقَدَ اِسْمَاعِيْلَ عليه الصلوة والسلام فى الحجرِ المسجدُ الحرامُ والصلوةُ فيه اَفْضَلُ.

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন সৎ বান্দার মাযারের নিকট মসজিদ তৈরী করে অথবা কবরস্থানে এ উদ্দেশ্যে নামায পড়ে যে, মৃতের রূহের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করবে অথবা তার ইবাদতের বরকতের প্রভাব ঐ মৃত ব্যক্তি পর্যন্ত পৌছাবে। এটা নয় যে, নামাযে মৃতের দিকে মুখ করবে অথবা নামাযের মাধ্যমে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। এ উদ্দেশ্য না হলে তবে তাতে কোন অসুবিধা নেই। সে কি দেখে না যে, সাইয়্যিদুনা ইসমাঈল আলাইহিস সালাম'র মাযার পাক মসজিদে হারাম শরীফের পবিত্র হাতীমের মধ্যে। উহাতে নামায পড়া সমস্ত মসজিদ হতে উত্তম।

উল্লেখিত হাদীসের বিশুদ্ধতা মেনে নেওয়া হলে এ বিধান মানতে বাধ্য। এটাকে ইমাম তিরমিযী হাসান সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

যদি কবর থেকে আলাদাভাবে আলোকিত করা হয় এবং উহাতে কোন মসজিদ না থাকে, কেউ কুরআন মজীদ তেলাওয়াত ও অন্যান্য প্রয়োজনে না বসে। ঐ কবর রাস্তার মাথায় নয় ও কোন সম্মানিত ওলী বা আলেমে দ্বীনের মাযার অবস্থিত নেই। মোটকথা যদি কোন উপকারের আশা না থাকে তবে এ রকম বাতি জ্বালানো নিষেধ। সাধারণত মানুষ কোন উপকার না পেলে-তা অপচয়। উপকারে না আসলে এবং অপচয় হলে তা নাজায়েয।

বিশেষতঃ যখন ওটার সাথে এ অজ্ঞতাসূলভ ধারণা হয় যে, এ বাতির মাধ্যমে মৃতের নিকট আলো পৌছবে আর না হয় অন্ধকারে থাকবে। তখন অপচয়ের সাথে তার বিশ্বাসও ফাসিদ হলো। আল্লাহ তাআলার কাছে আশ্রয় চাই।

যদি সেখানে মসজিদ থাকে বা কোরআন তেলাওয়াতকারী অথবা আল্লাহর যিকরকারীগণের জন্য আলোকিত করে অথবা কবর চলাচলের রাস্তার ধারে অবস্থিত এবং এ নিয়ত করা হয়েছে যে, পথ অতিক্রমকারী রাস্তা দেখবে। সালাম ও ঈসালে ছাওয়াব থেকে নিজেও উপকার পাবে এবং মৃতের উপরও ফায়দা পৌছাবে, অথবা ঐ কবর কোন ওলী বা আলেমে দ্বীনের মাযার হলে আলোকিত করে জনসাধারণের দৃষ্টিতে উহার আদব, সম্মান ও মহত্ব সৃষ্টি করা উদ্দেশ্য হয় তবে তা কখনো নিষিদ্ধ নয়। বরং উপরোল্লেখিত চার মূলনীতির ভিত্তিতে তা মুস্তাহাব ও মানদূব। তবে শর্ত হলো যেন সীমা লংঘন না হয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাজমাউল বিহারে রয়েছে

اِنْ كَانَ ثَمَّ مسجدًا او غيره لِيَنْفَعَ فيه للتلاوةِ والذِّكرِ فَلَا بأسَ بالسراجِ فيه.

যদি সেখানে মসজিদ বা অনুরূপ অন্য কোন এমন বস্তু থাকে-যাতে ঐ বাতি জ্বালালে তেলাওয়াত ও যিকির করতে ফায়দা দেয় তবে বাতি জ্বালানোতে কোন অসুবিধা নেই।

ইমাম আল্লামা আরিফ বিল্লাহ সায়্যিদি আবদুল গণি নাবুলুসী (কুদ্দিসা সিররুহুল কুদসী) 'হাদীকায়ে নাদিয়া'র মধ্যে বলেছেন-

هٰذا كلّه اِذَا خَلا من فائدة واما اذا كانَ موضعُ القُبورِ مَسْجِدا او على طريقٍ او كَانَ هُناك احد جالسٌ او كَانَ قَبْرُ وَلِيٍّ مِنَ الْاَوْلِيَاءِ اَوْ عَالِمٍ مِنَ المحققين تعظيمًا لروحه المشرفةِ على ترابِ جسدِه كاشراق الشمسِ علَى الارضِ اعلامًا للناس انه وَلِيٌّ ليتبركوا به ويدعوا اللّٰهَ تعالى عِنْدَهٗ فَيُستجابُ لهمْ فهو امرٌ جَائِزٌ لا منع منه والاعمال بالنيات.

অর্থাৎ কবরসমূহে বাতি জ্বালানোর নিষিদ্ধতা শুধুমাত্র ঐ অবস্থায় যখন সম্পূর্ণ উপকার বিহীন হয়। আর না হয় যদি কবরস্থানে মসজিদ থাকে বা কবর রাস্তার ধারে হয় অথবা ঐখানে কেউ বসা থাকে। অথবা কোন ওলী বা মুহাক্কিক আলিমের মাযার থাকে। তাঁর রূহ মুবারক স্বীয় শরীরে মাটির উপর এভাবে পরে রয়েছে যেভাবে সূর্য যমীনের উপর থাকে, রূহের সম্মানার্থে বাতি প্রজ্বলিত করা যেন মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, ইনি আল্লাহর ওলী ও তা মাযার। যাতে তারা তা থেকে বরকত হাসিল করতে পারে এবং উহার পাশে আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া প্রার্থনা করে। তাদের অসীলায় দোয়া কবুল হলে তবে তা জায়েয কাজ। যাতে মূলতঃ নিষেধ নেই, আর কাজ নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল। ফকীর (আহমদ রেযা আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন) 'ত্বাওয়ালিউন নূর ফী হুকমিস সুরূজে আলাল কুবুর' নামক কিতাবে এ মাসআলা সম্পর্কে সবিস্তারে লিখেছি। আল্লাহই তওফীক দাতা। ঐ মূলনীতির ভিত্তিতে আউলিয়া কেরামগণের মাযারসমূহে চাদর চড়ানোও জায়েয সাব্যস্ত হয়। সাধারণ লোকের নিকট আম মুসলমানের কবরের ইজ্জত থাকে না। স্বচক্ষে দেখেছি-নাপাক জুতা পরে অবাধে মুসলমানের কবরে চলা ফেরা করছে। অন্তরে এ ভাবনাও আসছে না যে, কোন প্রিয় বান্দার দেহ তার পায়ের নিচে? অথবা এক সময় তাকেও এ মাটিতে শুইতে হবে। বারংবার দেখেছি- মুর্খরা কবরের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপর বসে জুয়া খেলছে, অশ্লীল কথাবার্তা বলছে, হাসাহাসি করছে। কেমন দুঃসাহস! আল্লাহর আশ্রয়! মুসলমানের কবরের উপর অনেকে প্রস্রাব করছে। এর অশুভ পরিণাম অবশ্যই আছে। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

এজন্য ধর্মানুরাগীগণ একদিকে আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারসমূহকে তাদের দুঃসাহস থেকে রক্ষা করার জন্য,আর ওদিকে মুর্খ লোকদেরকে তাঁদের সাথে বেয়াদবির মহা বিপদ থেকে রক্ষা করার জন্য উপকারী ও শরীয়তের প্রয়োজন মনে করেছেন-পবিত্র মাযারসমূহ অন্যান্য কবরসমূহ থেকে স্বতন্ত্র থাকবে, যাতে জনসাধারণের দৃষ্টিতে ভীতি ও মহত্ত্ব সৃষ্টি হয় এবং দুঃসাহসিক আচরণ করে বরবাদ হওয়া থেকে বিরত থাকে।

তাই নিষ্প্রয়োজনে আলেমগণ কুরআন শরীফকে স্বর্ণ ও অন্যান্য বস্তু দিয়ে সজ্জিত করাকে মুস্তাহসান বলেছেন। যেন প্রকাশ্যে এ রকম বাহ্যিক চাকচিক্য দেখে শ্রদ্ধা করে। গভীর চিন্তা করলে বুঝা যায়-কা'বা মুয়াযযামায় গিলাফ পরানোর মধ্যে এক বড় হেকমত তা-ই।

তবে এখানে শুধুমাত্র অসম্মান নয় বরং আল্লাহর আশ্রয়! তাঁদের ক্ষেত্রে তীব্র বেয়াদবিরও সম্ভাবনা ছিল। চাদর চড়ানো, আলোকিত করা, পার্থক্যকরণ চিহ্ন স্থাপন করা, জনসাধারণের অন্তরে সম্মান সৃষ্টির জন্য সেগুলো অতীব প্রয়োজন। তা থেকে নিষেধকারীরা হয়তঃ অত্যাধিক স্থূলবুদ্ধিসম্পন্ন বোকা, অজ্ঞ এবং যুগের অবস্থা সম্পর্কে একেবারে বেখবর। নতুবা বঞ্চিত বেয়াদব যাদের অন্তরে আউলিয়ায়ে কেরামের সম্মান-মহত্ত্বের প্রতি কুটিলতা রয়েছে। জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট আশ্রয়!

অধম (আহমদ রেযা-আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ক্ষমা করুন) উল্লেখিত রিসালায় এ সমস্ত মাসআলাগুলোকে আয়াতে করীমা ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ এর মাধ্যমে উদঘাটন করেছি। আলহামদু লিল্লাহ!

সাইয়্যিদী আল্লামা মুহাম্মদ ইবনু আবেদীন শামী تنقيح الفتاوى الحامدية এর মধ্যে আল্লামা নাবুলুসী'র লিখিত كشف النور عن اصحاب القبور এর রেফারেন্সে বর্ণনা করেছেন-

لكن نحن الآن نقول ان كان القصد بذالك التعظيم فى اعين العامة حتى لا يحتقروا صاحب هذا القبر الذى وضعت عليه الثياب والعمائم لجلب الخشوع والادب ولقلوب الغافلين الزائرين لان قلوبهم نافرة عند الحضور فى التادب بين يدى اولياء الله تعالى المدفونين فى تلك القبور

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

كما ذكرنا من حضور روحانيتهم المباركة عند قبورهم فهو امر جائز لا ينبغى النهى عنه لِاَنَّ الْاَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَانَوٰى.

কিন্তু আমরা বলি যে, যদি তা দ্বারা জনসাধারণের দৃষ্টিতে আউলিয়ায়ে কেরামগণের মাযারের প্রতি সম্মান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে হয়, সে মাযারের উপর কাপড়, পাগড়ি দেখে তা ওলীর মাযার জেনে ওটার প্রতি তুচ্ছ জ্ঞান করা থেকে বিরত থাকে। যেন যিয়ারতকারী গাফেলদের অন্তরে ভয়ভীতি ও আদব থাকে। কারণ মাযারে শায়িত আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি উপস্থিতগণের অন্তর আদব সহকারে কোমল হয় না। অথচ আমরা বর্ণনা করেছি যে, মাযারসমূহে আউলিয়ায়ে কেরামের রূহ মোবারক উপস্থিত হয়। তাই এ নিয়্যতে চাদর চড়ানো একটা জায়েয কাজ, তা থেকে বারণ করা উচিত নয়। সমস্ত আমল নিয়্যতের উপর নির্ভলশীল এবং প্রত্যেক ব্যক্তির তা-ই মিলে যা তার নিয়্যতে আছে।

চাদর সবুজ-লাল হওয়াতেও কোন অসুবিধা নেই বরং রেশমী কাপড় হওয়াও বৈধ। কারণ তা পরিধান নয়। অবশ্যই বাদ্যযন্ত্র নাজায়েয। চাদর বর্তমান থাকা অবস্থায় তা পুরানো বা নষ্ট না হলে পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। তরপরও চাদর চড়ানো অনর্থক কাজ। বরং যে টাকা এতে খরচ হবে তা ওলী-আল্লাহর রূহ মোবারকের ঈসালে ছাওয়াবের জন্য গরীবদেরকে সাদকা করে দিবে।

তবে হ্যাঁ, যেখানে এ রীতি রয়েছে যে, বিছানো চাদর যখন প্রয়োজনাতিরিক্ত হয়ে পড়ে তখন খাদেমগণ, মিসকীন, গরিবরা নিয়ে নেয়। এ নিয়্যত করে চাদর চড়ালে কোন অসুবিধা নেই । তাও সদকা হয়ে গেল।

ফাতিহার খাবার কবরের উপরে রাখা এ রকমই নিষেধ যে রকম উহার উপর বাতি রেখে জ্বালানো নিষেধ। কবর থেকে আলাদা রাখলে অসুবিধা নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২১ঃ ২ জমাদিউল উলা, ১৩২০ হিজরী।

ওলামা-ই দ্বীন ও সুদৃঢ় শরীয়তের মুফতীগণ! এ মাসআলার ব্যাপারে অভিমত কি? কেউ কেউ নাম রাখে যে-তাজুদ্দীন, মহিউদ্দীন, নেযামুদ্দীন, আলীজান, নবী খাঁন, মুহাম্মদ জান, মুহাম্মদ নবী, মুহাম্মদ ইয়াসীন, মুহাম্মদ ত্বহা, গাফূরুদ্দীন, গোলাম আলী, গোলাম হোসাইন, গোলাম গাউস, গোলাম জীলানী, হিদায়ত আলী। এ রকম নাম রাখা কি জায়েয নেই? মৌলভী আবদুল হাই সাহেব লক্ষ্ণৌভী তার ফাতওয়াতে হিদায়াত আলী নাম রাখা নাজায়েয বলেছেন। এতে সত্য কোনটি?

জাওয়াবঃ মুহাম্মদ নবী, আহমদ নবী, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার উপর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অগণিত দরূদ, এ পবিত্র শব্দসমূহ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র উপরই প্রযোজ্য এবং তাঁরই জন্যই উপযুক্ত।

অন্যদের এ নাম রাখা হারাম। কারণ এগুলোতে প্রকৃতপক্ষে নবুয়তের দাবী না হওয়া প্রমাণিত, না-হয় আস্ত কুফুরী হত। কিন্তু নবুওয়ত দাবীদারের ভাব পাওয়া যায়। তাও নিশ্চিতভাবে হারাম ও বর্জনীয় । এ ধারণা করলে যে, নামসমূহে প্রথম অর্থ ধর্তব্য হয় না। শরয়ী ও প্রচলিত রীতিতে তা গ্রহণীয়। প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য না হওয়াতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একেবারে যে দৃষ্টি এড়ানো যাবে তাও ভুল।
অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এমন অনেক নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন, যেগুলোতে মূল অর্থের দিক দিয়ে কোন খারাবি ছিল।

জামে তিরমিযীতে উম্মুল মুমিনীন আয়িশা ছিদ্দিকা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা হতে বর্ণিত-

اَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُغَيِّرُ الْاِسْمَ الْقَبِيْحَ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র মহান উদার অভ্যাস ছিল যে, তিনি খারাপ অর্থবোধক নামকে পরিবর্তন করে দিতেন।

সুনানু আবি দাউদে আছে ,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা عتلـه، عـزيـز، عـاصى، شيـطان، حكم،عراب،حساب، شهاب নাম পরিবর্তন করে দিয়েছেন।
قَـالَ تَـرَكْـتُ اسانيدُها للاختصار (তিনি বলেছেন সংক্ষিপ্ত করণের জন্য আমি ঐগুলোর সনদ ছেড়ে দিয়েছি। احـرم (আহরাম) নাম পরিবর্তন করে زرعـه (যুরআ') রেখেছেন। উসামা বিন আখযরী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু তা বর্ণনা করেছেন।

عَاصِيَةً (আসিয়া)এর নাম বদল করে جَمِيْلَةٌ(জামীলা) রেখেছেন। ইমাম মুসলিম হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে তা বর্ণনা করেছেন।
بَرَّه(বিররা) এর নাম زَيْنَبُ (যায়নাব) দিয়ে বদল করে বলেছেন-
لَا تُـزَكُّـوْا اَنْـفُسَكُمْ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَهْلِ الْبِرِّ مِنْكُمْ তোমরা নিজেদেরকে নিজে ভাল বলোনা, আল্লাহই অধিক অবগত আছেন যে, তোমাদের মধ্যে কে নেক্কার। ইমাম মুসলিম যায়নাব বিনতে আবী সালমা হতে তা বর্ণনা করেছেন। بـره এর অর্থ -সৎ বা নেক্কার মহিলা। তা আত্মপ্রশংসামূলক হওয়ার কারণে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاَسْمَائِكُمْ وَاَسْمَاءُ اٰبَائِكُمْ فَاَحْسِنُوْا اَسْمَائَكُمْ

নিশ্চয় তোমরা কিয়ামতের দিন নিজেদের এবং তোমাদের পিতার নামে আহূত হবে। সুতরাং তোমরা স্বীয় নাম সুন্দর করে রাখ।

আহমদ, আবূ দাউদ- আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু হতে উত্তম সনদে বর্ণনা করেছেন।

যদি মূল অর্থ একেবারে ধর্তব্য না হতো তবে অমুক নাম ভাল, অমুক নাম মন্দ হওয়ার কি অর্থ! পরিবর্তনের উদ্দেশ্য কি? আত্মপ্রশংসা কোথায়? নির্দিষ্ট ব্যক্তির উপর বুঝানোর ক্ষেত্রে সব এক বরাবর। এতদসত্ত্বেও ঐ লোকদের নিকট জিজ্ঞাসা করে দেখ- আপনার সন্তানের নাম শয়তান মালউন, রাফেযী, খাবীস, শুকর ইত্যাদি রাখতে পছন্দ করবে? কখনো না। কাজেই মূল অর্থ বিবেচনা করা হয়। কোন মুখে নিজে নিজেকে এবং স্বীয় সন্তানদেরকে নবী বলবে ও বলার সুযোগ করে দেবে? কোন মুসলমান নিজের বা স্বীয় পুত্রের নাম রাসূলুল্লাহ, খাতিমুন্নবীয়্যিন বা সায়্যিদুল মুরসালীন রাখা বৈধ মনে করবে? কখনো না। সুতরাং মুহাম্মদ নবী, আহমদ নবী, নবী আহমদ কেমন করে বৈধ হয়?

এমন কি অনেক খোদার শত্রুকে নবীয়ুল্লাহ নাম রাখতে শুনেছি। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! রিসালাত ও খতমে নবুয়াত'র দাবী করা হারাম আর স্বয়ং নবী দাবী কি হালাল? মুসলমানদের উপর আবশ্যক যে, এ রকম নামসমূহ পরিবর্তন কর। তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলি-

ہیچ پسند خرد جاں فروز - تاجے شہے برسر کفش دوز

আশ্চার্যের ব্যাপার যে, এ সব জটিল ব্যাখ্যা করে হীনমন্য লোকেরা পরিষ্কারভাবে রাব্বুল আলামীন নাম রাখতে শুরু করবে। এ কথা বলবে যে, নামে মূল অর্থ ধর্তব্য নয়। নাউযু বিল্লাহ!

এভাবে নবীজান নাম রাখা অনুচিত। যদি 'জান' একটা শব্দ মহব্বতের দৃষ্টিতে আলাদাভাবে এ মনে করে বৃদ্ধি করে-যেমনটি বেশির ভাগ তা-ই হয় তখন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ্য নবুওয়াতের দাবীদার হয়েছে। আর যদি تـركيـب مقـلـوب (উল্টো বাক্য বিন্যাস্ত করণ) মনে করা হয়, অর্থাৎ جان نبى (জানে নবী) তবে তা আত্ম পবিত্রতা ঘোষণা ও আত্মপ্রশংসা'র ক্ষেত্রে بـره শব্দ হতে আরো মারাত্মক। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তা পছন্দ করেননি। এটা কিভাবে পছন্দ হতে পারে?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এখানে নাম পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বড় কোন অসুবিধা নেই। একটা 'ه' শব্দ বৃদ্ধিকরণের দ্বারা গুনাহ হতে রক্ষা পাবে এবং সুন্দর বিশেষত জায়েয নাম লাভ করবে- محمد نبيه، احمد نبيه، نبيه احمد، نَبِيَّهُ جان বলা ও লেখা চাই। نبيه অর্থ সজাগ, হুশিয়ার।

এ ভাবে ইয়াসীন, ত্বা-হা নাম রাখা নিষেধ। কারণ তা আল্লাহ ও হুযুর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র নামসমূহের মধ্যে এমন নাম যেগুলোর অর্থ অজ্ঞাত।

কী আশ্চার্য! এগুলোর এমন অর্থ হতে পারে-যা খোদা ও রাসূল ভিন্ন অন্য অর্থে প্রযোজ্য হতে পারে না। সুতরাং এমন শব্দ বর্জন করা আবশ্যক। যেভাবে অজ্ঞাত অর্থ বিশিষ্ট তাবীয-মন্ত্র জায়েয হয় না। কেননা আল্লাহ না করুক যদি কোন শিরক ও গোমরাহীর অর্থকে শামিল করে।

ইমাম আবূ বকর ইবনুল আরাবী কিতাবু আহকামিল কুরআন এ বলেছেন-

روى اشهب عن مالك لا يتسمى احد يسين لانه اسم الله تعالى وهو كلام بديع وذلك ان العبد يجوزله ان يسمى باسم الرب اذا كان فيه معنى منه كعالم وقادرو انما منع مالك من التسمية بهذا الاسم لانه من الاسماء التى لا يدرى ما معناها فربما كان ذلك معنى ينفردبه الرب تعالى فلا ينبغى ان يقدم عليه من لا يعرف لما فيه من الخطر فاقتضى النظر المنع منه.

অর্থাৎ আল্লামা আশহাব ইমাম মালিক (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, কেউ যেন ইয়াসিন নাম না রাখে। কেননা তা আল্লাহ তায়ালার নাম। তা আল্লাহর গুণ প্রকাশ কালামে বদী'। তাহলে এরূপ হবে যে, বান্দার জন্য আল্লাহ তায়ালার নামে নাম রাখা জায়েয! যখন উহার মধ্যকার অর্থ তার মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন-আলিম, কাদির (জ্ঞানী, সামর্থবান)। ইমাম মালিক এ নাম থেকে এজন্য নিষেধ করেছেন যে, এটা এমন নামের অন্তর্ভুক্ত-যার অর্থ অজানা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থ এমন যে, যা একমাত্র আল্লাহ তায়ালাকে বুঝায়। ক্ষতির হওয়ার কারণে যা অপরিচিত ওটাকে তার উপর অগ্রগামী না করা উচিত। সুতরাং তা নিষেধ করার কারণে চিন্তা গবেষনার দাবী রাখে।

আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ খাফফাজী হানাফী মিসরী نسيم الرياض شرح شفائے امام قاضى عياض এর মধ্যে উহা বর্ণনা করে বলেছেন- وَهُوَ كَلَامٌ نَفِيْسٌ তা কালামে নাফসী। অধম পাদটীকায় লিখেছি-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

قد كَانَ ظَهَرَ لِى المنعُ عنهُ لعينِ هٰذا المعنى لكن نظر الى انه اسم النبى صلى الله عليه وسلم ولانَدْرِى معناه فلعل لهٗ معنًى لا يصح فى غيرهٖ صلى الله عليه وسلم الخ ولعل هٰذا اَوْلىٰ ومَا تَقَدَّمَ لان كون اسم النبىّ صلى الله عليه وسلم اظهرُ واشهرُ فلا يَكونُ لهٗ مَعْنىً يَنْفَرِدُ بِهٖ الرَّبُّ عزّوجلّ

অর্থাৎ আমার নিকট স্পষ্ট হচ্ছে যে, তা হতে নিষেধ এসেছে হুবহু এ অর্থ হওয়ার কারণে কিন্তু অন্য দৃষ্টিতে নিষেধ এজন্য যে, নিশ্চয় তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র নাম। আমরা এ অর্থ বুঝতে সক্ষম নই। সম্ভবতঃ তার এমন অর্থ আছে-যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ব্যতীত অন্য কারো জন্য শুদ্ধ নয়।

কাজেই তা উত্তম-যা আগে অতিবাহিত হয়েছে। কেননা তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র নাম হওয়া অধিক প্রসিদ্ধ ও প্রকাশ্য। সুতরাং তার জন্য এমন অর্থ হবে না যা শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে প্রযোজ্য। আল্লাহই ভাল জানেন।

হুবহু এ অবস্থা ত্বা-হা নামেও। বর্ণনা ও দলীল প্রয়োজন। শোনেন! পবিত্র শব্দ 'মুহাম্মদ' এগুলোর সাথে জুড়ে দিলে নিষিদ্ধতার ক্ষতিপূরণ হয় না। কেননা ইয়াসীন, ত্বা-হা এখনো অজ্ঞাত অর্থ বিশিষ্ট।

যদি এ নির্দিষ্ট অর্থ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র পবিত্র সত্ত্বার সাথে বিশেষিত হয় তবে 'মুহাম্মদ' মিলানোতে এরূপ হবে যে, কারো নাম রাসুলুল্লাহ না রেখে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ রেখেছে। এ সবগুলো পরিস্কার হারাম।

অনুরূপ غَفُوْرُ الدِّيْنِ (গাফুরুদ্দীন)ও অধিক নিকৃষ্ট ও জঘন্য। غَفُوْرُ এর অর্থ বিমোচনকারী, গোপানকারী। আল্লাহ তায়ালা غفور الذنوب তথা পাপ বিমোচনকারী। অর্থাৎ আল্লাহ নিজ রহমতে স্বীয় বান্দাদের গুনাহসমূহ বিমোচন করেন এবং দোষ গোপন করেন। সুতরাং গাফুরুদ্দীন'র অর্থ হলো ধর্মের বিমোচনকারী । এটা এমন হলো যেমনি শয়তান নাম রাখা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এ সব পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এতো ধর্মীয় পোষাক পরে ধর্মকে নষ্ট করা। তা তো বগলে ইট মুখে শেখ ফরিদ।

এমন হয়েছে যে, যেমনি রাফেযী নাম রাখা। যা হোক তা অত্যাধিক জঘন্য। উহা থেকে عَاصِيَه (আসিয়া) নাম অনেক হালকা ছিল যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আলাইহি ওয়াসাল্লামা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। কেননা প্রচলিত রীতি অনুযায়ী معاصى (গুনাহ) এর প্রয়োগ কর্মের উপর আর দ্বীন মোচনকারীর প্রয়োগ অর্ধম ও বদআকাঈদ'র উপর। নাউযু বিল্লাহ! হাদীস শরীফে রয়েছে- اَلْفَالُ مُوَكَّلٌ بِالْمَنْطِقِ কথায় মঙ্গলামঙ্গল নিহিত। কিছু মন্দ নামের পরিবর্তনের উদ্দেশ্য তা-ই ছিল।

মাওলানা আলী ক্বারী 'মিরকাতে' বর্ণনা করেছেন- اِنَّ الْاَسْمَاءَ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ নামসমূহ আসমান হতে অবতীর্ণ হয়।

অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে اِسْمٌ (নাম) ও مُسَمًّى (নামকৃত স্বত্তা) এর মধ্যে সামঞ্জস্য গায়েব হতে নির্ধারিত হয়ে থাকে। অভিজ্ঞ লোকেরা বলেছেন-কুধারণায় মঙ্গলও অমঙ্গল হয়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে রক্ষা করুন এবং রহম করুন। অধম নিজ চোখে এ রকম মন্দ নামের মন্দ প্রভাব পড়তে অনেক দেখেছি। এ দোয়া করি-

نسأل الله العظيم العفو والعافية. اللهم ياقدير يا رحمن يا رحيم يا غزيز يا غفور صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وثبتنا على دينك الحق الذى ارتضيته لانبيائك ورسلك وملائكتك حتى نلقاك به وعافنا من البلاء والبلوى والفتن ما ظهر ومنها وما بطن وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. وارحم عجزنا وفاقتنا بهم يا ارحم الراحيمن امين. والصلوة والسلام على الشفيع الكريم واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. امين.

একটা বড় আপদ এ যে, এ রকম মন্দ নামধারীরা নিজেদের নামের সাথে প্রচলন অনুযায়ী পবিত্র নাম 'মুহাম্মদ' মিলিয়ে লিখে ও বলে থাকে। অন্যের নিকট ব্যক্ত করে যে, যদি কেউ পুত পবিত্র নাম 'মুহাম্মদ' বিহীন শুধু নিজের নাম লিখে তবে কেমন যেন নিজের অপমান বলে জানে এবং অর্ধনাম বুঝে। অথচ এ রকম নিকৃষ্ট অর্থবোধক শব্দের সাথে ঐ পবিত্র নাম মিলানো খোদ ঐ পবিত্র নামের সাথে বেয়াদবি।

এ সুক্ষ্ম বিষয় স্মর্তব্য যে, এ সমস্ত বিষয়াবলীর প্রতি তারই মনোযোগ থকে যাকে ঈমান ও আদবের একটা বড় অংশ দান করা হয়েছে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই।

এরই ভিত্তিতে অধম (আলা হযরত) এর মতে-কলবে আলী, কলবে হাসান, কলবে হুসাইন, গোলাম আলী, গোলাম হাসান, গোলাম হোসাইন, গোলাম জিলানী ও

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অন্যান্য নামসমূহের সাথে নামে পাক 'মুহাম্মদ'কে মিলিয়ে বলা অবৈধ।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে সুন্দর আদব দান করুন এবং গযব থেকে রক্ষা করুন।

নিযামুদ্দীন, মুহিউদ্দিন, তাজুদ্দিন এবং এ রকম ঐ সমস্ত নাম যেগুলো ধর্মীয় মর্যাদা সম্পন্ন রবং ধর্মের উপর মর্যাদাবান হওয়া বুঝায়। যেমন- শামসুদ্দিন, বদরুদ্দিন, নুরুদ্দিন, ফখরুদ্দিন, শামসুল ইসলাম, মুহিউল ইসলাম, বদরুল ইসলাম ইত্যাদি। (আমিত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে হলে) সবগুলোকে ওলামা-ই কেরাম খুব অপছন্দ, মাকরূহ ও নিষিদ্ধ বলেছেন।

আমাদের ধর্মীয় মহান বুযর্গব্যক্তিগণ ইসলামী বিভিন্ন লকবে প্রসিদ্ধ, তা তাঁদের নাম নয়; বরং উপাধি। উচ্চস্থানে পৌঁছার পর মুসলিমগণ গুণাগুণের কারণে তাঁদেরকে ঐ সব উপাধিতে ভূষিত করেছেন। যেমন-শামসুল আয়িম্মা হালওয়ানী, ফখরুল ইসলাম বাযদবী, তাজুস্ শরীয়াহ্, সদরুস্ শরীয়াহ্, এভাবে মুহিউল হক, মুহিউদ্দীন, হুযুর পুরনুর সায়্যিদুনা গাউসে আযম, মুঈনুল হক ওয়াদ্দীন হযরত খাজা গরীবে নেওয়ায, কুতবুল হক ওয়াদ্দীন বখতিয়ার কাকী, শেহাবুল হক ওয়াদ্দীন ওমর সরওয়ার্দী, বাহাউদ্দীন নক্সবন্দ, শায়খুল ইসলাম ফরীদুল হক ওয়াদ্দীন মাসউদ, নিযামুদ্দীন সুলতানুল আউলিয়া মাহবুবে ইলাহী, মুহাম্মদ নাসীরুল হক ওয়াদ্দীন ছেরাগ দেহলভী মাহমুদ এবং অন্যান্যগণ রাদ্বিয়াল্লাহ তায়ালা আনহুম। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁদের দ্বারা দ্বীন-দুনিয়ায় ফায়দা দান করূক।

হুযুর সায়্যিদুনা গাউসে আযম'র (রাদিঃ) পবিত্র উপাধি মুহীউদ্দীন স্বয়ং রূহানী জগতে ভূষিত হয়েছেন-যার বর্ণনা অত্যন্ত সুপ্রসিদ্ধ। বাহজাতুল আসরার শরীফ ও অন্যান্য ইমাম ও আলেমগণের কিতাবসমূহে উল্লেখিত আছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলছেন- لَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ তোমরা নিজেদের সাফাই গাইও না।

ফুসূলে আল্লামী'র মধ্যে আছে - لَا يُسَمِّيْهِ بِمَا فِيْهِ تَزْكِيَةٌ অর্থাৎ যাতে আত্ম পবিত্রকরণ রয়েছে তা দিয়ে নাম রাখবে না।

রাদ্দুল মুহতারে রয়েছে-

يوخذ من قوله ولا بما فيه تزكية المنع عن نحو محى الدين وشمس الدين مع مافيه من الكذب والفَ بَعْضُ المالكية فى المنع منه مولّفا وصرّح به القُرطبى فى شرح الاسماء الحُسْنٰى وانْشَدَ بَعْضُهُمْ فَقَالَ.

অর্থঃ মুসান্নিফের উক্তি لا يسميه تزكية দ্বারা বুঝা যায় যে, মুহিউদ্দীন, শামসুদ্দীন এরূপ নাম নিষেধ। তাছাড়া এতে মিথ্যাও বিদ্যমান। এক মালেকী আলেম এ রকম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নাম রাখা নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে একটা কিতাব লিখেছেন। ইমাম কুরতুবী (রাঃ) তাঁর রচিত গ্রন্থ 'আসমাউল হুসনা'র মধ্যে এ প্রসংগে সুস্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এ সম্পর্কে কিছু কবিতা লিখেছেন। এক কবি বলেছেন-

اَرَى الدِّيْنَ يَسْتَحْيِ مِنَ اللّٰهِ اَنْ يَرٰى= وَهٰذَا لَهٗ فَخْرٌ وَذَاكَ نَصِيْرُ.

আমি ধর্মকে দেখেছি যে, তা আল্লাহ তায়ালা হতে লজ্জাবোধ করে যা ভাবার বিষয়। এমতাবস্থায় এটা তার জন্য অহংকার এবং তার সাহায্যকারী।

فَقَدْ كَثُرَتْ فِى الدِّيْنِ اَلْقَابُ عُصْبَةٍ = هُمْ مَافِى مُرَاعٰى الْمُنْكَرَاتِ حَمِيْرُ.

অবশ্যই ধর্মের মধ্যে তার সাহায্যকারীদের উপাধি অনেক রয়েছে। এরা ঐ লোক যারা মন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখার ক্ষেত্রে গাধা।

وَاِنِّى اَجُلُّ الدِّيْنِ عَنْ عِزَّةٍ بِهِمْ= وَاَعْلَمُ اَنَّ الذَّنْبَ فِيْهِ كَبِيْرُ.

নিশ্চয় ধর্মের মৃত্যু এমন লোকদের সাথে যারা ইজ্জতের মধ্যে তাদের মত এবং জেনে রাখো যে, এতে বড় গুনাহ্।

ونقل عن الامام النووى انه كان يكره من لقبه بمحى الدين ويقول لا اجعل من دعانى به فى حل ومال الى ذلك العارف بالله تعالى الشيخ سنان فى كتابه تبيين المحارم واقام الطامة الكبرى على المتين بمثل ذلك وانه من التزكية المنهى عنها فى القرآن ومن الكذب قال ونظيره ما يقال للمدرسين بالتركى افندى وسلطانم ونحوه. ثم قال فان قيل هذه مجازات صارت كالاعلام فخرجت عن التزكية فى الجواب ان هذا يرده مايشاهد من انه اذا نودى باسمه العلم وجد على مَنْ نَادَاهُ بِهٖ فَعُلِمَ اَنَّ التَّزْكِيَةَ بَاقِيَةٌ الخ

অর্থাৎ ইমাম নববী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি মুহিউদ্দীন'র সাথে তার উপাধি হওয়াকে অপছন্দ করতঃ বলতেন-যে ব্যক্তি আমাকে এ উপাধির মাধ্যমে ডাকবে আমি তাকে ক্ষমা করব না। সে মতের প্রতি ধাবিত হয়েছেন আরিফ বিল্লাহ্ শায়খ সিনান তাঁর কিতাব اَقَامَ الطَّامَةَ الْكُبْرٰى عَلَى الْمَتِيْنِ و تَبْيِيْنُ الْمَحَارِمِ এর মধ্যে। নিশ্চয় তা নিজের এমন সাফাই গাওয়ার অন্তর্ভুক্ত যা কুরআন মজীদে নিষেধ করা হয়েছে এবং এ মিথ্যা বলা হতেও বারণ করা হয়েছে । তিনি বলেন-তার দৃষ্টান্ত যা বলা হয় তুর্কি শিক্ষকগণের উন্নতির ক্ষেত্রে افندى وسلطانم এবং এ রকম অন্যান্য।

www.YaNabi.in

যদি বলা হয়-এগুলো রূপকভাবে ব্যবহৃত যা নামের মত হয়ে গেছে। কাজেই তা আত্মপ্রশংসামূলক নয়। জবাব হল যে,আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এ কথাকে রহিত করে। কেননা যদি ঐ ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ নাম দ্বারা আহ্বান করা হয়, তখন তারা আহবানকারীদের উপর রাগ করবে। বুঝা গেল যে, এতে আত্মগরিমা বাকী রয়েছে। প্রশ্নকারী সতেরটি নাম জিজ্ঞাসা করেছেন, তম্মধ্যে দশটি না-জায়েয ও নিষিদ্ধ। বাকী সাতটিতে অসুবিধা নেই। আলী জান, মুহাম্মদ জান, এগুলো জায়েয হওয়া স্পষ্ট। কারণ মূল নাম আলী ও মুহাম্মদ, 'জান' শব্দ মহব্বতের দৃষ্টিতে বৃদ্ধি করা হয়েছে। হাদীস শরীফের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয় যে, খোদার প্রিয় বান্দাগণ তথা আম্বিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়ায়ে কেরামের (আ.) পবিত্র নামানুসারে নাম রাখা মুস্তাহাব। যখন এ নাম তাঁদের বিশেষত্ব না হয়। হাদীসে আছে -রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেন- تَسَمُّوا بِاَسْمَاءِ الْاَنْبِيَاءِ তোমরা আম্বিয়াগণের নামে নাম রাখো।

ইমাম বুখারী, আবু দাউদ, নাসাঈ ভিন্ন ভিন্ন সূত্রে তা বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদ ও আহমদ নামের ফযীলতের ক্ষেত্রে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

হাদীস-১ঃ সহীহাইন, মুসনাদে আহমদ, জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনু মাজা'র মধ্যে হযরত আনাস (রাঃ) হতে একটি হাদীস বর্ণিত।

হাদীস-২ঃ সহীহাইন ও ইবনু মাজা'র মধ্যে হযরত জাবির (রাঃ) হতে অপর একটি বর্ণিত।

হাদীস-৩ঃ মু'জামে কবীর, ত্বাবরানীর মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

سَمُّوا بِاسْمِىْ وَلَا تَكْنُوْا بِكُنْيَتِىْ

তোমরা আমার নামে নাম রাখ এবং আমার উপনামে নাম রেখো না।

হাদীস-৪ঃ ইবনু আসাকির ও হাফিয হোসাইন ইবনু আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বুকাইর হযরত আবূ উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

مَنْ وُلِدَ مَوْلُوْدٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا حُبًّالِىْ تَبَرُّكًا بِاسْمِىْ كَانَ هُوَ وَمَوْلُوْدُهٗ فِى الْجَنَّةِ.

যার সন্তান পয়দা হয়-সে আমার ভালবাসা ও আমার পবিত্র নাম হতে বরকত হাসিল করার নিমিত্তে তার নবজাতকের নাম 'মুহাম্মদ' রাখে, তবে সে এবং তার সন্তান দু'জনই বেহেশতে যাবে।

ইমাম খাতিমুল হুফ্‌ফায জালালুল মিল্লাত ওয়াদ্‌দ্বীন সুয়ূতী (রাঃ)'র মতে-যতগুলো হাদীস এ অধ্যয়ে এসেছে এটা সবচেয়ে উত্তম এবং ইহার সনদ হাসান। আল্লামা শামী ও যুরকানী এ বিষয়ে বিতর্ক করেছেন।

হাদীস-৫ঃ হাফিয আবু তাহের সালাফী ও হাফিয ইবনু বুকাইর হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন- কিয়ামতের দিন দু'ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে উপস্থিত করা হবে। হুকুম করা হবে এদের জান্নাতে নিয়ে যাও। আরজ করবে-হে আল্লাহ ! আমরা কোন আমলের কারণে জান্নাতের উপযোগী হয়েছি। আমরা তো জান্নাতের কোন কাজ করিনি। আল্লাহ্‌ রাব্বুল ইযযত বলবেন-

اُدْخُلَا الْجَنَّةَ فَاِنِّيْ اَلْيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ لَهٗ لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ اِسْمُهٗ اَحْمَدُ وَلَا مُحَمَّدٌ.

তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর এ জন্য যে, আমি শপথ করেছি-যার নাম আহমদ বা মুহাম্মদ হবে সে দোযখে যাবে না।

মুমিন হলে সুন্নী মুমিন হও। আর কুরআন, হাদীস ও সাহাবীগণের পরিভাষায় মুমিন তাকেই বলে যে বিশুদ্ধ আক্বীদা সম্পন্ন সুন্নী হয়। যেভাবে তাওযীহ ও অন্যান্য গ্রন্থে ইমামগণ স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। আর না হয়, বদ-মাযহাবীদের জন্য তো হাদীসসমূহে এ ইরশাদ রয়েছে যে, সে জাহান্নামের কুকুর। তাদের কোন আমল কবুল হয় না। বদ-মাযহাবীকে যদি হাজরে আসওয়াদ ও মকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে অত্যাচারিত অবস্থায় হত্যা করা হয় এবং সে ঐ মৃত্যুর উপর ধৈর্য ধারণকারী ও ছাওয়াব অন্বেষণকারী হয়, তবুও আল্লাহ তায়ালা তার কোন কথা শুনবে না। তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এ হাদীসসমূহ দারু কুতনী, ইবনু মাজা, বায়হাকী, ইবনুল জাওযী এবং অন্যান্যগণ হযরত আবূ উমামাহ্‌ খোযাইফা ও আনাস (রা.) হতে বর্ণনা করেছেন। এ অধম নিজ ফতোয়ার অনেক স্থানে তা লিখেছি।

তবে মুহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব নজদী ও অন্যান্য পথভ্রষ্টদের জন্য মূলতঃ সুসংবাদ নেই। সৈয়দ আহমদ খাঁনের মত কাফিরদের জন্যও জান্নাতের সুসংবাদ নেই-যার আক্বীদা অকাট্য কুফরী। কাফিরদের জন্য তো জান্নাতের বায়ু পর্যন্ত সুনিশ্চিতভাবে হারাম।

হাদীস-৬ঃ আবু নাঈম 'হুলিয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে হযরত নবীত্ব বিন শরীত্ব (রাঃ) হতে রেওয়ায়াত করছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ

করেন-

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعِزَّتِيْ وَجَلَالِيْ لَا عَذَّبْتُ اَحَدًا تُسَمّٰى بِاِسْمِكَ فِي النَّارِ.

রাব্বুল ইযযত আমাকে বলেছেন-আমার ইযযত ও জালালিয়াতের শপথ! যার নাম আপনার নামে রাখা হবে তাকে দোযখের আযাব দেয়া হবে না।

হাদীস-৭ঃ হাফিয ইবনু বুকাইর আমীরুল মুমিনীন মাওলা আলী কাররামাল্লাহু তায়ালা ওয়াজহাহুল করীম হতে রেওয়ায়াত করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা অনুরূপ বলেছেন।

হাদীস-৮ঃ দায়লামী মুসনাদুল ফিরদৌসের মধ্যে মাওকূফ সূত্রে মাওলা আলী হতে বর্ণনা করেছেন ।

হাদীস-৯ঃ ইবনু আদী কামিল এবং আবু সাঈদ নাক্কাশ সহীহ সনদ সহকারে তাঁর 'ম'জামুশ শুয়ূখ' গ্রন্থে রেওয়ায়াত করেছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

مَا اُطْعِمَ الطَّعَامُ عَلٰى مَائِدَةٍ وَلَا جُلِسَ عَلَيْهَا وَفِيْهَا اِسْمِيْ اِلَّا وَقَدْ سُوْا كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

যে দস্তারখানায় মানুষ বসে খাবার খেয়েছে এবং তাদের মধ্যে কারো নাম মুহাম্মদ হয় ঐ ব্যক্তিকে প্রতিদিন দু'বার করে সম্মান করা হয়ে থাকে।

সারমর্ম হল-যে ঘরে এ পবিত্র নামের কোন ব্যক্তি থাকবে, দিনে দু'বার ঐ স্থানে আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হয়।

এ জন্য আমীরুল মুমিনীনের হাদীসের শব্দ এ যে,

مَا مِنْ مَائِدَةٍ وُضِعَتْ فَحُضِرَ عَلَيْهَا مَنْ اِسْمُهٗ اَحْمَدُ اَوْ مُحَمَّدٌ اِلَّا قَدَّسَ اللّٰهُ ذَالِكَ الْمَنْزِلَ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ.

হাদীস-১০ঃ ইবনু সা'দ তাবাকাতে উসমান আমরী হতে মুরসাল সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ ফরমান-

مَاضَرَّ اَحَدَكُمْ لَوْ كَانَ فِيْ بَيْتِهٖ مُحَمَّدٌ وَمُحَمَّدَانِ وَثَلٰثَةٌ

অর্থাৎ তোমাদের কারো ঘরে কি ক্ষতি হতে পারে? যদি তার ঘরে এক মুহাম্মদ বা দু'মুহাম্মদ অথবা তিন মুহাম্মদ থাকে।

এ জন্য অধম (আলা হযরত) স্বীয় সকল পুত্র ও ভাতিজাদের আক্বীকাতে কেবল 'মুহাম্মদ' নামই রেখেছি। ঐ পবিত্র আদব রক্ষার্থে ও পরস্পর পার্থক্য করণের জন্য

আলাদা ডাক নাম স্থির করেছি। আলহামদু লিল্লাহ! ফকিরের নিকট পাঁচজন মুহাম্মদ বিদ্যমান। এ ছাড়া বাকীরা পরপারে পাড়ি জমায়েছে। আল্লাহ জীবিতদেরকে শান্তিতে রাখুক।

হাদীস-১১ঃ ত্বাবরানী ও ইবনুল জাওযী আমীরুল মুমিনীন মারতুযা (কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহুল কারীম) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ قَطُّ فِىْ مَشْوَرَةٍ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ اِسْمُهٗ مُحَمَّدٌ لَمْ يَدْخُلُوْهُ فِىْ مَشْوَرَتِهِمْ اِلَّا لَمْ يُبَارَكْ لَهُمْ فِيْهِ.

যখন কোন সম্প্রদায় কোন শলা-পরামর্শের জন্য একত্রিত হয় এবং তাদের মধ্যে কারো নাম মুহাম্মদ হয় আর তাকে নিজেদের শলা-পরামর্শে যোগ না করে, তাহলে তাদের জন্য ঐ পরামর্শে বরকত দেয়া হবে না।

হাদীস-১২ঃ ত্বাবরানী কবীরের মধ্যে হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন -

مَنْ وُلِدَ لَهٗ ثَلٰثَةُ اَوْلَادٍ فَلَمْ يُسَمِّ اَحَدًا مِنْهُمْ مُحَمَّدًا فَقَدْ جَهِلَ.

অর্থাৎ যার তিনজন সন্তান রয়েছে এবং তাদের মধ্য থেকে কারো নাম 'মুহাম্মদ' রাখলো না, তবে অবশ্যই সে মুর্খ।

হাদীস-১৩ঃ হাকিম ও খতীবে তারীখ এবং দায়লামী মসনদের মধ্যে বর্ণনা করেন আমীরুল মুমিনীন মাওলা আলী (রা.) বলেছেন-

اِذَا سَمَّيْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّدًا فَاَكْرِمُوْهُ وَاَوْسِعُوْا لَهٗ فِى الْمَجْلِسِ وَلَا تُقَبِّحُوْا لَهُ وَجْهًا.

তোমরা পুত্রের নাম মুহাম্মদ রাখলে তাকে সম্মান কর, মজলিসে তার জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দাও এবং তার জন্য চেহারা মলিন করো না।

হাদীস-১৪ঃ বায্যার মুসনাদে হযরত আবু রাফে'(রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন-

اِذَا سَمَّيْتُمْ مُحَمَّدًا فَلَا تَضْرِبُوْهُ وَلَا تَحْرِمُوْهُ.

তোমরা সন্তানদের নাম মুহাম্মদ রাখলে তাকে প্রহার করো না এবং তাকে বঞ্চিতও করো না।

হাদীস-১৫ঃ ফাতাওয়ায়ে ইমাম শামসুদ্দীন সাখাবী'তে রয়েছে,আবূ শোআইব

www.YaNabi.in

হারানী সে ইমাম আত্বা হতে বর্ণনা করেছেন-যিনি মর্যাদা সম্পন্ন তাবেয়ী, ইমামুল আয়িম্মা সায়্যিদুনা ইমামে আযম আবূ হানিফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সুযোগ্য ওস্তাদ।

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَّكُوْنَ حَمْلُ زَوْجَةٍ ذَكَرًا فَلْيَضَعْ يَدَهٗ عَلٰى بَطْنِهَا وَيَقُلْ اِنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ سَمَّيْتُهٗ مُحَمَّدًا فَاِنَّهٗ يَكُوْنُ ذَكَرًا.

যে ব্যক্তি চায় যে, তার স্ত্রীর গর্ভে পুত্র সন্তান হোক, তবে তার উচিত তার হাত স্ত্রীর পেটের উপর রেখে বলা ان كان ذكرًا فقد سميته محمدًا (যদি পুত্র সন্তান হয় তবে আমি তার নাম 'মুহাম্মদ' রাখব)। পরাক্রমশালী আল্লাহ চাহে তো পুত্র সন্তান হবে।

ইমাম মালেক (রাঃ) বলেছেন-

مَا كَانَ فِىْ اَهْلِ الْبَيْتِ اِسْمُ مُحَمَّدٍ اِلَّا كَثُرَتْ بَرَكَتُهٗ.

যে ঘর ওয়ালার মাঝে ' মুহাম্মদ' নামের কেউ থাকে ঐ ঘরে অধিক বরকত হয়।

সূত্রঃ মুনাদী ও যুরকানী ।

উত্তম হল-শুধুমাত্র মুহাম্মদ বা আহমদ নাম রাখা। ইহার সাথে জান এবং অন্য কোন শব্দ না মিলানো। একক ফযীলতের কথা এসেছে সেই বরকতময় নামসমূহের ব্যাপারে। গোলাম আলী, গোলাম হোসাইন, গোলাম গাউস, গোলাম জিলানী এবং অন্যান্য যেগুলোর মধ্যে খোদার প্রিয় বান্দাগণের নামের দিকে 'গোলাম' শব্দ দ্বারা সম্পর্কিত হয়, সবগুলোর বৈধতাও নিশ্চিতরূপে সুস্পষ্ট। ফকীর (আল্লাহ তায়ালা ক্ষমা করুক) স্বীয় ফাতওয়ায় এ সমস্ত নামের উপর এক বিরাট ট্রফিক লিখেছি। কুরআন-হাদীস এবং খোদ ওহাবীদের নেতাদের উক্তি হতে বৈধতা প্রমাণ করেছি। আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ তাদের নিকট স্বীয় গোলামগণ প্রদক্ষিণ করবে যেন তারা সংরক্ষিত মুক্তা।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন

لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ كُلُّكُمْ عَبِيْدُ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِىْ তোমরা কখনো নিজেদের অধীনস্তকে আমার বান্দা বলো না, তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা। হ্যাঁ, তবে সে যেন বলে আমার গোলাম। হযরত আবু হুরায়রার সূত্রে বর্ণনাকারী ইমাম মুসলিম।

ওহাবীদের শিরক সর্বদা এ রকমই হয় যে, স্বয়ং তা কুরআন ও হাদীসে ভরপুর থাকে। খোদা ও রাসুল পর্যন্ত, এমন কি তাদের মিত্ররাও শিরকের হুকুম হতে নিরাপদ নয়। বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর আশ্রয়! মজার ব্যাপার হল যে, غُلَامٌ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শব্দের সম্বন্ধ আল্লাহ জাল্লাশানুহুর দিকে করা একেবারে নিষিদ্ধ। গোলামুল্লাহ বলা যাবে না। কেননা গোলামের প্রকৃত অর্থ ছেলে। তাইতো ছোট্ট শিশুকে আদর করে আরবীতে গোলাম বলে। উর্দু ভাষায় 'ছোকরা' বলে। আল্লামা আরিফ বিল্লাহ আব্দুল গণী নাবুলুসী কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয 'হাদীকা-ই নাদীয়া' গ্রন্থে এক হাদীসের অধীনে বলেছেন-

وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِيْ وَجَارِيَتِيْ وَفَتَائِيْ وَفَتَاتِيْ مُرَاعَاةً لِجَانِبِ الْاَدَبِ فِيْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى لِاَنَّهٗ يُقَالُ عَبْدُ اللّٰهِ وَاَمَةُ اللّٰهِ وَلَا يُقَالُ غُلَامُ اللّٰهِ وَجَارِيَةُ اللّٰهِ وَلَا فَتَى اللّٰهِ وَلَا فَتَاةُ اللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহর অধিকারের প্রতি আদব রেখে গোলামী, জারিয়াতী,পাতায়ী ও পাতাতী বলো। কেননা আব্দুল্লাহ, আমাতুল্লাহ বলা যাবে। তবে গোলামুল্লাহ, জারিয়াতুল্লাহ, পাতাল্লাহ ও পাতাতুল্লাহ বলা যাবে না।

সুবহানাল্লাহ! 'গোলামুল্লাহ' বলা এত বড় আজব শিরক যা খোদ আল্লাহর জন্য বৈধ নয়। বরং তিনি ব্যতিত অন্যের জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু ওহাবীদের ভ্রান্ত ধর্মের মধ্যে মাহবুবানে খোদা তা'আলার নাম কিছু মান-ইজ্জতের সাথে আসলে শিরক বলে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বাকী ওই কথা আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হওয়া দূরের কথা; আল্লাহর জন্য জায়েয হওয়ার ব্যাপারও কল্পনায় আসতে পারে না। পরিশেষে দেখ নি? তাদের মুনিব'তাকবিয়াতুল ইমান'র মধ্যে কবরে শামিয়ানা টাঙ্গানো ও মোমবাতি জ্বালানোকে শিরক বলে দিয়েছে। পরিস্কারভাবে বুঝা যায়-যা আল্লাহ তা'আলার সম্মানের জন্য খাস তা তাদের জন্যও ব্যবহার্য। যেন আল্লাহ মাবুদ তাদেরকে বলে দিয়েছেন-আমার কবরের উপর সম্মানার্থে শামিয়ানা দাও এবং আমার কবরের উপর মোমবাতি জ্বালাও। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ! তা কি শুন নি? সেই গাইরে মুকাল্লিদ সম্প্রদায়ের নৃপতি-নব পেশওয়া ছিদ্দীক হাসান খাঁন কনুজী ভূপালী স্বীয় রিসালা 'কালিমাতুল হক' এ লিখেছেন-

چو غلام آفتابم ہمہ از آفتاب گویم

যে আমাদের সূর্যের দাস আমরা তাকেও সূর্য বলব।

আল্লাহর শান! গোলাম মুহাম্মদ, গোলাম আলী, গোলাম হাসান, গোলাম গাউছ, মা'আযাল্লাহ! শিরক এবং হারাম। গোলাম আফতাব তথা সূর্যের গোলাম হওয়া কিভাবে দলীলবিহীন বৈধ হল? অথচ ফার্সী ভাষায় গোলাম আফতাবকে আরবীতে আবদে শামস যা মুশরিকদের নাম। সে অর্থে হিন্দি ভাষায় হিন্দুস্থানের কাফিরদের নাম রাখা হয় সুর্য দাস। ভাষা বিভিন্ন ধরনের হলেও মূলার্থ এক। লা-হাওলা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ....! হিদায়ত আলী একইভাবে অতি স্পষ্ট-যার মধ্যে মুলগতভাবে না-জায়েয হওয়ার নাম গন্ধও নেই। আল্লাহর মাহবুবগণের নাম শুনলে ওহাবীদের গা জ্বলে। আজ পর্যন্ত তাদের পূর্বসুরীরাও এ সম্পর্কে কোন কথা বলতে পারেনি। অবশ্যই মাওলভী আবদুল হাই লক্ষ্ণৌভী তার 'মাজমুআ-ই ফাতাওয়া' প্রথম খন্ডের ২৬৪ পৃষ্ঠায় এ নামের ব্যাপারে আপত্তি তুলেছে। প্রথমে এ নাম শুধুমাত্র উত্তম নয় বলেছিল। শেষমেশ না-জায়েয এবং গুনাহ বলেছে। অথচ এটা মারাত্মক ভুল। তার ফার্সী ভাষার বক্তব্যের নির্যাস হল -

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তির নাম হিদায়ত আলী ছিল। বিভিন্ন সন্দেহের কারণে এবং শিরক হওয়ার আশংকায় সে নাম পরিবর্তন করে হিদায়তুল আলী রাখা হয়। এক ব্যক্তি এর উপর আপত্তি করে বলে যে, হিদায়ত শব্দটি মুশতারিক যার মধ্যে দু'টি অর্থ রয়েছে। একটি অর্থ- পথ দেখানো আর দ্বিতীয় অর্থ- গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়া। অনুরূপভাবে আলী শব্দটিও আলিফ লাম ছাড়া হলে কয়েকটি অর্থ প্রদান করে। আল্লাহর নাম এবং হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর নামের মধ্যে মুশতারিক। আল্লাহ তা'আলার নাম প্রসংগে উত্তর প্রদানকারী বলেন-এ পদ্ধতি আমার অভিমতকে শক্তি যোগায়। কেননা যখন هِدَايَتْ এবং عَلِى শব্দ দু'টি দু'অর্থকে অন্তর্ভুক্ত করবে তখন চার ধরনের সম্ভাবনা রাখে। (এক) হল এ যে, হিদায়ত থেকে উদ্দেশ্য হবে প্রথম অর্থ তথা পথ দেখানো। আর আলী দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শানুহু উদ্দেশ্য হবে। (দুই) হিদায়ত থেকে উদ্দেশ্য হবে দ্বিতীয় অর্থ অর্থাৎ গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়ে দেয়া এবং আলী দ্বারা আল্লাহ জাল্লা শানহু। (তিন) হিদায়ত দ্বারা উদ্দেশ্য প্রথম অর্থ আর আলী দ্বারা হযরত আলী। (চার) হিদায়ত দ্বারা উদ্দেশ্য হবে দ্বিতীয় অর্থ আর আলী বলতে হযরত আলীকে বুঝায়। প্রথম তিন অবস্থা শরয়ী নিষিদ্ধ হওয়া থেকে মুক্ত। তবে চতুর্থ অবস্থা নিষিদ্ধতা থেকে মুক্ত নয়। পূর্বোক্ত তিনটি শিরক সম্পন্ন নামের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই শিরক হওয়া না হওয়ার সম্ভাবনাময় নাম বর্জন করা উচিত। যদি কোন ব্যক্তি বিতর্কিত নামের উপর অনুমান করতঃ আব্দুল্লাহ ও আলী নাম রাখা থেকে বাধা দেয় তাহলে তা শুদ্ধ হবে কি না?

আব্দুল হাই সাহেব উত্তর দিয়েছে-আল্লাহ তায়ালার যে 'আলী' নাম রয়েছে তার শুরুতে সম্মানার্থে আলিফ-লাম যোগ হবে। যেমন- اَلْفَضْلُ ও اَلنُّعْمَانُ ইত্যাদি। তাই আলী দ্বারা যদি হযরত আলী উদ্দেশ্য হয় তখন শুরুতে আলিফ-লাম আসবে না। এ কারণে হিদায়তুল আলী (আলিফ -লামসহ) নাম রাখা উত্তম। কারণ এরূপ রাখলে হযরত আলীর নাম হওয়া শুদ্ধ হবে না । আলিফ-লাম ছাড়া শুধু হিদায়ত আলী নাম রাখলে উভয় অংশে শিরকমূলক অর্থের সম্ভাবনার কারণে তা নিষিদ্ধ।

www.YaNabi.in

যে সব নামে শরীয়ত বিরোধী অর্থের সংশয় থাকে তা বর্জন করা দরকার। তাই আলেমগণ আব্দুন্নবী ইত্যাদি নাম রাখা নিষেধ করেছেন। তবে আব্দুল্লাহ ইত্যাদি রাখার মধ্যে শরীয়ত বিরোধী সংশয় নেই। তেমনিভাবে ইয়া আলী! বলে ডাক দিলে তার দ্বারা আল্লাহ পরোয়ার দিগারে আলম উদ্দেশ্য হওয়া কোন বিতর্ক নেই। লেখক- আবুল হাসানাত আব্দুল হাই।

আমি (আলা হযরত) তার অতি সূক্ষ্ম কয়েকটি উত্তর দিচ্ছি-

প্রথমঃ এ সব কথা বার্তা মনগড়া। কিছু সংশয়ের (اِيْهَــــام) উপর ভিত্তি। তা সম্ভাব্যতা (اِحْتِـمَـال) নয়। কারণ ঈহাম ও ইহতিমালের মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য আছে। ঈহাম-নিষিদ্ধ অর্থের দিকে মস্তিষ্ক অতি দ্রুত ঝুঁকে যাওয়াকে বলে। সম্ভাবনাময় কয়েকটি অর্থের উপর তা প্রযোজ্য হয় না। যেমন 'তালখীয' গ্রন্থে আছে-

الايهام اَنْ يُطْلَقَ لَفْظٌ لهٗ مَعْنِيَانِ قَرِيْبٌ وَبَعِيْدٌ وَيُرَادُ بِالْبَعِيْدِ

ঈহাম বলা হয় এমন একটি শব্দ প্রয়োগ করা যার দু'টি অর্থ হবে-একটি নিকটবর্তী আরেকটি দূরবর্তী। উদ্দেশ্য হবে দূরবর্তী অর্থটি। আল্লামা সায়্যিদ শরীফ 'কিতাবুত তা'রীফাত'এ বলেছেন,

الايهامُ وَيُقَالُ لَهٗ التَّخْيِيْلُ اَيْضًا وَهُوَ اَنْ يُذْكَرَ لَفْظٌ لهٗ مَعْنِيَانِ قَرِيْبٌ و غَرِيْبٌ فَاِذَا سَمِعَهُ الانسَانُ سَبَقَ اِلٰى فَهْمِهِ الْقَرِيْبِ وَمُرَادُ الْمُتَكَلِّمِ الغَرِيبُ واَكْثَرُ المتشابهاتِ مِنْ هٰذا الجِنْسِ وَمِنْه قوله تعالى وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهٖ-

ঈহাম বলা হয় সন্দেহকে। এমন একটি শব্দ উল্লেখ করা যার দু'টি অর্থ থাকে-একটি নিকটবর্তী অপরটি দূর্লভ। মানুষ কোন কথা শোনা মাত্র নিকটবর্তী অর্থের দিকে এগিয়ে যায়; অথচ বক্তার উদ্দেশ্য হয় দূরবর্তী অর্থটি। অধিকাংশ মুতাশাবিহাত তারই অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-আসমানকে তাঁর কুদরতী ডান হাতে ভাজ করে রাখা হয়েছে।

শুধু সম্ভাব্যতা বা ইহতিমাল যদি নিষিদ্ধ হতো তাহলে জগতে তা থেকে মুক্ত কোন কথাই পাওয়া যাবে না। ধরুন-যায়দ উঠেছে, বসেছে, এসেছে। আমর খেয়েছে, পান করেছে, বলেছে, শুনেছে। উত্তর দাতা প্রশ্ন দেখেছে, উত্তর লেখেছে ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব ইচ্ছাধীন কাজগুলো দু'টি অর্থের অবকাশ রাখে। একঃ যায়দ, আমর ও উত্তর দাতা নিজস্ব স্বত্ত্বাগত শক্তিতে ক্রীয়াগুলো করেছে। দুইঃ খোদায়ী শক্তিতে করেছে। প্রথমটি সরাসরি শিরক। তাহলে তো এ সব শব্দ ব্যবহার করা

নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তা থেকে বিরত থাকা বাঞ্চনীয়। ওটা সর্ব সম্মতিক্রমে নিরেট বাতিল। উত্তর দাতা জীবনভর এ ধরনের সন্দেহমূলক শব্দ অহরহ ব্যবহার করেছে। তাহলে তার লেখালেখিতে এ ধরনের হাজারো শিরক বর্তাবে।

দেখুন! নামাযে وَتَعَالٰى جَدُّكَ তোমরা পড়ে থাকো। جد এর যে অর্থটি সুপ্রসিদ্ধ (দাদা) তা মারাত্নক কুফরি। কি আশ্চর্যের বিষয়! সংশয় থাকা সত্ত্বেও ওটাকে হারাম বলল না। কোথায় সম্ভাবনা (ইহতিমাল) আর কোথায় সংশয় (ঈহাম)। মুর্খরা উভয়ের মাঝে পার্থক্য না বুঝে ভুল করে বসে।

দ্বিতীয়ঃ এমন সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিরা শুধু হিদায়ত আলী নামের উপর কেন আপত্তি তুলে? অথচ মাওলা আলী (রা:) এর নাম আরো বেশি আপত্তিকর। পূর্বটিতে চারটি অবস্থা থেকে একটিতে মাত্র শিরক হওয়ার অবকাশ ছিল আর এখানে প্রত্যেকটিতে আপত্তি। আলী'র দু'টি অর্থ-একটি হল স্বত্ত্বাগত-যা আল্লাহর জন্য খাস, আরেকটি তুলনাগত-যা সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত। প্রথমটি বান্দার জন্য প্রয়োগ করা অকাঠ্যভাবে শিরক। তাই হিদায়ত আলী'র চেয়ে 'আলী' নামের মধ্যে শিরকের সংশয় আরো বেশি রয়েছে। এরূপ কথাবার্তা জ্ঞানীরা তো দূরের কথা; মুর্খরাও বলবে না।

তৃতীয়ঃ এক 'আলী' নাম কি হয়েছে! যেই নাম স্রষ্টা এবং সৃষ্টির মধ্যে মুশতারিক যেমন রশীদ, হামীদ, জমীল ,করীম, আলীম, রহীম, হালীম ইত্যাদি নাম বান্দার উপর প্রয়োগ তেমনিভাবেই শিরকের সংশয় রাখে যেমনিভাবে হিদায়ত আলীর মধ্যে রয়েছে। অথচ খোদ আল্লাহ তা'আলাই নবীগণের কাউকে একটি নামে আবার কাউকে দু'টি নাম নিজের সুন্দর সুন্দর নামসমূহ থেকে দান করেছেন। হুযুর পুরনূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র পবিত্র নাম মোবারক ষাট থেকে বেশি পাওয়া গেছে। যেমনিভাবে আলেমগণ মাওয়াহেব ইত্যাদি কিতাবে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করেছেন। হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই নিজের পবিত্র নাম মোবারক 'হাশির' রেখেছেন। সাহাবা-ই কিরাম, তাবেঈন এবং আইম্মা-ই দ্বীনের মধ্যে অনেক আকাবেরের নাম 'মালিক' ছিল। তাদের কি সংশয় ছিল না? 'দুররে মুখতার' এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য কিতাবের মধ্যে স্পষ্টভাবে বর্ণনা আছে যে, এ ধরনের নাম রাখা জায়েয এবং বান্দার ব্যাপারে অন্য অর্থ গ্রহণ করতে হবে। ওই অর্থ নেওয়া যাবে না যা আল্লাহর শানে প্রযোজ্য। যেমন উদ্ধৃতি রয়েছে-

جَازَ التسمية بِعَلِيٍّ وَرَشِيْدٍ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الاَسْمَاءِ الْمُشْتَرِكَةِ وَيُرَادُ فِيْ حَقِّنَا غَيْرَ مَا يُرَادُ فِيْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى

কেন বলে না যে, অন্য অর্থের অবকাশের কারণে এমন নাম রাখা নাজায়েয? কেননা দ্বিতীয় অর্থের মধ্যে শিরকের সম্ভাবনা রয়েছে। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

চতুর্থঃ প্রশ্নকারী নিজের অজ্ঞতার কারণে শুধুমাত্র 'আবদুল্লাহ' নামের মধ্যে শিরকের প্রশ্ন তুলেছিল। উত্তর দাতা হযরত নিজের অজ্ঞতাসারে আরো কয়েকটি নাম বৃদ্ধি করে ফতোয়া দিয়েছে। নিজের নামকে শিরকের সংশয় থেকে রক্ষা করে নিয়েছে বটে; কিন্তু তার দলীলের অসারতা প্রমাণিত হল। 'আবদুল হাই' নামের মধ্যে দু'টি অংশ রয়েছে এবং উভয়টির দু'টি করে অর্থ আছে। এক হল এমন 'আবদ' যা ইলাহ বা মাবুদের বিপরীত। দ্বিতীয় অর্থ যা মুনিবের (আকা) মোকাবিল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

বিয়ে করে নাও তোমাদের মধ্যে তাদেরই-যারা বিবাহ বিহীন, নিজেদের উপযুক্ত দাস এবং দাসীদেরও।

লক্ষ্য করুন! আল্লাহ তা'আলা আমাদের গোলামদেরকে আমাদের 'আবদ' বলেছেন। এমনিভাবে হাই (حَـىّ) এর দু'টি অর্থ। এক-আল্লাহর নাম, হায়াতে জাতিয়াহ আযলিয়াহ্ আবদিয়া'র প্রতি ইঙ্গিত বাহক। দ্বিতীয় হল আমি, তুমি, যায়দ, আমর সকলের উপর বার্তাবে। যা تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ইত্যাদি আয়াত দ্বারা প্রকাশ পায়। এখন যদি 'আবদ' এর দ্বারা প্রথম অর্থ এবং 'হাই' অর্থ দ্বিতীয়টা নেওয়া হয় তাহলে অকাঠ্যভাবে কুফরী হবে। ওখানেই চার অবস্থা এবং এই এক অবস্থা শিরক হবে। কাজেই 'আবদুল হাই' নাম কিভাবে শিরকের সংশয় থেকে রক্ষা পাবে? তাহলে এটাকেও বর্জন করা আবশ্যক। প্রকৃতপক্ষে এ আলোচনা মাওলভী আবদুল হালীম সাহেবের নামের মধ্যেও জারী হয়েছে। ভেবে দেখেছো! এ তাহকীক এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কতটুকু পর্যন্ত পৌছেছে? আল্লাহ হেফাযত করুক।

এ অধমের নিকট প্রকাশ পেয়েছে যে, আলোচ্য যুক্তিভিত্তিক দলীলগুলো উত্তর দাতার কাছে জনাব প্রশ্নকারী থেকে ফয়েয পৌছেছে। প্রশ্নকারী উল্লেখ করেছে আর উত্তর দাতা চিন্তাভাবনা ছাড়াই গ্রহণ করে নিয়েছে। অন্যথায় তার জ্ঞান সম্ভবতঃ এমন নিকৃষ্ট দলীলের দিকে কখনো যেত না। যে বর্ণনা দ্বারা নিজেই নিজের নামও নাজায়েয হওয়া এবং তা পরিত্যাগ করা আবশ্যক হয়।

পঞ্চমঃ 'ইয়া আলী' বলে যখন আল্লাহকে ডাকা উদ্দেশ্য হয় তাহলে বিতর্ক হয় না। এখানেও পরিস্কারভাবে দ্বিতীয় অর্থের সম্ভাবনা মজুদ। নিজের ইচ্ছা না হওয়াটা

ঈহাম এবং এহতেমাল থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যথেষ্ট হবে? 'ওয়াহাম' বলতে ওটাকে বলে যে সংশয়পূর্ণ অর্থটি বক্তার উদ্দেশ্য নয়। তালখীস এবং তা'রেফাতের ইবারত এখনই শুনেছো। আর যদি ইচ্ছা বা নিয়্যতের উপর নির্ভর হয় তাহলে হিদায়ত আলীর নামের কি আপত্তি থাকতে পারে? ওখানে কিভাবে শিরকের অর্থ মাকছুদ হবে?

ষষ্ঠঃ عَلِىٌّ শব্দের প্রথমে আলিফ লাম নিলে শিরকের ধরা থেকে রক্ষা পাবে এটা কোন আন্তর্জাতিক পলিসি? عَلِىٌّ শব্দটি নামবাচক হলে এর উপর লাম আসে না এ কথা ভুল। صِفَةٌ এর উপর লাম আবশ্যিকভাবে আসে। আর عَلِىٌّ শব্দটি অবশ্যই সিফাতে মুশতারিকের অন্তর্ভুক্ত। তাহলে সম্ভাবনা এখনও থেকে যাবে এবং তা বর্জন করা লাযেম হবে। সিরাজিয়া, তা-তারখানিয়াহ্ এবং মিনহুল গাফফার ইত্যাদি গ্রন্থে প্রকাশ্যভাবে আছে যে, اَلْعَلِىّ তথা علی এর উপর আলিফ লাম যোগে নাম রাখাটাও বৈধ আছে। 'রাদ্দুল মুখতারে' আছে যে-

فى التاتارخانية عن السراجية التسمية باسم يوجد فى كتاب الله تعالى كالعلى والكبير والرشيد والبديع جائزة ومثله فى المسخ عنها و ظاهره الجواز ولو معرفا بال

তা-তারখানিয়া এবং সিরাজিয়া'র মধ্যে আছে-কিতাবুল্লাহর মধ্যে যে নাম পাওয়া যায় সে অনুযায়ী নাম রাখা যায়। যেমন আলী, কবীর, রসীদ, বদী' নাম রাখাটা জায়েয, শেষ পর্যন্ত। তার উদাহরণ মাসখ'র মধ্যে সিরাজিয়া থেকে নকল করা হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে তার অনুমতি আছে। যদিও বা আলীফ লাম দ্বারা হয়।

সপ্তমঃ যখন আলোচনা চলছে ইহতিমাল নিয়ে তখন اِيْصَالُ اِلَى الْمَطْلُوْبِ (গন্তব্যে পৌছায়ে দেয়া) ও اِرَائَةُ الطَّرِيْقِ (রাস্তা দেখানো) এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের দরকার নেই। কারণ ايصال এবং ارات উভয়টা দু'অর্থ প্রদান করে-খলক ও তাসাববুব। খলক-বলতে দেখাকে সৃষ্টি করা যা আল্লাহর উপর ব্যবহার্য। তাসাববুব-মাধ্যম বা উপাদান সৃষ্টি করা। উভয়টা আল্লাহর সাথে নির্দিষ্ট। অন্যের কাছে কি এ অর্থ পাওয়া সম্ভব? নবীগণ থেকে ايصال (গন্তব্যে পৌছায়ে দেয়া) অর্থাৎ سببيت فى الوصول পাওয়া যায়নি? বুঝা যায় হিদায়ত শব্দটি আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। হ্যাঁ! এটা বলতে পার যে, এদিকে علی হল মুশতারিক। ওদিকে হিদায়ত শব্দটি খলক এবং তাসাববুব উভয়ের মধ্যে ব্যবহার হয়। এভাবে চারটি ইহতিমাল হয়েছে। এখন বিরাট সমস্যা সামনে এসেছে যে, যেমনিভাবে খলক অর্থবোধক 'হিদায়ত' আল্লাহ ভিন্ন অন্যের দিকে সম্পর্কিত

www.YaNabi.in

হওয়া সম্ভব নয়। তেমনিভাবে যে হিদায়ত তাসাবুব তথা 'মাধ্যম সৃষ্টি করা' বুঝায় তা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর প্রতি নিসবত করা নিষেধ। অন্যথায় মা'যাল্লাহ! মূল স্রষ্টা এবং দাতা অন্যকে মানা হবে। আর আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র মাধ্যম বা অসীলা নিয়ে সৃষ্টিকারী। তখন এটা শিরক থেকে আরো মারাত্মক। কেননা শিরকের মধ্যে তো সমতা রয়েছে। এখানে আল্লাহ তা'আলার উপর অগ্রগামী হওয়া আবশ্যক। 'আলী' শব্দের উপর আলিফ লাম এনে শুদ্ধ করে নিয়েছো আর এখানে পরিশুদ্ধতা কিভাবে আসবে? এখন নতুন করে একটি লাম তৈরী করে هـدايـت এর উপর দাখিল করে দাও যাতে সেই অর্থ খলক'র জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এবং এহতেমালে তাসাববুব উঠে গিয়ে শিরক এবং শিরক থেকে খারাপ কিছুতে উপনীত না হয়।

অষ্টমঃ শুধু 'হিদায়ত'র মত যত শব্দ ব্যাপক অর্থবোধক রয়েছে সবগুলোতে ওই বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন-এহসান, এনআম, এযলাল, একরাম, তা'লীম, এফহাম, তা'যীব, ই-লাম, আতা, মানা, এদ্বরার, নফা, কহর, কতল, নসব, 'আযল ইত্যাদি অর্থাৎ দয়া, পুরস্কার, অপমান, সম্মান, শিক্ষা, বুঝ শক্তি, ভদ্রতা-অভদ্রতা, দান, নিষেধ, ক্ষতি, লাভ, রাগ, হত্যা, বংশ, বরখাস্ত করা ইত্যাদি শব্দ মাখলুকের প্রতি সম্পর্ক করা হলে অর্থ হবে শিরকের সম্ভাবনাময়। স্রষ্টার প্রতি নিসবত করা হলে তাসাববুব অর্থের দৃষ্টিতে প্রকাশ্য কুফরী। কোথায় পালাবে! যদি বলা হয় স্রষ্টার প্রতি নিসবত করা হলে খলক অর্থ উদ্দেশ্য হবে। আমি বলব-মাখলুকের প্রতি নিসবত করা হলে তাসাববুব উদ্দেশ্য হবে। অর্থাৎ স্রষ্টা ও সৃষ্টি অনুপাতে অর্থ হবে। এ জন্য সম্মানিত আলেমগণ উপমা হিসেবে বলেছেন- اَنْبَتَ الرَّبِيْعُ الْبَقْلَ অর্থাৎ বসন্তকাল সবজি উৎপন্ন করেছে। সবজি উদগত হওয়া বষন্ত কালের আগমন বার্তা বয়ে আনে।

নবমঃ আপনি জানেন, আল্লাহ তা'আলাকে هُوَ الْمُصَوِّبُ নামে জাওয়াব দাতারা বলে থাকে। এটা কখনো ভ্রষ্ট সম্ভাবনা থেকে খালী নয়। تـصـويـب যেমনিভাবে সঠিক উত্তর দাতাকে বলা হয়। অনুরূপভাবে মাথা নত করাকে। উদাহরণ স্বরূপ যে ব্যক্তি মাথা নত করে বসে আছে তাকে মুসাব্বিব(مُصَوِّبُ) বলা হয়। উভয় অর্থই হাকিকী। তাহলে আপনার কথার উপর ভিত্তি করে এ শব্দের মধ্যেও সংশয় থাকে। আর আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত করা বুঝায় যা মারাত্মক কুফরী।

দশমঃ যদি মাওলা আলী কাররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহু'র প্রতি হিদায়তের সম্পর্ক করলে বিষয়টি সন্দেহমূলক হয়ে যায় যা বর্জনীয়। তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে এ হিদায়তের সম্পর্ক আল্লাহর দিকে করলে কেন কঠোরভাবে নিষেধ হবে না। এখানে মাওলা আলীকে হাদী তথা পথ প্রদর্শক বলা হারাম হয়ে গেল। অথচ এটা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রকাশ্যভাবে হাদীস ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ইমামগণের ঐক্যমতের ভিত্তিতে খেলাপ। সম্ভবত এ ওযর ছিল যে, 'হিদায়ত' শব্দ খল্ক এর অর্থবোধক হওয়ার কারণে সন্দেহমূলক হওয়াতে নিষেধ ছিল। এ অর্থের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে সম্বন্ধ করা অবশ্যই হারাম বরং খুবই পথ ভ্রষ্টতা। কিন্তু এটা ওই মামুলী ওযর যার প্রত্যুত্তর অতিবাহিত হয়েছে। যখন ইচ্ছাকৃতভাবে খোদ মাওলা আলীর প্রতিই সম্বন্ধ করাটা উদ্দেশ্য হয় তাহলে ওই ব্যাপক অর্থের সম্ভাবনা দূর হয়ে সন্দেহমুক্ত হবে। এগারতমঃ নাকি আমীরুল মুমিনীন আলী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু সহ সকল সম্মানিত নবীগণ, সম্মানিত রাসূলগণ এবং খোদ হুযুর পুরনূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম সহ কারো দিকে হিদায়তের সম্বন্ধ একেবারে বৈধ রইল না। দ্বিতীয় অর্থ শিরকের দিকে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনায় এখন তো মুস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও হাদী তথা প্রদর্শক বলা তো হারাম হয়ে গেল। আর এটা কুরআনে আযীম ,সহীহ হাদীসসমূহ এবং ইজমা-ই উম্মাতের বরং দ্বীনের প্রয়োজনীয় কর্মকান্ডের খেলাপ হল।

বারতমঃ খোদ উত্তর দাতা স্বীয় ফাতওয়ার ৩য় খন্ড ৮৬ পৃষ্ঠার মধ্যে এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেছেন-

সাওয়ালঃ আবদুন নবী অথবা অনুরূপ নাম রাখা জায়েয আছে কি না?

জবাবঃ যদি বিশ্বাস রেখে কারো নাম আবদুন নবী রাখে যে, সে নবীর বান্দা তাহলে আইনি শিরক। যদি আবদুন্নবী অর্থ গোলাম (মামলূক) নেওয়া হয় তা বাস্তবতার খেলাপ। যদি রূপকভাবে 'আবদ' অর্থ অনুগত নেওয়া হয় তাহলে কোন ক্ষতি নেই। তবে উত্তমতার বিপরীত।

رواه مسلم عن ابى هريرة رضي الله تعالى عنه اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله تعالى عليه وسلم قَالَ لَا يَقُوْلَنَّ اَحَدُكُمْ عَبْدِىْ وَاَمَتِىْ كُلُّكُمْ عِبَادُ اللّٰهِ كُلُّ نِسَاءِكُمْ اِمَاءُ اللّٰهِ وَلٰكِنْ لِيَقُلْ غُلَامِىْ وَجَارِيَتِىْ وَفَتَائِىْ وَفَتَاتِىْ انتهى.

অর্থাৎ ইমাম মুসলিম হযরত অবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কখনও নিজেদের মধ্য হতে কাউকে আমার বান্দা, আমার বান্দী বলিও না। তোমাদের সকলেই আল্লাহর বান্দা। প্রত্যেক নারীগণ আল্লাহর বান্দী। যেন বলে- আমার গোলাম, আমার দাসী, আমার চাকর, আমার চাকরানী। এভাবে শেষ পর্যন্ত। আমি বলব- এ জাওয়াব আরোও বিপদজনক। প্রথমতঃ আবদ এবং বান্দা এর মধ্যে শব্দগত পার্থক্য ছাড়া আর কোন পার্থক্য নেই। একটা অপরটার সম্পূর্ণ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তরজমা। আবদ এবং বান্দা শব্দ একটা আরবী আরেকটি আজমী। উভয় ইলাহ, খোদা, মাওলা, আকা'র মুকাবেলায় বলা হয়। তাহলে বান্দা অর্থবোধক আবদকে মতলকভাবে আইনি শিরক বলা এ রূপই হয়েছে যে, কেউ বলে- আইন(عين) অর্থ চক্ষু বললে ভুল হবে। আর চশমা (ফার্সী ভাষা, বাঙ্গালায় চক্ষু) উদ্দেশ্য হয় তাহলে শুদ্ধ হবে।

হযরত শেখ সা'দী মাসনবী শরীফে হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত বেলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যখন আবু বকর ছিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু আনহু হযরত বেলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে ক্রয় করে নিলেন এবং দরবারে রিসালতের সামনে উপস্থিত করলে হুযুর আকদস সাল্লাল্লাহুয আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন- তুমি তো আমাকে শরীক করলে না। সাথে সাথে ছিদ্দীকে আকবর রাদ্বিআল্লাহু আনহু আরজ করলেন-

گفت ما دو بندگان کوئے تو
کر دمش آزاد ہم بر روئے تو

তিনি আরো বলেন আমরা দু'জন আপনারই গোলাম, আপনার নূরানী চেহারার সৌজন্যে তাঁকে মুক্ত করেছি।

নিঃসন্দেহে বলা যায়-'আবদ'র যে অর্থ 'বান্দা'র অর্থ তা-ই।

দ্বিতীয়তঃ আবদ অর্থ বান্দা ও মালিনাধীন (মামলূক)এর মধ্যে এ পার্থক্য যে, প্রথমটা শিরক, দ্বিতীয়টা বাস্তবতার খেলাপ-এ উদ্দেশ্য ভিত্তিহীন এবং ভ্রান্ত। মামলুকের মধ্যেও জাতী হাকিকী (প্রকৃত মালিকানা) এবং 'আতায়ী মাজাযী (রূপক মালিকানা) উভয়কে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রথমটার মধ্যে অকাট্যভাবে শিরক অর্জিত যা খোদার মোকাবিল, দ্বিতীয়টির মধ্যে অবশ্যই শিরক দূরীভুত।

তৃতীয়তঃ আপনি তো 'আবদ' এর অর্থ মামলুক নেয়াকে বাস্তবতার খেলাপ ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে শিরক থেকে রক্ষা পেতে গিয়ে গুনাহয় লিপ্ত হয়েছেন। কিন্তু ধর্মীয় ইমামগণ, নির্ভরযোগ্য ওলীগণ এবং বিশিষ্ট আলেমগণ এ বিশ্বাস রাখাকে পরিপূর্ণ ঈমান মনে করেন। এর থেকে অমনোযোগী ব্যক্তিদেরকে মনে করেন ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত।

হযরত ইমামে আজল আরিফ বিল্লাহ সৈয়দী সাহল ইবনে আবদুল্লাহ তাসতরী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু, ইমামে আজল কাজী আয়ায শেফা শরীফে, ইমাম আহমদ কুসতুলানী মাওয়াহেবে লুদুনীয়া শরীফে তা নকল করেছেন। আল্লামা শিহাব উদ্দীন হাফফাজী মিছরী নাসীমুর রিয়াজে, আল্লামা মুহাম্মদ বিন আবদুল

www.YaNabi.in

বাকী যুরকানী শরহে মাওয়াহেবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করেছেন-

مَنْ لَمْ يَرَ وِلَايَةَ الرَّسُوْلِ عَلَيْهِ فِيْ جَمِيْعِ اَحْوَالِهٖ وَلَمْ يَرَ نَفْسَهٗ فِيْ مِلْكِهٖ لَا يَذُوْقُ حَلَاوَةَ سُنَّتِهٖ.

যে ব্যক্তি সর্বাবস্থায় নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজের অভিভাবক এবং নিজেই নিজকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র গোলাম মনে করবে না সে নবী করীম সাল্লল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসল্লাম'র সুন্নাতের স্বাদ পাবে না।

চতুর্থতঃ মাওলানা আবদুল আযীয সাহেব 'তুহফাতু ইছনা আশারা'র মধ্যে নকল করেছেন, আল্লাহ তা'আলা পবিত্র যবূর শরীফে ইরশাদ করেন-

يَا اَحْمَدُ فَاضَتْ الرَّحْمَةُ عَلٰى شَفَتَيْكَ مِنْ اَجْلِ ذَالِكَ اُبَارِكُ عَلَيْكَ فَتَقَلَّدَ السَّيْفَ فَاِنَّ بَهَائَكَ وَ حَمْدَكَ الْغَالِبُ (الى قوله الامم يخيرون تحتك) كِتَابٌ حَقٌّ جَاءَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْيُمْنِ وَالتَّقْدِيْسِ مِنْ جَبَلِ فَارَانَ اَوْ اِمْتَلَاَتِ الْاَرْضُ مِنْ تَحْمِيْدِ اَحْمَدَ وَتَقْدِيْسِهٖ وَ مِلْكِ الْاَرْضِ وَرِقَابِ الْاُمَمُ

অর্থাৎ হে আহমদ! আপনার ঠোঁটে রহমতের জুশ মেরেছে। এ জন্য আপনাকে বরকত প্রদান করছি। আপনি স্বীয় তলোয়ার বহন করেছেন। আপনার ছমক-দমক এবং আপনার তা'রীফই জয়ী হল। সকল উম্মতগণ আপনার কদম মোবারকে ঝুঁকে গিয়েছে। সত্য কিতাব দিয়েছেন আল্লাহ তা'আলা বরকত এবং পবিত্রতার সাথে যে কারণে মক্কার পাহাড় পর্যন্ত পরিপূর্ণ হয়ে গেল। যমীন আহমদের প্রশংসা এবং তার পবিত্রতা বর্ণনা করছে। আহমদ মালিক হয়েছেন সমস্ত যমীন, সকল উম্মত ও দ্বীনের। পবিত্র যবূর কিতাবের রেফারেন্সকেও মা'যাল্লাহ! বাস্তবতার খেলাপ বলা যাবে কি?

পঞ্চমতঃ ইমাম আহমদ 'মসনদ' এর মধ্যে আবু মাশআরিল বরা'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। সাদকা ইবনে তাইসালা, তিনি হযরত মাআন ইবনে সা'লবা মাযনী, তিনি আ'শা আল মাযনী রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে। তিনি আবদুল্লাহ ইবনে কাহমস সূত্রে, ইমাম জাফর তাহাবী শরহে মা'আনিল আছার'র মধ্যে আবূ মাশআর'র সূত্রে, আর ইবনে খাসাইমা এবং ইবনে শাহীন ওই সূত্রে এবং বাগবী, ইবনে সুকন, ইবনে ও আবু আসিম জুনাইদ ইবনে আমীন ইবনে যরুরাহ ইবনে নদলাহ ইবনে ত্বরীফ ইবনে বহসল আল হেরমাযীর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তিনি পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নদলাহ হযরত আ'শা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন-বর্ণনাকারী বলেন যে, হুযুর পুরনূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে স্বীয় আত্মীয়দের পক্ষ থেকে একটি আরজ নিয়ে উপস্থিত হলেন। স্বীয় আরজি কবিতাকারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুনাইলেন। যার প্রারম্ভিকা নিম্মের শ্লোকের মাধ্যমে হয়েছিল-যাতে নবীজিকে সব কিছুর মালিক বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

يَا مَالِكَ النَّاسِ وَدَيَّانَ الْعَرَبِ

হে সমস্ত মানুষের মালিক এবং আরবের প্রতিদান প্রদানকারী। হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের ফরিয়াদ শ্রবণ করে যথাযথ সমাধান করে দিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তির মালিক বলা তার ধারণার মধ্যে মা'যাল্লাহ মিথ্যা ছিল। এখানে সমস্ত উম্মতের মালিক বলা, সকল মানুষের মালিক বলে হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করায় অনেক মিথ্যা একত্রিত হয়েছে। অথচ এ হাদীস বাস্তবে স্বাক্ষী প্রদান করছে যে, সাহাবীগণ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লমাকে সমস্ত মানুষের মালিক বলতেন। আর হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ উক্তি সাগ্রহে গ্রহণ করেছেন।

ষষ্ঠতঃ পবিত্র ধারণায় মালিক এবং মামলুকের এ অর্থই ছিল যে, যায়দ নামক ব্যক্তি আমরকে কিছু টাকা এবং চাঁদীর কিছু টুকরা দিয়েছে। তুই হতভাগা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালিকত্বকে বিপরীতভাবে রূপ দিয়েছো। অথচ তোমার এ ধারণা প্রসূত মালিকত্ব অসম্ভব-অবান্তর। সে কথায় প্রাণ সঞ্চার দূরের কথা; রূপসজ্জাও হয় না। সত্যি পরিপূর্ণ মালিকানা সেটাই যা দেহ মন সব কিছুকে পরিবেষ্টন করে এবং মানব দানব সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। হুযুর ব্যতিত কারো নিজের প্রাণেরও মূলগতভাবে কোন এখতিয়ার না থাকা। এটাই পূর্ণ, যথাযথ, বাস্তব ও সত্যিকারের মালিকানা। হুযুর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালিকানা হযরত কিবরিয়া আযযা ও আল্লা শানুহু ব্যতিত সমস্ত জাহানে হাসিল রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ঈমানদারের অত্যধিক শক্তিশালী মালিক এবং মুখতার তাদের প্রাণ অপেক্ষাও। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا.

না কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন মুসলমান নারীর জন্য শোভা পায় যে, যখন আল্লাহ ও রাসূল কোন নির্দেশ দেন তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন এখতিয়ার থাকবে! এবং যে কেউ নির্দেশ অমান্য করে -আল্লাহ ও রাসূলের, সে নিশ্চয় সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পথভ্রষ্ট হয়েছে। (কানযুল ঈমান বঙ্গানুবাদ)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَنَا اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ

আমি ঈমানদারের প্রাণের চেয়েও অধিক শক্তিশালী মালিক। সূত্রঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে মাজা।

যদি মালিকানার এ অর্থ উত্তর দাতার ধারণার মধ্যে থাকত তাহলে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালিকত্বকে বাস্তবতার খেলাপ জানত না। নিজেই নিজের প্রাণ এবং সমস্ত জাহানকে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালিকানাধীন মানতো। এর চেয়ে বেশি মর্তবাবান মনে করতো-যাকে বুঝতে অন্তরের কান এবং অন্তর চক্ষুর প্রয়োজন।

وَمَا اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيْلًا وَفَوْقَ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عَلِيْمٌ وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَمَا يُلَقّٰهَا اِلَّا ذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ.

তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞান দেয়া হয়েছে। প্রত্যেক জ্ঞানবানের উপর মহাজ্ঞানী আল্লাহ রয়েছেন। তা সে সকল ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটে-যারা ধৈয্যশীল আর সে ব্যক্তির ভাগ্যে জোটে যে মহা ভাগ্যবান।

সপ্তমতঃ সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীসখানা এখানে অপপ্রয়োগ হয়েছে। উক্ত হাদীসের মধ্যে বিনয়ী ও অহংকার বর্জনের শিক্ষা রয়েছে। আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, নিজেদের গোলামদেরকে 'আবদ' বলিও না। এটা নয় যে, গোলামকে নিজের মুনিবের আবদ এবং অন্যান্যদের আবদ বলিও না। কোরআন আমাদের গোলামদেরকে আমাদের 'আবদ' বলে দিয়েছে। কিছু পূর্বে আয়াত অতিবাহিত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِيْ عَبْدِهٖ وَلَا فَرَسِهٖ صَدَقَةٌ.

মুসলমানকে নিজেদের গোলাম এবং ঘোড়ার যাকাত দিতে হয় না। ফকীহগণের সাধারণ পরিভাষা এখনও পর্যন্ত প্রকাশ্য যে, اَعْتَقَ عَبْدَهٗ بِرَّ عَبْدَهٗ গোলাম আযাদই তার প্রতি সদাচরণ। এখানে 'আবদ' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে।

www.YaNabi.in

উত্তর দাতা মাওলভী নিজেই নিজের রিসালা 'নাফউল মুফতী' এর মধ্যে জুমার মাসআলা বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন-إِذَا أَذِنَ الْمَوْلٰى عَبْدَهُ لَهَا يَتَخَيَّرُ মুনিব স্বীয় গোলামকে অনুমতি দিলে তার এখতিয়ার থাকবে। ওখানে আরো আছে- وَلِلْمَوْلٰى مَنْعُ عَبْدِهِ মাওলার জন্য তার আবদকে নিষেধ করার অধিকার রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল-যায়দ, আমর বরং কোন কাফির মুশরিকের গোলামদেরকে তাদের আবদ বলতে দ্বিধাবোধ করে না আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোলামদেরকে 'আবদ' বলার ব্যাপারে যত সব আপত্তি! শুন, তুমিই ভুলের মধ্যে আছ। ইমাম আবু হুযাইফা ইসহাক ইবনে বশীর ফতুহুশ শাম এবং হাসন ইবনে বিশরান স্বীয় 'ফাওয়ায়িদ'র মধ্যে ইবনে শিহাব যুহরী প্রমুখ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু মিম্বরে দাঁড়িয়ে এক খুতবায় ইরশাদ করেন-

قَدْ كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله تعالى عليه وسلم فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ.

আমি হুযুর পুরনূর সৈয়্যেদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত ছিলাম। অতঃপর আমি হুযুরের গোলাম এবং হুযুরের খাদেম ছিলাম। অনুরূপভাবে ইবনে বিশরান আমালী, আবু আহমদ দাহকান ,ইবনে আসাকের তারিখে দামেশক এবং লালিকায়ী কিতাবুস সুন্নাহ'র মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাবেঈন সৈয়্যিদুনা সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব ইবনে হাযন রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে বর্ণিত, হযরত ওমর ফারুকে আযম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু যখন খলিফা হলেন তখন হুযুর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন-

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تُؤْنِسُوْنَ مِنِّى شِدَّةً وَغِلْظَةً وَذَالِكَ إِنِّى كُنْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ.

'হে লোক সকল! নিশ্চয় আমি জানি তোমরা আমার মধ্যে কঠোরতা এবং ভুল ভ্রান্তি পাবে। এটার কারণ হল যে, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম আর আমি হুযুর সাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবদ এবং খেদমতগার ছিলাম।' এখন প্রকাশ পেল যে, মুসলিম শরীফের হাদীসের সাথে এ মহলের মোটেই সম্পর্ক নেই। ওহাবীরা! শুনে রাখ যে, এ উত্তম হাদীসের মধ্যে আমিরুল মুমিনীন হযরত ফারুকে আযম রাদ্বিআল্লাহু আনহু নিজেই নিজকে আবদুননবী, আবদুর রাসূল ও আবদুল মুস্তফা বলেছেন। সাহাবীদের এক দলের সামনে মিম্বরে দাঁড়িয়ে এ কথা বললে সকলেই তা শুনে কবুল করে নিলেন। জনাব হযরত শাহ ওলীউল্লাহ সাহেব দেহলভীও 'ইযালাতুল খিফা'এর মধ্যে হযরত আবু হুযায়ফার উদ্বৃতি দিয়ে এবং আর রিয়াদুন নাদিরা ফী মানাকিবিল আশারা

www.YaNabi.in

(اَلرِّيَاضُ النَّضْرَةُ فِىْ مَنَاقِبِ الْعَشَرَةِ) এর মধ্যে সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন। আমীরুল মুমিনীনকে যেভাবে মাআযাল্লাহ! তারাবীহ চালু করাতে গুমরাহী বিদআতী লিখার দুঃসাহস দেখায়েছে। এখানে নাউযু বিল্লাহ! মুশরিক বলে দিবে। তাদের মূলনীতি নেই। লা-মাযহাবের উপর তাদের ভিত্তি। কিন্তু বন্ধুগণ! বুঝার চেষ্টা করুন, শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের হাতও ওই পাথরের নীচে।

یوں نظر دوڑے نہ برچھی نان کر
اپنا بیگانہ ذرا پہچان کر

এমনিতেই এলোপাতাড়ি শেল মেরো না। অপরিচিতকেও একটু চিনে নাও। লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ। শেষ! আলোচনা অনেক দূরে চলে গেল। عبد এবং جدہ এর পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণমূলক আহকাম আমার কিতাব مجیر معظم شرح اکسیر اعظم এর মধ্যে আলোচনা পাওয়া যাবে। সেখান থেকে দেখার পরামর্শ রইল। এখানে এ গুজারিশ করছি যে, উত্তর দাতা মাওলভী সাহেবের ওই ফাতওয়া সব সন্দেহের অবসান করে দিয়েছে। আবদুন্ নবীর ক্ষেত্রে জনাবের নিকট তিনটি এহতেমাল ছিল। এক শিরক, দুই মিথ্যা, তিন সহীহ। তাহলে না-জায়েয এহতেমাল জায়েযে ভাসিয়ে গেছে। শুধুমাত্র এর হুকুম খেলাপে আউলা বলেছে-যা নিষেধ এবং মাকরূহে তাহরিমী হওয়া দূরের কথা; মাকরূহে তানযিহীও হবে না। যে কোন মুস্তাহাব ত্যাগ করাকে খেলাপে আউলা বলা যায়। কিন্তু ঢালাওভাবে মাকরূহে তানযিহী নয়। সে মতের সমর্থনে রাদ্দুল মুখতারের মধ্যে বাহরুর রায়িক'র হতে বিবৃত-

لَا يَلْزَمُ مَنْ تَرْكَ الْمُسْتَحَبَّ ثُبُوْتَ الْكَرَاهَةِ اِذْ لَابُدَّ لَهَا مِنْ دَلِيْلٍ خَاصٍ

ওখানে তাহরীরুল উসূল থেকে বর্ণনা করা হয়েছে-

خِلَافُ اَوْلٰى مَا لَيْسَ فِيْهِ صِيْغَةُ نَهْىٍ كَتَرْكِ صَلٰوةِ الضُّحٰى بِخِلَافِ الْمَكْرُوْهِ تَنْزِيْهًا.

অতঃপর হিদায়ত আলী'র মধ্যে চারটি এহতেমাল থেকে শুধুমাত্র একটি এহতেমাল হল বাতিল অর্থাৎ জায়েয এহতেমালসমূহ না-জায়েযের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। এটা কিভাবে খেলাপে আউলা হওয়ার কারণে মাকরূহে তানযিহী বর্জনযোগ্য হয়ে গেল? হিসেব মতে তা খেলাপে আওলা দূরের থাক; এর অর্ধেকও হবে না। বরং শুধুমাত্র আট ভাগের তিন ভাগ মুবাহ অর্থাৎ উভয় দিক সমান। বেশিতবেশি খিলাপে আওলা বলা যাবে। তাহলে হিদায়ত আলী'র মধ্যে উত্তমতার বিপরীত পাওয়া যাবে শুধুমাত্র এক ও আধা পোয়া। কারণ তিন ভাগের দুই ভাগ এক সমান চার ভাগের এক (৩/২÷১=৪/১) ফলাফল অশুদ্ধ। চার ভাগের এক ভাগ তিন ভাগের দুই সমান আট ভাগের তিন (৪/১÷৩/২=৮/৩ সঠিক।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এ হিসেব তো গবেষকদের দৃষ্টিকোণে ছিল। সত্য হল যে, হিদায়ত আলী'র মধ্যে কোন কারণ এমনকি মাকরূহে তানযিহীও নেই। পরিহার করার কথাই আসে না। বাস্তবে প্রত্যেক স্বল্পজ্ঞানী লোকও তা বুঝতে পারবে যে, আবদুন্ নবী থেকে হিদায়ত আলীর মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে। যখন ওটা শুধুমাত্র খেলাপে আওলা। তাহলে এটাকে খেলাপে আওলা বলাও অযুক্তিক। এখানে কথা অনেক বেশি। যতটুকু উল্লেখ করা হল সত্য সন্ধানীর জন্য যথেষ্ট । আল্লাহই সঠিক বলেন এবং সতপথ দেখান। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-২২ঃ ৬ মুহাররামুল হারাম ১৩২৭ হিজরী।
ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীয়তের গ্রহণযোগ্য মুফতীগণ এ মাসআলার ব্যাপারে অভিমত কি যে, শীত এবং গরমের মৌসুমে কখন সুর্য ঢলে পড়ে? যদি শীতের মৌসুমে সূর্য ১২টার পূর্বে হেলে পড়ে। আর ১২ টার পূর্বে কোন ব্যক্তি যোহরের নামায পড়লে তার নামায হবে কি না? দলীল সহকারে জাওয়াব দিন।

জাওয়াবঃ সৌর ঘড়িতে সূর্য ঢলে পড়ে সর্বদা ১২টা বাজে। কখনো পূর্বে ও পরে হয় না। কিন্তু ঘড়ি অনুপাতে শহরের সময় শুধুমাত্র চারদিন পরিবর্তন হয়। তা হল এপ্রিলের ১৬ তারিখ, জুনের ১৫ তারিখ, সেপ্টেম্বরের ১ তারিখ এবং ডিসেম্বরের ২৫ তারিখ। এ ছাড়া কোন দিন ঠিক ১২টার সময় সূর্য হেলে যায় না। ঘড়িগুলোর গতি প্রতিদিন এক সমান হয়ে থাকে। আর সূর্যের গতি কখনও এক সমান হয় না। সর্বোচ্চ ৪ জুলাই থেকে সর্বনিম্ম ৩ জানুয়ারী পর্যন্ত তেজালো হতে থাকে। প্রত্যেক দিন প্রথম দিন থেকে বৃত্তের পরিধি অতিক্রম করতে থাকে। এ অতিক্রম প্রতিদিন এক সমান হয় না। বরং দিনের পর দিন তা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। শেষ পর্যন্ত সর্বনিম্মে পৌঁছে যায়। সর্বনিম্ম ৪ জানুয়ারী থেকে সর্বোচ্চ ৩ জুলাই পর্যন্ত ধীর গতিতে চলতে থাকে। প্রত্যেকদিন প্রথম দিন থেকে শ্লথ গতিতে অতিক্রম করে থাকে। প্রতিদিন ওই কমতি এক সমান হয় না। বরং দিনের পর দিন কম থেকে কমই হয়ে থাকে। এমনকি সর্বোচ্চে পৌঁছে একেবারে স্থীর হয়ে যায়। সেখান থেকে গতির সূচনা লক্ষ্য করা যায়। এ বেশকমের কারণে হিন্দুস্থানের মধ্যে সাধারণভাবে রেলওয়ের টাইম প্রচলিত। এটাও সর্বত্র এক বরাবর অবশিষ্ঠ থাকে না; বরং পূর্বপ্রান্তে দ্রাঘিমাংশের তারতম্যের কারণে তা কমে যায়। পশ্চিম প্রান্তে দ্রাঘিমাংশ অনুপাতে সে পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। যেমন বেরিলির জন্য যদি নির্দিষ্ট শহরের সময় প্রদান করা হয় তাহলে নিঃসন্দেহে তা সেখানকার অঞ্চলের জন্য বরাবর হবে। যার মধ্যে হাত ঘড়ি এবং সৌর ঘড়ি উভয়টাতে সূর্য ঢলে পড়াটা ঠিক ১২টায় হয়ে থাকে। যদি রেলওয়ের পক্ষ থেকে সময় দেওয়া হয় তাহলে দূরত্বের তারতম্য অনুপাতে প্রতি দ্রাঘিমাংশে ১২ সেকেন্ড এবং ১২ মিনিট বৃদ্ধি পাবে। কাজেই যে চারদিন উভয় সময়ের গতি ঠিক ১২টায় ছিল তা ১২টা, ১২ সেকেন্ড, ১২ মিনিট হবে। এভাবে অনুমান কর।

www.YaNabi.in

সাধারণ উপকারের জন্য প্রকৃত দ্বিপ্রহর ও যোহর ওয়াক্ত আরম্ভের একটি পঞ্জিকা তৈরী করেছি। (হিন্দুস্থানের সময় অনুপাতে সে পঞ্জিকাটি প্রণীত বিধায় বাংলাদেশের জন্য তা প্রযোজ্য নয়-অনুবাদক)

সময় ঘন্টা মিনিট	চন্দ্রের তারিখ	সময় ঘন্টা মিনিট	চন্দ্রের তারিখ	সময় ঘন্টা মিনিট	চন্দ্রের তারিখ	সময় ঘন্টা মিনিট	চন্দ্রের তারিখ	সময় ঘন্টা মিনিট	চন্দ্রের তারিখ	সময় ঘন্টা মিনিট	চন্দ্রের তারিখ
১২.৩	ডিসেম্বর ৬	১২.৩	সেপ্টেম্বর ২৯	১২.১৬	আগষ্ট ১৬	১২.৯	এপ্রিল ২৯	১২.২৩	মার্চ ৭	১২.১৫	জানুয়ারী ১
১২.৪	৯	১২.২	৩০	১২.১৫	২১	১২.৮	মে ৮	১২.২২	১১	১২.১৬	২
১২.৫	১১	১২.১	অক্টোবর ৩	১২.১৪	২৫	১২.৯	২৪	১২.২১	১৫	১২.১৭	৪
১২.৬	১৩	১২.০	৭	১২.১৩	২৮	১২.১০	জুন ২	১২.২০	১৯	১২.১৮	৬
১২.৭	১৫	১২.৫৯	১০	১২.১২	সেপ্টেম্বর ১	১২.১১	৮	১২.১৯	২২	১২.১৯	৯
১২.৮	১৭	১২.৫৮	১৪	১২.১২	২	১২.১২	১৩	১২.১৮	২৫	১২.২০	১১
১২.৯	১৯	১২.৫৭	১৮	১২.১১	৪	১২.১২	১৫	১২.১৭	২৯	১২.২১	১৪
১২.১০	২১	১২.৫৬	২৪	১২.১০	৭	১২.১৩	১৮	১২.১৬	এপ্রিল ১	১২.২২	১৬
১২.১১	২৩	১২.৫৭	নভেম্বর ১৫	১২.৯	১০	১২.১৪	২৩	১২.১৫	৪	১২.২৩	১৯
১২.১২	২৫	১২.৫৮	২১	১২.৮	১৩	১২.১৫	২৭	১২.১৪	৮	১২.২৪	২৩
১২.১২	২৬	১২.৫৯	২৫	১২.৭	১৬	১২.১৬	জুলাই ২	১২.১৩	১১	১২.২৫	২৭
১২.১৩	২৭	১২.০	২৮	১২.৬	১৯	১২.১৭	৮	১২.১২	১৫	১২.২৬	ফেব্রুয়ারী ১
১২.১৪	২৯	১২.০১	ডিসেম্বর ১	১২.৫	২১	১২.১৮	১৫	১২.১১	১৬	১২.২৫	২৫
১২.১৫	৩১	১২.০২	৪	১২.৪	২৪	১২.১৭	আগষ্ট ৯	১২.১০	২৪	১২.২৪	মার্চ ৩

www.YaNabi.in

কম-বেশি করে রামপুর এবং অন্যান্য শহরের জন্যও এ নকশা অনুযায়ী হিসাব করা যায়। নকশাটি যোহরের প্রাথমিক সময় জানার এক উত্তম যন্ত্র। যোহরের নামাযের জন্য ঘড়ির ১২টা বাজার কোন ধর্তব্য নেই। যদি দিনের অর্ধভাগের পর যোহরের নামায পড়া হয় তাহলে নামায হয়ে যাবে। আর আগে পড়লে নামায হবে না। ২৮শে নভেম্বর বেরেলীর মধ্যে রেলওয়ের সময় অনুপাতে দিনের ১২টার সময় হল দ্বিপ্রহরের সময়। তারপর থেকে ঘাটতি হয়ে ১ ফেব্রুয়ারী থেকে ১২ টা ২৬ মিনিটে দ্বিপ্রহর আরম্ভ হয়। অবশেষে ৮ মে থেকে ১২টা ৮ মিনিটে হয়ে থাকে। তারপর থেকে দিন বাড়তে শুরু করে। এমনকি ১৫ জুলাই থেকে ১২টা ১৮ মিনিটে হয়ে থাকে। তারপর ঘাটতি হয়ে ৭ ই অক্টোবর ঠিক ১২টায় দ্বিপ্রহর হয়। কমতে কমতে ১২টার পূর্বে সময় হয়ে যায়। এমনকি ২৪ অক্টোবর কমানোর শেষ সীমা ১১ টা ৫৬ মিনিট পর্যন্ত পৌছে। এরপর আবার সময় বাড়তে শুরু করে। তারপর ২৮ নভেম্বর ঠিক ১২টা বাজে সূর্য ঢলে পড়ে। অতঃপর ৭ অক্টোবর থেকে ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত ঠিক ১২টার সময় অথবা সামান্য পূর্বে; কিন্তু অর্ধ দিনের পর যে ব্যক্তি নামায পড়ে নেয় তার নামায হয়ে যাবে। হ্যাঁ! যে ব্যক্তি সময়ের পূর্বে পড়ে তার নামায হবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২৩ঃ ১১ ই জমাদিউল উলা ১৩৩৭ হিজরী।
ওলামা-ই দ্বীন! ঈমানের সংজ্ঞা কি এবং ঈমান কামেল কেমন করে হয়?

জাওয়াবঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রত্যেক কথায় সত্য জানা এবং হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সততাকে অন্তর থেকে মেনে নেওয়ার নামই ঈমান। যে ব্যক্তি এটার স্বীকৃতি দেবে তাকে মুসলমান বলতে পারবে যতক্ষণ পর্যন্ত তার কোন কথায় কাজে কোন অবস্থায় আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের অস্বীকার অথবা মিথ্যাচরণ অথবা ধিক্কার পাওয়া না যায়। তার অন্তরে আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্ক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত এবং আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়ভাজনদের সাথে মুহাব্বত রাখে যদিও বা নিজের দুশমন হয়। আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রুদের সাথে শত্রুতা রাখে যদিও বা নিজের কলিজার টুকরা হয়। যা কিছু দেবে আল্লাহ তা'আলার খাতিরে দেবে, যা কিছু রুখবে তাও আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্যে। তাহলে তার ঈমান কামেল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ وَاَعْطٰى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ.

যে ব্যক্তি মুহাব্বত, ঘৃনা, কিছু দেওয়া ও বাঁধা দেওয়া সব কিছু আল্লাহর ওয়াস্তে করে বাস্তবিকই সে ঈমানকে পরিপূর্ণতা দান করলো। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২৪ঃ জমাদিউল উলা ১৩৩৭ হিজরী।
ওলামা-ই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামআতের প্রতি গুজারিশ যে, আজ কাল অধিকাংশ সুন্নী দল বাতিলের সংস্পর্শে গিয়ে কিছু কিছু মাসআলাতে বদ-আকীদাধারী হয়ে গেছে। যদিও বা হুযুরের তাসনীফসমূহে প্রত্যেক প্রকারের মাসআলাসমূহ মজুদ আছে। কিন্তু অধম প্রশ্নকারীর দৃষ্টিতে এ মাসআলা কখনো চোখে পড়ে নি। এ কারণে তা অত্যন্ত প্রয়োজন। মাসআলা হল-আমীরে মোয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে যায়দ বলছে -তিনি লোভী ব্যক্তি। তিনি হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহু এবং আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে যুদ্ধ করে খিলাফত ছিনিয়ে নিয়েছেন। শহীদ করেছেন হাজার হাজার সাহাবীদেরকে। বকর বলল-ভ্রান্ত পথে ছিলেন বিধায় তাকে আমীর না বলা উচিত মনে করি। আমরের উক্তি-তিনি বুযর্গ সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। তার এহানত করা গুমরাহীর নামান্তর। অপর এক সুন্নী নামধারী যে কিছু জ্ঞানও রাখে (সত্যিকার অর্থে সে গণ্ড মুর্খ লোক) সে বলে যে, সকল সাহাবী বিশেষ করে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক এবং হযরত ওমর ফারুকে আযম, হযরত ওসমান রাদ্বিআল্লাহু আনহুম (নাউযু বিল্লাহ মিনহা) তাঁরা সকলেই লোভী ছিলেন। কেননা রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র লাশ মোবারক রেখে দিয়ে তাঁরা নিজেরাই একেকজন খলীফা হওয়ার অভিপ্রায়ে মগ্ন। এ চারজন খলীফা সম্পর্কে কি হুকুম এবং তাদেরকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বলা যাবে কি না? এ মাসআলার ব্যাপারে হুযুরের অভিমত কি? সপ্রমাণ বর্ণনা করুন।

জাওয়াবঃ আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লাহু সূরা হাদীদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদেরকে দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এক-যারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে ঈমান এনে আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের সম্পদ ব্যয় করতঃ জিহাদ করেছেন। দুই-যারা মক্কা বিজয়ের পরে ঈমান এনেছেন-যাঁদের সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى উভয় দলের জন্য আল্লাহ তা'আলা কল্যানের অঙ্গিকার করেছেন। যাঁদের প্রসংগে আল্লাহ বলেছেন-

اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُوْنَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ.

www.YaNabi.in

তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তারা সেটার ক্ষীণ ধ্বনিও শুনবে না এবং তারা তাদের মন যা চাইবে তাতে সর্বদায় থাকবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোন চিন্তায় ফেলবে না। ফিরিশতাগণ তাদেরকে এ বলে স্বাগতম জানাবে যে, এটাই হল তোমাদের সে দিন যার সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের সাথে অঙ্গিকার করেছিলেন। সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত-১০১।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের এ মান-মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সাহাবীদের শান মানের ব্যাপারে কটাক্ষ করবে সে আল্লাহ তা'আলার রোষানলে পড়বে। কোন কর্মকান্ডে আল্লাহ তা'আলা বিরোধী মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করা মুসলমানের কাজ নয়। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে মুখও বন্ধ করে দিলেন যে, উভয় দল সাহাবী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কল্যানের অঙ্গিকার দিয়ে ইরশাদ করেছেন وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ 'আর আল্লাহ তা'আলা ভালই জানেন যা তোমরা করে থাকো।' সকল সাহাবীর ব্যাপারে কল্যানের অঙ্গিকার দিয়েছি আমি আল্লাহ। এর পরেও যারা তাদের মানহানী করে তাদের জন্য জাহান্নাম অপেক্ষা করছে। আল্লামা শিহাব উদ্দীন খাফ্ফাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'নসীমুর রিয়াজ' শরহে শেফা ইমাম কাজী আয়াজ'র মধ্যে বলেন-

مَنْ يَكُوْنُ يَطْعَنُ فِى مُعَاوِيَةَ - فَذَاكَ مِنْ كِلَابِ الْهَاوِيَةِ.

যে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সমালোচনা করতঃ মন্দ বলে সে জাহান্নামের কুকুরগুলোর একটি।

এ চার ব্যক্তির মধ্যে আমরের উক্তি সঠিক। যায়দ এবং বকরের কথা ডাহা মিথ্যা। আর চতুর্থ ব্যক্তি সব চেয়ে খারাপ খবীছ। ইমাম নিয়োগ করা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। সকল দ্বীন এবং দুনিয়ার এন্তেজাম তার সাথে সম্পর্কিত। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী জানাযা যদি কিয়ামত পর্যন্ত রাখা হতো তাহলে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকত না। আম্বিয়া আলাইহিমুস্‌সালামের পবিত্র শরীর মোবারক কখনও পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না। সৈয়্যিদুনা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ইন্তিকালের পর এক বছর পর্যন্ত দন্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। এক বছর পর তাঁকে দাফন করা হয়। পবিত্র লাশ মোবারক হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হুজরা মোবারকের মধ্যে ছিল যেখান তাঁর পবিত্র নূরানী মাযার অবস্থিত। এর বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। অতি ছোট্ট হুজরা মোবারকে সকল সাহাবী এ নামাযে আকদাস দ্বারা সম্মানিত হওয়া খুবই দুস্কর ছিল। তাই একেক দল এসে নামায পড়ে বাইরে চলে যেতেন; দ্বিতীয় দল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আসতো। এভাবে এ সিলসিলা তিন দিনে শেষ হয়েছিল। যদি তিন বছরে শেষ হতো তাহলে পবিত্র জানাযা মোবারক একই অবস্থায় একই রকম থাকতো। এ কারণে দাফনে আকদাস বিলম্ব করার প্রয়োজন ছিল। ইবলিসের নিকট এটা যদিও বা লোভনীয় ব্যাপার হিসেবে গণ্য। মূলতঃ সাহাবা কেরাম লোভ করেন নি। তবে বড় ধরনের অপবাদ আমীরুল মুমিনীন মাওলা আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর উপর আরোপিত হয়। তিনি তো লোভী ছিলেন না। কাফনের কাজ ঘরওয়ালাদের সাথে সম্পর্কিত। তিনি কেন তিন দিন পর্যন্ত হাতের সাথে হাত ধরে বসে রইলেন। তাঁরা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফনের পর এ কাজের মাধ্যমে খেদমত আঞ্জাম দিতে পারতেন? সুতরাং বুঝা গেল, এ আপত্তি অভিশপ্ত এবং পবিত্র দেহ মোবারক তাড়াতাড়ি দাফন না করাটাই ছিল ধর্মীয় কল্যানমূলক। যেটার উপর মাওলা আলী এবং সকল সাহাবী ঐক্যমত পোষন করেছেন। কবির ভাষায়-

چشم بد اندیش کہ بر کندہ باد+عیب نماید بہ نگاہش ہزار.

এ খবীছগণ (আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছিত করুক) প্রকৃতপক্ষে সাহাবীদেরকে কষ্ট দেয়নি বরং তারা আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে। হাদীস শরীফে আছে-

مَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ فَيُوْشِكُ اللّٰهُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ.

যারা আমার সাহাবীদেরকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে আর যারা আমাকে কষ্ট দেবে বস্তুতঃ তারা আল্লাহকে কষ্ট দেয়। তাহলে অতি শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে ধরাশায়ী করবে। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

মাসআলা-২৫ঃ ২৫ শে জামাদিউল উলা, ১৩৩৭ হিজরী।

এ মাসআলার ব্যাপারে শরীয়তের কি হুকুম যে, যায়দ এক গ্রামবাসীকে ফসল কাটার পূর্বে এ শর্তের উপর কিছু টাকা দিল- যে সময় টাকা দিয়েছে সে সময় গমের বয়স দশ মাস ছিল এবং সে টাকা দিয়েছে ১৪ মাস বয়সী হিসাব করে। এখন ফসল কাটার মৌসুমে বাজার দরের চেয়ে কম-বেশি ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। কিন্তু সে টাকার পরিমাণ অনুপাতে ১৪ মাস বয়সী ফসল নিয়ে নিল। বকর বলল- তোমার সুদ হয়েছে। কেননা বাজার দর থেকে অতিরিক্ত টাকা তুমি গ্রহণ করেছো। এর বিধান কি ?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাদেরকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তারা সেটার ক্ষীণ ধ্বনিও শুনবে না এবং তারা তাদের মন যা চাইবে তাতে সর্বদায় থাকবে। কিয়ামতের দিন তাদেরকে কোন চিন্তায় ফেলবে না। ফিরিশতাগণ তাদেরকে এ বলে স্বাগতম জানাবে যে, এটাই হল তোমাদের সে দিন যার সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের সাথে অঙ্গিকার করেছিলেন। সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত-১০১।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের এ মান-মর্যাদা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সাহাবীদের শান মানের ব্যাপারে কটাক্ষ করবে সে আল্লাহ তা'আলার রোষানলে পড়বে। কোন কর্মকান্ডে আল্লাহ তা'আলা বিরোধী মিথ্যা কাহিনী বর্ণনা করা মুসলমানের কাজ নয়। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মধ্যে মুখও বন্ধ করে দিলেন যে, উভয় দল সাহাবী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কল্যানের অঙ্গিকার দিয়ে ইরশাদ করেছেন وَاللّٰهُ بِمَا تَعْلَمُوْنَ خَبِيْرٌ 'আর আল্লাহ তা'আলা ভালই জানেন যা তোমরা করে থাকো।' সকল সাহাবীর ব্যাপারে কল্যানের অঙ্গিকার দিয়েছি আমি আল্লাহ। এর পরেও যারা তাদের মানহানী করে তাদের জন্য জাহান্নাম অপেক্ষা করছে। আল্লামা শিহাব উদ্দীন খাফ্ফাজী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'নসীমুর রিয়াজ' শরহে শেফা ইমাম কাজী আয়াজ'র মধ্যে বলেন-

مَنْ يَكُوْنُ يَطْعَنُ فِى مُعَاوِيَةَ ـ فَذَاكَ مِنْ كِلَابِ الْهَاوِيَةِ.

যে হযরত আমীরে মুয়াবিয়া রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুর সমালোচনা করতঃ মন্দ বলে সে জাহান্নামের কুকুরগুলোর একটি ।

এ চার ব্যক্তির মধ্যে আমরের উক্তি সঠিক। যায়দ এবং বকরের কথা ডাহা মিথ্যা। আর চতুর্থ ব্যক্তি সব চেয়ে খারাপ খবীছ। ইমাম নিয়োগ করা অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। সকল দ্বীন এবং দুনিয়ার এন্তেজাম তার সাথে সম্পর্কিত। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী জানাযা যদি কিয়ামত পর্যন্ত রাখা হতো তাহলে কোন ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকত না। আম্বিয়া আলাইহিমুস্সালামের পবিত্র শরীর মোবারক কখনও পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় না। সৈয়্যিদুনা হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম ইন্তিকালের পর এক বছর পর্যন্ত দন্ডায়মান অবস্থায় ছিলেন। এক বছর পর তাঁকে দাফন করা হয়। পবিত্র লাশ মোবারক হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহার হুজরা মোবারকের মধ্যে ছিল যেখান তাঁর পবিত্র নূরানী মাযার অবস্থিত। এর বাইরে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন হয়নি। অতি ছোট্ট হুজরা মোবারকে সকল সাহাবী এ নামাযে আকদাস দ্বারা সম্মানিত হওয়া খুবই দুস্কর ছিল। তাই একেক দল এসে নামায পড়ে বাইরে চলে যেতেন; দ্বিতীয় দল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আসতো। এভাবে এ সিলসিলা তিন দিনে শেষ হয়েছিল। যদি তিন বছরে শেষ হতো তাহলে পবিত্র জানাযা মোবারক একই অবস্থায় একই রকম থাকতো। এ কারণে দাফনে আকদাস বিলম্ব করার প্রয়োজন ছিল। ইবলিসের নিকট এটা যদিও বা লোভনীয় ব্যাপার হিসেবে গণ্য। মূলতঃ সাহাবা কেরাম লোভ করেন নি। তবে বড় ধরনের অপবাদ আমীরুল মুমিনীন মাওলা আলী রাদ্বিআল্লাহু আনহুর উপর আরোপিত হয়। তিনি তো লোভী ছিলেন না। কাফনের কাজ ঘরওয়ালাদের সাথে সম্পর্কিত। তিনি কেন তিন দিন পর্যন্ত হাতের সাথে হাত ধরে বসে রইলেন। তাঁরা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাফনের পর এ কাজের মাধ্যমে খেদমত আঞ্জাম দিতে পারতেন? সুতরাং বুঝা গেল, এ আপত্তি অভিশপ্ত এবং পবিত্র দেহ মোবারক তাড়াতাড়ি দাফন না করাটাই ছিল ধর্মীয় কল্যানমূলক। যেটার উপর মাওলা আলী এবং সকল সাহাবী ঐক্যমত পোষন করেছেন। কবির ভাষায়-

چشم بد اندیش کہ برکندہ باد+عیب نماید بہ نگاہش ہزار.

এ খবীছগণ (আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্চিত করুক) প্রকৃতপক্ষে সাহাবীদেরকে কষ্ট দেয়নি বরং তারা আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দিয়েছে। হাদীস শরীফে আছে-

مَنْ اٰذَاهُمْ فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ وَمَنْ اٰذَى اللّٰهَ فَيُوْشِكُ اللّٰهُ اَنْ يَّاْخُذَهٗ.

যারা আমার সাহাবীদেরকে কষ্ট দিল সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে আর যারা আমাকে কষ্ট দেবে বস্তুতঃ তারা আল্লাহকে কষ্ট দেয়। তাহলে অতি শীঘ্রই আল্লাহ তাদেরকে ধরাশায়ী করবে। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

মাসআলা-২৫ঃ ২৫ শে জামাদিউল উলা, ১৩৩৭ হিজরী।

এ মাসআলার ব্যাপারে শরীয়তের কি হুকুম যে, যায়দ এক গ্রামবাসীকে ফসল কাটার পূর্বে এ শর্তের উপর কিছু টাকা দিল- যে সময় টাকা দিয়েছে সে সময় গমের বয়স দশ মাস ছিল এবং সে টাকা দিয়েছে ১৪ মাস বয়সী হিসাব করে। এখন ফসল কাটার মৌসুমে বাজার দরের চেয়ে কম-বেশি ক্রয়-বিক্রয় হচ্ছে। কিন্তু সে টাকার পরিমাণ অনুপাতে ১৪ মাস বয়সী ফসল নিয়ে নিল। বকর বলল- তোমার সুদ হয়েছে। কেননা বাজার দর থেকে অতিরিক্ত টাকা তুমি গ্রহণ করেছো। এর বিধান কি ?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জাওয়াবঃ এটা হল বাইয়ে সলম (যে বেচাকেনার মধ্যে বিক্রেতা ক্রেতা হতে কোন জিনিষের দাম অগ্রিম গ্রহণ করে-অনুবাদক)। যদি এর মধ্যে শর্ত পাওয়া যায় তাহলে নিঃসন্দেহে জায়েয। কোন ধরনের সুদ হবে না। যদিও ১০ সেরের স্থলে ১০ মন নির্ধারণ করে। হ্যাঁ, যদি জবরদস্তিমূলক হয় তাহলে হারাম। যদিও দশ সেরের স্থলে এক সেরও নেওয়া হয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার বাণী-

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ যদি বেচা-কেনা সন্তুষ্টির মাধ্যমে হয়েছে কিন্তু কোন শর্ত থেকে যায়। যেমন-শষ্য এ জাতীয়, এ প্রকারের, এ গুণের ও এ পরিমাণ হতে হবে বলে নির্দিষ্ট করা না হয়। অথবা ওই জিনিষের উপর চুক্তিবদ্ধ হয় যা চুক্তির সময় থেকে ওয়াদাবদ্ধ সময়ের মধ্যে বাজারে মজুদ না থাকে বা না আসে। বা মেয়াদ অনির্ধারিত রাখল। অথবা ওই বৈঠকের মধ্যে টাকা পুরোপুরি আদায় করে নি। তাহলে অবশ্য সুদ এবং তা হারাম। যদিও বা দর বাজার থেকে সামান্যতমও বেশি ধরা হয়নি। যদি আমি ক্রয় করলাম বা বিক্রি করলাম- বিষয়টি আলোচনায় না আসে। যেমন সে বলল- ১৪ সের নিব। উত্তরে বলল-দেব। তাহলে এটা সুদ এবং হারাম কিছুই নয়। তজ্জন্য কোন শর্তের প্রয়োজন নেই। এ জন্য তার নিকট কোন দাবীও চলবে না। সেটা তার খুশীর উপর নির্ভর। ইচ্ছা করলে দেবে অথবা দেবে না। এটা সরাসরি বেচা-কেনাই হয়নি। শুধুমাত্র অঙ্গিকার হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

মাসআলা-২৬ঃ ১৯ জামাদিউল উখরা ১৩৩৭ হিজরী।

শরীয়তের কি ফয়সালা এ মাসআলা প্রসংগে যে, যায়দ বকর থেকে দশ টাকা এ শর্তে চাইল যে-আমি মৌসুমে ১৫ মাস বয়সী গম দেব। আর খালেদ বকর থেকে দশ টাকা এই শর্তে চাইল যে- বাজার দর অনুপাতে দশ টাকার গম দেবো। বকর বলল- আমার নিকট এ সময় টাকা নেই তোমরা উভয়জন দশ টাকার গম নিয়ে যাও যা বাজার দরে দশ সেরের দাম হয়। উভয় জন সন্তুষ্টচিত্তে উপরের শর্তের উপর হিসেব করে গম নিয়ে নিল। বিক্রয়লব্দ দশ টাকা নিজেদের খরচ-পাতির জন্য রাখল। এখন মৌসুমে যায়দের উপর ওয়াদা অনুযায়ী টাকা অনুপাতে ১৫ মাস বয়সী গম এবং খালেদকে ১২ মাস বয়সী গম বাজার দর হিসেবে দিতে হবে। এ বেচা-কেনা জায়েয হবে কি না?

জাওয়াবঃ এ পদ্ধতি অকাট্যভাবে হারাম, স্পষ্ট সুদ। আড়াই মণ গম যা সে দিয়েছে এর থেকে অতিরিক্ত নেওয়া হারাম! হারাম! হারাম। আর যদি টাকা দিত তাহলে এর মধ্যে দু'টি পদ্ধতি ছিল। টাকা কর্জ হিসেবে দিত অথবা এ শর্তে নিত যে, দেওয়ার সময় গম দেবে তাহলে শর্ত বাতিল হত। যায়দ এবং খালেদের উপর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শুধুমাত্র তত টাকা আদায় করতে হতো। আর যদি গম বিক্রয় করতো এবং টাকা সামনা-সামনি দিয়ে দিত। তাহলে এ পদ্ধতি বাইয়ে সলম হয়ে যেত। এর মধ্যে শর্তসমূহ পাওয়া গেলে জায়েয হত। অন্যথায় হারাম । আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা- ২৭ঃ ১ শা'বান ১৩৩৭ হিজরী।

এ মাসআলা প্রসংগে ওলামা-ই দ্বীনের অভিমত কি যে, শহরের মধ্যে অনেক জায়গায় জুমার নামায হয়। অতএব প্রত্যেক ওই মসজিদ যার মধ্যে জুমার নামায হয় তাকে জামে মসজিদ বলা হয়। জামে মসজিদে অনেক ফজিলত আছে। অথবা ওই একটি মসজিদ যা দুর্গের সাথে সম্পৃক্ত তা জামে মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ। (ভারতের দিল্লী জামে মসজিদ যার পার্শ্বে দূর্গ অবস্থিত-অনুবাদক) শহরের মধ্যে অন্যান্য স্থানে জুমা হওয়াতে কোন ধরনের নিষেধাজ্ঞা আছে কি? জুমার জন্য কমপক্ষে কতজন লোকের প্রয়োজন? শহরের কোন মসজিদে বেশি ছাওয়াব?

জাওয়াবঃ জামে মসজিদ নামে ওই একটি মসজিদই খ্যাত হলেও শহরের অন্যান্য জায়গায় জুমা হওয়াতে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। জুমার জন্য কম পক্ষে ইমাম সাহেব ব্যতীত তিন জন লোক হতে হবে। কিন্তু জুমা এবং দু'ঈদের ইমাম যে কোন ব্যক্তি হতে পারবে না। ইমাম ওই ব্যক্তি হতে পারবে যিনি ইসলামী বাদশাহ তথা মুসলমানদের বাদশাহ হবেন, অথবা তার প্রতিনিধি, অথবা তার অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি। আর যদি এর মধ্য হতে কেউ না থাকে তাহলে মুসল্লিরা যাকে ইমাম হিসেবে নির্ধারণ করবে প্রয়োজনে তিনি জুমা এবং দু'ঈদের নামায পড়াতে পারবেন। জুমার ছাওয়াব বেশি হয় জামে মসজিদে। কিন্তু যখন অন্য মসজিদের ইমাম অধিক জ্ঞানী এবং সম্মানিত হবেন তখন সে জামে মসজিদে জুমার নামাযের ছাওযাব বেশি পাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-২৮ঃ ১৫ শাবান ১৩৩৭ হিজরী।

এ মাসআলা প্রসংগে ওলামা-ই দ্বীনের অভিমত কি যে, তালাক কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা কি? কোন শব্দ দ্বারা তালাক হয়ে যায়? তালাকের পর নিজের বিবাহের অধীনে কিভাবে আনতে হবে ?

জাওয়াবঃ তালাক তিন প্রকারঃ এক- রজয়ী, দুই- বায়েন, তিন-মুগাল্লাযা।

(এক) তালাকে রজয়ী ওই তালাককে বলে-যার কারণে স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বিবাহ থেকে বের হয়ে যায় না। ইদ্দতের ভিতর যদি স্বামী আবার ফিরে নিয়ে আসে তাহলে সে স্ত্রী স্বামীর আকদের মধ্যে থাকবে। হ্যাঁ, যদি ইদ্দত চলে যায় এবং ফিরিয়ে না আনে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাহলে সে সময় বিবাহ থেকে বের হয়ে যাবে। তারপরও সন্তুষ্টচিত্তে তাকে আবার বিবাহ করতে পারবে।

(দুই) বায়েন-ঐ তালাক যদ্ধারা স্ত্রী তৎক্ষণাৎ বিবাহ থেকে বের হয়ে যায়। তবে ইদ্দতের মধ্যে বা ইদ্দতের পরে রেজামন্দির সাথে পুনরায় বিয়ে করতে পারে।

(তিন) মুগাল্লাযা-ঐ তালাক যা দ্বারা স্ত্রী বিয়ে থেকে বেরও হয়ে যায় এবং অন্য জনের সাথে বিয়ের মাধ্যমে হালাল না হওয়া পর্যন্ত উভয়ের মাঝে কখনো বিয়েও হতে পারে না। তা তিন তালাকের মাধ্যমে হয়ে থাকে চাই এক সাথে হোক বা অনেক বছর পরে হোক।

তালাকে রজয়ী হোক বা বায়েন বা কতেক রজয়ী আর কতেক বায়েন। তালাকের অনেক শব্দ আছে। কিছু শব্দ দ্বারা রজয়ী, কিছু দ্বারা বায়েন আর কিছু দ্বারা মুগাল্লাযা তালাক পতিত হয়। তালাকে রজয়ী ও বায়েনের আনুমানিক দু'শত শব্দ আছে-যে গুলোকে আমি আমার ফাতওয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেছি। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

মাসয়ালা-২৯ঃ নিম্মলিখিত মাসয়ালাগুলো প্রসংগে ওলামা-ই কেরামের মত কি?

(১) বর্তমান নিয়মে কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে সাহেবে নেসাব হয়?

(২) কারেন্সি নোট এবং রূপিয়ার কি একই হুকুম? নোট তো সোনা-চাঁদী কিছু নয়; বরং কাগজ।

(৩) যাকাত শতকরা কত দিতে হয়?

(৪) যে ব্যক্তির কাছে টাকা পয়সা নেই। সোনা-চাঁদীর কিছু ব্যবহার্য অলংকার আছে, এর পরিমাণ নেসাব সমতুল্য হলে যাকাত দিতে হবে কি না?

(৫) এক বছর যাকাত দেওয়ার পর হুবহু সে সম্পদ রয়ে গেলে দ্বিতীয় বছর আবার বাকী মালের মধ্যে যাকাত দিতে হবে কিনা?

(৬) বেরেলীর ওজন অনুপাতে এক ফিৎরার পরিমাণ কতটুকু হওয়া উচিত?

(৭) রোযাদার-বেরোযাদার ও বালেগ-নাবালেগ সকলের উপর ফিৎরা ওয়াজিব কিনা?

(৮) যে ব্যক্তি দূর্বলতার কারণে রোযা রাখতে পারেনি সে প্রতি রোযার বিনিময়ে কি পরিমাণ খানা মিসকিনকে দেবে? সে মিসকিন রোযাদার হতে হবে না বেরোযাদার হলে চলবে?

জাওয়াবঃ (১) ইংরেজদের প্রচলিত নিয়মে নেসাব হবে ছাপ্পান্ন রূপিয়া।

www.YaNabi.in

(২) কারেন্সি নোট এবং রূপিয়ার কি একই হুকুম হতে পারে না? রূপিয়া চাঁদির -যা জন্মগত মূল্যবান। নোট তো কাগজের-যা পরিভাষায় মূল্য। চালু অবস্থায় কাগজের নোটও পরিভাষায় এক প্রকার মূল্য-যা পয়সার বিধান রাখে।

(৩) প্রতিটি নেসাবে এক চল্লিশাংশ যাকাত দিতে হয়। সাহেবাইনের মতে খুবই সহজ পন্থা যা ফকীরদের জন্য উপকারী তা হল-শতকরা আড়াই টাকা করে যাকাত দেওয়া।

(৪) অবশ্যই অলংকারের মধ্যে যাকাত দিতে হবে।

(৫) দশ বছরও থাকলে প্রত্যেক বছর যাকাত ওয়াজিব। যতক্ষণ তা নেসাব পরিমাণ থাকবে। এটা এ জন্য যে, যখন প্রথম বছর যাকাত দেয় নি। দ্বিতীয় বছর সে পরিমাণ ঋণ হল। এতটুকু বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মালের উপর যাকাত দিতে হবে। তৃতীয় বছর পূর্বের দু'বছরের যাকাত তার উপর কর্জ। তার সকল কর্জ একত্রিত করে বাদ দিয়ে বাকী মালের উপর যাকাত দিতে হবে। এটা হবে না যে, পূর্বের সকল বছরের যাকাত বাদ দিয়ে বাকী সম্পদ মিলে নেসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে অন্যথায় নয়।

(৬) এক আধুলি, উপরে পৌণে দু'সের। (তা আমাদের হিসেব মতে নয়;বরং বেরেলী প্রদেশের নিয়ম অনুপাতে।-অনুবাদক)

(৭) নিজের সদকা ও নিজের নাবালেগ সন্তান যদিও বা এক দিনের হয় তার ফিৎরা আদায় করা নিজের উপর ওয়াজিব। বালেগ সন্তান অথবা স্ত্রী সাহেবে নেসাব হলে তার ফিতরা আদায় করা নিজেদের উপর ওয়াজিব; অন্য কারো উপর নয়। তাদের কোন অবস্থার ব্যাপারে নিজে জবাবদিহি নয়। হ্যাঁ, তাদের অনুমতি সাপেক্ষে তাদের পক্ষ থেকে আদায় করে দিলে বড় ধরনের এহসান হবে।

(৮) প্রত্যেক রোযার জন্য এক আধুলি, তদুর্ধ্বে পৌনে দু'সের গম দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৩০ঃ ১০ রমযানুল মোবারক, ১৩৩৭ হিজরী।

আহলে শরীয়ত কি বলেন? এ মাসআলার ব্যাপারে যে, আজ কাল সাধারণত অনেক লোক মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলে থাকে। কেউ কেউ বেপরোয়া হয়ে অট্টহাসি দিয়ে পরস্পর অন্তর লাগিয়ে কথা বলে। মসজিদের কোন আদব বুঝতে চাই না। এটা যে আল্লাহর ঘর তার কোন খবর নেই। তাদের ব্যাপারে কি হুকুম? আর মসিজদের মধ্যে কথা বলার খারাবী এবং নীরবতা পালন করার সুফল হাদীস শরীফের মাধ্যমে বর্ণনা করুন, যেন এ ধরনের লোক শিক্ষা অর্জন করতে পারে।

www.YaNabi.in
www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জাওয়াবঃ মসজিদের মধ্যে দুনিয়াবী কথাবার্তা বললে তা নেক আমলসমূহকে এমনভাবে খেয়ে ফেলে যেভাবে আগুন লাকড়িকে ভষ্ম করে দেয়। মসজিদের মধ্যে হাসলে কবর অন্ধকার হয়ে যায়। এ ব্যাপারে হাদীসসমূহ অনেকবার বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু কে শুনে কার কথা? আল্লাহ তা'আলা হিদায়ত দান করুন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৩১ঃ ৬ শাওয়াল ,১৩৩৭ হিজরী।

ওলামা-ই হক্কানীদের অভিমত কি নিচের এ মাসআলার ব্যাপারে যে, নাজায়েয অর্থাৎ সুদের টাকা, মদের টাকা, ঘুষের টাকা ইত্যাদি যদি ভাল কাজ, মসজিদ, মাদরাসা, কূপ, নিয়ায, ফাতিহা, ওরশ ইত্যাদির মধ্যে লাগানো হয়। তাহলে জায়েয হবে কি না? কোন ব্যক্তি সে অবৈধ মালে মসজিদে নামায পড়ে, সে মাদরাসায় ইলম শিক্ষা করে, কূপের পানি পান করে এবং ফাতিহা ওরশের খাবার গ্রহণ করলে-তা জায়েয হবে কি না? আর যদি সে টাকা দান করে ছাওয়াবের আশা করা হয় তাহলে তার হুকুম কি? এ ধরনের টাকাকে শরয়ীভাবে কোন হিলা করে জায়েয করা যাবে কি না? আর যদি যায় তাহলে সেই হিলা কি?

জাওয়াবঃ হারাম উপায়ে অর্জিত টাকা ভাল-মন্দ কোন কাজে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। যার থেকে নিয়েছে তাকে পুনরায় ফিরিয়ে দিতে হবে। অথবা ফকীরদেরকে বন্টন করে দেবে। এ ছাড়া কোন হিলা তা পাক করতে পারবে না। পবিত্র মাল দান করে যেমনিভাবে ছাওয়াব পাওয়ার আশা করা যায় তেমনিভাবে তা দান করে ছাওয়াবের আশা করলে-তা মারাত্মক হারাম। বরং ফকীহগণ কুফরী লিখেছেন। হ্যাঁ, শরীআত হুকুম দিয়েছে যে, হকদারকে পাওয়া না গেলে ফকীরদের মধ্যে দান করে দেবে। এ হুকুম অনুপাতে এর উপর ছাওয়াবের আশা করা যায়। মসজিদ, মাদরাসাতে প্রকৃতভাবে সে টাকা ব্যবহার করা যায় না। বরং এর দ্বারা জিনিষপত্র ক্রয় করতে পারে। ক্রয়ের সময় হারাম মাল দেখে সে বলল- এর পরিবর্তে অমুক জিনিষ দাও। সে দিয়েছে। সে মূল্য পরিশোধের সময় হারাম দিল। তখন যে জিনিস ক্রয় করেছে তা অপবিত্র হবে না। এ অবস্থায় ফাতিহা-ওরশের খাদ্য খাওয়া জায়েয। বেশির ভাগই এরূপ হয়ে থাকে। সে মসজিদের মধ্যে নামায পড়া, মাদরাসায় ইলম অর্জন করা ও কূপের পানি ব্যবহার যে কোন ভাবে জায়েয। যদি ওটার মধ্যে সে ব্যতিক্রম পদ্ধতি পাওয়া যায়। অপবিত্রতা এসেছে সেরূপ মাসআলার মধ্যে; কিন্তু যমীনের মধ্যে নয়। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-৩২ঃ ১১ শাওয়াল, ১৩৩৭ হিজরী।

আহলে শরীয়তের হুকুম কি যে, নগরশুল্কে (ট্যাক্স অফিসে) চাকরী করা জায়েয হবে কি না? সে সময়কার প্রশাসকের জন্য তা উসুল করা জায়েয হবে কি না? এ টাকা জনগণ থেকে নিয়ে জন সাধারণের সুবিধার্থে রাস্তায় আলো ইত্যাদি কাজে লাগানো হয়। নগরশুল্ক অর্জিত টাকা চুরি করা জায়েয হবে কি না?

জাওয়াবঃ কর আদায় করার জন্য ভাল নিয়্যতে নগর শুল্কে চাকরী করা জায়েয আছে। সে ব্যাপারে দুররুল মুখতার ইত্যাদি গ্রন্থে প্রমাণ রয়েছে। চুরি অর্থাৎ অন্যের রক্ষিত সম্পদ তার অনুমতি ছাড়া তার থেকে গোপন করতঃ অন্যায়ভাবে নেওয়া কারো পক্ষে জায়েয নেই। বৈধ চাকরীর মধ্যে চাকরীর খেলাপ কোন চুক্তি করা অপরাধ। এটাও সাধারণভাবে হারাম। অনুরূপভাবে কোন আইনী অপরাধ করে নিজেই নিজেকে কোন কারণ ছাড়াই শাস্তির অভিপ্রায়ে পেশ করা শরয়ীভাবে অপরাধ। যেরূপ কুরআন-হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়। বাকী রইল ট্যাক্স আদায় করা প্রশাসকের জন্য বৈধ কি না? মূলতঃ এটা প্রশাসক নিয়ে আলোচনা করার বিষয় নয়, আর প্রশ্নকারীও প্রশাসক নয়। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৩৩ঃ ২২ শাওয়াল, ১৩৩৭ হিজরী।

ওলামা-ই- দ্বীন এ মাসআলা প্রসংগে কি বলেন যে, কাফির কয় প্রকার এবং প্রত্যেক প্রকারের সংজ্ঞা কি? কোন কাফিরের সংস্পর্শ বেশি ক্ষতিকর ?

জাওয়াবঃ আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা সকল প্রকার কুফরি ও কাফির থেকে রক্ষা করুক। কাফির দু'প্রকার, আসলী কাফির। মুরতাদ কাফির। আসলী কাফির তারাই যারা শুরু থেকে কাফির ছিল এবং ইসলামের কালিমাকে অস্বিকারকারী। তা দু'প্রকার-(ক) মুজাহের (খ) মুনাফেক। মুজাহের কাফির তারাই যারা প্রকাশ্যে ইসলামের কালিমাকে অস্বীকারকারী।

আর মুনাফেক কাফির তারাই যারা প্রকাশ্যভাবে কালিমা গ্রহণ করে এবং অন্তরে তা অস্বীকার করে। এ প্রকার কাফির পরকালে সবচেয়ে মন্দ-খারাপ হবে। কোরআনে করীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِى الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. মুনাফেক কাফির জাহান্নামের একেবারে নিম্নস্তরে অবস্থান করবে।

মোজাহের কাফির চার প্রকার- (ক) প্রত্যেক ওই কাফির যারা আল্লাহকেও অস্বীকার করে।

(খ) মুশরিক- আল্লাহ তা'আলা ওয়াজাল্লাকে ব্যতীত আরো অন্য কাউকে মা'বুদ মনে করে এবং ওয়াজিবুল ওযুদ (যার অস্তিত্ব মেনে নেওয়া আবশ্যক) মনে করে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

যেমন-হিন্দুরা মূর্তিকে ওয়াজিবুল ওযুদ এবং মা'বুদ মনে করে। আর আর্যরা স্বয়ং মূর্তিকে রূহ এবং কায়াকে মা'বুদ মনে করে না; কিন্তু কাদীম (অবিনশ্বর) ও গায়রে মাখলুক মনে করে। উভয়ই মুশরিক। আর আর্যদেরকে একেশ্বরবাদী মনে করা মারাত্মক বাতিল।

(গ) অগ্নিপুজারী। (ঘ) কিতাবী-ইহুদী, নাসারা। এপ্রত্যেক প্রকার কাফির নয়। তাদের মধ্যে প্রথম তিন প্রকারের যবেহকৃত পশু মৃত এবং তাদের মহিলাদের সাথে বিবাহ অবৈধ। আর চতুর্থ প্রকারের মহিলাদের সাথে বিবাহ হলে তা শুদ্ধ হবে। যদিও নিষেধ বা গুনাহ্। কাফির মুরতাদ তারাই যারা কালিমা পড়ে কুফরী করে। সেটাও দু'প্রকার- মুজাহের এবং মুনাফেক।

(ক) মুরতাদ মুজাহের ওরাই যারা প্রথমে মুসলমান ছিল তারপর প্রকাশ্যভাবে ইসলাম থেকে বের হয়ে ইসলামের কালিমাকে অস্বীকারকারী হয়ে গেল। চাই নাস্তিক অথবা মুশরিক অথবা অগ্নিপুজারী যাই হোক।

(খ) মুরতাদ মুনাফেক ওরাই যারা মুখে ইসলামের কালিমা এখনও পড়ছে। তারা নিজেরাই নিজেদেরকে মুসলমানও দাবী করে। আর আল্লাহ আয্যাওয়াজাল্লা অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লম অথবা কোন নবীর এহানত করে। অথবা ধর্মের অবশ্যকীয় বিষয়কে অস্বীকার করে। যেমন-আজ কালের ওহাবী রাফেজী, কাদিয়ানী, ন্যাচারী, ছাকড়ালভী ও ভ্রান্ত ছুফি যারা শরীআতের ব্যাপারে উদাসীন। দুনিয়াবী বিধানে সবচেয়ে খারাপ হল মুরতাদ মুনাফেক। তাদের থেকে কর (ট্যাক্স) নেওয়া যাবে না। তাদের সাথে বিবাহ কোন মুসলমান, কাফির মুরতাদ বা তাদের সমমাযহাবের লোক অথবা মুখালিপ মাযহাবের লোক হোক; এমনকি মানুষ-অমানুষ কারো সাথে হবে না। যার সাথে হবে তা বিবাহ নয়; বরং যেনা হবে। সে মুরতাদ পুরুষ হোক বা মহিলা-একই হুকুম।

মুরতাদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ হল মুরতাদ মুনাফেক। তারা এমন যে, তাদের সংস্পর্শ হাজার হাজার কাফিরের সংস্পর্শের চেয়েও বেশি ক্ষতিকারক। তারা মুসলমান হয়ে কুফরী শিক্ষা দেয়। বিশেষ করে ওহাবী এবং দেওবন্দীরা-তারা নিজেরাই নিজেদেরকে খাস সুন্নি এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত দাবী করে, হানাফী, চিশতী ও নকশবন্দী দাবী করে। নামায রোযা আমাদের মত আদায় করে। আমাদের কিতাবগুলো পড়ে-পড়ায়; অথচ আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গালি দেয়। তারা সবচেয়ে গুরুতর বিষাক্ত বাতিল। হুশিয়ার খবরদার! নিজের দ্বীন এবং ঈমান রক্ষা করতে হবে। আল্লাহই উত্তম হেফাযতকারী, তিনি অতি দয়ালু। আল্লাহই ভাল জানেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-৩৪ঃ ৫ যিলক্বাদ, ১৩৩৭ হিজরী।

ওলামা-ই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের এ মাসআলা প্রসংগে হুকুম কি যে, মসজিদে নিজের জন্য অথবা অন্যের জন্য ভিক্ষা চাওয়া অথবা ভিক্ষাপ্রার্থীকে দেওয়া নিজের পক্ষ থেকে অথবা কারো পক্ষ থেকে জায়েয হবে কি না?

জাওয়াবঃ সে ব্যক্তি মসজিদে শোরগোল সৃষ্টি করলে, নামাযীদের নামাযে ক্ষতি সাধন করলে, লোকদের গর্দান ডিঙ্গিয়ে কাতার থেকে বের হলে সাধারণভাবে এরূপ করা হারাম। চাই নিজের জন্য হোক বা অন্যের জন্য। হাদীস শরীফে আছে-

جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِيْنَكُمْ وَرَفْعَ اَصْوَاتِكُمْ

মসজিদগুলোকে শিশু, পাগল ও উচ্চ আওয়াজ করে কথা বলা ব্যক্তিদের থেকে রক্ষা করো।

সূত্রঃ ইবনে মাযাহ তিনি ওয়াছেলা ইবনে আসকা এবং আবদুর রাজ্জাক, তিনি মা'আয ইবনে জাবাল রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুম থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

হাদীস শরীফে আরো আছে-

مَنْ تَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اِتَّخَذَ جِسْرًا اِلَى جَهَنَّمَ

যে ব্যক্তি জুমার দিন মানুষের গর্দান সরাবে সে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌছার পুল তৈরী করল।

নড়াচড়া না হলেও নিজের জন্য মসজিদের মধ্যে ভিক্ষা চাওয়া নিষেধ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ فِى الْمَسْجِدِ ضَالَّةً فَلْيَقُلْ لَاأَدَاهَا اللّٰهُ اِلَيْكَ فَاِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا.

যে ব্যক্তি কাউকে মসজিদে নিজের কোন হারানো জিনিষ চাইতে শুনে তাহলে সে যেন তাকে বলে-আল্লাহ তোমার জিনিষ যেন না মিলাই। মসজিদ এ জন্য তৈরী করা হয়নি। আহমদ, মুসলিম ইবনে মাযাহ, হযরত আবু হুরাইরা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। যখন এতটুকু কথা বলা নিষেধ করা হয়েছে তাহলে নিজের জন্য মসজিদে ভিক্ষা চাওয়া অবশ্যই হারাম। এটা কিভাবে জায়েয হতে পারে! এজন্য দ্বীনের ইমামগণ বলেছেন-যারা মসজিদে ভিক্ষুককে একটি পয়সা দান করবে সে সত্তর পয়সা আল্লাহর রাস্তায় আরো দিতে হবে যেন এ পয়সা গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। তবে অভাবীর জন্য সাহায্য করতে বলা অথবা কোন

www.YaNabi.in

দ্বীনি কাজের জন্য চাঁদা তোলা যার মধ্যে কোন শোরগোল, গর্দান ডিঙ্গানো নেই, কারো নামাযে ক্ষতি হয় না, তাহলে তা নিঃসন্দেহে জায়েয; বরং তা হাদীসে পাকের দ্বারা প্রমাণিত। আর ভিক্ষুক ছাড়া কোন অভাবীকে দেওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীস মাওলা আলী রাদ্বিআল্লাহ তা'আলা আনহু থেকে সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৩৫ঃ ২ মুহররমুল হারাম, ১৩৩৮ হিজরী।

ওলামা-ই-দ্বীনের এ মাসআলা প্রসংগে অভিমত কি যে, আজ কাল লোকেরা দান খায়রাত এমনভাবে করে ছাদ বা প্রাসাদের উপর থেকে রুটি বা রুটির টুকরা অথবা বিস্কুট ইত্যাদি নিক্ষেপ করে। শত শত লোক সেগুলো লুঠে নিয়ে যায়। একজনের উপর একজন পড়ে অনেকের মধ্যে ঝগড়া লেগে যায়। ওই রুটিসমূহ যমীনের উপর পড়ে পায়ে দলিত হয়ে ময়লা হয়ে যায়। অনেক সময় ময়লাযুক্ত নালার ভিতরও পড়ে যায়। রিযিকের মারাত্মক বেয়াদবি হয়। এ অবস্থা শরবতের ক্ষেত্রেও যে, উপর থেকে গ্লাসে ঢেলে দেয়া হয়। গ্লাসে অর্ধেক শরবতও থাকে না বরং সমস্ত শরবত যমীনে পড়ে প্রবাহিত হয়। এ ধরনের খয়রাত বা লঙ্গর জায়েয হবে কি না? না রিযিকের বেয়াদবির কারণে গুনাহ হবে।

জাওয়াবঃ এটা খয়রাত নয়; অকল্যাণ এবং মন্দ কাজ। তা আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির জন্য হতে পারে না। এ পদ্ধতি যশ-খ্যাতি এবং লোক দেখানোর জন্য আর তা হারাম। রিযিকের সাথে বেয়াদবি এবং শরবত নষ্ট করা পাপ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩৬ঃ ২৬ মুহররামুল হারাম, ১৩৩৮ হিজরী।

ওলামা-ই- হক্কানীগণ এ মাসআলার ব্যাপারে অভিমত কি? যে মসজিদের মধ্যে ফিয়ারা, বেল, গোলাপ ইত্যাদি গাছ থাকবে। ইমাম মুয়াযযিন থাকার ঘর এবং গোসলখানা নির্মাণের কারণে এই গাছগুলোকে কাটতে হলে কোন ব্যক্তি এ গাছগুলোকে খনন করে নিজের ঘরের মধ্যে ব্যবহার করতে পারবে কিনা ?

দ্বিতীয় হল এ যে, শুকনো ঘাস অথবা চাটাই শীতকালে যা মসজিদে ব্যবহার করা হয় এবং শীতকাল চলে যাওয়ার পর সেগুলো বের করে ফেলে দেওয়া হয়। কোন ব্যক্তি এ শুকনো ঘাস, লাকড়ি বা চাটাই যা ফেলে দেওয়ার উপযোগী হয়। তখন তা পানি গরম করার জন্য নিয়ে যেতে পারবে কি না ?

তৃতীয়ত হল এ যে, মিনার অথবা মসজিদের হাউজ যার উপর ওযূ করে অথবা আযান দেয়া হয়, ওটা মসজিদের হুকুমে পড়বে কি না? মসজিদের বাইরে যে সব কথা বলা যায় ওখানেও তা নিষেধ আছে কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ এ গাছগুলোকে মসজিদের পক্ষ থেকে উচিত মূল্য ধরে তা পরিশোধ করতঃ ব্যবহার করতে পারবে। শুকনো ঘাস অথবা চাটাই যা কোন কাজে আসে না অবশ্যই ফেলে দেওয়া হবে। ফেলে দেওয়ার পর সেখান থেকে নিয়ে ব্যবহার করতে পারবে। মসজিদের হাউজ কোন কোন ক্ষেত্রে কথা বলার ব্যাপারে মসজিদের বিধানের মত। এ'তেকাফকারী প্রয়োজন ব্যাতিরেকে ওখানে যেতে পারবে। ওটার উপর থুথু ফেলা অথবা নাক পরিস্কার করা অথবা কোন নাপাক ফেলার অনুমতি নেই। অনর্থক কথা বার্তা, আট্টহাসি ওখানে না করা উচিত। আর কোন কোন ক্ষেত্রে মসজিদের হুকুমের মধ্যে পড়ে না। ওটার উপর আযান দিতে পারবে এবং হাউজে বসে ওযূ করতে পারবে। মসজিদের মধ্যে জায়গা অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় সেখানে ফরয নামায আদায় করলে মসজিদের ছাওয়াব পাওয়া যাবে না। দুনিয়াবী জায়েয সম্মত সামান্য কথাবার্তা বলা যাবে, যার মধ্যে কোন ধরনের হইহুল্লা নেই, কোন নামাযী অথবা কোন যিকরকারীর কষ্ট না হয়। তাহলে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৩৭ঃ ১ রবিউল আওয়াল, ১৩৩৮ হিজরী।

ওলামা-ই দ্বীন এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, কতেক লোক মৃত্যু ব্যক্তি দাফন করার পর কোরানে হাফেজ নিয়ে তার কবরের উপর তিন দিন পর্যন্ত বা কিছু কম-বেশি দিন পর্যন্ত কুরআন পড়ায় এবং ওই হাফেজ নিজের জন্য প্রতিদান গ্রহণ করে। এ ধরনের মূল্য দিয়ে হাফেজ বা আলেমের মাধ্যমে কোরান পড়ানো যাবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ কোরআন পড়ে তার প্রতিদান দেওয়া-নেওয়া হারাম। হারাম ভোগকারী শাস্তির উপযোগী, নাকি কোন ছাওয়াব পৌঁছবে। এর নিয়ম হল, হাফেজকে নির্দিষ্ট দিনের জন্য নির্দিষ্ট দামে কাজ-কর্ম করার জন্য নিয়োগ দেবে। তারপর তাকে বলবে, তোমার একটি কাজ হল-এতটুকু পর্যন্ত কবরের পাড়ে কোরআন পরে আস। এটা জায়েয। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৩৮ঃ ৭ রবিউল আখির শরীফ, ১৩৩৮ হিজরী।

ওলামা-ই দ্বীন এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, কতেক লোক অসুস্থ লোকের সাথে খাওয়া-দাওয়া থেকে বেঁচে থাকতে চাই এবং সে রোগীর কাপড়-চোপড় পরিধান করে না। এ কথা বলে যে, রোগ একজন থেকে অন্য জনের কাছে ছড়িয়ে পড়বে। হাদীসে পাকের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা এসেছে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

www.YaNabi.in

জাওয়াবঃ এটা জঘন্য মিথ্যা কথা যে, একজনের রোগ অন্য জনের গায়ে চলে যাবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেন لا عدوى কোন রোগ ছোঁয়াছে নয়। আরো বলেন যে, فمن اعدل الاوّل এ রোগ অন্যজনের কাছে লেগে গেলে বলেন তো- এ প্রথম ব্যক্তির কাছে কোত্থেকে লেগেছে? যে রোগীর শরীর থেকে নাপাক বের হয় এবং তা কাপড়ের মধ্যে লাগে। যেমন আদ্র খোঁস-পাঁচড়া ওয়ালা লোকের অথবা আল্লাহর পানাহ! কুষ্টরোগীর কাপড় পরিধান করবে না। এ ধারণায় নয় যে, রোগ লেগে যাবে; বরং নাপাক থেকে বাঁচার জন্য। আর যার এরূপ হবে না তার কাপড় পরিধান করলে কোন অসুবিধা নেই। তার সাথে খাবার গ্রহণ করতে কোন দোষ নেই। ঈমান শক্তিশালী হতে হবে, যদি মাআযাল্লাহ! আল্লাহর পক্ষ থেকে তার এ রোগ হয়ে যায় তাহলে এ মনে করবে না যে, সাথে খাবার গ্রহণ করাতে অথবা তার কাপড় পরিধান করার কারণে হয়েছে। এ ধরনের না করলে হত না। যদি ঈমান দূর্বল হয় তাহলে সে ওই রোগী থেকে বেঁচে থাকবে। যার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে কুপ্রথা চালু রয়েছে। যেমন কুষ্ট রোগী থেকে বেঁচে থাকা এ মনে করে নয় যে, সে রোগ লেগে যাবে। এটা তো অগ্রাহ্য এবং বাতিল। রবং এ খেয়াল রাখতে হবে যে, আল্লাহর কাছে পানাহ চাই! যদি আল্লাহর নির্ধারিত হয় তাহলে তা বাস্তব হবে। বিপরীত ধারণা করলে মনে করবে তার ঈমান শক্তিশালী নয়। শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার। তা প্রতিহত করতে হবে। আর যখন প্রতিহত করতে পারবে না তাহলে ভ্রান্ত আক্বিদায় পড়ে যেতে বাধ্য। এ জন্য তা থেকে বেঁচে থাকা বাঞ্চনীয়। এ ধরনের ব্যাপারে হাদীসের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে فِرَّ عَنِ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ কুষ্টরোগী থেকে পালাও যেমনিভাবে বাঘ থেকে তোমরা পলায়ন কর। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৩৯ঃ ২০ রবিউল আখির শরীফ, ১৩৩৮হিজরী।

ওলামা-ই আহলে সুন্নাত ওয়ালা জামাআতের খেদমতে আরজ যে, ১১ রবিউল আখির ১৩৩৮ হিজরীতে আমি ষ্টেশন মসজিদে যোহরের নামায পড়তে গেলাম। মসজিদের ইমাম মির্যা সাহেব আযানের পর যোহরের নামায আদায় করলেন। চম্বল নিবাসী এক সঙ্গি মুহাম্মদ নবী আহমদ বলল- আপনি যে দরূদ পড়লেন তা তো বিদআত। কথা বলতে বলতে ওই সাহেব খুবই রাগান্বিত হয়ে গেল এবং বলল-অনেক শহরে গিয়েছি কিন্তু এই পদ্ধতি যা আপনি এখানে করেছেন তা দেখিনি। মির্যা সাহেব বলল-আমি আলেম নই যে আপনাকে বুঝাবো। যদি আপনি এ মাসআলা বুঝাতে চান, তাহলে আপনি আমার পাশ্ববর্তী শহরে চলুন, ওখানকার আলেম আপনাকে বুঝিয়ে দেবে। এতে সে রাজী না হয়ে বিদআত, বিদআত করতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বলল-কোন সাহাবী রাদ্বিআল্লাহু আনহুমের সময় এ দরূদ ছিল না। আমি ওই ব্যক্তিকে বললাম অধিকাংশ শহরে যেমন রামপুর ইত্যাদিতে নামাযের পরে দরূদ শরীফ চালু আছে। আমাদের আকা রাসূলে আকরাম নবী-ই মুআজ্জম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উপর দরূদ এবং সালাম পৌঁছানোকে আপনি বিদআত বলতেছেন। সাহাবা-ই কিরামের সময় এ মাদরাসা ও সরাই খানা ইত্যাদি ছিল না। এ গুলোকেও আপনি বিদআত বলবেন? তখন সে উত্তর দিল এটা হল বিদআতে মুবাহ। আমি বললাম-দরূদ শরীফ পড়া বিদআতে হাসনা। যার ছাওয়াব আমরা আহলে সুন্নাতেরই কিসমতে আল্লাহ জাল্লা শানুহু লিপিবদ্ধ করে দিয়েছেন। আর অস্বীকারকারী এ ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত। এখন গুজারিশ হল এটাই যে, সালাতো সালাম কখন থেকে চালু হয়েছে? এ সম্পর্কে বিস্তারিত দলীল সহকারে বর্ণনা করবেন। এমন ব্যক্তি যারা আমাদের আক্বার উপর সালাতো সালাম পড়াকে বিদআত বলে, তারা গোমরাহ কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ আপনি সঠিক উত্তর দিয়েছেন। এটা এমন কাজ যার জন্য আল্লাহ জাল্লা শানুহু কোরআনে আজীমের মধ্যে আম হুকুম প্রদান করেছেন এবং নিজের ও ফিরিশতাদের কাজ বলে ঘোষনা করেছেন । তাকে বিদআত বলে নিষেধ করা ওহাবীদের কাজ। আর ওহাবীরা ভ্রান্ত না হলে তো ইবলিশকেও গোমরাহ বলা যাবে না। তাদের গোমরাহী তো আরো মারাত্মক; ইবলীশের গোমরাহী আরো হালকা। সে তো মিথ্যাকে নিজের জন্যও পছন্দ করে না। এ জন্য সে اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ বলে বাদ করে দিয়েছে। এটা আল্লাহ জাল্লা শানুহুর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ 'আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ধ্বংস করুক, তারা উল্টো কোন দিকে ফিরে যাচ্ছে। আযানের পরে সালাত সালাম দেওয়া অবশ্যই মুস্তাহসান। সাড়ে পাঁচশত বছরের চেয়েও অনেক পূর্বে ইসলামী শহর হারামাইন শরীফাইনে, মিসর, শাম, ইত্যাদি শহরে সালাতো সালাম প্রচলিত ছিল। দুররে মুখতারে আছে-

وَالتَّسْلِيْمُ بَعْدَ الْاَذَانِ حَدَثَ فِىْ رَبِيْعِ الْاٰخِرِ ٧٨١ سنة سَبْعُ مِائَةٍ وَاِحْدٰى وَثَمَانِيْنَ فِى عِشَاءِ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ ثُمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ بَعْدَ عَشْرِ سِنِيْنَ حَدَثَ فِى الْكُلِّ اِلَّا الْمَغْرِبَ ثُمَّ فِيْهَا مَرَّتَيْنِ وَهُوَ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ

ইমাম সাখাবীর উক্তি والصواب انّه بدعة حسنة يوجر فاعله সঠিক কথা হল-তা বিদআতে হাসনা যার পালনকারী ছাওয়াবের অধিকারী হবে।

মাসআলা-৪০ঃ ২৯ রবিউল আখির, ১৩৩৮ হিজরী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আহলে শরীআতের কি হুকুম যে, তামাক পান করা হারাম না কি মাকরুহ? তামাক দ্বারা পান খাওয়ার অভ্যস্ত ব্যক্তি যদি তামাক দিয়ে পান খেয়ে কোরআন শরীফ পাঠ করে এবং অন্যান্য অযীফাসমূহ ও দরূদ শরীফ পাঠ ইত্যাদি করে তাহলে কেমন হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ বিনাপ্রয়োজনে মস্তিষ্কে বিকৃতি ঘটে এমন কিছু খাওয়া হারাম। মুখ দিয়ে গন্ধ বের হলে মাকরূহ। যদি সামান্য বিশেষ করে মেশক ইত্যাদি দিয়ে খুশবু করে পানের মধ্য দিয়ে খায় এবং প্রত্যেক বার খেয়ে ভাল করে কুলি করে মুখ পরিস্কার করে নেয় যে কারণে গন্ধ আসে না। তাহলে বিশদ্ধভাবে মুবাহ। গন্ধ থাকা অবস্থায় কোন অযীফা পড়া উচিত নয়। ভাল করে মুখ পরিস্কার করার পর অযীফা পাঠ করবে। দুর্গন্ধ অবস্থায় কোরআন শরীফ পাঠ করা আরো মারাত্মক। হ্যাঁ, যখন দুর্গন্ধ হবে না তাহলে দরূদ শরীফ, অযীফা ইত্যাদি পড়তে পারে। মুখের মধ্যে পান অথবা জর্দা থাকলে উত্তম হল ভাল করে পরিস্কার করে নেওয়া। কিন্তু কোরআন তেলাওয়াত করার সময় অবশ্য ভাল করে মুখ পরিস্কার করে নিতে হবে। ফিরিশতাদের কোরআন শরীফ পাঠ শুনার খুবই আগ্রহ থাকে। সাধারণ ফিরিশতাদেরকে কোরআন তেলাওয়াতের ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। যখন মুসলমান কোরআন শরীফ পাঠ করে তখন ফিরিশতাগণ তার মুখের সাথে মুখ মিলিয়ে তেলাওয়াতের স্বাদ গ্রহণ করে। এ সময় যদি মুখে দুর্গন্ধময় খাদ্য লেগে থাকে তাহলে ফিরিশতাদের স্বাদ গ্রহণ করতে কষ্ট হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন -

طَيِّبُوا اَفْوَاهَكُمْ بِالسِّوَاكِ فَاِنَّ اَفْوَاهَكُمْ طَرِيْقُ الْقُرْآنِ

তোমাদের নিজেদের মুখ মিসওয়াকের মাধ্যমে ভাল ভাবে পরিস্কার কর। কেননা তোমাদের মুখ হল কুরআনের রাস্তা। ইমাম সনজরী হাসান সূত্রে একজন সাহাবী থেকে তা বর্ণনা করেছেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন-

اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَكْ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَرَءَ فِيْ صَلَاتِهٖ وَضَعَ مَلَكٌ فَاهُ عَلٰى فِيْهِ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ شَيْءٌ اِلَّا دَخَلَ فَمُ الْمَلَكِ

যখন তোমাদের কেউ রাত্রি বেলায় তাহাজ্জুদের নামায পড়তে উঠে সে যেন মিসওয়াক করে। কেননা তোমাদের কেউ নামাযে কেরাত পড়লে ফিরিশতারা তার মুখের সাথে মুখ লাগিয়ে দেয়। তার মুখ থেকে কিছু বের হলে ফিরিশতার মুখে ঢুকে যায়। হযরত জাবির (রাঃ) সূত্রে বায়হাকী ও যিয়া তা বর্ণনা করেছেন। এটা

www.YaNabi.in

সহীহ হাদীস। অপর হাদীসে আছে-

لَيْسَ شَيْءٌ اَشَدَّ عَلَى الْمَلَكِ مِنْ رِيْحِ الثُّمَرِ مَا قَامَ عَبْدٌ اِلٰى صَلٰوةٍ قَطُّ اِلَّا الْتَقَمَ فَاهُ مَلَكٌ وَلَا يَخْرُجُ مِنْ فِيْهِ اٰيَةٌ اِلَّا يَدْخُلُ فِيْ فِيْ الْمَلَكِ

ফিরিশতার কাছে খাদ্যের গন্ধের চেয়ে কষ্টকর আর কিছু নেই । যখন বান্দা নামাযে দাঁড়ায় তখন ফিরিশতা স্বীয় মুখকে তার মুখের সাথে লাগিয়ে দেয়। তার মুখ থেকে কোন আয়াত বের হতেই তা ফিরিশতার মুখে ঢুকে যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪১ঃ ৩ জামাদিউল উলা, ১৩৩৮ হিজরী।

ওলামা-ই আহলে সুন্নাতের খেদমতে গুযারিশ যে, মুসলিম প্রতিবেশীর অধিকার কি? প্রতিবেশী কাফির, রাফেযী ও ওহাবী হলে তাদের অধিকার কি মুসলমানের অধিকারের মত? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ মুসলমান প্রতিবেশীর অনেক হক রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَازَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهٗ يُوَرِّثُهٗ

হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আমাকে প্রতিবেশীর হকের ব্যাপারে এমন উপদেশ দিয়ে চলেছেন। এমনকি আমার ধারণা হল যে, তাদেরকে তর্কার উত্তরাধিকারী করে দেবেন। (বায়হাকী)

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন-

حَقُّ الْجَارِ عَلٰى جَارِهٖ اِنْ مَرِضَ عُدْتَهٗ وَاِنْ مَاتَ شَيَّعْتَهٗ وَاِنْ اسْتَقْرَضَكَ اَقْرَضْتَهٗ وَاِنْ اَعْوَرَ سَتَرْتَهٗ وَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرٌ هَنَّاْتَهٗ وَاِنْ اَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ عَزَّيْتَهٗ وَلَا تَرْفَعْ بِنَاكَ فَوْقَ بِنَائِهٖ فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيْحَ وَلَا تُؤْذِيْهِ بِرِيْحِ قِدْرِكَ اِلَّا اَنْ تَغْرِفَ لَهٗ مِنْهَا

অর্থাৎ প্রতিবেশীর উপর অপরের হক হল এ যে, যদি তারা অসুস্থ হয় তাহলে তাকে দেখতে যাওয়া। আর ইন্তিকাল করলে তার জানাযায় হাজির হওয়া। সে যদি তোমার কাছ থেকে ধার চায় তাহলে তাকে কর্জ দিবে। তার কোন দোষ জানাজানি হয়ে যায় তাহলে তাকে গোপন করতে হবে। যদি তার কোন কল্যাণ হয় তাহলে ধন্যবাদ জানাবে। যদি কোন বিপদ আসে তাহলে তাকে সান্তনা দিবে। দেওয়াল তার দেওয়াল থেকে এতটুকু উঁচু করবে না যেন তার ঘরের ভিতর বাতাস আসতে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়। নিজের ডেকসির খুশবু দ্বারা তাকে কষ্ট না দেওয়া, কিন্তু এটা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করবে যে, ওই খাবার থেকে তাকে কিছু অংশ দেবে। (অর্থাৎ তুমি ধনী সে হল গরীব, তোমাদের ঘরে ভাল খাবার পাকানো হলে সুগন্ধি তার নিকট পৌঁছে, আর সে উত্তম খাদ্য পাকাতে সামর্থবান নয়, তা থেকে সে কষ্ট পাবে, এ জন্য এর থেকে তাকেও দিতে হবে। যেন এ কষ্ট লাঘব হয়ে যায়। (ত্বরানী শরীফ)

রাফেজী এবং ওহাবীর কোন হক নেই যে, তারা তো মুরতাদ। কোন কাফির গায়রে যিম্মি এবং সকল কাফিরের একই অবস্থা। তাদের বেলায় শুধুমাত্র এতটুকু থাকবে যে, তাদের সাথে কোন তাল বাহানা ও অঙ্গীকার ভঙ্গ জায়েয নেই। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

লিখকঃ আবদুহুল মুযনেব আহমদ রেযা উফিয়া আনহু বিমুহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

মাসআলা-৪২ঃ ১২ জামাদিউল উলা, ১৩৩৮ হিজরী

দ্বীনের পথ প্রদর্শকগণ ও মজবুত শরীয়তের মুফতিগণের অভিমত কি যে, নিয়ায ও ফাতিহার মধ্যে পার্থক্য কি? নিয়ায ও ফাতিহা দেওয়ার মুস্তাহাব পদ্ধতি এবং যার নিয়ায-ফাতিহা দেয়া হয় তার নিকট কোন পদ্ধতিতে কিভাবে ছাওয়াব পৌঁছাবে? সে উদ্দিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য মুসলমানদের নিকট কিভাবে ছাওয়াব পৌঁছাবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ মুসলমানদের দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর কুরআন মজীদ পড়ে অথবা খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা করে যে ছাওয়াব পৌঁছায় উহাকে ওরফে 'ফাতিহা' বলে। এতে সূরা ফাতিহা পড়া হয়। আউলিয়া কেরামের উপর যে ইসালে ছাওয়াব করা হয় ওটাকে সম্মানার্থে 'নযর নিয়ায' বলে।

সূরা ফাতিহা, আয়াতুল কুরসী, তিনবার বা সাতবার অথবা এগার বার সূরা ইখলাস প্রথমে ও শেষে তিন বা এর চেয়ে অধিক বার দরূদ শরীফ পড়বে, এরপর দু'হাত উঠায়ে আরয করবে যে, হে আমার প্রভূ! আমার এ পড়াতে (আর যদি খাবার ও অন্যান্য কিছু আয়োজন হয়ে থাকে তবে এগুলোর নামও অন্তর্ভূক্ত করবে। সংক্ষেপে এ পড়াতে ও এ সমস্ত বস্তু ফাতিহাতে) যে ছাওয়াব আমাকে দেয়া হয়েছে আমার আমল অনুপাতে নয়, আপনার মেহেরবানী অনুযায়ী দান করুন। উহাকে আমার পক্ষ হতে অমুক আল্লাহর অলী, যেমন হুযুর পুরনূর সায়্যিদুনা গাউসে আযম (রাঃ) এর দরবারে নযর পৌঁছায়ে দিন। তাঁর পিতা-মাতা মশায়েখে কেরাম ও সম্মানিত আওলাদ, মুরীদগণ, মুহিব্বীনগণ, আমার মাতা পিতা, অমুক অমুক এবং সায়্যিদুনা আদম (আঃ) হতে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান অতিবাহিত হয়েছে বা হচ্ছে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বা কিয়ামত পর্যন্ত হবে সবার উপর। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪৩ঃ ২৪ জামাদিউল উল ১৩৩৮ হিজরী।

ওলামায়ে আহলে সুন্নাতগণের কি হুকুম যে, চুলে কলপ লাগানো জায়েয নাকি নাজায়েয? কোন কোন আলেমগণ জায়েযের ফতোয়া দেন। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ লাল ও হলদে খিযাব উত্তম এবং হলদে সবচেয়ে ভাল, কালো খিযাবকে হাদীস শরীফে কাফিরের খিযাব বলা হয়েছে। অন্য হাদীসে আছে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার মুখ কালো করে দিবেন তা হারাম। জায়েযের ফতোয়া বাতিল, বর্জনীয়। আমার ফতওয়ায় এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহই ভাল জানেন।

মাসআলা- ৪৪ঃ জামাদিউল উলা, ১৩৩৮ হিজরী।

রাহবরানে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন কি বলছেন যে, রাফেযী, ওহাবী, কাদিয়ানীর যবাইকৃত প্রাণী জায়েয- না জায়েয? যখন তারা 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করবে, এবং কাফির আহলে কিতাব ঈসায়ী, ইহুদীদের যবেহকৃত প্রাণীর হুকুম কি? যখন তারা 'বিসমিল্লাহ' বলে যবেহ করবে। আর মুসলিম মহিলাও যবেহ করতে পারে কি না? যখন কোন পুরুষ ওখানে না থাকে। বিস্তারিত বর্ণনা করুন প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যবেহ শুদ্ধভাবে হলে মহিলার যবেহকৃত পশু বৈধ। ইহুদীদের যবেহকৃত পশু হালাল যদি আল্লাহর নামে যবেহ করে। অনুরূপ প্রকৃত নাসারাদের যবেহকৃত পশু হালাল। ন্যাচারী ও প্রকৃতিবাদী যারা বর্তমান কালের নব্য নাসারা তাদের যবেহকৃত পশু হালাল নয়। কালিমা পড়ুয়া ন্যাচারী ইসলামের দাবী করলেও তাদের যবেহকৃত পশু মৃতের বিধান রাখে। অনুরূপ রাফেযী তাবাররায়ী (হযরত আলী রাঃ কে প্রধান্য দানকারী), ওহাবী দেওবন্দী, ওহাবী গায়রে মুকাল্লাদ, কাদিয়ানী, ছাকডালভী, ন্যাচারী এসবের যবেহকৃত পশু নাপাক, মৃত ও নিঃসন্দেহে হারাম। লাখো বার আল্লাহর নাম নিলেও, অত্যন্ত পরহেজগারী অবলম্বন করলেও তারা সকলেই মুরতাদ। মুরতাদের যবেহকৃত পশু হালাল নয়। তবে যে রাফেযীরা হযরত আলীকে প্রাধান্য দেয় না তাদের যবেহকৃত পশু হালাল। যদি তারা ধর্মীয় জরুরী বিষয়কে নিজেরা অস্বীকার না করে এবং অস্বীকারকারী রাফেযী ও অন্যান্যদেরকে মুসলমান মনে না করে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

মাসআলা-৪৫ঃ ২৫ জামাদিউল আখির, ১৩৩৮হিজরী।

আহলে শরীয়তের ওলামা-ই কেরামের অভিমত কি যে, এক রামপুরী ব্যক্তি তার সহকর্মীকে প্রশ্ন করল-তুমি আ'লা হযরত থেকে জিজ্ঞাসা কর-আমি আলেমদের মুখে শুনেছি, কাফির কিতাবীদের সাথে বিয়ে বৈধ তবে রাফেযী তাবাররায়ী, ওহাবী, কাদিয়ানীদের সাথে হারাম। প্রকৃতপক্ষে বিয়ে নয়, তা হবে যেনা। আসলে রাফেযী, ওহাবী, কাদিয়ানীরা কি কাফির কিতাবী থেকেও মারাত্মক? রাফেযীরা খোলাফা-ই কেরামকে অপবাদ দিয়ে, ওহাবীরা নবীর অবমাননা করে এবং কাদিয়ানীরা নবূয়তের দাবী করে কাফির হয়ে গেছে। তারা তো কালিমা পড়ে এবং মুসলমানের মত নামায, রোযা ইত্যাদি আমলও করে। পক্ষান্তরে কাফির কিতাবীরা রাসুলকে মানে না, নামায ও রোযা ইত্যাদি ধর্মের গুরূত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করে। এতদসত্ত্বেও রাফেযী, ওহাবী ও কাদিয়ানীদের বিয়ে নাজায়েয হলে কাফির কিতাবীর সাথে বিয়ে তো উত্তমভাবে নাজায়েয হওয়া উচিত। এ কথা বলা হয়, মুসলিম পুরুষ রাফেযী, ওহাবী ও কাদিয়ানী মহিলাকে বিয়ে করতে পারবে এ ধারণায় যে- সে তো আমার হুকুমের অধীনে থাকবে, তাকে বুঝিয়ে যে কোন ভাবে মুসলমান করে নেয়া যাবে। এ সবের বিধান কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ তেত্রিশ নম্বর মাসআলা দেখলে এর উত্তর স্পষ্ট হয়ে যায়। দুনিয়ার বিধানে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল মুরতাদ। আর মুরতাদের মধ্যে অতি দুষ্ট মুরতাদ মুনাফিক। রাফেযী, ওহাবী, কাদিয়ানী, ন্যাচারী, ছাকডালভী-যারা মুখে কালিমা পড়ে, নিজেদেরকে মুসলমান দাবী করে, নামায দোয়া আদায় করে, ওহাবীরা তো কুরআন-হাদীসের শিক্ষা দেয়, দেওবন্দীদের কিতাব-পত্রও মানে, এমন কি চিশতী, নক্সবন্দী দাবী করে পীর-মুরিদীর বেশ ধরে থাকে, আলেম-মাশায়েখদের বুলি উড়ায়। এ সব সত্ত্বেও তারা রাসুলের শানে বেয়াদবি ও মানহানি করে। ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অস্বীকারে করে। মুখে কালিমা পড়ে, মুসলমান দাবী করে,কথায় কাজে মুসলমানী প্রকাশ করার কারণে তারা ইহুদী, নাসারা, বূতপূজারী, অগ্নিপূজক সকলের চেয়ে মারাত্মক ক্ষতিকর ও দুষ্ট হয়েছে। কারণ তারা ইসলামে ঢুকে ফিরে গেছে, জেনেশোনে উল্টে গেছে, তারা অন্ধ হয়েছে বুঝেসুজে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

ذَالِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ.

তা এ জন্য যে, তারা ঈমান এনেছে, অতপর কাফির হয়েছে। তাদের অন্তরে মহর মেরে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তারা বুঝছে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

মাসআলা-৪৬ঃ ৭ রজব, ১৩৩৮ হিজরী।

এ বিষযে হানাফী ওলামা-ই কেরাম কি বলেন যে,যায়দ নিম্ম পদ্ধতিতে মানি চেঞ্জারের কাজ করে-

ক. রূপিয়ার পরিবর্তে চাঁদি লিপি দিয়ে থাকে।

খ. পূরো গিল্টি (এক প্রকারের মুদ্রা) প্রদান করে।

গ. পূর্ণ ষোল আনা পয়সা ।

ঘ. চাঁদি, গিল্টি, পয়সা সব মিলিয়ে ষোল আনা দিয়ে থাকে।

ঙ. উপরোল্লেখিত চার পদ্ধতিতে লেনদেনের সময় এক পয়সা করে কম দেয়।

চ. সে পদ্ধতিতে কারেন্সি নোট বা সিকি বা প্রত্যেকটিতে এক পয়সা করে দেয় কম।

ছ. শতে নিরান্নব্বই করে বিক্রি করে আর ক্রেতা স্বাচ্চন্দে নিয়ে যায়। এ সব পদ্ধতি বৈধ কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ উভয় দিকে চাঁদি হলে দু'টি বিষয় জরুরী। এক.দাঁড়ি পাল্লা দিয়ে সমভাবে ওজন করা। দুই.একই বৈঠকে নগদ আদায় করা। ক্রেতা বিক্রেতাকে দিবে আর বিক্রেতা ক্রেতাকে দিবে। তাতে বেশ-কম হলে হারাম। এক পক্ষে রূপিয়া অপর পক্ষে চাঁদি, গিল্ট, পয়সা বা নোট হতে হবে। তবে যে কোন এক পক্ষ হস্তগত করতে হবে। যদি বেচাকেনা করে আর বিক্রেতা ক্রেতাকে বিক্রিত বস্তু না দেয়, ক্রেতা মূল্য না দেয় তাহলে হারাম। এক পক্ষ কবজা হলে অপর পক্ষ কবজা না হলেও বৈধ। এমতাবস্থায় বেশ-কমে বিক্রি করা জায়েয। উপরোল্লেখিত সকল প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেল। তা হল বেচাকেনার বিধান। রূপিয়া, গিল্ট, পয়সা বা নোট কর্জ দিয়ে এক পয়সাও বেশি নিলে তা অবশ্যই হারাম এবং তা সুদ। আল্লাহ তায়ালা বলেন- اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল ও সুদকে হারাম ঘোষনা করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪৭ঃ ১৫ রজব, ১৩৩৮ হিজরী।

এ প্রসংগে ওলামা-ই কেরামের অভিমত কি যে, গ্রামে অনেক সময় মুসলমান ছাগল যবেহ করে চলে যায়। গোস্ত ভাগ ভাটোয়ারা করে হিন্দুরা বিক্রি করে। এরূপ গোস্ত খাওয়া মুসলমানের জন্য উচিত হবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ হারাম, কাফির যদি বলে যে, এটি সে ছাগল যা মুসলমান যবেহ করেছে, তার কথা আমলে নেয়া যাবে না। কারণ ধর্মীয় বিষয়ে কাফিরের কথা গ্রহণযোগ্য

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নয়। তবে যদি যবেহ থেকে বিক্রয় পর্যন্ত মুসলমানের সামনে থাকে। কোন না কোন মুসলমান তা দেখছে। যে কারণে এটা নিশ্চিত যে, তা মুসলমানের যবেহকৃত পশু। তাহলে তা বৈধ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪৮ঃ ২৮ রজব, ১৩৩৮ হিজরী।
সন্তানের উপর মাতাপিতার কি অধিকার আছে? এ প্রসংগে ওলামা-ই কেরামের অভিমত কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ সন্তানের উপর মাতাপিতার এত বেশি অধিকার রয়েছে যে কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁর মহান অধিকারের সাথে উল্লেখ করেছেন। اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ আমার এবং তোমার মাতাপিতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪৯ঃ
আহলে শরীয়তের অভিমত কি যে, রাফেযীদের অনুষ্ঠানে যাওয়া, মর্সিয়া (শোক গাঁথা কবিতা) শোনা, নিয়ায নেওয়া বিশেষ করে আটই মুহাররম তাদের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে কোন কিছু খাওয়া বৈধ কিনা? মুহাররমে কতেক মুসলমান সবুজ কাপড় বা কালো কাপড় পরিধান করার বিধান কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ সেখানে যাওয়া ও মর্সিয়া শোনা হারাম। তাদের নিয়াযের বস্তু গ্রহণ করা যাবে না। তাদের নিয়ায মূলতঃ নিয়ায নয়;বরং নাপাক। অন্ততঃ তাদের নাপাক হত্তির পানি অবশ্যই থাকবে। সেটা অভিশপ্ত জায়গা। অভিশাপের স্বীকার হবে। মুহাররম মাসে সবুজ ও কালো কাপড় পরা শোকের চিহ্ন। তা হারাম। বিশেষতঃ কালো কাপড় পরা দুষ্ট রাফেযীদের বৈশিষ্ট। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫০ঃ ১১ মুহাররম, ১৩৩৯ হিজরী।
নিম্নলিখিত মাসআলা প্রসংগে ওলামা-ই কেরামের অভিমত কি?
ক. কতেক সুন্নী দশই মুহাররম রুটি পাকানো ও ঝাড়ু দেয়া নিষেধ করে। বলে যে, দাফনের পরের দিন মাতম করা ও রুটি পাকানো যাবে।
খ. দশ দিন পর্যন্ত কাপড় বদলায় না।
গ. মুহাররম মাসে কোন বিয়ে শাদীর আয়োজন করে না।
ঘ. সে দিনগুলোতে ইমাম হাসান ও হুসাইন (রাঃ) ব্যতিত অন্য কারো ফাতিহা-নিয়াযের ব্যবস্থা করে না। এ সব জায়েয কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জাওয়াবঃ প্রথম তিনটি শোক। আর তা হারাম। চতুর্থটি অজ্ঞতা। প্রতি মাসে প্রত্যেক তারিখে অলী ও মুসলমানের ফাতিহা-নিয়ায দেয়া যাবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫১ঃ ১৫ মুহাররম, ১৩৩৯ হিজরী।
এ মাসআলা প্রসংগে আলেম ও ফকীহগণের অভিমত কি? যদি কোন সৈয়দ সাহেব মাথায় এত চুল রাখে যাকে ঝুলন্ত কেশরাজি বলা যায়। এত বেশি দীর্ঘ চুল রাখা বৈধ কি না? শোনা কথা যে, হযরত ইমাম হাসান ও হুসাইন রাঃ'র কেশরাজি কাঁধ পর্যন্ত ঝুলন্ত ছিল। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।
জাওয়াবঃ কাঁধ পর্যন্ত বাবরী চুল রাখা জায়েয; বরং সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। কাঁধের নীচ পর্যন্ত চুল রাখা মহিলাদের বৈশিষ্ট। পুরুষের জন্য হারাম। নবী করীম (দঃ) ফরমায়েছেন- لَعَنَ اللّٰهُ تعالٰى الْمُتَشَبِّهِيْنَ بِالنِّسَاءِ আল্লাহ তায়ালা মহিলা সদৃশ আরোপকারীদের লা'নত করেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫২ঃ ২১ মুহাররম, ১৩৩৯ হিজরী।
ইমামতি কার জন্য জায়েয, কার জন্য নাজায়েয এবং মাকরুহ? কোন ব্যক্তির ইমামতি সবচেয়ে উত্তম। এ সম্পর্কে ওলামা-ই কেরামের অভিমত কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যে কিরাতে এমন ভুল পড়ে যার কারণে অর্থ ফাসিদ হয়, বা অজু-গোসল শুদ্ধভাবে করে না, ধর্মীয় জরুরী বিষয়ের অস্বীকার করা, যেমন-ওহাবী, রাফেযী, গায়রে মুকাল্লাদ, ন্যাচারী, কাদিয়ানী, ছাকডালভী প্রমুখের পিছনে নামায একেবারে বাতিল।

যাদের গোমরাহী কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে নি, যেমনঃ ফেরকা-ই তাফযীলিয়া যারা হযরত আলীকে শায়খাইনের উপর প্রাধান্য দেয়। অথবা তাফসীকিয়া-যারা হযরত আমীরে মুয়াবিয়া, আমর বিন আ'স, আবু মুসা আশয়ারী এবং মুগীরা বিন শো'বা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমকে গালমন্দ করে। এ সবের পিছনে নামায মাকরুহ। তাদেরকে ইমাম নিয়োগ দেয়া হারাম। তাদের পিছনে নামায পড়া গুনাহ। পড়িত নামাযকে পুনরায় পড়া ওয়াজিব।

প্রকাশ্য ফাসিক তাদের কাছাকাছি বিধান রাখে। প্রকাশ্য ফাসিক, যেমন-দাড়ি মুন্ডানো, লোম নাশক ব্যবহার করা, শরয়ী সীমা থেকে কর্তন করা, মহিলার মত কাঁধের নীচে চুল রাখা, বিশেষ করে যে খোঁপার উপর বেণী বাধেঁ, রেশমী কাপড় পরিধান করা, পুরো আবৃতকারী টুপি পরা, সাড়ে চার মাশার (তিন রত্তিতে এ মাশা) চেয়ে অধিক ওজনের আংটি পরা, কয়েকটি পাথরের একটি আংটি, বা এক

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পাথরের দু'টি আংটি যদিও তা সাড়ে চার মাশার চেয়ে কম ওজনের হয়। সুদ খাওয়া বা নাচ গান দেখা। এসব দোষে দোষী ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া মাকরুহ। যে প্রকাশ্য ফাসিক নয়, কিরাতে এমন ভুল করে যার কারণে নামায ফাসিদ হয় না, অন্ধ, অজ্ঞ, গোলাম, জারজ সন্তান, চ্যাংরা সুন্দর ছেলে, কুষ্ঠ রোগী, শ্বেত রোগী- যাকে লোকেরা অপছন্দ ও ঘৃনা করে। এ সকল ব্যক্তির পিছনে নামায পড়া মাকরুহে তানযিহী। উত্তমতার বিপরীত, পড়ে থাকলে অসুবিধা নেই। এ প্রকারের ব্যক্তি যদি উপস্থিত লোকের মাঝে জরুরী মাসআলায় ভাল জ্ঞান রাখে তাহলে তাদের ইমামতি উত্তম। প্রথমোক্ত দু'প্রকার তার বিপরীত। যদিও জ্ঞানের সাগর হয়। তবে যদি ঈদ ও জুমা এক জায়গায় হয় আর সেখানে বিদআতী বা প্রকাশ্য ফাসিক ব্যতিত অন্য কোন ইমাম না থাকে তাহলে তাদের পিছনে নামায পড়া যাবে। প্রথম প্রকার তথা দেওবন্দীরা তার বিপরীত। তাদের নামায কোন নামায নয়। তাদের পিছনে কিসের নামায? যদিও তারা জুমা ও ঈদের নামাযে ইমামতি করে আর অন্য ইমাম না থাকে তাহলে জুমা ও ঈদের নামায বর্জন করা ফরয। জুমার বদলা যোহরের নামায পড়বে। ঈদের নামাযের কোন বিকল্প নেই। ইমাম নিয়োগ করতে হবে সুন্নী আকীদাধারী, কিরাত ও পাক-নাপাকের ব্যাপারে শুদ্ধ, নামাযের মাসআলা সম্পর্কে বিজ্ঞ, ফাসিক হতে পারবে না, এমন কোন দৈহিক ও আত্মীক দোষ থাকতে পারবে না যার কারণে মানুষের ঘৃনার উদ্রেক হয়। এটাই উল্লোখিত প্রশ্নের জবাবের সারাংশ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫৩ঃ ১ সফর, ১৩৩৯ হিজরী।
স্বামী-স্ত্রী একে অপরের উপর কি অধিকার রয়েছে? এসম্পর্কে ওলামা-ই কেরামের অভিমত কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর অধিকার হল খরচ-পাতি দেওয়া, থাকার ঘরের ব্যবস্থা করা, সময় মত মহর আদায় করা, সদাচরণ করা, শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে রক্ষা করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন-وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ তোমরা তাদের সাথে সদাচরণ করো।
আল্লাহ আরো বলেন-يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও স্বীয় পরিবারকে দোযখ থেকে রক্ষা করো।
স্বামীর অধিকার স্ত্রীর উপর বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদিতে আল্লাহ ও রাসুলের অধিকারের পর এমন কি মাতাপিতার চেয়েও অনেক বেশি। দাম্পত্য জীবন সংক্রান্ত বিষয়ে তার অনুগত হওয়া এবং স্বামীর মান-সম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখা অত্যাবশ্যক। তার অনুমতি ব্যতিরেকে মুহরিমদের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নিকট ছাড়া কোথাও যাওয়া যাবে না। মুহরিমদের মধ্যে মা-বাবার কাছে প্রতি আট দিন অন্তর। তাও সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। ভাই-বোন, চাচা-চাচী, মামা, খালা, ফুফীদের কাছে বছরের মাথায়। রাত্রে কোথাও যাওয়া যাবে না। নবী করীম (দঃ) ইরশাদ করেন-যদি আমি আল্লাহ ব্যতিত অন্য কাউকে সাজদা করার নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রীকে হুকুম দিতাম যেন সে আপন স্বামীকে সাজদা করে। অপর এক হাদীসে আছে-যদি স্বামীর নাশারন্দ থেকে রক্ত ও পুঁজ প্রবাহিত হয়ে তা পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত দেহে ভরে যায় আর স্ত্রী আপন জিহবা দিয়ে লেহন করতঃ তা পরিস্কার করে দেয়, তবু তার হক আদায় হবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫৪ঃ ২৯ সফর, ১৩৩৯ হিজরী।
এ বিষয়ে আহলে শরীয়তের বিধান কি যে, কতেক লোক খালি মাথায় নামায নিজে পড়ে এবং পড়ায়। দাবী করে-আমরা আল্লাহর সামনে কাকুতি-মিনতি করি। তাতে কোন অসুবিধা আছে কি? আর নামায মাকরুহ হবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যদি কাকুতি-মিনতির উদ্দেশ্যে খালি মাথায় নামায পড়ে তবে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫৫ঃ ৬ রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৩৩৯ হিজরী।
রাহবরানে দ্বীন ও মুফতিয়ানে শরয়ে মতীন কি বলছেন যে, বিছমিল্লাহ পড়ে যবেহ করতেই প্রথম দফা প্রাণীর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। মাথা চামড়ার সাথে কিছুটা লাগানো আছে। এমতাবস্থায় তা খাওয়া বৈধ হবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ উভয় অবস্থায় জায়েয। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫৬ঃ ১২ রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৩৩৯ হিজরী।
ওলামা-ই কেরামের অভিমত কি? ফাতিহার তৃতীয় দিনে চনা সামনে রেখে কালিমা তায়্যিবা পড়িত খাদ্য ভক্ষণ করা কেউ কেউ অপছন্দনীয় মনে করে। বলে বেড়ায় -অন্তর কালো হয়ে যায়। এ কথা শুদ্ধ কি না? সে কথা শুদ্ধ হলে ফাতিহার উক্ত জিনিষ কি করবে? এক এলাকায় তৃতীয় দিনের ফাতিহার চনা মুসলমানেরা আপন আপন অংশ নিয়ে মুশরিক ও চামারদেরকে দিয়ে দেয়। সেখানে এ নীতি সর্বদা প্রচলিত। কালিমা পড়িত সে ফাতিহার চনাকে মুশরিক-চামারদেরকে দেওয়া উচিত কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ ফাতিহার বস্তু ধনীরা নেবে না; ফকিরেরা নেবে। যারা সে গুলোর আশায়

www.YaNabi.in

অপেক্ষা করে আর তা পেয়ে খুশি হয় তাদের অন্তর কালো হয়। মুশরিক ও চামারদেরকে তা দেওয়া গুনাহ! গুনাহ! ফকিরেরা নিজেরা খাবে। ধনীরা নেবে না; নিলেও তা ফকির মুসলমানকে দিয়ে দেবে। এটা সাধারণ ফাতিহার হুকুম। অলীগণের নিয়ায কুলখানি নয়;বরং তাবাররুক। মান্নতে শরয়ী না হলে ধনী-নির্ধন সকলে খেতে পারে। মান্নতে শরয়ী হলে তখন ফকির ব্যতিত অন্য কারো জন্য জায়েয নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫৭ঃ ১৫ রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৩৩৯ হিজরী।
সম্মানিত ওলামা-ই কেরাম! এ মাসআলা প্রসংগে আপনাদের অভিমত কি যে, যায়দ গরু-ছাগলকে যবহের স্থানে টেনে নিয়ে যায়। প্রতিটি পশুর বিনিময়ে দু'পয়সা বা এক আনা নিয়ে নেয়। তা দিতে সক্ষম না হলে অনেক সময় যবেহকৃত পশুর মাংস নিয়ে নেয়। সে ইমামতিও করে। এখন প্রশ্ন হল যবেহ করে পারিশ্রমিক নেয়া জায়েয কি না? তার পিছনে নামায সঠিক হবে কি না? সে ব্যক্তির ইমামতি কেমন হবে? কারো মন্তব্য সেই গোস্ত খাওয়া কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নেই। কারো বক্তব্য-নবীজি স্বীয় যামানায় গাভী যবেহ করতঃ তার গোস্ত পাকায়ে তাতে আঙ্গুল ভিজিয়ে তা চোষেছেন। সে সময় নবীজি কয়েক দিনের ভূখা ছিলেন। মানুষেরা গোস্তকে খুব মজাদার খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করেছে বিধায় আপনার থেকে কুরআন হাদীসের দলীলসহ তার বিস্তারিত বর্ণনা কামনা করছি। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যবেহ করে পারিশ্রমিক নেয়াতে কোন আসুবিধা নেই। لِاَنَّـهٗ لَيْـسَ بِمَعْصِيَةٍ وَ لَا وَاجِبٌ مُتَعَيَّنٌ عَلَيْهِ কেননা পাপের কাজ নয়; আর নির্ধারিত কর্তবও নয়। তবে যবেহ করার পর এ পরিমাণ গোস্ত দিতে হবে বলে দাবী করা বৈধ নয়। কিছু দিলে বড় ক্ষতি হবে না। لِاَنَّهٗ كَقَفِيْزِ الطَّحَّانِ তা তো বিস্তৃত ভূমি থেকে এক কফীয নেওয়ার মত। বৈধ যবহের উপর পারিশ্রমিক নিলে তার পিছনে নামায পড়তে সে জন্যে কোন অসুবিধা নেই। তার ইমামতি বৈধ,শরয়ী অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে। গোস্ত খাওয়া কুরআন-হাদীস ও ইজমা-ই উম্মত দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

ক. كُلُوْا مِنْهَا وَاَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ তোমরা যবেহকৃত পশু থেকে খাও এবং অভাবী নিঃস্বদেরকে খাওয়াও।

খ. فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَ مِنْهَا يَاْكُلُوْنَ জীবের মধ্যে কিছু রয়েছে সওয়ার হওয়ার এবং কিছু খাওয়ার।

গ. وَمَا لَكُمْ اَلَّا تَاْكُلُوْا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ যে জীবের উপর আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়েছে, তা থেকে তোমাদের না খাওয়ার কারণ কি?
নবীজি উপবাস থাকার সে কাহিনীর আগামাথা নেই, তা মিথ্যা, বানোয়াট। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫৮ঃ ২৭ রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৩৩৯ হিজরী।
এ বিষয়ে ওলামা-ই দ্বীনের অভিমত কি যে, যায়দ বলেছে-শাজরা পড়া একটি ধোকার ফাঁদ। সে প্রসংগে বাহারিস্তানের মাওলানা জামী'র নিম্নলিখিত ইবারত সে নকল করেছে-

از حضرت سید بہاء الدین صاحب نقشبند پرسیدند کہ از حضرت شجرۃ شما چیست فرمودند کہ کسے از شجرہ خوانی بجائے نرسد پس خدائے عزوجل را بیگانگی شناسیم وہمہ انبیاء واولیاء ایمان اریم ومقید سلسلہ نیستیم

হযরত খাজা সৈয়দ বাহাউদ্দীন (রহঃ)'র নিকট লোকেরা জিজ্ঞাসা করল- হুযুর আপনার শাজরা কি? কেউ শুধু শাজরা পড়ে কোন উচ্চ মরতবায় পৌঁছতে পারেনি। আমরা আল্লাহকে কোন উপমা ছাড়া চিনতে পারি। আমরা সমস্ত নবী-অলীদের প্রতি বিশ্বাস রাখি। বিশেষ কোন সিলসিলার অনুসারী নই।-এ উক্তি শুদ্ধ কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ এটা নিরেট বাতিল। এ কথায় হাজারো আউলিয়া কেরামের প্রতি হামলা হয়েছে। বাহারিস্তানের যে ইবারত নকল করা হয়েছে তা বানোয়াট, জাল। সেখানে শাজরা পড়ার কোন বিষয় উল্লেখিত হয়নি। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সব বানানো। বান্দা রাসূল পর্যন্ত সম্পৃক্ত থাকার সনদ হল শাজরা। যেমন হাদীসের সনদ প্রসংগে অনেক আলেম, মুহাদ্দিস, ফকীহগণের পেশোয়া হযরত ইমাম আবদুর রশীদ বিন মুবারক (রহঃ) বলেছেন-لَوْ لَا الْاِسْنَادُ لَقَالَ فِى الدِّيْنِ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ- সিলসিলার সনদ না থাকলে ধর্মীয় বিষয়ে যে যা ইচ্ছা তা বলতো।

শাজরা শরীফ পড়ার কয়েকটি উপকারিতাঃ
ক. রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিজের সম্পৃক্ততার সনদ হেফাযত করা।

খ. নেক্কারগণকে স্মরণ করা-যা রহমত নাযিল হবার কারণ।

গ. নেয়ামত প্রাপ্তির মাধ্যমে বুযর্গদের নামে নামে ঈসালে ছাওয়াব করা হয়। ফলে তাদের কৃপাদৃষ্টি পাবার মাধ্যম হয়ে যায়।

www.YaNabi.in

ঘ. নিরাপদ থাকাবস্থায় তাদের নাম নিলে তাঁরাও মুসীবতের সময় তাকে রক্ষা করবেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেছেন- تَعْرِفْ اِلَى اللّٰهِ فِى الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِى الشِّدَّةِ আরামের সময় তুমি খোদাকে চিনলে বিপদের সময় খোদা তোমাকে চিনবে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)'র সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ থেকে হযরত আবুল কাসেম তা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫৯ঃ এ মাসআলা প্রসংগে ওলামা-ই কেরামের অভিমত কি? মসজিদে খানাপিনা বৈধ, মাকরুহ না হারাম? নফল ই'তিকাফের নিয়তে যে ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করেছে সে তাতে খাওয়া-দাওয়া করতে পারবে কি না? খাওয়ার অনুমতি থাকলেও তা কি ঢুকা মাত্রই, না কিছু যিকর-আযকার করার পর? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যে খানা-পিনা মসজিদে পড়ে ময়লা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তা সাধারণভাবে হারাম; ই'তিকাফকারী হোক বা না হোক। যদি খানা-পিনার কারণে মসজিদে ময়লা হবার আশংকা থাকলে খানা-পিনা উভয়ের একই হুকুম। সে অবকাশ না থাকলে যে ই'তিকাফকারী নয় তার জন্য মাকরুহ। ই'তিকাফকারীর জন্য মুবাহ। বাস্তবিকই ই'তিকাফের নিয়ত করলেই খানাপিনা করতে পারবে। যদি খাওয়া-দাওয়ার উদ্দেশ্যে ই'তিকাফের নিয়ত করলে প্রথমে কিছু যিকর আযকার করে পরবর্তীতে খাবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৬০ঃ আলেম ও মুফতিগণ!এ মাসআলা প্রসংগে অভিমত কি যে, যায়দ এক মহিলাকে বিয়ে করার পর তার জীবদ্দশায় সে স্ত্রীর ছোট বোনকে বিয়ে করল। দ্বিতীয় বিয়ে বৈধ কি না? দু'বোন থেকে যে সব সন্তান-সন্ততি জন্ম লাভ করেছে তারা যায়দের পরিত্যাক্ত সম্পত্তি পাবে কি না? উভয়ই মহরের অধিকারী হবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যে স্ত্রী দাম্পত্য জীবন বা ইদ্দতের মধ্যে রয়েছে তার বোনকে বিয়ে করা নির্ঘাত হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেন- وَاَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْاُخْتَيْنِ দু'বোনকে একত্রে বিয়ে করা হারাম। তাদের থেকে যে সব সন্তান হবে তা হারামের বাচ্চা; তবে জারজ সন্তান নয়। তাদেরকে জারজ সন্তান বলা বৈধ নয়। দ্বিতীয় বোনের গায়ে স্পর্শ করার পূর্বে প্রথম বোন হালাল ছিল। এর পূর্বে যে সমস্ত সন্তান জন্ম লাভ করেছে তারা হালাল। পরে যে সব সন্তান প্রসব করেছে তারা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম; তবে জারজ সন্তান নয়। যেহেতু সব সন্তান যায়দ থেকে জন্ম লাভ

www.YaNabi.in

করেছে, সেহেতু যায়দের তর্কা পাবে। কারণ বংশ সাব্যস্ত আছে। তবে দ্বিতীয় স্ত্রী তর্কা পাবে না। কারণ সে বিয়ে ফাসিদ। উভয় স্ত্রী মহরের হকদার। প্রথমটি বিয়ের কারণে, দ্বিতীয়টি প্রকৃত সহবাসের কারণে। তবে নির্জনতা পাওয়া গেলেও মহর ওয়াজিব হবে না। দ্বিতীয় স্ত্রী মহরে মিছল বা ধার্যকৃত মহরের মধ্যে তুলনামূলক কমটা পাবে। 'দুররুল মুখতার'এ আছে-

يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ فِى نِكَاحٍ فَاسِدٍ وَهُوَ الَّذِىْ فَقَدَشَرْطًا مِنْ شَرَائِطِ الصِّحَّةِ كَشُهُوْدٍ وَ مِثْلُهُ تَزَوَّجَ الْاُخْتَيْنِ مَعًا وَنِكَاحُ الْاُخْتِ فِى عِدَّةِ الْاُخْتِ اه بِالْوَطْءِ لَا بِغَيْرِهٖ كَالْخَلْوَةِ وَ لَمْ يَزِدْ مَهْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْمُسَمّٰى لِرِضَاهَا الْحَطَّ وَ لَوْ كَانَ دُوْنَ الْمُسَمّٰى لَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ

'ফাসিদ বিয়েতে মহরে মিছল ওয়াজিব। তা হল ঐ বিয়ে যাতে বিয়ে শুদ্ধ হবার শর্ত সমূহ হারিয়ে গেছে। যেমন- সাক্ষী থাকা বিয়ের জন্য শর্ত। অনুরুপভাবে দু'বোনকে এক সাথে বিয়ে করা এবং ইদ্দতের মধ্যে অপর বোনকে বিয়ে করা। সহবাস দ্বারা একমাত্র মহর ওয়াজিব হবে; মেলামেশা বা অন্য কিছু দ্বারা নয়। মহরে মিছল ধার্যকৃত মহর থেকে বেশি হতে পারে না। কেননা মহিলা কমের মধ্যে রাজি আছে। ধার্যকৃত মহর থেকে মহর মিছল কম হলে সেটাই ওয়াজিব।

হেদায়া 'বাবু নিকাহে রাকীক 'এ আছে-

بَعْضُ الْمَقَاصِدِ فِى النِّكَاحِ الْفَاسِدِ حَاصِلٌ كَالنَّسَبِ وَوُجُوْبِ الْمَهْرِ وَ الْعِدَّةِ

ফাসিদ বিয়েতেও কোন কোন উদ্দেশ্য হাসিল হয়। যেমন- বংশ, মহর আদায় ও ইদ্দত সাব্যস্ত হয়।

'দুররুল মুখতার' গ্রন্থে রয়েছে-

يَسْتَحِقُّ الْاِرْثَ بِنِكَاحٍ صَحِيْحٍ فَلَا تَوَارُثَ بِفَاسِدٍ وَلَا بَاطِلٍ اِجْمَاعًا

সর্ব সম্মতিক্রমে সহীহ বিয়ে দ্বারা তর্কার হকদার হয়, ফাসিদ ও বাতিল বিয়ে দ্বারা নয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

= o =

আহকাম-ই শরীয়ত

২য় খন্ড

মাসআলা-১ঃ এ মাসআলার ব্যাপারে আলেমে দ্বীনগণ কী বলেছেন? যায়দের উক্তি মাগরিবের সময় খুবই কম, তাই মাগরিবের নামাযে ছোট সূরা পড়া হয় আর পরে দু'রাকাআত সুন্নাত এবং নফল পড়ার সময় থাকে না অথবা পাঁচ ছয় মিনিট বাকী থাকে।

আমর বলল- মাগরিবের নামায প্রথম ওয়াক্তে পড়া এবং ছোট সূরার মাধ্যমে পড়া মুস্তাহাব।

মাগরিবের সময় যতক্ষণ পর্যন্ত না আকাশে লালিমা থাকে এবং আধ ঘন্টার চেয়ে সময় বেশি থাকে। কাজেই আবেদন হল-মাগরিবের সময় কতটুকু থাকে আর কত সময় পর্যন্ত দেরী করা যায়। যায়দ ও আমরের কথার সত্যায়িতা কতটুকু? লালিমার পর যে শুভ্রতা থাকে সে সময় কোন ব্যক্তি মাগরিবের নামায আদায় করলে জায়েয হবে কি না? মাকরূহ ব্যতীত কতক্ষণ পর্যন্ত পড়া জায়েয? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যায়দের মূল কথাই ভুল। সে তার স্বভাব অনুযায়ী এ কথা বলেছে। সে সন্দেহ প্রবণ হয়ে বলছে পাঁচ অথবা ছয় মিনিট আরো অবশিষ্ট থাকে, এ সব তার ধারণাপ্রসূত মাত্র, যেগুলো শরীআতের কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হারাম। বরং মাগরিবের সময় শুভ্রতা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত থাকবে। যা পশ্চিম দিকে উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে প্রভাতের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়। এরূপ না হয়ে বরং উপরে আসমানের দিকে লম্বাভাবে সুবহি কাযিবের মত অবশিষ্ট থাকলে তা ধর্তব্য হবে না। সূর্য ডুবে যাওয়া থেকে এ আলোকিত সুভ্রতা এ শহরে কম পক্ষে এক ঘন্টা আটার মিনিট সময় থাকে। বেশি হলে ১ ঘন্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট। আটার থেকে পঁয়ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত সময় পরিবর্তন হয়ে থাকে। কোন কোন দিনে সুভ্রতা ১ ঘন্টা আটার মিনিট আবার কোন কোন দিনে ১ ঘন্টা ঊনিশ মিনিট, কোন সময় পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে ডুবে যায়। রাদ্দুল মুখতার কিতাবে আছে,

اَلشَّفَقَ هُوَ الْحُمْرَةُ عِنْدَهُمَا وَبِهٖ قَالَتِ الثلثةُ وَاِلَيْهِ رَجَعَ الامامُ وَالمُحَقِّقُ فى الفتحِ بانّه لَايُسَاعِدُهٗ روايةٌ وَلَادِرايةٌ الخ وقال تلميذُهٗ العلامة قاسم فى تصحيحِ القدورِي ان رجوعَهٗ لم يَثبت لِمَا نَقلهُ الكافةُ مِنْ لَدُنْ الائمةُ الثلثةُ

اِلٰى اَلْيَوْمِ مِنْ حِكَايَةِ القَوْلين ودَعْوٰى عملَ عامةِ الصَّحَابةِ بِخِلَافِهٖ خلاف المنقولِ قَالَ فى اَختيارَ الشفقُ البِيَاضُ وَهُوَ مَذْهَبُ الصِّدِّيْقِ الخ۔

হ্যাঁ, মাগরিবের নামায তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব আর কোন ওযর ব্যতিত দু'রাকাআত পরিমাণ সময় দেরি করা মাকরূহে তানযীহ হবে। অর্থাৎ উত্তমতার বিপরীত, দুররুল মুখতার কিতাবে আছে-

وَالْمُسْتَحَبُّ التَعْجِيْلُ فِى المغرِبِ مُطْلقًا وتَاخِيْرُ قدرِرَكْعتينِ يُكْرهُ تَنْزِيْهًا۔

আর কোন ওযর ছাড়া এতটুকু দেরি করা যার কারণে তারকারাজি প্রকাশিত হয়ে যায়, তাহলে মাকরুহে তাহরিমী এবং গুনাহ হবে। উক্ত কিতাবে আরো আছে,

وَالْمَغْرِبَ اِلٰى اِشْتِبَاكِ النَّجُوْمِ امى كَثْرَتِهَا كَرِهَ تَحْرِيْمًا اِلَّا بِعُذْرٍ

মাসআলা-২ঃ ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে নিম্মলিখিত মাসআলা সমূহের হুকুম কি?

(ক) স্বর্ণালংকার অথবা রৌপ্যালংকার যা প্রতিদিন ব্যবহৃত হয় অথবা রেখে দেওয়া উভয়ের উপর যাকাত দিতে হবে কি?

(খ) যে সময় অলংকার বানায় ওই সময়ের মূল্য নাকি বর্তমান বাজারের মূল্য অনুপাতে যাকাত দিতে হবে?

(গ) যে টাকা ব্যবসায় তথা সঞ্চয়পত্র বা ভাড়ার কাজে খাটানো হয় তার উপর যাকাত কি হিসাবে দেবে?

(ঘ) শতে কি পরিমাণ যাকাত প্রদান করা হবে?

(ঙ) যাকাতের টাকা কোন কাজে মুশরিক, ওহাবী, রাফেযী, কাদিয়ানী প্রমুখকে দেয়া যাবে কি না?

(চ) যাকাত কাকে দেওয়া উত্তম? ভাই-বোন, পিতা-মাতা, যে সাহেবে নিসাব নয় তাদেরকে দেওয়া যাবে কিনা?

(ছ) ছাপ্পান্ন রূপিয়া যে ব্যক্তির নিকট থাকে সে সাহেবে নিসাব হয়, সে যাকাত হিসেবে কি দেবে?

(জ) কোরবানী কার উপর আবশ্যক, কোরবানী করা ওয়াজিব নাকি ফরয?

(ঝ) কতেক মুসলমান ইদানিং ভারতের মধ্যে গাভী দ্বারা কোরবানী করাকে মুশরিকদের সন্তুষ্টার্থে নিষেধ করে বলে যে, ছাগল দিয়ে কোরবানী কর। কোন ধরনের পশু কোরবানী করা হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

www.YaNabi.in

জাওয়াবঃ

(ক) অলংকারের যাকাত দিতে হবে, সর্বদা তা ব্যবহার করুক বা না করুক। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(খ) স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য যাকাত দেওয়া হবে। তখন বাজার দরের কোন প্রয়োজন থাকে না, পরিমাপ করে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিবে। হ্যা যদি স্বর্ণের পরিবর্তে রৌপ্য এবং রৌপ্যের পরিবর্তে স্বর্ণ দেওয়া প্রয়োজন হয় তাহলে বাজার দরের প্রয়োজন হবে। বানানোর সময়ের দর ধৈর্তব্য হবে। আদায় করার মুহুর্তে নয়। আদায় করাটা বৎসরের শুরুতে হোক বা পরে হোক। বরং যে সময় সেই ইহার মালিকে নিসাব হয়েছিল ওই আরবী মাস, তারিখ এবং সময় আসবে ইহার যাকাত দেওয়া বছর পরিপূর্ণহবে। সেই সময়ের বাজার দর ধরা হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(গ) বছর পরিপূর্ণ হলে বাজারের নিয়মানুযায়ী তার এই ব্যবসায়ী মালের মূল্য হিসাব করে তার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ঘ) শতে আড়াইয়াংশানুপাতে দেয়া সহজতর। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ঙ) তাদেরকে যাকাত দেওয়া হারাম, আর যদি তাদেরকে দেওয়া হয় তাহলে যাকাত আদায় হবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(চ) যাকাত দাতার উর্ধতন পুরুষ তথা মা, বাপ, দাদা, দাদি, নানা, নানি এবং অধস্তন পুরুষ তথা নাতি-নাতনি ও পতিদেরকে যাকাত প্রদান করবে না, আর যদি ভাই বোন যাকাত খাওয়ার মত হয়, তাহলে তাদেরকে যাকাত দেওয়া উত্তম। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ছ) ছাপ্পান্ন রূপীয়ার চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(জ) মালিকে নিসাব যে প্রয়োজনীয় চাহিদা ব্যতিত ছাপ্পান্না রূপিয়া সম্পদের মালিক হয় তার উপর কোরবানী ওয়াজিব। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ঞ) মুশরিকদের খুশির জন্য গাভী দ্বারা কোরবানী করা বন্ধ করে দেওয়া হারাম, একেবারে হারাম। যে ব্যক্তি তা করবে সে জাহান্নামের কটিন শাস্তিযোগ্য হবে এবং কিয়ামতের ময়দানে মুশরিকদের সাথে তাকে এক রশিতে বাধা হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ ।

মাসআলা-৩ঃ হে আলেমে দ্বীনগন এবং ফকীহগন এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন? যে ব্যক্তির যিম্মায় দশ বা বার অথবা চৌদ্দ বছরের নামায কাযা হয়েছে সে কিভাবে পূর্ণ করবে? সহজ পদ্ধতি বলে দিন। নিয়্যাত কিরূপ? বিতরের নামায কাযা পড়তে হবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ কাযা নামায দিনে বিশ রাকাআত হয়ে থাকে। দু'রাকাআত ফযরের ফরয, চার রাকাআত যোহরের ফরয, চার রাকাআত আসরের ফরয, তিন রাকাআত মাগরিবের ফরয, চার রাকাআত এশার ফরয এবং বিতরের তিন রাকাআত। কাযা নামায আদায় করার সময় এ নিয়্যত করা আবশ্যক যে, আমি সর্ব প্রথম অথবা সর্ব শেষে ফযরের নামায, যা আমার উপর কাযা হযেছে। অথবা যা আমি সর্ব প্রথম বা সর্বশেষ যোহরের নামায যা আমি আদায় করি নি। এভাবে প্রত্যেক নামাযের নিয়্যত করবে। আর যাদের কাছে কাযা নামায বেশি হয় সহজের জন্য যদি এভাবে আদায় করে যে, প্রত্যেক রুকু এবং সিজদার মধ্যে তিন বার সুবহানাকা রাব্বিআলা আ'লা, সুবহানা রাব্বীয়াল আযীম এর স্থানে শুধু এক বার বলবে। কিন্তু এটা সর্বদায় প্রত্যেক নামাযের মধ্যে স্বরণ রাখতে হবে যে, যখন মানুষ রুকুর মধ্যে পুরাপুরি চলে যাবে, তখন সুবহানা'র সীনকে আরম্ভ করবে আর যখন আজীম'র মীম শেষ করবে সেই সময় রুকু থেকে মাথা উঠাবে। তেমনিভাবে সিজদার মধ্যেও করবে। একজন অধিক কাযাকারী ব্যক্তির জন্য সহজতর পদ্ধতি এটাই। দ্বিতীয় সহজতর পদ্ধতি হল যে, প্রত্যেক তিন রাকাআত এবং চার রাকাআত বিশিষ্ট ফরয নামাযের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাকাআতে আলহামদু শরীফ পড়ার স্থানে শুধু সুবহানাল্লা তিনবার পড়ে রুকুতে চলে যাবে। কিন্তু বিতরের তিনো রাকাআতে 'আলহামদু' এবং সূরা উভয়টি পড়তে হবে। তৃতীয় সহজতর পদ্ধতি হল এ যে, পরিশেষে اَلتَّحِيَّاتُ এর পরে দরুদের এবং দোয়ার উভয় স্থানে শুধুমাত্র اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ পড়ে সালাম ফিরায়ে ফেলবে। চতুর্থ সহজতর পদ্ধতি হল এ যে, বিতর নামাযের মধ্যে দোআ কুনুতের স্থানে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে শুধু একবার বা তিন বার رَبِّ اغْفِرْلِيْ বলবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪ঃ এ মাসআলায় পবিত্র শরীআতের কি হুকুম যে, তিন হাকিকী ভাই এক জায়গায় বসবাস করে। কিছু দিন পর তিন ভাই পৃথক হয়ে গেল। দুই ঘরের দরজা একস্থানে রইল, তৃতীয় জনের দরজা পৃথক করে অন্য দিকে বানায়েছে। কিন্তু সেস্থানে আসা যাওয়া করার পথ রয়েছে একটি- যার কারণে তিন ভাইয়ের স্থান এক মনে হয়। এ জানালা যুক্ত ঘরের বাসিন্দা ইন্তিকাল হয়ে গেল। অতপর মরহুমের স্ত্রী ইদ্দত পালনের সময়ে ঐ জানালা দিয়ে পিছনস্থ উভয় ঘরের মধ্যে

www.YaNabi.in

যেতে পারবে কিনা আর পিছনস্থ উভয় ঘরের মালিকেরও মৃত্যু হয়ে গিয়েছিল। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ মৃত ব্যক্তির বসবাসের স্থান ওটাই ছিল বিধায় স্ত্রী সেই ঘরের মধ্যেই ইদ্দত পূর্ণ করবে। জানালা উভয় ঘরকে এক করতে পারবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ ।

মাসআলা-৫ঃ এ মাসআলার ব্যাপারে আলেমে দ্বীনগণ কি মন্তব্য করেছেন যে, যায়েদ এক মেয়েকে বিবাহ করার পর জানতে পারল যে, মেয়েটি কঠিন রোগে আক্রান্ত আর সন্তান ধারণ করা একেবারে সাধ্যের বাইরে আর কাজ কর্ম সম্পাদন করতে একেবারে অক্ষম। দু'বৎসর পর্যন্ত যায়েদ নিজের স্ত্রীর চিকিৎসা করল, কিন্তু কোন ধরনের পরিবর্তন হয়নি। অপারগ হয়ে যায়েদ আরেকটি বিবাহ করল। প্রথম স্ত্রীর পিতা-মাতা তাদের মেয়েকে তাদের ঘরে নিয়ে গেল আর যায়েদ ওখানে যেতে অস্বীকার করতঃ অনেক বার যায়েদ তার স্ত্রীকে আনার জন্য গিয়ে বহু অনুরোধ করলো। প্রথম স্ত্রীর পিতা-মাতারা কিছুতেই রাজি হলনা। যায়েদ তাকে আনার জন্য চেষ্টার মধ্যে ছিল। এমতাবস্থায় যায়েদের পিছনে নামায পড়া জায়েয হবে নাকি হবে না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যদি ও বা এই ঘটনা বাস্তব সত্য। তারপরও যায়েদের অপরাধ কি? তার পিছনে নামায পড়া নির্ঘাত জায়েয। যদি ইমামতের শর্তসমূহ পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, لَاتَزِرُوَازِرَةٌ وِّزْرَاُخْرٰى - কোন বোঝা বহনকারী আত্মা অপর আত্মার বোঝাকে বহন করবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ ।

মাসআলা-৬ঃ আলেমে দ্বীনগণ এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, যায়েদ এক বাজারী নষ্ঠা মহিলার ছেলে। ছোট বেলা থেকে যায়েদের জোঁক আলেম হওয়ার প্রতি ছিল। পরিশেষে সে আলেমেও হলেন, এখন কথা হলো তার পেছনে নামায জায়েয হবে কি না? কেননা তার পিতার কোন পরিচয় নেই, কে তার পিতা কোন পাত্তা নেই? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ নামায জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন কথা নেই বরং সে যদি আলেম হয় এবং সুন্নী আকীদাধারী হয় তাহলে তার পিছনে নামায নিষেধ হবার কোন কারণ নেই। সে ইমামতি করার হকদার, যখন উপস্থিতির মধ্যে তার চাইতে বেশি কারো কাছে শরয়ী মাসআলার জ্ঞান না থাকে। যেমন দুররুল মুখতার ও অন্যান্য গ্রন্থে রয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ

মাসআলা-৭ঃ এব্যাপরে শরীআতের কি হুকুম? কোন খাবারের দাওয়াত সুন্নাত, আর কার খাবারের দাওয়াত বাদ দিতে হয়। আর কোন দাওয়াত গ্রহণ না করা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গুনাহ? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ অলীমা (বৌভাতা)'র দাওয়াত কবুল করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। যখন সেখানে গুনাহের কাজ না হয় আর অপরাধমূলক কাজ না হয় আর শরীআতের কোন বাঁধা না থাকে। ওখানে গিয়ে আহার গ্রহণ করা না করার স্বাধীনতা রয়েছে। সাধারণ দাওয়াত কবুল করা উত্তম, যখন সেখানে কোন শরীআতের বাঁধা না থাকে আর সেটার চাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ না থাকে।বিশেষকরে কেউ দাওয়াত করলে কবুল করা না করার স্বাধীনতা রয়েছে। রাদ্দুল মুহতারে আছে,

دُعِیَ الیٰ وَلِیْمَةٍ هی طعامُ العُرْسِ وقیلَ الوَلیمةُ اِسْمٌ لِکُلِّ طعامٍ وفی الهندیة عن التمرتاشی اختلفَ فِی اجابةِ الدعوی قال بعضهم واجبةٌ لایسعُ ترکُها وقال العامة هی سنةٌ والافضلُ ان یُجِیْبَ اذا کانتْ وَلیمةٌ والِّافهو مخیّرٌ والاجابةُ اَفضلُ لِاَنَّ فیها ادخالَ السّرورِ فِي قَلْبِ المؤمنِ واذا اجابَ فعل ماعلیه اکلَ اوْلَاوالافضلُ ان یاکلَ لوغیرَ صائمٍ وفی البنایة اجابتُه الدعوة سنةٌ ولیمةً اوْ غیرُها واما دعوةٌ یقعُدُبها التطاولُ اوْانشاءُ الحمْدِ اوْمَا اشبَهَهُ فَلَا یَنْبَغِیْ اِجَابَتُهَا لاسیّما اهلَ العلمِ اه ملخصا وفی الاختیار ولیمةُ العُرْسِ سنةٌ قدیمةٌ ان لم یجبْها اَثِمَ وجفًالِاَنّه استهزاءٌ بالمضیفِ اه ومُقتضاه انّها سنةٌ مؤکدةٌ بِخِلاف غیرها وصرّح شُرّاحُ الهدٰیةِ بانّها قریبةٌ مِنَ الواجِبِ وفِی التاتارخانیةِ عَنِ الیُنابِیعِ لَوْدُعِیَ الیٰ دعوتِهٖ فالواجبُ الاجَابَةُ اِنْ لَمْ یَکُنْ هُنَاكَ معصیةٌ ولابِدْعةٌ والامتناعُ اسلَمُ فی زمانِنَا اِلّااِذَاعلم یَقِیْناً ان لابدعةَ ولَامعصیةَ اه والظاهر حَمْلُهٗ علی غیرِ الوَلِیْمَةِ لِمَا مَرّتاملْ اه۔

'অলীমা তথা শাদীর খাদ্যের দিকে দাওয়াত দেয়া যায়। কেউ কেউ বলেন- যে কোন খাদ্যকে বলা হয়। তামারতাসী থেকে হিন্দিয়াতে রয়েছে, এদাওয়াত গ্রহণের ব্যাপারে মতানৈক্য আছে। কতেক আলেম বলেছেন-তা ওয়াজিব, ত্যাগ করার সুযোগ নেই। অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, তা সুন্নাত। অলীমা হলে কবুল করা উত্তম, অন্যথায় ইখতিয়ার রয়েছে। তবে মুমিনের অন্তরে আনন্দ যোগায় বিধায় তা কবুল করা উত্তম। কবুল করার পর খানা গ্রহণ করা না করা ইচ্ছাধীন বিষয়। রোযাদার না হলে খানা গ্রহণ করা উত্তম। বেনায়া গ্রন্থে রয়েছে-অলীমা বা অন্য

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অনুষ্ঠানে দাওয়াত কবুল করা সুন্নাত। যে অনুষ্ঠানে অহংকার, খোদপ্রশংসা বা ইত্যাদি থাকে তাতে হাজির হওয়া বিশেষ করে আলেম সমাজের জন্য উচিত নয়। শাদীর অলীমা গ্রহণ করা সুন্নাতে ক্বাদীমা। মেযবানের প্রতি অবজ্ঞা হওয়ার কারণে দাওয়াত কবুল না করলে গুনাহগার ও তার প্রতি জুলুম হবে। মূলতঃ তা সুন্নাতে মুয়াককাদা, অন্যান্য অনুষ্ঠান তার বিপরীত। হেদায়ার ব্যাখ্যাকারগণ উহাকে ওয়াজিবের নিকটবর্তী বলেছেন। তা-তারখানীয়াতে রয়েছে-এরূপ দাওয়াতে সাড়া দেওয়া ওয়াজিব; যদি কোন পাপ ও বিদয়াত কর্ম না চলে। বর্তমানে তা থেকে বিরত থাকাই নিরাপদ; তবে যদি বিদয়াত ও পাপ কর্ম খেকে মুক্ত হলে অসুবিধা নেই। এটা অলীমা ব্যতিত অন্যান্য অনুষ্ঠানের উপর প্রযোজ্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৮ঃ আলেমেদ্বীনগন এবং শরীআতের মুফতীগণ! কি বলেন, নিম্নলিখিত মাসআলার ব্যাপারে-

(الف) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজের রাতে বুরাকে আরোহন করার সময় আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এই ওয়াদা নিলেন যে, কিয়ামতের দিন যখন লোকেরা নিজ নিজ কবর সমূহ থেকে উঠবে তখন প্রত্যেক মুসলমানদের কবরে এক একটি বুরাক পাঠাবেন। যেমনি ভাবে আজকে আমার জন্য পাঠানো হয়েছে, এই বিষয়টা ঠিক নাকি বেঠিক? কেননা তা مَعَارِجُ النُّبُوَّةِ কিতাব থেকে লোকেরা বর্ণনা করে থাকেন।

(ب) مَعَارِجُ النُّبُوَّةِ কিতাবটি কোন ধরনের কিতাব এবং তার মুসান্নিফ (রাঃ) আহলে সুন্নাতের মুহাক্কিক আলেম ছিলেন কিনা?

(ج) বেশ্যা মহিলা- যার আয় শুধু হারামের উপর তার ঘরে মিলাদ শরীফ পড়া এবং তার হারাম আয় থেকে পাকানো শিরনীতে ফাতিহা দেওয়া জায়েয কিনা?

(د) মিলাদ শরীফের মজলিসে মিলাদ শরীফের বর্ণনার পর ইমাম হুসাইন রাদ্বি আল্লাহ তাআলা আনহু'র আলোচনা এবং কারবালার ঘটনা বলা জায়েয আছে কিনা?

(ه) খাতুনে জান্নাত বতুলে যোহরা রাদ্বি আল্লাহ তাআলা আনহা সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা করা যে, রোজ হাসরে তিনি আপাদ মস্তক বিবস্ত্র প্রকাশিত হবে। আর ইমাম হুসাইন এবং ইমাম হাসান রাদ্বি আল্লাহ তাআলা আনহুমার রক্তমাখা বিষযুক্ত পোষাক কাঁধের উপর নিয়ে এবং নবী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ওয়াসাল্লামের দাঁত মোবারক- যেটা উহুদের ময়দানে শহীদ হয়েছিল তা হাতে নিয়ে আল্লাহ তাআলার দরবারে উপস্থিত হবেন এবং আরশের পা ধরে নাড়া দিয়ে রক্তের বদলায় গুনাহগার উম্মতের গুনাহ ক্ষমা করাবেন।

(و) মিলাদ শরীফ পড়ার পূর্বে নির্ধারণ করে দেওয়া যে, এক টাকা দিলে পড়াব; এর চেয়ে কম দিলে পড়াব না। ব্যবসায়িক নিয়তে এরূপ বলা জায়েয কিনা?

(ز) হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মে'রাজ রাত্রিতে আল্লাহর আরশের উপর জুতা মোবারকসহ নিয়ে যাওয়ার কথাটা সহীহ কিনা?

(ح) রাফেজীরা মহররম মাসে শাহাদতের আলোচনা, কারবালার শহীদগণের মুসীবতসমূহ স্মরণ করতঃ মর্ছিয়া, শোকগাঁথা- বিরহের কবিতা আবৃতি করা জায়েয কিনা?

(ط) বর্ণনা করা হয় যে, মে'রাজের বাত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত পিতা-মাতা রাদ্বি আল্লাহু আনহুমাকে শান্তিরত দেখানো হলো। আল্লাহ তাআলা আহবান করেন- হে আমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আপনার পিতা-মাতা অথবা আপনার উম্মত ব্যাপারে ক্ষমা চান। তিনি আপন মাতা-পিতাকে ছেড়ে উম্মতকে ইখতিয়ার করলেন, এই কথা শুদ্ধ কিনা?

(ى) যায়দ উল্লেখিত প্রশ্নোত্তর জেনে যদি নিজে উপরে উল্লেখিত কথা ও কর্মসমূহ থেকে ফিরে না আসে এবং তাওবা না করে বরং সে উত্তরগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। যদি এ আলোচনা-সমালোচনা চালু রাখে তার মাধ্যমে মিলাদ পড়ানো জায়েয হবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ

(الف) ঘটনাটির ভিত্তি নেই।

(ب) সুন্নী ওয়ায়েজ ছিল। কিতাবে ভাল-মন্দ সব কিছুর সংমিশ্রণ হয়েছে।

(ج) এরূপ সম্পদের শিরনীর উপর ফাতিহা করা হারাম। যতক্ষণ না সম্পদ পরিবর্তন করতঃ মজলিসের আয়োজন করে। এই ব্যক্তি কোন ভাল খেয়ালে কাজ করতে চাইলে সে করতে পারবে আর তার জন্য কোন স্বাক্ষীর প্রয়োজন নেই। যদি সে বলে যে, আমি কর্জ করে এই মাহফিল করেছি এবং সেই কর্জ আমার হারাম সম্পদ থেকে আদায় করেছি। তাহলে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। যেমনিভাবে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রয়েছে হিন্দিয়া ইত্যাদি গ্রন্থে। যদি শিরনী নিজের হারাম সম্পদ থেকেই ক্রয় করে। আর কেনার সময় অদল-বদল করে দেয় অর্থাৎ হারাম টাকা দেখায়ে তার বিনিময় বস্তু দিয়ে ক্রয় করে তাহলে এ শিরনী গ্রহণযোগ্য অভিমতানুসারে হারাম হবে না। যে শিরনী যেনা বা গান-বাজনার বিনিময় দ্বারা ক্রীত অথবা সে অবৈধ কাজের হোতাদের নিকট তুহফা হিসেবে প্রেরিত অথবা ক্রয় করার চুক্তি নগদ হারাম সম্পদের উপর হয়েছে। ওই শিরনী হারাম এবং এর উপর ফাতিহা দেওয়া হারাম। এই হুকুম তো শিরনী এবং ফাতিহার উপর হয়েছে, কিন্তু তার সেখানে যাওয়া যদিও বা মিলাদ শরীফ পড়ার জন্যও হয় তবু গুনাহ, পাপের অপবাদ অথবা তোহমত থেকে মুক্ত নয়। আর এই সব থেকে বাচাঁর নির্দেশ হাদীস শরীফে আছে,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلَايَقِفُ مَوَاقِعَ التُّهَمِ -

যে আল্লাহ তাআলা এবং কিয়ামতের দিনের উপর ঈমান রাখে, সে কখনো অপবাদের স্থানে দন্ডয়মান হবে না। প্রথমতঃ তার খাট, বিছানা এবং তার প্রত্যেক ব্যবহারের জিনিস সন্দেহ এবং নাপাকসমূহের উপরই আছে-যা আহলে তাকওয়ার অর্ন্তভুক্ত নয়। তাদেরকে উহাদের সাথে আগুন এবং বারুদের নিকটবর্তী করে দেওয়া হবে। আর যারা আহলে তাকওয়া তাদের বেলায় কামারের ভাটির তুল্য হবে; কাপড় না জললেও কালো ধোঁয়া অবশ্যই হবে। অতপর নিজের আত্মার উপর ভরসা করা এবং শয়তানকে দুরে মনে করা আহমকের কাজ হবে। وَمَنْ وَقَعَ حَوْلَ الْحِمَى اَوْشَكَ اَنْ يَقَعَ فِيْهِ- যে কূপের পার্শ্বে থাকে সে উহাতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হবে।

(د) ওলামায়ে কিরামগণ মিলাদ শরীফের মজলিসে শাহাদাতের আলোচনা করতে নিষেধ করেছেন। ওই মজলিস হলো আনন্দের; চিন্তার আলোচনা করা উচিত হবে না।

(ھ) এই সব কথা মিথ্যা, বানোয়াট , বিয়াদবি ও অপবাদমুলক । পূর্ব ও উত্তরসূরি সকলের সমাবেশে তিনি উলঙ্গ অবস্থায় তাশরীফ নেওয়া কিভাবে সম্ভব- যার খালি মাথা কখনও আসমানও দেখতে পাইনি! তিনি যখন পুলসিরাত অতিক্রম করবেন আরশের নিচ থেকে একজন আহবানকারী আহবান করবে- হে আহলে মাহশর! নিজেদের মাথা ঝুকিয়ে নাও এবং নিজেদের চোখ বন্ধ করে নাও। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কন্যা পুলসিরাত অতিক্রম করবে। তারপর ওই নুর এক বুরাকের মত সত্তর হাজার হূরের সমাবেশ নিয়ে অতিক্রম করবেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(و) আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা এরশাদ করেন, لَاتَشْتَرُوا بِاٰيٰتِىْ ثَمَنًا قَلِيْلًا "তোমরা আমার আয়াতকে অল্প দামে বিক্রি করো না। এটা নিষিদ্ধ। বড় ধরনের ছাওয়াব থেকে বঞ্চিত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ز) ইহা মুলে মিথ্যা এবং জাল কথা।

(ح) হারাম, প্রকৃত নাপাক বা সেই জাতীয়। হাদীস শরীফের মধ্যে ইরশাদ হয়েছে لَاتُجَالِسُوْهُمْ তাদের নিকট তোমরা উপবেশন করো না। অন্য হাদীসে নবীজি ইরশাদ করেছেন مَنْ كَثَّرَسَوَادَ قَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ যে ব্যক্তি কোন জাতিকে বৃদ্ধি করল, সে তাদের দলের অন্তর্ভুক্ত হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ط) মূলকথা হল তা মিথ্যা, বানোওয়াট আর মস্তবড় অপবাদ। আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ব্যক্তি নাজাত পাবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

(ى) যে ব্যক্তি অবগত হওয়ার পর শরীআতের হুকুম-আহকাম না মানে আর তা বারংবার করে এবং শরীআতের ফাতওয়াকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারা পথভ্রষ্ট গুমরাহ। তার মাধ্যমে মিলাদ মাহফিল পড়ানো, তা শুনে তার থেকে ছাওয়াবের আশা করা, তাকে সম্মান করা সবই না-জায়েয। যতক্ষণ পর্যন্ত তাওবাকারী হবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৯ঃ ওলামায়ে দ্বীন এবং শরীআতের ফাতওয়া দানকারী! এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেছেন? যায়েদ বলে যে, যদি হিজরত করতেই হয় তাহলে কাবুলের পরিবর্তে মদিনা মুনাওয়ারায় হিজরত করবো, কমপক্ষে এটা তো হবে যে, মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মধ্যে এক রাকাআত নামায পড়ার বিনিময়ে পঞ্চাশ হাজার নামাযের ছাওয়াব পাওয়া যাবে। আরো বলে যে, ধর্ম মদিনা মুনাওয়ারা থেকে বের হয়েছে এবং পরিশেষে তার দিকে পূনরায় ফিরে যাবে। সুতরাং এ স্থান থেকে কোন স্থান উত্তম হবে? অথচ সে সময় নাসারাদের হাতে এই স্থান। কাবুল থেকে এই জায়গায় হিজরত করাকে হাজার মরতবা উত্তম বলেছে। নিজের জন্য ধর্মীয় নিরাপত্তা এবং শাফাআত লাভের কারণ মনে করে। যায়েদের এই ধারণা ঠিক হবে নাকি হবে না? এই হিজরত তার জন্য জায়েয হবে কিনা? যদি হিজরত করার সময় এই নিয়্যাত করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত বায়তুল্লাহ শরীফ এবং মদীনা মুনাওয়ারা কাফিরের হাতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় দেশে আসবে না। এ ধরনের নিয়্যাত তার জন্য জায়েয হবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জাওয়াবঃ যায়দের সব ভাল ধারণা শুদ্ধ। নিশ্চয় মদীনা মুনাওয়ারার সাথে কোন শহরের তুলনা হতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- والمدينة خيرلهم لوكانوا يعلمون ـ মদীনা মুনাওয়ারা তাদের জন্য সবার চাইতে উত্তম যদি সে অবগত হয়। কিন্তু মদীনা তাইয়্যাবার মধ্যে প্রতিবেশী হওয়া আমাদের ইমামের নিকট মাকরুহ। হয়ত আদব রক্ষা করা যাবে না। আর কাফিরের হাতে মদীনা এ কথা ভুল। যদিও তাদের অধীনে হয় তাহলে তাদের করতলগত যতদিন থাকবে উল্টা নিয়্যাত হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১০ঃ আপনার খেদমতে আরজ যে, মেহেরবাণী করে নিম্ম লিখিত বিষয়াদির সমাধান প্রদান করতঃ এ সেবককে প্রশান্তি দান করবেন।

১। ইসলামী খেলাফতের মাসআলাসমূহ এবং হিন্দুস্থানে হিজরত করা সম্পর্কে মৌলভী আবদুল বারী ফরংগী মহল্লী, আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছে তা ইসলামী শরীআতের সীমা রেখা অনুযায়ী হয়েছে, না কি খেলাপ হয়েছে?

২। আপন মহানুভবতায় চুপ থাকাটা যে কোন প্রকার উপকারিতার ভিত্তিতে হয়। যদি তাতে আপনার সমর্থন থাকে তাহলে আপনি তাদের সাথে সুর মিলাননি কেন? যদি খেলাপ হয় তাহলে অন্যান্য মুসলমানদেরকে ভয়ানক ধবংস থেকে কেন বাঁধা দেননি। আপনারা কোন পথে চলেছেন? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ উদ্দেশ্য হল সম্মানিত স্থানসমূহের হেফাযত করা। তাদের মধ্যে কোন মুসলমান আছে এর বিপরীত করবে? মুশরিকদের সাথে ঐক্য হওয়ার অর্থ হল সে সকল নেতাদের দাসত্ব গ্রহণ করতঃ কোরান শরীফ ও হাদীস শরীফের মর্যাদাকে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করে দেয়া। মুসলমানরা পৈতা পরা, কাফির জয় হোক বলা, রাম চন্দ্রের উপর ফুল ছিটানো, রামায়ন পূজায় শরীক হওয়া, মুশরিকদের কফিন নিজের কাধে নিয়ে জিন্দাবাদ দিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেরে শশ্বানে নিয়ে যাওয়া, মুশরিকদেরকে মসজিদে ওয়ায়েজ বানানো, ইসলামের নিদর্শন গাভি কুরবানীকে কাফিরের সন্তুষ্টির জন্য বন্ধ করা এবং এমন এক মাযহাবের চিন্তায় মাশগুল হওয়া- যা ইসলাম এবং কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য তুলে দেয় তা বূতের উপসনালয়ে আগুনকে কুর্নিশ করা। এভাবে আরো অনেক কাজ-কর্ম যা তাদের মাথায় ডুকেছে, যারা ইসলামের গোড়ায় বিষের পানি ঢেলে দিয়েছে। কোন মুসলমান তা সমর্থন করতে পারে? এই দুষ্ঠদের ব্যাপারে ফাতওয়া লেখা হয়েছে আরো লিখা হচ্ছে। এর চেয়ে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বেশি কি বলব? অন্তরযামী ও অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন আল্লাহ তাআলার নিকট তাদের বিষয়টি সোপর্দ।

حسبنا الله ونعم الوكيل ـ ولا حول ولاقوة الابالله على العظيم ـ

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১১ঃ আলেমে দ্বীনগন এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন? যে পাতা বা গাছ অলসতার কারণে তাসবীহ পড়া থেকে বাদ পড়ে অথবা প্রানী যবেহ করা হয়। অতপর অলসতার শাস্তির পরে তাদের তাসবীহ'র মধ্যে রত হওয়ার প্রমাণ আছে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

تَسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ـ

অর্থাৎ তাঁর তাসবীহ তথা পবিত্রতা বর্ণনা করতেছে আসমান, যমীন এবং আসমান-যমীনের মধ্যে যা মওজুদ আছে সকলেই। আর কোন জিনিস এমন নেই যে, যা প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতেছে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ পাঠ বুঝতেছ না। এটা ব্যাপক অর্থে, বিশ্বের সমস্ত কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রাণী হোক বা প্রাণহীন হোক। গঠনগতভাবে প্রাণ না থাকলেও সর্বদা তাসবীহ রত। কোরানের আয়াত اِنْ مِّنْ شَيْءٍ এর মর্ম থেকে তা বাইরে নয়। কিন্তু তাদের তাসবীহ না বোধগম্য, না শ্রবণযোগ্য, না বুঝা যায়। যে দেহ-মানবীয় রুহ অথবা জ্যোতিময় রুহ বা জ্বিনের রুহ অথবা প্রাণীর রুহ বা উদ্ভিদের সতেজতার সাথে সম্পর্ক আছে। তাদের দু'ধরনের তাসবীহ। শরীরের যে তাসবীহ তা রুহের সাথে সম্পর্কিত ও তার ইখতিয়ারী নয় সেটা ওই اِنْ مِّنْ شَيْءٍ এর ব্যাপকতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটা তাদের সত্ত্বাগত তাসবীহ। দ্বিতীয় হল রূহের তাসবীহ, এটা ইখতিয়ারী এবং আলমে বরযখের মধ্যে প্রত্যেক মুসলমানের শ্রোত এবং বোধগম্য হবে। এপ্রকার তাসবীহের ব্যাপারে অমনযোগীর শাস্তি প্রাণী এবং জীব বধকারীদেরকে নিশ্চিতভাবে দেওয়া হবে। ইহার পরে যখন প্রাণী মরে যায়, গাছপালা শুকিয়ে যায় সে তাসবীহ বন্ধ হয়ে যায়। এ জন্য ধর্মীয় গুরুগণ বলেছেন কবরস্থান থেকে কাঁচা ঘাস উপড়ে ফেলো না। فَاِنَّهٗ مَادَامَ رَطْبًا يُسَبِّحُ لِلّٰهِ تعالٰى فَيُؤْنِسُ الْمَيِّتَ যতক্ষন পর্যন্ত তা ভিজা থাকবে ততক্ষণ তাসবীহ পাঠ করবে। কিন্তু হত্যা, ছিন্ন হওয়া, মৃত্যুর পরে ও তাসবীহ পড়া অবস্থায় শরীর বলবৎ থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার একটি অংশ অবশিষ্ট থাকে, বন্ধ হয়ে যায় না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জাওয়াবঃ যায়দের সব ভাল ধারণা শুদ্ধ। নিশ্চয় মদীনা মুনাওয়ারার সাথে কোন শহরের তুলনা হতে পারে না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন- والمدينة خيرلهم لوكانوا يعلمون - মদীনা মুনাওয়ারা তাদের জন্য সবার চাইতে উত্তম যদি সে অবগত হয়। কিন্তু মদীনা তাইয়্যাবার মধ্যে প্রতিবেশী হওয়া আমাদের ইমামের নিকট মাকরুহ। হয়ত আদব রক্ষা করা যাবে না। আর কাফিরের হাতে মদীনা এ কথা ভুল। যদিও তাদের অধীনে হয় তাহলে তাদের করতলগত যতদিন থাকবে উল্টা নিয়্যাত হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১০ঃ আপনার খেদমতে আরজ যে, মেহেরবাণী করে নিম্ম লিখিত বিষয়াদির সমাধান প্রদান করতঃ এ সেবককে প্রশান্তি দান করবেন।

১। ইসলামী খেলাফতের মাসআলাসমূহ এবং হিন্দুস্থানে হিজরত করা সম্পর্কে মৌলভী আবদুল বারী ফরংগী মহল্লী, আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ যে সমস্ত কথাবার্তা বলেছে তা ইসলামী শরীআতের সীমা রেখা অনুযায়ী হয়েছে, না কি খেলাপ হয়েছে?

২। আপন মহানুভবতায় চুপ থাকাটা যে কোন প্রকার উপকারিতার ভিত্তিতে হয়। যদি তাতে আপনার সমর্থন থাকে তাহলে আপনি তাদের সাথে সুর মিলাননি কেন? যদি খেলাপ হয় তাহলে অন্যান্য মুসলমানদেরকে ভয়ানক ধবংস থেকে কেন বাঁধা দেননি। আপনারা কোন পথে চলেছেন? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ উদ্দেশ্য হল সম্মানিত স্থানসমূহের হেফাযত করা। তাদের মধ্যে কোন মুসলমান আছে এর বিপরীত করবে? মুশরিকদের সাথে ঐক্য হওয়ার অর্থ হল সে সকল নেতাদের দাসত্ব গ্রহণ করতঃ কোরান শরীফ ও হাদীস শরীফের মর্যাদাকে প্রতিমার কাছে উৎসর্গ করে দেয়া। মুসলমানরা পৈতা পরা, কাফির জয় হোক বলা, রাম চন্দ্রের উপর ফুল ছিটানো, রামায়ন পূজায় শরীক হওয়া, মুশরিকদের কফিন নিজের কাধে নিয়ে জিন্দাবাদ দিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সেরে শশ্মানে নিয়ে যাওয়া, মুশরিকদেরকে মসজিদে ওয়ায়েজ বানানো, ইসলামের নিদর্শন গাভি কুরবানীকে কাফিরের সন্তুষ্টির জন্য বন্ধ করা এবং এমন এক মাযহাবের চিন্তায় মাশগুল হওয়া- যা ইসলাম এবং কুফুরীর মধ্যে পার্থক্য তুলে দেয় তা বুতের উপসনালয়ে আগুনকে কুর্নিশ করা। এভাবে আরো অনেক কাজ-কর্ম যা তাদের মাথায় ডুকেছে, যারা ইসলামের গোড়ায় বিষের পানি ঢেলে দিয়েছে। কোন মুসলমান তা সমর্থন করতে পারে? এই দুষ্ঠদের ব্যাপারে ফাতওয়া লেখা হয়েছে আরো লিখা হচ্ছে। এর চেয়ে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বেশি কি বলব? অন্তরযামী ও অন্তদৃষ্টি সম্পন্ন আল্লাহ তাআলার নিকট তাদের বিষয়টি সোপর্দ।

حسبنا الله ونعم الوكيل - ولا حول ولاقوة الابالله على العظيم -

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১১ঃ আলেমে দ্বীনগন এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন? যে পাতা বা গাছ অলসতার কারণে তাসবীহ পড়া থেকে বাদ পড়ে অথবা প্রানী যবেহ করা হয়। অতপর অলসতার শাস্তির পরে তাদের তাসবীহ'র মধ্যে রত হওয়ার প্রমাণ আছে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন,

تَسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّاتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ -

অর্থাৎ তাঁর তাসবীহ তথা পবিত্রতা বর্ণনা করতেছে আসমান, যমীন এবং আসমান-যমীনের মধ্যে যা মওজুদ আছে সকলেই। আর কোন জিনিস এমন নেই যে, যা প্রশংসাসহ তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করতেছে না। কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ পাঠ বুঝতেছ না। এটা ব্যাপক অর্থে, বিশ্বের সমস্ত কিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রাণী হোক বা প্রাণহীন হোক। গঠনগতভাবে প্রাণ না থাকলেও সর্বদা তাসবীহ রত। কোরানের আয়াত اِنْ مِنْ شَيْءٍ এর মর্ম থেকে তা বাইরে নয়। কিন্তু তাদের তাসবীহ না বোধগম্য, না শ্রবণযোগ্য, না বুঝা যায়। যে দেহ-মানবীয় রুহ অথবা জ্যোতিময় রুহ বা জ্বিনের রুহ অথবা প্রাণীর রুহ বা উদ্ভিদের সতেজতার সাথে সম্পর্ক আছে। তাদের দু'ধরনের তাসবীহ। শরীরের যে তাসবীহ তা রুহের সাথে সম্পর্কিত ও তার ইখতিয়ারী নয় সেটা ওই اِنْ مِنْ شَيْءٍ এর ব্যাপকতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। এটা তাদের সত্ত্বাগত তাসবীহ। দ্বিতীয় হল রূহের তাসবীহ, এটা ইখতিয়ারী এবং আলমে বরযখের মধ্যে প্রত্যেক মুসলমানের শ্রোত এবং বোধগম্য হবে। এপ্রকার তাসবীহের ব্যাপারে অমনযোগীর শাস্তি প্রাণী এবং জীব বধকারীদেরকে নিশ্চিতভাবে দেওয়া হবে। ইহার পরে যখন প্রাণী মরে যায়, গাছপালা শুকিয়ে যায় সে তাসবীহ বন্ধ হয়ে যায়। এ জন্য ধর্মীয় গুরুগণ বলেছেন কবরস্থান থেকে কাঁচা ঘাস উপড়ে ফেলো না। فَاِنَّهٗ مَادَامَ رُطَبًا يُسَبِّحُ لِلّٰهِ تعالىٰ فَيُؤنِسُ الْمَيِّتَ যতক্ষন পর্যন্ত তা ভিজা থাকবে ততক্ষণ তাসবীহ পাঠ করবে। কিন্তু হত্যা, ছিন্ন হওয়া, মৃত্যুর পরে ও তাসবীহ পড়া অবস্থায় শরীর বলবৎ থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত তার একটি অংশ অবশিষ্ট থাকে, বন্ধ হয়ে যায় না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-১২ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সম্মানিত আলেমগণ কি বলেন? এ মসআলা সম্পর্কে যে, এক মৌলভী সাহেব ওয়াযের মধ্যে এমনভাবে বললেন যে, আল্লাহ তাআলা فرماتی (স্ত্রী-লিঙ্গ শব্দ ব্যবহার) ইরশাদ করেন, আর কখন ও এভাবে বলতেন فرماتا (পুংলিঙ্গ)ইরশাদ করেন। এই ধরনের কথা বলার কারণে মানুষের উপর কুফুরী শিরকের বিধান আরোপিত না হলেও এতে গুনাহগার হবে কিনা? কিতাবের মধ্যে মুসান্নিফরা আল্লাহ তা'আলা ফরমাতেহে কেন লিখেননি আর ফরমাতাহে লিখেছেন। ইহার কী কারণ হতে পারে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লাকে এক বচনের সর্বনাম (যমীরসমূহ) দিয়ে স্বরণ করা উচিত। ওই খোদা এক আর সম্মানার্থে বহু বচনের সর্বনাম (যমীর) ব্যবহার করাতে কোন অসুবিধা নেই। তার উত্তম পুরুষ বহু বচন ব্যবহারের নযীর কোরআনে করীমের মধ্যে শতশত স্থানে পাওয়া যায়। যেমন- إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحٰفِظُوْنَ আর মধ্যম পুরুষ শুধু মাত্র একটি স্থানে আছে সেটাও কাফিরেরা কিয়ামত দিবসে বলবে। رَبِّ ارْجِعُوْنِ اِعْمَلْ صَالِحًا ـ ওলামা-ই কেরাম তাবীল করেছেন যে, اِرْجِعْ -এর বহু বচন পুনর্বার অর্থাৎ ارجع ـ ارجع ـ ارجع হ্যাঁ, নাম পুরুষের মধ্যে বহু বচনের রুপ বহুবার ফার্সি এবং উর্দু ভাষায় ব্যবহৃত হয়েছে।

اسمان بار امانت نتوانست کشید قرعہ فال بنام من دیوانہ زوند

আসমান আমানতের বোঝা বহন করতে পারে। ফালনামার লটারী আমাকে দেওয়ানায় ঢেলে দিয়েছে।

سعدیا روز ازل جنگ بتر کاں دادند

হে সাঈদী! আযলের দিনে যুদ্ধকে তরকা হিসেবে রেখেছো।

زرویت ماہ تاباں اُفریدند ـ زقدت سرو بستاں اُفریدن

আপনার চেহারা থেকে চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আপনার দেহ মোবারক থেকে বাগানে সরু গাছ সৃষ্টি করা হয়েছে।

এধরনের স্থানে লোকেরা তাকদীরের প্রতি নির্দেশ হয়ে থাকে, সর্বাবস্থায় এভাবে বলা মুনাফিক হবে। তবে পুংলিঙ্গ শব্দ ব্যবহার করতঃ এভাবে বলা সমাচীন হবে যে, আল্লাহ তা'আলা ফরমাতাহে। কিন্তু স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহারের মধ্যে কুফর ও শিরকের হুকুম কিভাবে হবে? গুনাহও বলা যাবে না। বরং খেলাফে আউলা (উত্তমতার বিপরীত)হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-১৩ঃ আলেম দ্বীন এবং শরীআতের মুফতীগণ কি বলেন? এ মাসআলার ব্যাপারে যে, অধিকাংশ কায়দা বা নিয়ম হল যখন ছেলের বযস চার বছর, চার মাস চার দিন হবে তাহলে তাকে বিছমিল্লাহ শরীফ পড়া এবং খুশী হয়ে মিষ্টি ইত্যাদি বিতরণ করা হয়, তার কি হুকুম? এটা জায়েয হবে কিনা? সুন্নাত না মুস্তাহাব? ছেলের বযস উপরে উল্লেখিত অনুযায়ী হলে তাকে পড়ানো হয়-না কম বা বেশি বয়স হলেও পড়াতে পারবে কিনা? আর কোন আলেমের নিকট নিয়ে যাবে না বিশুদ্ধ আকীদাধারী সুন্নী প্রত্যেক ব্যক্তি পড়াতে পারবে? সুন্নাতী পন্থা কি লিখে জানাবেন। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ উল্লেখিত পদ্ধতি জায়েয আছে আর এত বয়স প্রয়োজন নেই। এর চাইতে কম এবং এর চাইতে বেশিও হতে পারবে। আলোমের মাধ্যমে পড়ানো ভাল। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১৪ঃ হযরাতে কিরাম আহলে সুন্নাত শরীআতের ইলমের অধিকারীগণ কি বলেন? যায়দ একজন সুন্নী বুযর্গ পীরের মুরীদ, এখন ও অল্প সময় অতিবাহিত হয়েছে এ বুযর্গ পীরের ইন্তিকাল হয়েছে। এখন যায়দ কোন আলেম পীরের হাতে বায়আত হতে পারবে নাকি পারবে না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ শরীআতের দৃষ্টিতে কোন কারণ ব্যতীত বায়আত পরিবর্তন করা নিষেধ। আর নবায়ন জায়েয আছে। বরং মুস্তাহাব আর যে ব্যক্তি সিলসিলা-ই কাদেরীয়ার অর্ন্তভুক্ত নয় এবং নিজের শায়খের অনুমতি ব্যতিরেকে সিলসিলা-ই আলীয়ার মধ্যে বায়আত গ্রহণ করে সেটা বায়আত পরিবর্তন বলা যাবে না বরং নতুন বায়আত। সে সব সিলসিলা থেকে উঁচু মানের এবং উত্তমতার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১৫ঃ বর্তমান শতাব্দীর মুজাদ্দিদ আ'লা হযরত ফাযেলে বেরলভী মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেব (আল্লাহ বরকত দান করুক)কি বলেন? এ মাসআলার ব্যাপারে যে, জুমার নামায পড়ার পর যোহরের নামায পড়তে হবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ হিন্দুস্থান আল্লাহর রহমতে দারুল ইসলাম। সেই দেশের শহরগুলোর মধ্যে জুমার নামায শুদ্ধ হবে। এর পরে যোহরের নামাযের প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ মুর্খরা যে গ্রামের মধ্যে জুমার নামায চালু করেছে, ওখানে যদি কেউ জুমার নামায আদায় করে তাহলে তার উপর যোহরের নামায পড়া অবশ্যই জরুরি। গ্রামের মধ্যে জুমা হবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

 www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-১৬ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন? এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যদি কোন দাঁড়ি মুন্ডানো ব্যক্তির সাথে মুলাকাত হয় আর তাকে চেনা যাচ্ছে না যে, সে মুসলমান নাকি হিন্দু, এমতাবস্থায় তাকে সালাম করা যাবে কিনা এবং তার সাথে সালাম বিনিময় করার কি পদ্ধতি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যে ব্যক্তিকে চেনা যায় না যে, এ ব্যক্তি মুসলমান নাকি কাফির, তাকে প্রথমে সালাম দেওয়া জায়েয নেই। মুসলমানকে প্রথমে সালাম দেওয়া সুন্নাত আর কাফিরকে সালাম দেওয়া হারাম। সুন্নাত এবং হারামের মধ্যে দ্বন্ধ হলে না-জায়েয হয়ে যায়। যেমনি ভাবে খোলাসা এবং দুররুল মুখতার ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে রয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৭ঃ ওলামা-ই দ্বীন এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, হযরত আবদুল্লাহ বিন মুত্তালিব বিন হাশিম বিন আবদে মোনাফ এই চার নসবের উপর ফাতিহা দূরুদ পড়া যাবে নাকি যাবে না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ আমাদের নিকট সহীহ পদ্ধতি এটা যে, হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতা এবং মাতা হযরত আবদুল্লাহ, হযরত আমেনা রাদিআল্লাহু আনহুমা থেকে হযরত আদম এবং হাওয়া আলাইহিমাস সালাম পর্যন্ত তাওহীদপন্থী এবং আহলে ইসলাম ছিলেন। তাঁদের উপর ঈসালে ছাওয়াব পৌঁছাতে কোন ধরনের অসুবিধা নেই। অবশ্যই ওলামা-ই কেরামের মতানৈক্য থেকে বাঁচার জন্য সমুচিত হল যে, ছাওয়াব, নযর-নেওয়ায হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে সোপর্দ করত হুযুরের মাধ্যমে হুযুরের আওলাদদেরকে ছাওয়াব পৌঁছানো। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১৮ঃ ওলামা-ই আহলে সুন্নাত কি বলেন, এ মাসআলার ব্যাপারে যে আল্লাহ ও রাসূলের দৃষ্টিতে ইয়াযিদকে ক্ষমা করা হবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।-

জাওয়াবঃ দুষ্ঠ ইয়াযিদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের তিনটি উক্তি রয়েছে- ইমাম আহমদ এবং অন্যান্য পূর্বসূরীদের মতে ইয়াযিদ কাফির। তাকে কোন দিন ক্ষমা করা হবে না। আর ইমাম গাযযালী ও অন্যান্যরা ইয়াযিদকে মুসলমান বলেন। তাকে বহু শাস্তি দেওয়ার পর অবশেষ ক্ষমা করা হবে। আর আমাদের ইমাম নিরবতা অবলম্বন করেছেন। আমরা তাকে মুসলমান নাকি কাফির কিছু বলতে পারছিনা। এ জন্য এখানে ও নিরবতা পালন করব। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-১৯ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন- এ মাসআলার ব্যাপারে, যে জিনিষ খালিছভাবে আল্লাহর ওয়াস্তে দেওয়া হয়। সেগুলো ধনীরা খাওয়া কিরুপ হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ ওয়াজিব সদকা যেমন যাকাত, সদকাতুল ফিতর' ধনীদের জন্য খাওয়া হারাম আর নফল সদকা যেমন হাউজ, ঝর্নার পানি অথবা মুসাফিরের ঘর ব্যবহার করা ধনীদের জন্যও জায়েয আছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যে সদকা দেবে ধনীরা তা গ্রহণ করতে পারবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২০ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, ফিরিশতাদের উপর ফাতিহা দরুদ পড়া যাবে নাকি যাবে না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ দরুদ যেমন আলাইহিস সালাম এটাতো ফিরিশতাদের জন্য হয়। এভাবে ইসালে ছাওয়াবও পৌঁছাতে পারবে।

لِاَنَّ الْمَلٰئِكَةَ اَهْلُ الثَّوَابِ كماذَكَرَه امامُ الرازى وفى رد المحتار الملائكة فَضَائِلُ عَلَيْنَا فِى الثَّوَابِ

ফিরিশতারা ছাওয়াব পাওয়ার যোগ্য। যা ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী বর্ণনা করেছেন। রাদ্দুল মুহতারে রয়েছে-ফিরিশতারা আমাদের উপর ছাওয়াব পাওয়ার অধিক হক রাখে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২১ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, কেউ মান্নত করে যে, প্রাণের বদলা হিসেবে সদকা মসজিদে নিয়ে যাব। কেউ কেউ এরূপ বলে যে, প্রাণ বেছে গেলে অথবা অমুক কাজ হয়ে গেলে মান্নত মুসল্লীদেরকে খাওয়াবো। কেউ বলে-আমাদের হাজত পুরা হলে মসজিদে শিরনী নিয়ে মুসল্লীদেরকে খাওয়াবো। অতএব এই জিনিস যে কাউকে খাওয়ানো যাবে নাকি যাবে না? হ্যাঁ ধনী হোক বা গরীব হোক? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ মসজিদে শিরনী নিয়ে মুসল্লীদেরকে খাওয়ালে এটা কোন শরীআতের মান্নত নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত খাস করে ফকীরদের জন্য বলা হবে না। তা রাজা-ফকীর যাকে দেবে সবাই খেতে পারবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২২ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, মৃত ব্যক্তির কুলখানি যা ধনী-গরীবদেরকে খাওয়ানো হয়, এটা কাকে খাওয়ানো যাবে এবং

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কাকে খাওয়ানো যাবে না? কুলখানি মুসল্লী ধনী-গরীব সবাইকে খাওয়ানো জায়েয হবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ মৃদার্রের খাবার শুধু মাত্র ফকীরদের জন্য। সাধারণ দাওয়াতের ভিত্তিতে যা করে এটা নিষেধ; ধনীরা তা খাবে না। যেরূপ ফতহুল কাদীরও মাজমাউল বারকা-ত গ্রন্থে রয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২৩ঃ ওলামায়ে দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, চাল কুমড়া খাওয়া জায়েয আছে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ চাল কুমড়া হল হালাল। আল্লাহ বলেছেন- خَلَقَ لَكُمْ مَا فِى الاَرْضِ জমিতে যা রয়েছে সব তোমাদের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২৪ঃ আলেম দ্বীনগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, খত্না করার সময় যে খানা খাওয়ানো হয় তা জায়েয আছে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ দুরস্ত আছে, এটা হলো খুশীর অনুষ্ঠান, খুশীর অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা সুন্নাত। কিন্তু মৃত্য ব্যক্তির ব্যাপারে আয়োজিত খাবার উহার বিপরীত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২৫ঃ ওলামা-ই দ্বীন এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, যদি কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারের নামায, রোযা, হজ্ব, সদকা দেওয়ার মান্নত করে এবং এসব আদায় করার নিয়ম কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যদি মৃত ব্যক্তি অসীয়ত করে যায়, তাহলে আদায় করা ওয়াজিব। উত্তারাধিকার মালের তিন ভাগের এক ভাগ সম্পদে অসীয়ত বাস্তবায়িত হবে। তা থেকে হজ্ব করা, সদকা প্রদান করা, নামায এবং রোযার ফিদয়া দিতে পারবে। যদি অসীয়ত করে না যায় আর বালেগ ওয়ারিছ তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করে অথবা কারো মাধ্যমে আদায় করায় বা নিজের অংশ থেকে সদকা ফিদয়া প্রদান করে তাহলে তার জন্য উত্তম ছাওয়াবও প্রতিদান রয়েছে। আর না হয় দাবী নেই। মৃত ব্যক্তি যদি কর্তব্য আদায়ে গড়িমসি করে তাহলে সেটার উপর দাবী থাকবে। আর না হয় তার উপরও দাবী থাকবে না। জাওহারাতুন নায়রা ও দুররুল মুখতার কিতাবে আছে-

اِذَا مَاتَ مَنْ عَلَيهِ زَكٰوةً او فِطْرً او كفارةً او نذرٌلم تؤْخَذمِنْ تَرْكَتهِ عِنْدُنا الا يَتَبَرَّعَ ورثته بِذٰلك وَهَمْ منْ اهلِ التَّبرَّعِ وَلَمْ يجْبَرُوا عَليهِ وَاِنْ اوْصٰى تَنفذَمنْ ثَلَثِ۔

www.YaNabi.in

যখন কোন ব্যক্তি তার উপর যাকাত, ফিৎরা, কাফফারা বা মান্নত রেখে মারা যায় আমাদের হানাফী মাযহাব মতে তার তর্কা থেকে তা দেয়া হবে না। তবে নফল হিসেবে আদায় করতে পারবে। তাদেরকে জোর করা যাবে না। যদি অসীয়ত করে যায় তবে তা মূল সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে দেয়া যাবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২৬ঃ আলেমে দ্বীনগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, দুই ভাই কাফির তাদের মধ্যে এক ভাই মুসলমান হয়ে যায়। অতপর তার ওই কাফির ভাই সম্পদের অংশ দিচ্ছে না। বরং বলতেছে তুমি আমাদের মাযহাব থেকে বের হয়ে গেছ, তোমার কিসের অধিকার? সে মুসলমান ভাইয়ের হক থাকবে কি থাকবে না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ পিতার সম্পদ উভয় ভাই পেয়েছিল, এখন এক ভাই মুসলমান হয়ে গেল, তাহলে সে নিজের অংশের মালিক হবে। মুসলমান হওয়ার কারণে তার মালিকানা দূর হয়ে যায়নি। হ্যাঁ মুসলমান হওয়ার পর তার বংশীয় সম্পদের মালিক হবে না দ্বীন পরিবর্তন হওয়ার কারণে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২৭ঃ আলেমে দ্বীনগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, বুযর্গদের মাযারে ওরশের সময় অথবা ওরশ ছাড়া মহিলারা এবং অপবিত্র অবস্থায় নিজেদের কল্যান কামনা ও হাজত পুরণের জন্য যাওয়া, ওখানে উঠা বসা ও কবরস্থানে দাঁড়ানো যাবে কিনা? যদি একথা মন্দ হয় তাহলে বাঁধা দেওয়া যাবে কি না? আর এটা বলা হয় যে, বুযর্গদের দরবারে আগন্তুকরা সাহেবে মাযারের মেহমান এ কথাটা শুদ্ধ নাকি শুদ্ধ নয়? আর কিছু লোক বলে যে, বুযর্গ ব্যক্তিরা স্বীয় মাযার থেকে তাছাররুপ তথা নড়াচড়া করতে পারে না। এ দলীল গ্রহণ করে যে, যদি তাঁরা নড়াচড়া করতে পারতেন তাহলে সেখানে তাঁরা গান বাজনা, নাচ-গান, মহিলারা মুহরিম ব্যতিত অবাধে ঘুরফেরা এবং তাদের শিশুরা প্রস্রাব করে অপবিত্র করা থেকে কোন বাঁধা দেয় না কেন? ওই দলীল বা ধারণা কতঠুকু সত্য এবং তার কি জওয়াব? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ মহিলাদেরকে ওলীগণের মাযারে পাকে এবং সাধারণ মানুষের কবরে যাওয়া নিষেধ। আউলীয়া কিরাম স্বীয় মাযারে পাক থেকে তাছাররুপ তথা নড়াচড়া অবশ্যই করতে পারেন এটা সত্য। আর সাহেবে মাযারগণ শরীআতের হুকুম আহকামের গন্ডির অর্ন্তভূক্ত নয়, তারা সেই সময়সত্বাগত বিধানের অনুসারী। মসজিদ আল্লাহর ঘর সেখানে হাজারো গন্ডগোল হয়, আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা অসীম ক্ষমতার অধিকারী, কেন তিনি বাঁধা দেন না? আর মাযারে পাকের সকল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উপস্থিতি তথা যিয়ারতকারীরা তাঁদের মেহমান; কিন্তু মহিলাগণ নাখান্দা মেহমান। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২৮ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, ওরশের মধ্যে অথবা ওরশ ব্যতিত বিভিন্ন না'ত এবং গযলসমূহ মোহে পড়ে বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে করা হয়। এটা জায়েয আছে কিনা? সম্মানিত লোকেরা যারা ওখানে শরিক শামিল হয় তাদের মধ্যে কিছু লোকের মৃত্যু হয়েছে বলেও শুনা যায়। তাদের এই কাজ কেমন হবে? যদি এটা মন্দ হয়, তাহলে গদীসমূহে অর্থাৎ খানকাসমূহের মধ্যে প্রকাশ্যভাবে তা কিভাবে জাওক শওকের সাথে চালু প্রচলিত হয়ে আসতেছে! এটা শরীআতের খিলাপ নাকি খিলাপ নয়? এই ধরনের খানকার মধ্যে যাওয়া, মাকসূদ পেশ করা, সেগুলোকে ভাল মনে করা এবং এগুলোর সামনে মাথা নুয়ে দেওয়া কেমন করে জায়েয হতে পারে? আসলে বৈধ কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ সাধারণতঃ কাওয়ালী জায়েয। মাযামীর তথা বাদ্যযন্ত্র হারাম। বেশি বাড়াবাড়ি হয়েছে সিলসিলা-ই আলীয়া ছিশতীয়া পন্থীদের মধ্যে। অথচ হযরত সুলতানুল মাশায়েখ মাহবূবে ইলাহী রাদ্বি আল্লাহু তা'আলা আনহু 'ফাওয়ায়েদুল ফুয়াদ শরীফ' এ বলেছেন- মাযামীর তথা বাদ্যযন্ত্র হারাম- مزامیر حرام است হযরত শরফুল মিল্লাত ওয়াদ দ্বীন ইয়াহিয়া মুনিরী কুদ্দিসা ছিররুহ বাদ্যযন্ত্রকে যেনার সাথে তুলনা করেছেন। আউলিয়াগণ সর্বদা বলেন- শরীয়তকে বাদ দিয়ে যশ-খ্যাতির উপর প্রতিষ্ঠিত থেকো না। পীর হওয়ার জন্য যে চারটি শর্ত আবশ্যক তার মধ্যে একটা হল যে, শরীআতের খেলাপ কোন কাজ যেন নিজেই ইখতিয়ার না করে। নাজায়েয কাজকে নাজাযেযই যেন মনে করে। এমন সব স্থানে যেন কোন নিদিষ্ট ব্যক্তিত্ব নিয়ে আলোচনা না করে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২৯ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, বুযর্গদের মাযার থেকে যেই প্রদীপের আলো অদৃশ্য হয়ে যায় এটা কেমন করে হয় এবং এর থেকে সাহেবে মাযারের বুযর্গী প্রমাণিত হয় কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যদি আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়। আর না হয় এটা অসম্ভব কাজ, শয়তান এভাবে করে দেখায়। হযরত গাইছুল আযম রাদ্বি আল্লাহু তাআলা আনহু'র পবিত্র স্ত্রীগণের একজন স্ত্রী যখন অন্ধকারের মধ্যে যেতেন এক প্রদীপের মত আলোকিত হয়ে যেতো, একদিন হুযুরের দৃষ্টিগোচর হলে তা নিবিয়ে দিলেন এবং বললেন-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এটা শয়তানের পক্ষ থেকে হয়েছে। তারপর একটি খোদায়ী নূর তার সাথে দিলেন। যেমনিভাবে রয়েছে-বাহজাতুল আসরার ওয়া মা'দানুল আনওয়ার কিতাবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩০ঃ ওলামা-ই কেরাম কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, কবরের উপর গাছ লাগানো, দেওয়াল দেওয়া অথবা কবরস্থানের সংরক্ষণের জন্য তার চারদিকে দেওয়াল দেওয়া যার মধ্যে নতুন পুরাতন কবরসমূহ রয়েছে। এতে চতুর্দিকে বেষ্টনী দেওয়া জায়েয আছে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ কবরস্থান সংরক্ষণ করার জন্য চতুদিকে দেওয়াল তথা বেষ্টনী দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। আর যিয়ারতকারীর জন্য ছায়ার ব্যবস্থা হলে ভাল কিন্তু কবর থেকে পৃথক থাকতে হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩১ঃ ওলামা-ই দ্বীনগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, প্রকাশ্য আল্লাহর ওলী অর্থাৎ জীবিত ও সাহেবে মাযার ওলী আল্লাহর মধ্যে প্রকাশ্য নীতি অনুযায়ী পরস্পর কথাবার্তা বলার খবর আছে নাকি নেই? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ হযরত ইমাম জালাল উদ্দীন সূযূতী রহমতুল্লাহি আলাইহির কিতাব "শরহুস সুদূর" ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩২ঃ ওলামা -ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লাহ'র কয়টি নাম আছে ও শাহিনশাহে দু'জাহা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়টি নাম আছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা'র নামের কোন পরিসংখ্যান নেই, তাঁর শান অসীম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম মোবারক ও শান এত অসীম যে, তা হিসেব করা যায় না। আটশ থেকে অধিক "মাওয়াহেব" এবং "শরহে মাওয়াহেব" এর মধ্যে তাঁর নাম উল্লেখ আছে। এ অধম চৌদ্দশ পেয়েছি তাঁর নামের সংখ্যাকে সীমাবদ্ধ করা অসম্ভব। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩৩ঃ ওলামাই-কেরামগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, সূরা ফাতিহা এবং সূরা ইখলাসের মধ্যে শুধু আল্লাহ তাআলারই প্রশংসা রয়েছে না রাসূলুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসাও আছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জাওয়াবঃ সূরা ফাতিহা'র মধ্যে হুযুর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রকাশ্য প্রশংসা নিহিত। اَلصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ হল হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সম্মানিত সাহাবী হযরত আবু বকর এবং হযরত ওমর রাদ্ধি আল্লাহু আনহুমা। اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ হল সকল দলের সরদার তথা নবীগণ আর নবীগণের সরদার হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শেখ মুহাক্কিক اَخْبَارُ الْاَخْيَارِ কিতাবের মধ্যে লিখেছেন কতেক আউলিয়ার জীবনী বর্ণনা করতঃ প্রত্যেক আয়াতে করীমাকে না'তে রাসূল সাব্যস্ত করেছেন। সে গুলোর মধ্যে সূরা ইখলাসও অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩৪ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, বুযুর্গ ব্যক্তি পৃথিবীতে নিজের অনুসারীদেরকে শিক্ষা দেয়। যদি মৃত্যুর পরে ও তাকে স্বপ্নে শিক্ষা দিতে আসে তাহলে স্বপ্নের কথার উপর শরীআতের দৃষ্টিতে কিভাবে চলবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ ভালো স্বপ্নের উপর অবশ্যই আমল করার বিধান আছে। ভাল স্বপ্ন হল ওটা যা শরীআত অনুযায়ী হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩৫ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, হযরত মাওলা আলী (রাদ্বিয়াল্লাহ তায়ালা অনহু) স্বীয় কাফির সন্তানকে প্রহার করলে সে পালিয়ে চলে গেল। এখনো জিন্দা। এই সংবাদ হাদীসে পাকের বর্ণনায় এসেছে? আর কখন পর্যন্ত জিন্দা থাকবে? তারপর ঈমান আনবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ এটা ভিত্তিহীন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩৬ঃ ওলামা-ই কেরামগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, হান্নানাহ খুঁটি যেটা নবী করীম সাল্লাহু আলাইহি ওলাসাল্লামের বিচ্ছেদে কেঁদে ছিল। কিয়ামতের দিনে তাঁর কি অবস্থা হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ সেটা জান্নাতের একটি বৃক্ষে পরিণত হবে। যেমনিভাবে হাদীসে পাকে এসেছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩৭ঃ ওলামা-ই কেরামগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, হযরত মানসূর, তিবরীয এবং সারমদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এ ধরনের শব্দ বলছে যা দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, তাঁরা খোদা দাবীদার। অতঃপর তাঁদের উপর আক্রমনসহ চামড়া খসে নেয়া হয়েছে কিন্তু তারপরও তাঁরা আল্লাহর ওলীদের অন্তর্ভূক্ত।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পক্ষান্তরে ফেরাউন, শাদ্দাদ, হামান, নমরুদ তারা খোদা দাবী করেছিল। ফলে তারা স্থায়ী জাহান্নামী হল, এর কি কারণ হতে পারে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ এ কাফিরগণ নিজেই খোদা দাবী করেছিল এবং অভিশপ্ত হলো। পক্ষান্তরে তাঁরা নিজেরাই ওই ধরনের শব্দ বলেননি বরং আল্লাহ যেমন চাইলেন সেরূপ বলেছেন, শব্দ তাঁদের থেকে শ্রুত হয়েছিল। যেমনিভাবে হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বৃক্ষ থেকে শুনেছিলেন اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ "আমিই আল্লাহ, সমস্ত জাহানের পালনকর্তা" এটা কি গাছে বলেছিল? কখন ও নহে বরং আল্লাহই এটা বলার জন্য বাধ্য করেছিল। ওই হযরাতে কেরাম তখন মূসা আলাইহিস সালামের বৃক্ষের মত হয়ে থাকে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩৮ঃ ওলামা-ই কেরামগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যমীনের উপর দিয়ে সম্পদ অতিবাহিত হয় তা মালিক গ্রহণ করে। ওই যমীনের মধ্য যদি পানি জমে এবং মাছও জমে যায়, তাহলে মালিক বলে যে, এই মাছ আমাদের যদি তা জন সাধারণদেরকে না দেয় তাহলে গুনাহগার হবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ বৈধ মাছ যে ধরে তা তারই হবে। মালিকের কোন দাবী থাকবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩৯ঃ ওলামা-ই দ্বীনগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে,

(الف) লম্বা কিয়াম দীর্ঘক্ষণ রুকু ও সিজদা থেকে উত্তম কিনা?

(ب) নামাযের ভিতর যদি টুপি পড়ে যায়, তাহলে উঠনো যাবে কি না?

(ج) ইমাম সাহেব কিরাত অথবা রুকুকে কোন মুক্তাদির জন্য আল্লাহর ওয়াস্তে লম্বা করতে পারবে, নাকি পারবে না? যখন মুক্তাদী ওযু করতেছে বা মসজিদে চলে এসেছে আর ইমাম সাহেবের জানা হল যে, কোন ব্যক্তি বিদ্যমান, অচিরেই নামাযে শরীক হওয়ার জন্য ইচ্ছা পোষন করেছে। এমতাবস্থায় রুকুর মধ্যে কিছুক্ষণ দেরী করলে বৈধ হবে নাকি হবে না ?

(د) নামায জায়েয হওয়ার জন্য এক আয়াতের পরিমাণ কতটুকু হতে হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ (ا) হ্যাঁ, দীর্ঘ কিয়াম অধিক প্রিয়। 'রাদ্দুল মুহতার'র মধ্যে আছে, اَلْمَذْهَبُ الْمُعْتَمَدُ اَنَّ طُوْلَ الْقِيَامِ اَحَبُّ পছন্দনীয় অভিমত হল দীর্ঘ কিয়াম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উত্তম। উহার মধ্যে আরো আছে- قَوْلُ الْاِمَامِ هُوَ الْمُصَحَّحُ بَلْ هُوَ قَوْلُ الْكُلِّ-

(ب) টুপি উঠিয়ে নেওয়া উত্তম। খেয়াল রাখতে হবে বার বার যেন পড়ে না যায়। নিজকে অপদস্ত ও ছোট্ট মনে করে মাথা খালি রাখতে চাই তাহলে না উঠানো উত্তম। দুররুল মুখতারের মধ্যে আছে-

سَقَطَتْ قَلَنسوتُهٗ فَاِعَادَتُهَا افضَلُ اِلَّا اذَا احتاجتْ بِتكريرٍ اَوْعَمَلٍ كثيرٍ رد المحتار الظاهر ان افضليته اعادتها حيث لم يقصدْ بِتركِهَا التذلُّلَ -

কারো টুপি পড়ে গেলে তা তুলে নেওয়া উত্তম। তবে পূণর্বার বা অধিক আমলের প্রয়োজন হলে তখন নয়। রাদ্দুল মুহতারে রয়েছে-প্রকাশ থাকে যে, উহা পরিত্যাগ করা দ্বারা নিজকে ছোট্ট মনে করা উদ্দেশ্য না হলে উহা উঠিয়ে নেওয়া উত্তম।

(ج) যদি কোন নিদিষ্ট ব্যক্তির জন্য নিজের কোন বিশেষ সম্পর্কের কারণে অথবা তোষামোদের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে একবার তাসবীহ পড়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করারও মোটেই অনুমতি নেই বরং আমাদের ইমামে আ'যম আবু হানিফা রাদ্বি আল্লাহু আনহু বলেন يُخْشٰى عَلَيْهِ اَمْرٌ عَظِيْمٌ অর্থাৎ ইহার মধ্যে শিরক হওয়ার আশংকা আছে যে, নামাযের মধ্যে সামান্যটুকু আমল সে খোদা ব্যতীত অন্য কারো জন্য করেছে। যদি তোষামোদের জন্য না হয় বরং উত্তম কাজে মুসলমানদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে হয়। আর এটা তখনই প্রকাশিত হবে যে, এটা আগন্তকের জানা ছিল না অথবা জানে; তার সাথে কোন বিশেষ সম্পর্কও নেই না অন্য কোন উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তখন রুকুর মধ্যে দুই এক তাসবীহ বাড়িয়ে পড়া জায়েয। বরং যদি অবস্থা এই রকম হয় যে, এখন মাথা তুলে ফেলবে, তাহলে রুকুর মধ্যে শামিল হবে কি হবে না এই ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে পড়ে। তখন বৃদ্ধি করা যায়। আর যার এখনও নামাযের মধ্যে শরীক হয়নি মসজিদের মধ্যে এসেছে, ওযু ইত্যাদি কর অথবা ওযু করতেছে, তার জন্য সুন্নাত নিয়মের চেয়ে বৃদ্ধ করবেনা। বরং যদি বৃ করাটা উপস্থিত নামাযীদের জন্য ভারী বলে প্রমাণ হয় তাহলে তা কঠোরবে নিষিদ্ধ।

اَلْمَسْئَلَةُ وَارِدَةٌ فِي الْكتبِ وبَسَطَهَا الشَّامِيُّ فى صفةِ الصَّلوةِ وَمَاقُلتهٗ علىٰ التَّحْقِ

মাসআলাটি অনেক কিতাবে এসেছে। আল্লামা শামী নামাযের ফরয অধ উহাকে বিশ্লেষণ করেছেন। আমি তার নির্যাষটুকু বলেছি।

(و) তাসবীহ পড়া হয়ে গেছে অথবা কিছু এখন পড়া অবস্থায় ছে তাকে দোয়া কুনুত পড়ার জন্য রুকূ ছেড়ে দেওয়া জায়েয হবে না। যদি ঠ এর জন্য

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কিয়ামের দিকে ফিরে আসে, তাহলে গুনাহ হবে। তারপর কুনূত পড়ুক বা না পড়ুক তার উপর সাহু সিজদা দিতে হবে। দুররুল মুখতার-

لَوْنَسِىَ الـقـنوتَ ثم تذكَّره فى الركوعِ لايقنُتُ فيه لِفَوَاتِ مَحَلِّهٖ وَلَايَعُوْدُ الىٰ الـقـيـام فَـاِنْ اَعَـادَوَقَـنَـتَ ولَـمْ يَـعـدِ الـركوعَ لَمْ تَفسُدْ صلاتُهٗ ويسجد لـلسهـوقَنَتَ اَوْلا لزواله عن مَحَلِّهٖ اه اقول وقوله ولم يَعدِالركوعَ اى ولَوْلم يَـعـدْهُ لانـه لـم يـرتـفـض بـالعودللقنوت لكانَ لَوْاعادَهٗ فسدتْ لان زيادةَ مـادون ركـعـتـهٖ لاتـفـسُدْ نعم لايكفيه اذنْ بِسَجُوْدِ السهوِلِاَنَّه اخرالسجدةَ بِهٰذا الركوعِ عمدًافعليهِ الاعادةُ سَجد للسهوِاوْلم يسجُدْ

যদি কুনুত পড়তে ভুলে যায়, রুকুতে স্বরণ হলেও স্থান ফওত হয়ে যাওয়ার কারণে কুনুত পড়বে না। কিয়ামের দিকে ফিরে যাবে না। ফিরে গিয়ে কুনুত পড়তঃ রুকু না করলে নামায নষ্ট হবে না। যথাস্থানে না হওয়ার কারণে কুনুত পড়ুক বা না পড়ুক সাহু সাজদা দিতে হবে। যদি রুকু করে বসে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কেননা রাকাতের বাইরে কোন কাজ বৃদ্ধি করলে, তবে সিজদা-ই সাহু তখন যথেষ্ট হবে না। কেননা এটাতো ইচ্ছাপূর্বক রুকু করার কারণে সিজদা-ই সাহু। তাই সাহুর সাজদা করুক বা না করুক পূনরায় পড়তে হবে।

(৫) ওই আয়াত ছয়টি হরফ থেকে কম যেন না হয় আর অনেকেই ইহার সাথে আরো শর্ত দিয়েছেন যে, শুধুমাত্র একটি শব্দ হতে পারবে না। অতপর তাদের নিকট مُدْهَـامَّتَـانِ যদিও বা পূর্ণ আয়াত এবং ছয় হরফ থেকে বেশি তা নামায পরিপূর্ণতায় যথেষ্ট নয়। উহাকে মুনিয়া, যহরিয়া, সিরাজ ওহহাজ, ফাতহুল কাদীর, বাহরুর রাইক, দুররুল মুখতার ও অন্যান্য গ্রন্থে অধিক শুদ্ধ বলা হয়েছে। ইমামূল আযল ইস্তিযাবী, ইমাম মালেকুল ওলামা আবু বকর মাসউদ কাশানী বলেছেন-আমাদের ইমামে আযম রাদ্বি আল্লাহু তাআলা আনহু'র নিকট শুধু মাত্র مـدهـامتان দ্বারা ও জায়েয হবে এবং ইহাতে একেবারে খেলাপ বলেননি। দুররুল মুখতারের মধ্যে আছে-

اقلها ستةُ احرفٍ ولَوْ تقديرًا كَلَمْ يَلِدْ اِذَاكانتْ كلمةً فَالْاَصَحُّ عدمُ الصحَّةِ-

এক শব্দ হলেও কমপক্ষে ছয় অক্ষর হতে হবে, যদিও উহ্য থাকে। যেমন-لـم يـلـد শুদ্ধ না হওয়াটা বিশুদ্ধতম অভিমত।

হিন্দিয়ার মধ্যে আছে-

اَلْاَصَحُّ اَنَّـهٗ لَايَـجُـوْزُ كَـذَافـى شـرحِ الْجَمْعِ لابن مَلِكٍ وهٰكذا فى الظهيرية والسراج الوهاج وفتح القدير-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিশুদ্ধতম অভিমত হল-তা জায়েয হবে না। যেরূপ ইবনে মালেকের শরহুল জমআ' কিতাবে রয়েছে। অনুরূপভাবে যহীরিয়া, সিরাজ ওয়াহহাজ, ফতহুল কাদীর গ্রন্থে বিবৃত।

ফাতহুল কদীরের মধ্যে আছে-

لَوْ كَانَتْ كَلِمَةً نَحْوَ مُدْهَامَّتَانِ، ص، ق، ن، فان هٰذه اٰيَاتَ عِنْدَ بَعْضِ الْقُرَّاءِ الْاَصَحِّ انه لَايَجُوْزُ لِاَنَّه يُسَمَّى عادًّا الاقارمًا۔

বাহরুর রায়েকের মধ্যে সে ব্যাপারে আলোচনা করতঃ বলেছেন-

كَذَاذَكَرَه الشَّارِحُوْنَ وَهُوَ مُسَلَّم ان فى ص ونحوه امافى مدهامتن ٥، فَذَكَرَالاسبيجَابِى وصاحِبُ البدائع انه يَجُوْزُ على قول ابى حنيفة من غير ذكر خلاف بينَ المشائِخ۔

বাদায়ে'কিতাবে আছে-

فى ظاهر الرواية قدرادنى المفروض بالاية التامة كقوله تعالى مدهامتن وماقَالَه اَبُوْحنيفةَ اَقْيَسُ اقول ۔

যাহের রেওয়ায়াত এ আছে যে, ফরয কেরাতের সর্বনিম্ম পরিমাণ পূর্ণ এক আয়াত। যেমন আল্লাহর বাণী-مدهامتان ইমাম আবু হানিফা (রহ) যা বলেছেন ওটাই প্রনিধানযোগ্য। প্রকাশ্য হল-এক দল আলেমের মতে-এটা গ্রহণযোগ্য। বর্জন করাই শ্রেয় যদি বিশেষ অবস্থায় ইহার প্রয়োজন না হয়। তবে উদাহরণ স্বরুপ- ফজরের নামাযের মধ্যে যখন সময় কম হয়, সেই সময়- ثم فجر সর্ব সম্মতিক্রমে আমাদের ইমামের নিকট ফরজ আদায়ের জন্য যথেষ্ট। مدهامتن এর দ্বারা তাড়াতাড়ি আদায় হয়ে যাবে। এর মধ্যে অক্ষরও বেশি আছে আবার এতে মদ্দে মুত্তাসিল- যা বাদ দেওয়া হারাম। হ্যাঁ, এ নিয়ম যার জানা আছে তার সম্পর্কে এ বক্তব্য। পূণরায় পড়ে নেওয়াই সতর্কতা। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪০ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন- এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যদি মহিলা হজ্জে যেতে চাই আর তার স্বামী তাকে কোন কারণে নিষেধ করে তাহলে সে স্বামীর অনুমতি ব্যতিত যেতে পারবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যদি তার সাথে মহরম ব্যক্তি থাকে এবং তার উপর হজ্জও ফরয হয় তাহলে সে করতে পারবে। অন্যথায় যেতে পারবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-৪১ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যদি স্বামী তার স্ত্রীকে কোন কাজ করার আদেশ দেয় অতপর সময় এত কম যে, তার আদেশ পালন করতে গেলে নামাযের সময় থাকে না, তখন স্ত্রী নামায পড়ে নেবে নাকি স্বামীর আদেশ পালন করবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ স্ত্রী নামায পড়ে নেবে। আর স্বামীর এধরনের হুকুম মানা হারাম। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪২ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন- এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যায়েদ বলে যে, যদি কিয়াম, মিলাদ শরীফ সাধারণত উত্তম ইবাদত হিসেবে করা হয় তাহলে প্রথমে কেন করা হয় না। প্রথমে উত্তম ইবাদতই করা হয়। যদি এ ধারণা রেখে করা হয় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাওনক বা তাশরীফ ফরমা আছেন তাহলে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে রাওনক বা আলোকিত হয় না। যদি হতো তাহলে মাহফিলের প্রথমে কিয়াম কেন করা হয় না? যদি করা না হয় তাহলে যখনই রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) জালওয়া আফরোজ (উদ্ভাসিত) হতো এবং কিয়াম চলা পর্যন্ত তিনি তাশরীফ রাখতেন এবং লোকেরা মাহফিলে বসার সাথে সাথে তাড়াতাড়ি তিনি তাশরীফ নিয়ে যেতেন। তাহলে এর থেকে জানা যায় যে, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাশরীফ আনায়ন লোকদের কিয়াম এবং মিলাদ শরীফের উপর নির্ভরশীল। যায়দের এটা বলা অনর্থক হয়েছে নাকি হয়নি আর এর পূর্ণ সমাধান কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যায়দের এই সব কথা বেওকুপের, মুর্খের কথা, জ্ঞানহীন লোকদের কথা। অর্থহীন ও মনগড়া কথা- যার প্রকৃত কারণ হল সে বদ-নসীব। যিকরে রাসুলের সম্মান মূলতঃ যাতে আকদাসের তা'যিম। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সত্ত্বার তা'যীম বিভিন্ন অবস্থার পরিপেক্ষিতে বিভিন্নভাবে হয়। তাঁর উপস্থিতির সময় আদব সহকারে তাঁর সামনে বসাও তা'যীম। মহান সত্ত্বার শুভাগমনে দাঁড়ানোই সম্মান। আলোচনাকালে শুভাগমনের তা'যীম হয় কিয়াম বা দাঁড়ানোর মাধ্যমে। আর বাকী সময়ের তা'যীম আদব সহকারে উপবেসন করার মাধ্যমে। وَلٰكِنَّ الْوَهَابِيَّةَ قَوْمٌ لَايَعْقِلُوْنَ কিন্তু ওহাবী সম্প্রদায়রা বুঝে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪৩ঃ ওলামা-ই কিরাম কি বলেন-এই মাসআলার ব্যাপারে, যায়দ মা'আযাল্লাহ এটা বলে যে, আমি ঈসায়ী অথবা ওহাবী বা কাফির হয়ে যাব। এক

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফেরকার নাম নিয়ে এসেছে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে নাকি হবে না? অথবা এটা বলে যে, হ্যাঁ আমি চাই যে, গাইরে মুকাল্লিদ হয়ে যাব। অথবা এটা বলে যে, গাইরে মুকাল্লিদ হওয়ার জন্য আশা করছি, এই উক্তি কেমন হবে? যদিও বা কোন ব্যক্তি রসিকতা করার উদ্দেশ্য তা বলে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ সে ব্যক্তি যে ফিরকার নাম গ্রহণ করেছে, ওই ফিরকার হয়ে যাবে। এটা রসিকতা করে বলুক অথবা অন্য কোন কারণে বলুক। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

টীকা-১ঃ (ক) কেউ এটা বলে যে, আমরা বলছি যে, মিঠা খাব, তাহলে বলার কারণে আমরা মিঠা খাইনি। একইভাবে কেউ যদি কোন বাতিল দলের নাম নেয় যে, আমি ওই দলের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব তাহলে সে ওই দলের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া উচিত।

উত্তরঃ শুধুমাত্র মানুষ বল্লেই খেয়ে ফেলে না আর কাফির, ইসলাম-ধর্ম এসব বলার কারণে হয়ে যায়।

(খ) এর থেকে আপত্তি হয় যে, যদি কোন কাফির বলে যে, মুসলমান হয়ে যাব তাহলে সেকি মুসলমান হয়ে যাবে? অথচ সেই মুসলমান হয়ে যায়নি।

উত্তরঃ কাফিরের এ উক্তির কারণে শুধুমাত্র ইসলামকে পছন্দ করা বুঝা যায়। পছন্দ করলে মুসলমান হয়ে যায় না। যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম কবুল করবে না আর মুসলমান অন্য বাতিল দল পছন্দ করলে নিজেই কাফির হয়ে যাবে। এই জন্য এখানে কুফুরী পাওয়া গেল ওখানে ইসলাম পাওয়া যায়নি যতক্ষণ পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম কবুল করবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪৪ঃ ওলামা-ই কিরাম কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, কোন ব্যক্তি নামাযে তা'দীলে আরকান আদায় করেনি অর্থাৎ রুকু করার পর সোজা উঠে দন্ডায়মান হয় নি, দু'সাজদার মাঝখানে না বসে দ্বিতীয় সাজদায় চলে যায়; বরং এমন দেখা গেল যে, প্রথম সাজদা থেকে এক বা দু'আঙ্গুল মাথা উঠালো তারপরে দ্বিতীয় সাজদা করে ফেলল ওই ধরনের ব্যক্তির নামায হবে নাকি হবে না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ এধরনের নামায মোটেই হবে না এবং তা দ্বিতীয় বার পড়া ওয়াজিব। এভাবে পড়া গুনাহ, নবীজি হাদীস শরীফের মধ্যে ইরশাদ করেন- যদি কোন ব্যক্তি ষাট বছর এভাবে নামায পড়ে তবু তা কবুল হবে না । অন্য হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

انـا نـخاف لؤمت على ذلك لمت على غير الفطرة اى غير دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم

অর্থাৎ আমি ভয় করতেছি যে, যদি সে ব্যক্তি এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে সে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪৫ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে, স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ছাড়া মুরীদ হতে পারবে নাকি পারবে না? যদি স্বামীর অনুমতি ছাড়া মুরীদ হয়ে যায় তাহলে তার কি হুকুম? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রী মুরীদ হতে পারবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪৬ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, মেয়ে বয়সপ্রাপ্তা হয়েছে এমতাবস্থায় তার কোন 'কুফু' (সমমর্যাদাবান স্বামী) পাওয়া যাচ্ছে না। অথবা কুফু ব্যতীত পাওয়া যায় অর্থাৎ কম মযাদাবান ছেলে পাওয়া যায় অথবা মেয়ে থেকে বেশি ধনাঢ্য ছেলে পাওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সত্ত্বাগতভাবে পূর্ণ ভাল নয়। যেমন ছেলে পক্ষের বাপ দাদারা ভাল ছিলেন কিন্তু তাদের স্ত্রীরা নর্তকী বা বেশ্যা ছিল বিবাহের পরে তার থেকে এই ছেলেটি জম্ম লাভ করল? উভয়ের মধ্যে বিবাহ হওয়া ভাল হবে নাকি কুফু-এর জন্য অপেক্ষা করবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ শুধুমাত্র সম্পদের দিক থেকে কম হওয়া কুফু'র প্রতিবন্ধক নয়। বাস্তব কুফু না হলে যার সাথে সেই মেয়ের বিবাহ হবে তার অবিভাবকের জন্য লজ্জার কারণ হবে। পিতা যদি সম্ভ্রান্ত বংশের হয়, নর্তকী বা বেশ্যাগিরি থেকে ফিরে আসার পরে তাকে বিবাহ করলে তার ছেলেদের বংশের উপর কোন অপবাদ আসবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪৭ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, প্রথম রাকআতে কোন এক সূরা পড়ে দ্বিতীয় রাকআতে যদি আগের সূরা অথবা রুকু ভুলবশতঃ মুখ দিয়ে চলে আসে তাহলে সেই সূরা পড়বে না শেষের সূরা? পূর্বের সুরা পড়ে নামায শেষ করে দিলে নামায হবে নাকি হবে না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ ভুলবশতঃ মুখ দিয়ে যে সূরার এক কালিমা বের হয়ে গেছে সেটা পড়া আবশ্যক হয়ে যাবে; এটা আগে হোক বা পরে হোক। হ্যাঁ! ইচ্ছা করে বার বার তারতীব পরিবর্তন করা গুনাহ হবে। যদিও বা নামায হয়ে যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

মাসআলা-৪৮ঃ ওলামা-ই কিরাম কি বলেন- এ মাসআলার ব্যাপারে যে, (ক) আযানে ছানী'র প্রথমে উর্দু শে'র পড়ে নিয়েছে। তারপর খুতবা আরম্ভ করে দিলো। (খ) খুতবা পড়ার পর পর উর্দু শে'র পড়ার পরে নামাযের জন্য দন্ডায়মান হয়ে গেলো। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ উভয় পদ্ধতি হল সুন্নাতের পরিপন্থী। আরবী ছাড়া অন্য ভাষা খুতবায় মিলানো সুন্নাতে মুতাওয়াতেরাকে পরিত্যাগ করার নামান্তর। ওয়াজিব পরিত্যাগ হয়নি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪৯ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে, রোযা নামায কসর করার জন্য কতটুকু পর্যন্ত সীমা নিধারণ করা হয়েছে। রেল গাড়ীর মাধ্যমে দুই রাত দুই দিন সফরের দূরত্ব হলে রোযা নামায কসর করা যাবে কি না? আর যদি কসর করা না যায় তাহলে কত দিন সফর করলে কসর পড়তে হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ সাড়ে সাতান্ন মাইল দুরত্ব সফর করলে রেল গাড়ির মাধ্যমে হোক বা পায়ে হেঁটে হোক তাহলে কসর পড়তে পারবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫০ঃ ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ কি বলেন এ মাসআলার ব্যাপারে যে, সূর্য ডুবার সময় কোরান শরীফ পড়তে পারবে নাকি পারবে না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ সূর্য উঠতে এবং ডুবতে আর ঠিক দুপুর হওয়ার সময় কোরআন মজীদ তেলাওয়াত করার পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার যিকর, দূরুদ শরীফ ইত্যাদি পড়তে পারবে। ওই তিনটি সময় কোরান মজীদ তেলাওয়াতের সময় নয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫১ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, 'ﻻ' চিহ্নের স্থানে অবস্থান করা অথবা রুকু বা ওয়াকফ করা কেমন? অথবা কোন ধরনের অসুবিধা আছে কি? যদি যে সমস্ত আয়াতের মধ্যে 'ﻻ' চিহ্ন থাকে সেখানে রুকু শেষ করলে জায়েয হবে নাকি হবে না? যেমন উপর থেকে পড়ে এসেছে আর صُمٌّ بُكْمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ এর উপর রুকু করে দেয়া জায়েয আছে নাকি কোন অসুবিধা আছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ সাধারণত প্রত্যেক আয়াতের উপর ওয়াকফ করা অপছন্দনীয় ব্যতীত জায়েয বরং তা হাদীসে বর্ণিত আছে। রুকু যদি অর্থ পরিপূর্ণ হয় যেমন উল্লেখিত আয়াতের মধ্যে আর অন্য উদহরণেও যদি কথা সম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন প্রকৃতভাবে অসুবিধা নেই আর যদি অর্থ অসম্পূর্ণ হয় সামনের আয়াত ছাড়া, তাহলে বিশেষ

করে উদাহরণ স্বরূপ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ মধ্যে অবশ্যই মন্দ হবে আর ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ এর মধ্যে খারাবি উহার থেকে কম। তবে সর্বাবস্থায় নামায হয়ে যাবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫২ঃ ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, কোন ব্যক্তি গাজা, আফীম ও মাদক দ্রব্য এত পরিমাণ পান করে যে, এর দ্বারা নেশা আসেনি। তাহলে এব্যক্তি হারাম গুনাহয় লিপ্ত হবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ নেশা প্রকৃতভাবে হারাম। নেশা জাতীয় জিনিস পান করা নেশাখোরদের সাদৃশ্য হয় যদিও বা নেশার সীমা পর্যন্ত পৌছেনি। এটাও পান করা গুনাহ; এমনকি আলেমরা ইহাও বলেছেন যে, শুধুমাত্র নরমাল পানি মদের মত করে পান করাও হারাম। হ্যাঁ! যদি ঔষধের জন্য কোন কিছু মিশ্রিত করে আফীম বা মাদক বা সরস এতটুকু অংশ মিশ্রিত করা হয়-যার কারণে মস্তিস্কে প্রভাব না পড়ে তাহলে কোন অসুবিধা নেই। বরং আফীম সামান্যতম খাওয়া থেকেও বিরত থাকা উচিত। সে দূর্গন্ধ জিনিসের প্রভাব তা নাড়ি ছিদ্র করে দেয়। যে ব্যক্তি আফীম ছাড়া কোন মছীবত থেকে সুস্থ হওয়ার আশা করা যায় না অগত্যা সে পান করতে পারবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫৩ঃ ওলামা-ই কিরাম কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, এক ব্যক্তি সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে অন্য ব্যক্তিকে বলতেছে নামায হয়ে গেছে এবং জামাআত প্রস্তুত। সে বলল নামায পড়ুয়াদের উপর অভিশাপ দিচ্ছি যখন এ উক্তি অন্য তৃতীয় জনের সামনে হয় আর লোকেরা বলল এ উক্তি কুফুরী উক্তি। অতপর সে বলল এ ধরনের কথা দ্বারা কুফুরী হয় না। অথচ সেই ব্যক্তি বিবেকবান এবং বালেগ। সে ব্যক্তির ব্যাপারে শরীআতের কি হুকুম?

জাওয়াবঃ এ ভাবে বলার কারণে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। তার স্ত্রী বিবাহ বন্ধন থেকে বের হয়ে যাবে। তৃতীয় ব্যক্তিও নতুন করে কালিমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে হবে এবং এর পরে তার স্ত্রীকে আবার বিবাহ করতে হবে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫৪ঃ ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ কিবলেন- এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যায়দ ঘর থেকে চলে যাওয়ার দু'বছর পর শুধুমাত্র নিজে স্ত্রীর ওয়ারিছের নিকট এ বিষয়ে লিখল যে, আমি আমার স্ত্রীকে তালাক দিচ্ছি। এখন আমার তার প্রয়োজন নেই। আমার ঘর থেকে চলে যেতে পারবে। এখন আমার আসা হবে না। আর তার কোন নাম-নিশানা ও পাত্তা নেই যে, কোথায়

www.YaNabi.in

চলে গেল। এ চিঠির আক্ষরিক ধরণ অন্য চিঠি গুলোর সাথে মিলে গেছে। সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এখন তালাক হবে নাকি হবে না?

জাওয়াবঃ যদি স্ত্রী বিশ্বাস করে যে, এ পত্র তার স্বামীরই। তাহলে তার স্বাধীনতা থাকবে যে, ইদ্দতের পরে যাকে ইচ্ছা স্বামী হিসেবে বরণ করে নিতে পারবে। যেমন ফাতওয়া-ই হিন্দিয়া'র মধ্যে সারখসী'র মুহীত্ব থেকে এরূপ বর্ণিত রয়েছে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫৫ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এই মাসআলার ব্যাপারে যে, গর্ভবর্তী অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া জায়েয আছে নাকি নেই? যদি জায়েয হয় তাহলে তার ইদ্দত কি হবে?

জাওয়াবঃ গর্ভবতী অবস্থায় স্ত্রীকে তালাক দেওয়া যায় না। যদি তালাক দিয়ে দেয় তাহলে তালাক হয়ে যাবে। আর তার ইদ্দত হবে সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫৬ঃ ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ কি বলেন- এ মাসআলার ব্যাপারে যে, ইমাম সাহেব সূরা আলিফ লাম, মীম الـــم পূরা রুকু অর্থাৎ الـم ذَالِكَ الكِتَابَ لَارَيْبَ -যার মধ্যে- وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ পর্যন্ত পড়লেন- فِيْهِ هُدىً لِلْمُتَقِينَ الذِينَ يُؤمِنُونَ بِالغَيْبِ وَيُقِيْمُونَ الصلوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ - وَالـذِيـن يـؤمِنُونَ بِمَا انزِلَ اِلَيكَ পর্যন্ত ঠিকভাবে পড়লেন, তারপর اِنَّ الذين এর স্থানে وَالـذِين يومنونَ بِالغَيْبِ পড়ে আগে চলে গেল আর আগে وَالـــذِيــنَ এর স্থানে পড়ে ফেলেছে এবং সাহু সাজদা দিয়েছে। এখন তার নামায হবে নাকি হবে না? শুধুমাত্র অতটুকু আয়াত পড়াতে নামায হবে নাকি হবে না?

জাওয়াবঃ নামায হয়ে গেছে। সাহু সাজদা দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫৭ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, পান ব্যবসায়ী অথবা সুরমা বিক্রেতাকে কোন ব্যক্তি দশ বা পাঁচ রুপিয়া দিয়ে তাকে বলল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার টাকা তোমার কাছে থাকবে আমাকে প্রতিদিন প্রয়োজন মত পান-সুপারী দেবে। যখন টাকা ফিরিয়ে দেবে তখন আমাকে আর পান দিবে না, এ পদ্ধতি জায়েয না হলে জায়েয হওয়ার জন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ এ পদ্ধতি সরাসরি সুদ এবং তা হারাম। সুদ খাওয়ার কোন জায়েয পন্থা নেই। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-৫৮ঃ শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, নিসাব হওয়ার জন্য শর্ত এটাও আছে যে, সাড়ে বায়ান্ন তোলা চাঁদী অথবা সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ'র পরিমাণ টাকা মওজুদ থাকে, যখন কোরবানী ওয়াজিব হয় অথবা ততটুকু পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। চাই তা ক্ষেত-খামার অথবা চতুষ্পদ প্রাণী হোক। যদি কোন ব্যক্তির নিকট ষাট রুপিয়া দামের মহিষ অথবা বলদ থাকে তাহলে তার উপর কোরবানী ওয়াজিব হবে কি না? কারো কাছে মাসিক কয়েক হাজার রুপিয়া আমদানী রয়েছে। কিন্তু কোরবানীর দিন তার নিকট এক টাকাও মওজুদ নেই তাহলে সে কর্জ নিয়ে কোরবানী করবে কি না? ইহার উপর অনুমান করতঃ শষ্য বেচা-কেনা করে কোরবানী করবে নাকি করবে না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ কোরবানী করার জন্য শুধুমাত্র এতটুকু সম্পদের প্রয়োজন যে, সেই কোরবানীর দিন সমূহের মধ্যে সকল মুল প্রয়োজন ছাড়া ছাপপান্ন রুপিয়ার মালিক হওয়া। চাই সেই সম্পদ নগদ হোক কিংবা গরু-মহিষ অথবা ক্ষেত-খামার হোক। কৃষি জমির হালের বলদ তার মূল প্রয়োজনের অর্ন্তভূক্ত; তা গণনা করা যাবে না। মাসিক হাজার রুপিয়ার ইনকামকারীর কাছে কোরবানীর দিনসমূহে ছাপ্পান্ন রুপিয়া না থাকা বাস্তবের বিপরীত। যদি এভাবে মেনে নেয়া হয় যে, সে সময় সে বাস্তবে ফকির; অবশ্যই তার উপর কোরবানী ওয়াজিব নয়। যার উপর কোরবানী ওয়াজিব তার কাছে নগদ টাকা না থাকলে সে যদি চাই কর্জ নিয়ে কোরবানী করতে পারবে। অথবা তার কিছু মাল বিক্রি করবে। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫৯ঃ ওলামা-ই আহনাফগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, ইমাম সাহেব তিন আয়াত পড়ার পর অর্থের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি হল। যেমন সূরা ইউছুপের শুরুতে চার আয়াত পড়ার পর رَاَيْتُهُمْ এর স্থানে رَاَيْتَهُمْ পড়ে ফেললেন। এ অবস্থায় নামায হবে নাকি হবে না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ অর্থ পরিবর্তন হাজার আয়াতের পর হলেও নামায নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এখানে رَاَيْتَهُمْ এর মধ্যে 'تَ' এর উপর যবর পড়াটা নষ্টকারী হবে না নামায হয়ে যাবে।

মাসআলা-৬০ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যদি আযান না হয় অথবা আযান হয়েছে কিন্তু ভুল হয়েছে তাহলে এমতাবস্থায় নামায পড়লে ক্ষতি হবে কিনা? তারাবীহ'র নামায নাবালেগ হাফেজ পড়াতে পারবে নাকি পারবে না? নাবালেগ ছেলে আযান দিতে পারবে নাকি পারবে না? যদি আযান দিয়ে ফেলে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাহলে পুনরায় আবার দিতে হবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ (১) আযান ব্যতিত জামাত পড়া মাকরুহ এবং নামাযও মাকরূহ। আযানে এভাবে ভুল হয় যে, শরীআতে তা আযান বলে স্বাকীর করে না তাহলে ওটা আযান ব্যতিত ধরে নেয়া হবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

(২) নাবলেগ ছেলের পেছনে বালেগের কোন নামায হবে না। যদিও তা তারাবীহর নামায অথবা নফল নামায হয়।

(৩) নাবালেগ ছেলে যদি বুদ্ধিমান হয় তার আযানকে শরয়ী আযান ধরা হবে। আর যদি তার আযানকে আযান হিসেবে বুঝা না যায় তবে পুনরায় দিতে হবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৬১ঃ ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, এক ব্যক্তি সাহরীর সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর রাত আছে মনে করে হুক্কা পান করলো অর্থাৎ সাহরীর সময় আছে মনে করলে তার রোযা হবে কি না?

জাওয়াবঃ যদি সুবহি সাদিক উদিত হওয়ার পর পান করে রোযা হবে না। তাকে পুরা করতে হবে এবং কাযা দিতে হবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৬২ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, স্বর্ণ,রৌপ্যও পিতল ইত্যাদির আংটি অথবা বোতাম অথবা ঘড়ির ব্যান্ট পুরুষদের জন্য জায়েয হবে কিনা? আর তা পরিধান করে নামায পড়া বা পড়ানো ঠিক হবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ চাঁদির একটি আংটি এক পাথর বিশিষ্ট সাড়ে চার মাশা (এক মাশা সমান আট রত্তি) এর চেয়ে কম ওজনের হলে পুরুষের জন্য জায়েয। চাদীর দু'টি আংটি বা কয়েক পাথর বিশিষ্ট একটি আংটি সাড়ে চার মাশার চেয়ে বেশি হলে এবং স্বর্ণ, কাঁসা, পিতল, তামা ও লোহার তৈরী আংটি সাধারণত নাজায়েয। ঘড়ির চেইন সোনা বা চাঁদীর হলে তা ব্যবহার করা পুরুষের জন্য হারাম এবং ধাতুর হলেও নিষিদ্ধ। আর যে সকল জিনিস ব্যবহার করা নিষেধ করা হয়েছে তা পরিধান করে নামায এবং ইমামতি করা মাকরুহে তাহ্রিমী। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৬৩ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, সোনা- চাঁদীর বোতাম শিকল ব্যতিত পুরুষের জন্য ব্যবহার করা জায়েয আছে কি নেই? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জাওয়াবঃ শিকল ছাড়া সোনা- চাঁদীর বোতাম পুরুষের জন্য ব্যবহার করা জায়েয তবে শিকলওয়ালা নিষেধ। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৬৪ঃ ওলামা-ই কিরাম কি বলেন- এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যদি কোন ব্যক্তি চাঁদীর শিকলওয়ালা বোতাম সাজের নিয়তে পরিধান করে না বরং এ মনে করে পরিধান করে যে, অন্য প্রকারের বোতাম নষ্ট হয়ে যায়। এ নিয়তে পরিধান করা দুরস্ত আছে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ এই নিয়তে পরিধান করলেও নাজায়েয, জায়েয হবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৬৫ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে; যে ব্যক্তি ফজরের সুন্নাত পড়েনি আর দশ বার মিনিট বাকী আছে সূর্য উদয় হওয়ার তাহলে সে নামায পড়তে পারবে কিনা? এভাবে যোহরের সুন্নাত না পড়ে ইমামতি করতে পারবে কিনা ? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যদি ফরজ নামায পড়ার সময়ই অবশিষ্ট থাকে তাহলে সুন্নাত বাদ রাখবে। অতপর যদি এক দলের মধ্যে কোন ব্যক্তি এখনও সুন্নাত না পড়ে অথবা যিনি সুন্নাত পড়েছে সে ইমামতি করার যোগ্য নয় তখন যিনি সুন্নাত পড়েনি তিনি ইমামতি করবেন। আর যদি সময় থাকে তাহলে পূর্বের সুন্নাতকে বাদ দেওয়া গুনাহ এবং তার ইমামতি করা মাকরূহ হবে। দশ বার মিনিটের মধ্যে সুন্নাত এবং ফরয সবগুলো পড়তে পারে। সুন্নাত পড়ে নামায পড়াবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৬৬ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, নামায পড়ার জন্য ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো যাবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ অবশ্যই নামাযের জন্য জাগ্রত করতে পারবে।

মাসআলা-৬৭ঃ ওলামা-ই আহনাফগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, ইকামাতের তাকবীর দাঁড়িয়ে শ্রবন করা সুন্নাত নাকি বসে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ বসে শুনবে। দন্ডায়মান হয়ে শুনা মাকরূহ। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৬৮ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, ইমাম সাহেব রুকুর মধ্যে আছে। এক ব্যক্তি একটি মাত্র তাকবীর বলে জামাতে শামিল হল। তাহলে এটা তাকবীরে তাহরীমা তথা প্রথম তাকবীর হল না রুকুর সুন্নাত

www.YaNabi.in

তাকবীর? এই পদ্ধতিতে নামায পড়লে ওই মুক্তাদীর নামায হবে কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যদি সে তাকবীরে তাহরীমা বলে অর্থাৎ সোজা দাঁড়ায়ে তাকবীর বলে। হাত ছেড়ে দিলে হাঁটু পর্যন্ত না গেলে নামায হয়ে গেছে। আর যদি তাকবীরে ইন্তিকাল অর্থাৎ ঝুকে যাওয়ার সময় যদি তাকবীর বলে তাহলে নামায হবে না। তাকে দু'তাকবীর বলার জন্য হুকুম রয়েছে-একটি হলো তাকবীরে তাহরীমা আরেকটা হলো তাকবীরে ইন্তিকাল তথা রুকুর তাকবীর। প্রথম তাকবীর হলো তাকবীরে তাহরীমা, যা দন্ডায়মান অবস্থায় বলতে হয়। দ্বিতীয় তাকবীর হল তাকবীরে ইন্তিকাল-যা রুকুতে যাওয়ার সময় বলতে হয়। "দুর্‌রুল মুখতার" কিতাবে রয়েছে-

وَلَوْوُجِدَ الْاَمَامُ رَاكِعًا فَكَبَّرَ مُنْخَسِيًّا ان الٰى الْقِيَامِ اَقْرَبُ صَحَّ وَلغتْ نِيَّتُهُ تكبيرة الركوع -

মাসআলা-৬৯ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলা প্রসংগে যে, এক ব্যক্তির গোসলের প্রয়োজন হয়েছে, যদি সে গোসল করতে যায় তাহলে ফজরের নামায কাযা হয়ে যাবে। সে এই অবস্থায় কি করবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ সে ব্যক্তি তায়াম্মুম করে নামায পড়ে নেবে এবং তারপর গোসল করে ওই নামায পূনরায় আদায় করবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৭০ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে দাড়ি মুন্ডানো, লোম নাশক ব্যবহারকারী এবং শরীআতের সীমা থেকে কম দাড়ি রাখা ব্যক্তি ফাসিক হবে কিনা? আর তার পিছনে ফরয নামায অথবা তারাবীহর নামায পড়া যাবে কিনা? আর হাদীসে পাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে কি ইরশাদ করেছেন এবং তার হাশর কোন সম্প্রদায়ের সাথে হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ দাড়ি মুন্ডানো এবং ছোট করা ব্যক্তি অভিশপ্ত ফাসিক। তাকে ইমাম বানানো গুনাহ। ফরয নামায অথবা তারাবীহর নামাযে তাকে ইমাম বানানো জায়েয নেই। হাদীস পাকে তার উপর গযব নাযিল এবং হত্যা করা ইত্যাদি শাস্তির কথা বলা হয়েছে। আর কোরআনে আযীমের মধ্যে তার উপর লা'নতের কথা রয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুশমনদের সাথে তার হাশর হবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৭১ঃ ওলামা-ই কিরাম কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, শরীআতের মধ্যে দাড়ি কতটুকু রাখার কথা বলা হয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ তুথনি বা চিবুকের নিচ থেকে চার আঙ্গুল পরিমাণ পর্যন্ত দাড়ি রাখতে হবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৭২ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, সূর্য উঠার কতটুকু সময়ের পর নামায পড়ার হুকুম আছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ সূর্য উঠার পর থেকে কমপক্ষে বিশ মিনিট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা ওয়াজিব। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৭৩ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, কবরসমূহ পাকা করা বৈধ কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ মৃত ব্যক্তির চারপাশ পাকা না হলে কবরের উপরের অংশ পাকা করে দিলে কোন অসুবিধা নেই।

মাসআলা-৭৪ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যদি কোন সুন্নী মুসলমান কোন ওহাবী অথবা ইহুদী বা নাসারা অথবা কোন কাফিরের সাথে কথাবার্তা বলে অথবা কারো সাথে বসে অথবা কারো সাথে চাকরী করে তাহলে সেই মুসলমান কাফির হয়ে যাবে কিনা? আর যদি কাফির না হয় তাহলে অন্য ব্যক্তি তাকে কাফির বললে তার হুকুম কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ প্রকৃত কাফির গায়রে মুরতাদ'র চাকরীতে যদি কোন কাজ শরীআতের বরখেলাপ করতে না হয় তাহলে জায়েয হবে। আর দুনিয়াবী কাজ, কথাবার্তা তাদের সাথে করা এবং কিছু সময় তাদের সাথে বসা নিষেধ নেই। এতটুকু সংস্রবে কাফিরতো দূরের কথা ফাসিকও বলা যাবে না। হ্যাঁ!মুরতাদের সাথে এ সব কিছু নিষেধ করা হয়েছে। ততক্ষণ পর্যন্ত কাফির হবে না যতক্ষণ তার কুফরি আকীদা সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর তাকে কুফরের প্রতি সন্দেহ করা না হয়। সন্দেহ করলে অবশ্যই কাফির হয়ে যাবে। কুফুরী প্রমাণিত হওয়া পর্যন্ত মুসলমানদেরকে কাফির বলা কবীরা গুনাহ হবে। এমনকি হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে, ওটা বলার কারণে যে ব্যক্তি কাফির বলেছে তার দিকে তা পূনরায় ফিরবে। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৭৫ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যায়দ নিজের স্ত্রীকে তার পিতা-মাতার নিকট এই জন্য যেতে নিষেধ করে যে, তাদের উভয়ের ঘর এক। যার দরজা এবং বারান্দা এক। যেখানে তার শ্বশুর-শ্বাশুরী ব্যতিত অন্য দুই ব্যক্তি ভাড়া থাকে। এমতাবস্থায় যায়দ স্বীয় স্ত্রীকে শরীআতের দৃষ্টিতে বাঁধা দেওয়ার হুকুম আছে কিনা? যদি অনুমতি ছাড়া যায়দের স্ত্রী চলে যায় তখন যায়দ কি শাস্তি করতে পারবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যদি সেখানে শরীয়আতের পর্দার সুব্যবস্থা থাকে তাহলে যায়দ সেটার ব্যবস্থা করবে। আর স্ত্রীকে অষ্টম দিনে পিতা-মাতার নিকট শুধুমাত্র দিনের বেলায় যাওয়ার অনুমতি প্রদান করবে। রাতে ওখানে থাকবে না। এতটুকু যেতে বাঁধা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এতেও বাঁধা প্রদান করলে স্ত্রী অষ্টম দিনে অনুমতি ছাড়া পর্দার ভিতরে দিনে গিয়ে দিনে চলে আসতে পারে। যায়দ এতটুকুতে শাস্তি প্রদান করলে যালেমের অন্তর্ভূক্ত হবে। যদি সেখানে শরীআত অনুযায়ী পর্দার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে যায়দ বাঁধা দিতে পারবে। বরং বাঁধা দেওয়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। আর যদি এমতাবস্থায় স্ত্রী অনুমতি ছাড়া চলে যায়, তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সেখান থেকে ফিরে আসবে না ততক্ষণ পর্যন্ত তার খোর-পোষ বন্ধ থাকবে। আর যায়দ তাকে শরীআত অনুযায়ী শাস্তি প্রদান করতে পারবে। প্রথমে বুঝাবে, যদি না বুঝে তাহলে বিছানা আলাদা করবে আর যদি তাও না মানে তাহলে মারবে; কিন্তু মুখের উপর মারা যাবে না এবং বেশিও মারা যাবে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৭৬ঃ ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফ্তীগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যিকরে জলী (প্রকাশ্য যিকির)করা জায়েয আছে কিনা? আওয়াজ কতটুকু উঁচু করতে পারবে। কোন নির্দিষ্ট সীমা আছে নাকি নেই। গোলাকৃতিতে যিকির করতে করতে দাঁড়িয়ে যাওয়া, সীনার উপর হাত মারা এবং একজন আরেকজনের উপর গড়িয়ে পড়া, শুয়ে যাওয়া এবং কান্নাকাটি শোরগোল করা কেমন? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যিকরে জলী জায়েয। তার নির্দিষ্ট সীমা হল- এতটুকু আওয়াজ যেন না হয়-যার কারণে নিজের ক্ষতি হয় অথবা কোন নামাযী অথবা রোগী অথবা শয়নকারীর কষ্ট হয়। যিকির করতে করতে দাঁড়িয়ে যাওয়া ইত্যাদি উল্লেখিত কাজসমূহ যদি ওজদ'র অবস্থায় হয় তাহলে জায়েয আছে; কোন অসুবিধা নেই। আর মা'যাল্লাহ! লোক দেখানো হয় তাহলে হারাম। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

মাসআলা-৭৭ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, এক ব্যক্তি নামায এবং কালিমা জানে না। তাকে বলা হল যে, কালিমা স্বরণ কর এবং নামায শিখ। তখন সে বলল, আমি শিখতে পারি না আর আমার স্বরণও থাকে না। তা আমার দ্বারা হবে না। এ ব্যাপারে শরীআতের হুকুম কি? সে এক ইংরেজের চাটুকার। এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখে জানাবেন। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ তাকে নতুন করে মুসলমান হওয়া উচিত। তাকে কালিমা-ই তায়্যিবা পড়ার জন্য বলা হবে। আর সে অস্বীকার করলে তার বিধানের ব্যাপারে আলেমগণ কুফরী লিখেছেন। যে কালিমা শিখতে অস্বীকার করে তার ব্যাপার ভিন্ন। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৭৮ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, শিক্ষার জন্য দু' সুন্নী মুনাযেরা করে। একজন সুন্নী আরেকজন ওহাবী সেজে। একজন ওহাবীর আপত্তিসমূহ অথবা তাদের পক্ষ থেকে জবাব পেশ করবে। দ্বিতীয়জন সুন্নীদের পক্ষ থেকে জবাব দেবে। তাহলে জায়েয এবং ভাল হবে কি না? এরই উপর কিয়াস করতঃ অন্যান্য বদমাযহাবের আলোচনা সাধারণত মজলিসে করা যাবে না; প্রাথমিক স্তরের ছাত্র হলেও। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ জবরদস্তি ছাড়া ওহাবী বেশে অভিনয় করলে ওহাবী হয়ে যায়। কাফিরের অভিনয় করলে কাফির হয়ে যাবে। মুনাযেরার প্রশিক্ষণ ওহাবী সেজে করা শর্ত নয়। হ্যাঁ! যদি ওহাবী না হয়ে প্রশিক্ষণের জন্য ওহাবীর আপত্তিগুলো একজন অন্য জনের নিকট পেশ করতঃ জবাব শুনে এবং বহছ করা হয় তাহলে তিনটি শর্তের ভিত্তিতে জায়েয হবে।

(১) এই আপত্তিগুলো উপস্থাপনকারী অবিচল সুন্নী হতে হবে। সংশয়ের কারণে যদি দোদ্যুল্লমান হয় তাহলে উপরোল্লেখিত আপত্তির কারণে ঈমানও চলে যায়।

(২) যখন জবাব যথাযোগ্য হয়;তবে যদি বিরুদ্ধাচরণমূলক হয় তাহলে সাধারণভাবে হারাম।

(৩) ওখানে শিক্ষার্থী ব্যতিত এমন কেউ হতে পারবে না যার দ্বারা ফেতনা ফ্যাসাদের আশংকা হবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৭৯ঃ ওলামা-ই কিরাম এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে, অধিকাংশ মুসলমান অজ্ঞতার কারণে মুশরিকদের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অনুরূপ বলে থাকে। অমুক মুশরিক অমুক কাজে অথবা চরিত্রে ভাল; একথা বলা মুসলমানদের জন্য কতটুকু জায়েয এবং কি গুনাহ তার যিম্মায় আবর্তিত হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ আখলাকের ব্যাপারে ভাল এটা বলা গুনাহ। কোন দুনিয়াবী কাজের মধ্যে বলা যেমন সাঁতার কাটা ভাল অথবা ঘোড়ার উপর চড়তে ভাল পারদর্শী অথবা সে ভাল বহন করতে পারে; এভাবে বললে কোন অসুবিধা নেই। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসাআলা-৮০ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, একজন তালেবে ইলম যার ইন্তিকালের পর তিন বছর অতিবাহিত হয়েছে। তার কাফন দাফন মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে হয়েছে। তার কিছু প্রয়োজনীয় সামান তালা চাবি, বিছানা পত্র, কিছু কিতাব এবং চার রূপিয়া মুদ্রা পাওয়া গেল যা মহল্লাবাসীর মধ্যে এক ব্যক্তির নিকট আমানত হিসেবে এখনও পর্যন্ত জমা আছে। এই সামান পত্রের ব্যাপারে তার উত্তরসূরীকে মানযারুল ইসলাম মাদরাসার এক ছাত্র দ্বারা সংবাদ দেওয়া হল। কিন্তু এখনো পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। এই আসবাব-পত্রগুলো অন্য তালেবে ইলমের জন্য দেওয়া জায়েয হবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ ওয়ারিছের সন্ধানে চেষ্টা করতে হবে। যখন না পাওয়ার আশা হয় তথা নৈরাশ হয়ে যায়। তাহলে কোন গরীব সুন্নী তালেবে ইলমকে দেওয়া যাবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৮১ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, এক সুন্নী মহল্লার মধ্যে বকর নামক এক কাদিয়ানী এসে বসতি স্থাপন করলো। যায়দ নামক একজন সুন্নী নর-নারী সবাইকে তার ঘরে যাওয়া থেকে তার সাথে মেলামেশা করা থেকে নিষেধ করে। হিন্দা নাম্মী মহিলা যার ছেলেমেয়েরা ছিলছিলা-ই আলিয়া কাদেরীয়ায় বায়াত গ্রহণ করেছে সে বলল যে, ভালভাবে মেলামেশা করতে পারবে। আমরা শাস্তিকে হালকা করে দিব। এই অসহায় কাদিয়ানীকে অপদস্ত করে রেখেছে। তাহলে এখন হিন্দার ব্যাপারে কি হুকুম? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ হিন্দা নামাযকে তুচ্ছ এবং আল্লাহর শাস্তিকে হালকা মনে করাতে এবং কাদিয়ানীকে মুসলমানের নির্যাতনের শিকার জেনেছে। তার সাথে মেলামেশা ত্যাগ করাতে জুলম এবং না হক বুঝানোর কারণে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে গেছে। নিজের ওই সমস্ত কথা থেকে তাওবা না করা পর্যন্ত ইসলাম বহির্ভুত এবং তার স্বামী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-৮২ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, এক কাদিয়ানী মাযহাবের লোক এমন স্থানে বসতি স্থাপন করলো যেখানে শুধুমাত্র মুসলমানই থাকে। ওই কাদেয়ানী ব্যক্তি মুসলমানদেরকে উচ্ছেদ করার জন্য চেষ্টায় রত। অনুরুপভাবে সে লোকদের নীতি হচ্ছে এটাই যে, অবুঝ মুসলমানদেরকে সচ্চরিত্র এবং নরম ভাষা দিয়ে নিজেদের কাছে ভিড়ায়ে নিতো। ওই ভয়ে সমস্ত মুসলমান তার থেকে পৃথক থাকাটা গ্রহণ করলো। কেউ তার সাথে সম্পর্ক রাখেনি। কিন্তু সেই মহল্লার এক পানি বহনকারী এই কাদিয়ানীর সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে গেল। স্ত্রী তার স্বামীকে মেলামেশা করতে নিষেধ করে বললো আমাদেরক আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। এই ধরনের বদ-মাযহাব থেকে পৃথক থাকো এবং তার কাছে পানি দিও না। মাসিক এক টাকাও নিও না। ওই পানি বহনকারী নিজের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। স্ত্রীকে বলল-বেরিয়ে যাও, তুমি আমার ঘর থেকে বেরিয়ে যাও, আমি তো এই কাদিয়ানীর সাথে মিশবো এবং পানি ভর্তি করবো। প্রয়োজনে আমি আমার সকল ঠিকানা ত্যাগ করবো। কিন্তু আমি তাকে ত্যাগ করবো না। হ্যাঁ! যদি শহরের সকল বস্তিওয়ালারা এইভাবে ত্যাগ করে তাহলে আমি তাকে ছেড়ে দেবো। আর না হয় আমি তাকে ত্যাগ করবো না বরং যদি ওই কাদিয়ানী শুকর খায় তাহলে আমিও খাব। প্রশ্ন হলো-যে সকল মুসলমান তার সাথে সালাম-কালাম বিনিময় করেছে তজ্জন্য শরীআতের দৃষ্টিতে প্রতিদান স্বরুপ কি পাবে? আর পানি বহনকারীর ব্যাপারে শরীআতের কি হুকুম? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ মুসলমানদের জন্য রয়েছে বিরাট ছাওয়াব এবং এই কর্ম কান্ডের জন্য আল্লাহ তাআলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হবেন। ওই পানি বহনকারী বড় ধরনের গুনাহগার হবে এবং জাহান্নামের শাস্তিযোগ্য। পানি বহনকারীসহ সকল অনুসারীদের উচিত তাওবা। অন্যথা ইসলামী ভ্রাতৃত্ব থেকে বের করে দিতে হবে। আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা ইরশাদ করেন-

وَلَا تَرْكَنُوْٓا اِلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

তোমরা জালিমদের সাথে মিশো না ফলে আগুন গ্রাস করবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৮৩ঃ পবিত্র শরীআতের কি ফয়সালা এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যায়দ বদ মাযহাবীদের খানা-পিনা সদা সর্বদা খেয়ে থাকে এবং বদ মাযহাবীদের সাথে মেলামেশা করে কিন্তু নিজে সুন্নী। তার পিছনে নামায পড়া কেমন হবে আর

www.YaNabi.in

তারাবীহ-তে তার পড়া শোনার হুকুম কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ এ অবস্থায় সেই ব্যক্তি অভিশপ্ত ফাসিক হবে। সে ইমামতি করার উপযুক্ততা রাখে না। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৮৪ঃ ওলামা-ই দ্বীন ও শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ! নিম্মলিখিত মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন? যৌতুক কার অধিকারে থাকবে-কন্যা পক্ষের হাতে নাকি ছেলে পক্ষের হাতে ? স্ত্রী মৃত্যু বরণ করার পর তার যৌতুকের মধ্যে ফরায়েজ অনুযায়ী বন্টন হবে নাকি হবে না? সালিমার স্বামী যায়দ তার মৃত্যুর পর বলল যে, আমি তাকে খানা-পিনা দিয়েছি বিধায় যৌতুক আমার অধিকারে থাকবে। যায়দের এই উক্তি শুদ্ধ নাকি বাতিল? যদি যৌতুকের মধ্যে ফরায়েজ অনুযায়ী বন্টন না হয় তাহলে আগত জিনিস-পত্র পিতা-মাতার হবে না অন্য কারো হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যৌতুকের মালিক হল স্ত্রী। তার মৃত্যুর পর ফরায়েজেব শর্তানুযায়ী ওয়ারিছদের মধ্যে বন্টন হবে। যায়দের দাবী বাতিল। খোর-পোষের বিনিময়ে কোন কিছু নিতে পারবে না। খোর-পোষ তার উপর শরীআতের নিয়মানুযায়ী ওয়াজিব ছিল। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৮৫ঃ ওলামা-ই আহলে সুন্নাত কি বলেন যে, একটি মসজিদের হাওজ এমন ভাবে আছে যে, হাওজের অর্ধেক মসজিদের অঙ্গিনার ডানে বামে পড়েছে আর চার পাশের অর্ধেক যমীন। 'ক' স্থানের মধ্যে তার সিঁড়ি রয়েছে। যায়দ রোগ্ন, যদি ঢিলা নিয়ে সাথে সাথে পানি দ্বারা ইস্তিনজা করতঃ নাপাক দূর না করে তাহলে প্রস্রাবের ফোটা এসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এখন সে ইস্তিনজার হালতে এসে দেখল, হওজের মধ্যে পানি খুব নিচে নেমে গেছে আর এদিকে সেদিকে বদনার মধ্যে ওযূর অবশিষ্ট পানি রয়েছে। 'খ' স্থান থেকে 'ক' স্থান পর্যন্ত হাতের মধ্যে ঢিলা নিয়ে ওড়না, কাপড় ইত্যাদি উল্টিয়ে পানি নিতে পারবে নাকি পারবে না?

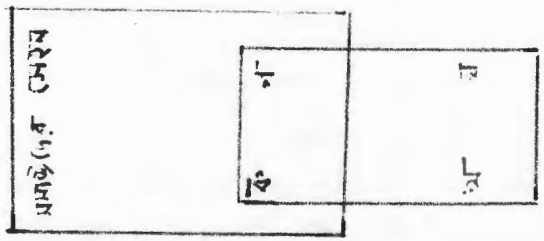

জাওয়াবঃ যেহেতু হাওজের দেয়ালের উপর দিয়ে চড়ে ছাদর উল্টিয়ে মসজিদের আঙ্গিনায় কদম না রেখে পানি নিয়ে এসেছে এবং গোসল খানায় ইস্তিন্জা করেছে সেহেতু বাস্তবিক কোন অসুবিধা হবে না। হাওজের দেয়াল মসজিদের হুকুমের বাইরে। সুতরাং এর উপর ওযূ, আযান মাকরূহবিহীন জায়েয। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৮৬ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন এ মাসআলার ব্যাপারে যে, আত্মীয়-স্বজনদের কোন কোন মহিলাকে বিবাহ করতে পারবে আর কোন কোন মহিলাকে বিবাহ করা নাজায়েয? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ এক ব্যক্তি যাদের সন্তান তথা বাপ, দাদা, নানা এবং যারা তাদের সন্তানের অর্ন্তভুক্ত যেমন ছেলে, নাতি-পতিদের স্ত্রীকে বিবাহ করা হারাম। আর শ্বশুরের স্ত্রীর সাথে বিবাহ করাও হারাম। যখন সে নিজের স্ত্রীর প্রকৃত মাতা হয়। অবশিষ্ট আত্নীয় স্বজনদের স্ত্রীদের সাথে বিবাহ করা জায়েয তাদের স্বামীর মৃত্যুর পরে বা তালাকের পরে ইদ্দত পালন শেষে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৮৭ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারীদেরকে, রাফেজীদের সাথে চলা-ফেরা, মেলা-মিশা, খানা-পিনা করা এবং রাফেজীদের সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা। আর তাদের থেকে কিছু ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে নাকি জায়েয নেই? যে ব্যক্তি সুন্নী হয়ে এ ধরনের করবে তার সম্পর্কে শরীআতের কি হুকুম? ওই ব্যক্তি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের গন্ডিভুক্ত আছে নাকি বেরিয়ে গেছে। আর উপরে উল্লেখিত ব্যক্তির সাথে সকল মুসলমান বা দ্বীনি এবং দুনিয়াবী সম্পর্ক ছিন্ন করবে নাকি করবে না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ রাফেজীরা সাধারণভাবে মুরতাদ। যেমনিভাবে উল্লেখ করেছি 'রাদ্দুর রাফজা' গ্রন্থে। তাদের সাথে কোন মুয়ামেলা মুসলমানদের জন্য হালাল হবে না। তাদের সাথে মেলামেশা, সালাম-কালাম সব হারাম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ

শয়তান আপনাকে ভুলায়ে দিবে। স্মরণ থাকার পর আপনি জালিম সম্প্রদায়ের সাথে বসবেন না।

হাদীসে পাকের মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

سَيَاتِىْ قَوْمٌ لهم نَبْزٌيَقَالُ لهم الرافضة يُطْعَنُوْنَ السلفَ ولا يَشْهدونَ جُمُعَةً

www.YaNabi.in

ولاجماعة فلاتجالسوهم ولاتواكلوهم ولاتشاربوهم ولاتناكحوهم واذا مرضوا فلاتعودوهم واذا ماتوا فلاتشهدوهم ولاتصلوا عليهم ولاتصلوا معهم۔

'অচিরেই এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, তাদের একটি খারাপ উপাধি থাকবে। তাদেরকে বলা হবে রাফেজী। সলফে ছালেহীনদের সমালোচনা করবে। জুমা, জামাতে উপস্থিত হবে না। তোমরা তাদের সাথে বসো না এবং তাদের সাথে খানাপিনা করো না। তাদের সাথে বিবাহ সাদী করো না। অসুখ হলে তাদেরকে দেখতে যেয়ো না, মরে যাওয়ার পর তাদের জানাযায় উপস্থিত হয়ো না। তাদের পিছনে নামায পড়ো না এবং তাদের সাথে নামায আদায় করো না। যারা সুন্নী হয়ে তাদের সাথে মেলামেশা করে তারা যদিও নিজেই রাফেজী নয়। তারপরও তারা মারাত্মক ফাসিক হবে। মুসলমানদেরকে তাদের সাথেও মেলামেশা ছেড়ে দেওয়ার হুকুম হয়েছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৮৮ঃ তাবারুক শুধুমাত্র রজব শরীফের মধ্যে করতে পারে নাকি যখন ইচ্ছা করা যায়। যদি মৃত ব্যক্তির এত কাযা নামায এবং রোযা রয়ে গেল যে, তার গরীব ওয়ারেছ হিসেবে প্রত্যেক নামাযের বদলায় সাড়ে ১৭৫ টাকা পরিমাণ গম দিতে না পারে। তাহলে ইসকাত হিসেবে দেওয়ার জন্য কি পদ্ধতি আছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ তাবারুক প্রত্যেকে মাসে হতে পারে। এ নির্দিষ্টকরণ শুধু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে। মৃত ব্যক্তি ওয়ারিছ হিসেবে যতটুকু পরিমাণ সক্ষম হয় ততটুকু মিসকীনদেরকে কাফফারার নিয়্যাতে দিয়ে দিবে। মিসকিন নিজের হাতে কবয করার পর নিজের পক্ষ থেকে তার ওয়ারিছকে দান করে দেবে। সে কবয করার পর কাফফারার নিয়্যাতে মিসকীনকে দিয়ে দেবে। এভাবে ঘুরায়ে অবশেষে উদ্দিষ্ট পরিমাণ আদায় করবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৮৯ঃ ওলামা-ই ইসলাম এবং মুফ্তীয়ানে ইযাম কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে, আফীমের ব্যবসা করা এবং তার দোকান দেওয়া শরীয়আতের মধ্যে জায়েয আছে নাকি জায়েয নেই? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ আফীমের ব্যবসা ঔষধের জন্য হলে জায়েয আর আফীমখোরদের হাতে বিক্রি করা নাজায়েয।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

لِاَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقُوْمُ بِعَيْنِهٖ وَكُلُّ مَاكَانَ كَذَالِكَ كُرِهَ بَيْعُهٗ كما فى تنويرالابصار۔

কেননা উহার দ্বারা গুনাহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।আর প্রত্যেক কাজ যা এরূপ হয় তা বেচাকেনা করা মাকরূহ। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৯০ঃ ওলামা-ই কিরাম কি বলেন? এ মাসআলার ব্যাপারে যে,

(ক) পীর থেকে পর্দা করতে হবে কি না? (খ) এক বুযর্গ মহিলাদেরকে পর্দা ব্যতীত হলকা করায় আর হলকা-ই যিকরের মধ্যখানে বূযর্গ সাহেব বসে এমনভাবে তাওয়াজ্জু প্রদান করেন যার কারণে মহিলা বেহুশ হয়ে যায়। এমনভাবে লাফালাফি করে যে, তার আওয়াজ ঘর থেকে বাইরে অনেক দুরে শুনা যায়। এ ভাবে বায়আত করা কেমন হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ (ক) মুহরিমা না হলে পীর থেকে পর্দা করা ওয়াজিব। (খ) এ পদ্ধতি শরীআত পরিপন্থি এবং নির্লজ্জ বিষয়। এ ধরনের পীরের হাতে বায়আত গ্রহণ না করা উচিত। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৯১ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, জীবন বীমা করা শরীআতে জায়েয আছে নাকি হারাম? পদ্ধতি হল-যে ব্যক্তি জীবন বীমা করতে চাইবে। তার থেকে এই স্বীকৃত নেওয়া হবে যে, ৫৫ বছর অথবা ৬০ বছর অথবা ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত মোট দু' হাজার টাকা, চার হাজার, ছয় হাজার টাকা মাসিক হিসেব করে বীমায় জমা করতে হবে। যদি সেই ব্যক্তি ৫৫ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে অথবা মিয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে মারা যায়। স্বয়ং তাকে বা তার ওয়ারিশ দু' হাজার টাকা করে পাবে। হ্যাঁ, সে বীমা করার পর তার বীমার মঞ্জুরী হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ মারা গেলেও পাবে। আর যদি নির্ধারিত মিয়াদ পর্যন্ত জীবিত থাকে তারপরও ওই দু'হাজার টাকা পাবে। বীমা সরকারের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কোন কোম্পানির সাথে সম্পর্ক নেই। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যেহেতু জীবন বীমা শুধু সরকারের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং ইহার মধ্যে নিজের ক্ষতির কোন আশংকা নেই সেহেতু জায়েয আছে। কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শর্ত হল এ যে, ইহার কারণে তার যিম্মায় শরীআতের পরিপন্থি কিছু না হয়। যেমন- এ বীমা লাভের জন্য রোযা বা হজ্জ না করার শর্তারোপ করা। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৯২ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন?এ ব্যাপারে যে, যায়দের দাদা পাঠান

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ولاجماعة فلاتجالسوهم ولاتواكلوهم ولاتشاربوهم ولاتناكحوهم واذا مرضوا فلاتعودوهم واذا ماتوا فلاتشهدوهم ولاتصلوا عليهم ولاتصلوا معهم۔

'অচিরেই এমন কিছু লোকের আবির্ভাব হবে, তাদের একটি খারাপ উপাধি থাকবে। তাদেরকে বলা হবে রাফেজী। সলফে ছালেহীনদের সমালোচনা করবে। জুমা, জামাতে উপস্থিত হবে না। তোমরা তাদের সাথে বসো না এবং তাদের সাথে খানাপিনা করো না। তাদের সাথে বিবাহ সাদী করো না। অসুখ হলে তাদেরকে দেখতে যেয়ো না, মরে যাওয়ার পর তাদের জানাযায় উপস্থিত হয়ো না। তাদের পিছনে নামায পড়ো না এবং তাদের সাথে নামায আদায় করো না। যারা সুন্নী হয়ে তাদের সাথে মেলামেশা করে তারা যদিও নিজেই রাফেজী নয়। তারপরও তারা মারাত্মক ফাসিক হবে। মুসলমানদেরকে তাদের সাথেও মেলামেশা ছেড়ে দেওয়ার হুকুম হয়েছে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৮৮ঃ তাবারুক শুধুমাত্র রজব শরীফের মধ্যে করতে পারে নাকি যখন ইচ্ছা করা যায়। যদি মৃত ব্যক্তির এত কাযা নামায এবং রোযা রয়ে গেল যে, তার গরীব ওয়ারেছ হিসেবে প্রত্যেক নামাযের বদলায় সাড়ে ১৭৫ টাকা পরিমাণ গম দিতে না পারে। তাহলে ইসকাত হিসেবে দেওয়ার জন্য কি পদ্ধতি আছে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ তাবারুক প্রত্যেকে মাসে হতে পারে। এ নির্দিষ্টকরণ শুধু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে। মৃত ব্যক্তি ওয়ারিছ হিসেবে যতটুকু পরিমাণ সক্ষম হয় ততটুকু মিসকীনদেরকে কাফফারার নিয়্যাতে দিয়ে দিবে। মিসকিন নিজের হাতে কবয করার পর নিজের পক্ষ থেকে তার ওয়ারিছকে দান করে দেবে। সে কবয করার পর কাফফারার নিয়্যাতে মিসকীনকে দিয়ে দেবে। এভাবে ঘুরায়ে অবশেষে উদ্দিষ্ট পরিমাণ আদায় করবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৮৯ঃ ওলামা-ই ইসলাম এবং মুফ্তীয়ানে ইযাম কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে, আফীমের ব্যবসা করা এবং তার দোকান দেওয়া শরীয়আতের মধ্যে জায়েয আছে নাকি জায়েয নেই? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ আফীমের ব্যবসা ঔষধের জন্য হলে জায়েয আর আফীমখোরদের হাতে বিক্রি করা নাজায়েয।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

لِاَنَّ الْمَعْصِيَةَ تَقُوْمُ بِعَيْنِهٖ وَكُلُّ مَاكَانَ كَذَالِكَ كُرِهَ بَيْعُهٗ كما فى تنويرالابصار۔

কেননা উহার দ্বারা গুনাহ প্রতিষ্ঠা লাভ করে ।আর প্রত্যেক কাজ যা এরূপ হয় তা বেচাকেনা করা মাকরূহ। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৯০ঃ ওলামা-ই কিরাম কি বলেন? এ মাসআলার ব্যাপারে যে,

(ক) পীর থেকে পর্দা করতে হবে কি না? (খ) এক বুযর্গ মহিলাদেরকে পর্দা ব্যতীত হলকা করায় আর হলকা-ই যিকরের মধ্যখানে বৃযর্গ সাহেব বসে এমনভাবে তাওয়াজ্জু প্রদান করেন যার কারণে মহিলা বেহুশ হয়ে যায়। এমনভাবে লাফালাফি করে যে, তার আওয়াজ ঘর থেকে বাইরে অনেক দুরে শুনা যায়। এ ভাবে বায়আত করা কেমন হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ (ক) মুহরিমা না হলে পীর থেকে পর্দা করা ওয়াজিব। (খ) এ পদ্ধতি শরীআত পরিপন্থি এবং নির্লজ্জ বিষয়। এ ধরনের পীরের হাতে বায়আত গ্রহণ না করা উচিত। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৯১ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, জীবন বীমা করা শরীআতে জায়েয আছে নাকি হারাম? পদ্ধতি হল-যে ব্যক্তি জীবন বীমা করতে চাইবে। তার থেকে এই স্বীকৃত নেওয়া হবে যে, ৫৫ বছর অথবা ৬০ বছর অথবা ৫০ বছর বয়স পর্যন্ত মোট দু' হাজার টাকা, চার হাজার, ছয় হাজার টাকা মাসিক হিসেব করে বীমায় জমা করতে হবে। যদি সেই ব্যক্তি ৫৫ বছর পর্যন্ত জীবিত থাকে অথবা মিয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে মারা যায়। স্বয়ং তাকে বা তার ওয়ারিশ দু' হাজার টাকা করে পাবে। হ্যাঁ, সে বীমা করার পর তার বীমার মঞ্জুরী হয়ে যাওয়ার পর হঠাৎ মারা গেলেও পাবে। আর যদি নির্ধারিত মিয়াদ পর্যন্ত জীবিত থাকে তারপরও ওই দু'হাজার টাকা পাবে। বীমা সরকারের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। কোন কোম্পানির সাথে সম্পর্ক নেই। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যেহেতু জীবন বীমা শুধু সরকারের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং ইহার মধ্যে নিজের ক্ষতির কোন আশংকা নেই সেহেতু জায়েয আছে। কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু শর্ত হল এ যে, ইহার কারণে তার যিম্মায় শরীআতের পরিপন্থি কিছু না হয়। যেমন- এ বীমা লাভের জন্য রোযা বা হজ্জ না করার শর্তারোপ করা। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৯২ঃ ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন?এ ব্যাপারে যে, যায়দের দাদা পাঠান

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বংশের ছিল। দাদী এবং মাতা ছৈয়দা ছিল। এ অবস্থায় যায়দ সৈয়দ হবে নাকি পাঠান? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ শরীয়াতের মধ্যে নসব তথা বংশ পিতার দিক থেকে গ্রহণ করা হয়। যার বাপ-দাদা পাঠান, মুগল বা শেখ হয় সে ওই জাতি বা বংশের হবে। যদিও বা তার মাতা, দাদী, পরদাদী সৈয়দ বংশের হয়। সহীহ হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَـنِ ادَّعٰـی اِلٰـی غَیرِ اَبِیهِ فَعَلَیهِ لَعۡنَةَ اللّٰهِ والملئكةِ والناسِ اجمعینَ لَایَقۡبَلُ اللّٰهُ مِنۡه یومَ القیمةِ صَرۡفًا وَّلَا عَدۡلًا هذا مختصر۔

যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্য কারো দিকে নিজ বংশের দাবি করে, তাদের উপর আল্লাহ, ফিরিশতাকুল এবং সকল মানুষের অভিসম্পাৎ। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিনে তার ফরয বা নফল কিছু কবুল করবে না। ইমাম বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবূ দাউদ, নাসাঈ প্রমুখ এ হাদীসখানা হযরত মাওলা আলী কররামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহু থেকে বর্ণনা করেছেন। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা এ ফযিলত বিশেষ করে ইমাম হাসান, ইমাম হোসাইন এবং তাদের প্রকৃত ভাই-বোনদেরকে দান করেছেন (রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম)। তাদেরকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান স্থির করা হয়। অতঃপর যাঁরা তাঁদের খাস আওলাদ হবে তাদের ব্যাপারেও ওই পদ্ধতি প্রযোজ্য যে নিজ পিতার দিকে সম্পর্কিত হবে। এজন্য সিবতাইনে করেমাইন (হযরত হাসান ও হোসাইন)এর বংশধরগণই সৈয়দ;হযরত ফাতেমাতুয যাহরা রাদ্বি আল্লাহু আন্হা'র বংশধরগণ নয়। বংশধর সাব্যস্থ হবে স্বীয় পিতার পক্ষ থেকে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৯৩ঃ ওলামা-ই দ্বীন এ ব্যাপারে কি অভিমত যে, সফর মাসের শেষ বুধবার সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, ওই দিন নবী করীম সাল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোগ থেকে আরোগ্য লাভ করেছিলেন। এর ভিত্তিতে সে দিন খানা-শিরনী ইত্যাদি বিতরণ করে থাকে। মরূভুমি ও বন-জঙ্গলে ভ্রমন করতে যায়। এ অনুমানের ভিত্তিতে অনেক জায়গায় বিভিন্ন ধরনের আমলসমূহ করা হয়। এই দিনকে অশুভ মনে করে ঘরে ব্যবহার্য পুরাতন বাসন-কোসন নালার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়। আর চাঁদীর রকমারি তা'বীয সে দিনে শরীর সুস্থ থাকার জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসুখের কথা খেয়াল করে রোগীদের ব্যবহার করায়। এ সকল কর্মকান্ড সে দিন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরোগ্য লাভের ভিত্তিতে করে থাকে। সুতরাং ইহা মুলতঃ শরীয়তের মধ্যে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রমাণিত আছে কি না ? এর উপর আমলকারী গুনাহগার হবে, না তিরস্কারযোগ্য হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন,প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ আখেরী চাহার শম্বার কোন ভিত্তি নেই। (হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত না হলে তাকে ভিত্তিহীন বলা হয়-অনুবাদক)। ওই দিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসল্লাম আরোগ্য লাভ করার কোন প্রমাণ মিলে না বরং যে রোগে ওফাত শরীফ হয়েছে তার সূচনা সে দিন থেকে ধরা হয়। আর একটি হাদীসে মারফু এসেছে- اٰخِـــرُ اَرۡبَـعَـاءِ مِـنَ الشَّهۡـرِیـومَ نَـحِـسٍ مُسۡتَمِرٍّ (এ মাসের শেষ বুধবার হচ্ছে ঘটমান অকল্যানের দিন।) আরো বর্ণিত রয়েছে হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব আলা নবীয়্যানা আলাইহিস সালাম ওয়াত তাসলীম ওই দিনই রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। ওই দিনকে অশুভ মনে করে মাটির বাসন-কোসন ভেঙ্গে ফেলা গুনাহ। তা সম্পদ নষ্ট করা। প্রকৃতপক্ষে এ সব কথা-বার্তা ভিত্তিহীন ও অনর্থক। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।
(আ'লা হযরত রহঃ আখেরী চাহার শম্বা সম্পর্কে সাধারণ লোকের মাঝে প্রচলিত কুপ্রথা ও কুধারণার বিরোধিতা করেছেন। তাও দলীলের ভিত্তিতে । তাঁর বক্তব্যে প্রচলিত বরকতময় গোসল সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য পাওয়া যায় না।-অনুবাদক)

মাসাআলা-৯৪ঃ নামাযের সময় মসজিদের সকল নামাযী কোন ব্যক্তির আগমনের সম্মানার্থে দন্ডায়মান হওয়া এবং সাজদার মত মাথা নিচু করে কদমে চুমু দেওয়া জায়েয আছে কিনা?

জাওয়াবঃ আলেম-ই দ্বীন, ইসলামী বাদশা এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা দানকারী স্বীয় ওস্তাদের সম্মান মসজিদে, মহতি মজলিসেও করতে পারে। এমন কি কোরান তেলাওয়াতের সময়ও আলেম-ই দ্বীনের কদম বুচি করা সুন্নাত। তবে কদমের উপর মাথা রাখা মুর্খতা। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৯৫ঃ ধর্মের মুখতীগণ! কি বলেন এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যদি স্ত্রীর খাবার-দাবার ইত্যাদি স্বামীর পিতা অথবা কোন নিকটাত্নীয় আনজাম দেয়। এমতাবস্থায় সে ব্যক্তি উক্ত মহিলাকে মা-বাবার কাছে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। স্বামী কিন্তু বাঁধা দেয়। স্ত্রী স্বামীর অনুমতি ব্যতিত গেলে গুনাহগার হবে কি? স্বামীর বাঁধা দেওয়ার বৈধতা আছে কি? আর স্ত্রী যাওয়ার কারণে গুনাহগার হবে কিনা?

জাওয়াবঃ যদি মহর মুয়াজ্জল না হয় অথবা যতটুকু মুয়াজ্জল ছিল তা আদায় করে দেয় তবে নিম্ম বর্ণিত কয়েকটি শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া বাকী বিষয়াদিতে স্বামীর অনুমতি নিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ পিতা মাতার কাছে অষ্টম দিনে বেড়াতে যাওয়া, মুহরিম বা আত্নীয়গণের নিকট বছরান্তে একবার দিনে বেড়াতে যাওয়া এবং

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

রাতে স্বামীর নিকট থাকা ইত্যাদি বিষয় ছাড়া কোন জায়াগায় স্বামীর অনুমতি ব্যতীত যাওয়া যাবে না। যদি যায় তাহলে গুনাহগার হবে আর স্বামী বাধা দেওয়ার অধিকার থাকবে। যদিও খোর-পোষের দায়িত্ব অন্য ব্যক্তির উপর। ব্যয়ভার যার উপর রয়েছে সে অপরের স্ত্রীকে যাওয়ার অনুমতি দিলে তার অনুমতি অর্থহীন হবে এবং স্বামীর নিষেধ পালন করা ওয়াজিব। ওলামা-ই কিরামগণ স্পষ্টভাবে বলেন যে, মহরে মুয়াজ্জল আদায় করার পর সাধারণত স্ত্রী স্বামীর পাবন্দ হবে। এর মধ্যে নিদিষ্ট করে খোর-পোষ ও অভিভাবকত্বের শর্তারোপ করা যাবে না। দুররুল মুখতারের মধ্যে আছে,

لَهَا الْخُرُوْجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا لِلْحَاجَةِ وَلَهَا زِيَارَةُ اَهْلِهَا بِلَا اِذْنِهِ مَالَمْ تَقْبِضْ الْمُعَجَّلَ فَلَاتَخْرُجُ اِلَّا لِحَقٍّ لَهَا اوعَلَيْهَا اوزيارةُ اَبَوَيْهَا كُلَّ جمعةٍ مرةً اَوِ الْمَحَارِمِ كُلَّ سَنَةٍ وَلِكَوْنِهَا قَابِلَةً اَوْ غَاسِلَةً لَا فِيْمَا عَدَا ذَالِكَ۔

অর্থাৎ স্বামীর অনুমতি ব্যতীত মহিলা প্রয়োজনে স্বামীর ঘর থেকে বের হওয়া এবং পরিবারকে দেখতে যাওয়ার অধিকার রয়েছে যতক্ষণ মহর না নেয়। তার বিশেষ প্রয়োজনে বা মা-বাবার সাক্ষাতে সপ্তাহে একবার বা বছরে একবার আত্মীয়দের সাক্ষাতে বের হতে পারবে। কেননা ইহা গ্রহণযোগ্য ও জরুরী। ইহা ব্যতীত অন্যত্র নয়।

রাদ্দুল মুহতারের মধ্যে আছে,

قوله فَلَاتَخْرُجُ جَوَابُ شرطٍ مُقَدَّرٍ اى فَاِنْ قَبَضَهُ فَلَاتَخْرُجُ الخ۔

فلا تخرج উক্তিটি উহ্য শর্তের জাওয়াব অর্থাৎ মহর গ্রহণ করলে বের হবে না।

বরণ-পোষণ প্রদানের ক্ষেত্রে পুত্র ও পুত্রবধুর উপর পিতার অভিভাবকত্ব আমাদের দেশে চালু আছে। অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা স্বেচ্ছায় কিছু দান করতঃ অভিভাবক হতে পারে। তাই বলে স্বামী বরণ-পোষন দিতে অস্বীকার করার জোঁ নেই। ওলামা-ই কিরামের অভিমত-স্বামী অন্যায়ভাবে বরণ-পোষনের ভার না নিলে, এমন কি স্ত্রী নালিশের মুখপেক্ষী হল। স্বামীকে বরণ পোষন দেওয়ার উপর বাধ্য করার জন্য অবরোধের দরখাস্ত পেশ করল। বিচারক তার সচ্ছলতা দেখে তাকে বন্দি করেন। এ অবস্থায় স্ত্রী স্বামীর ঘরের মধ্যেই থাকবে। বরং স্ত্রী উপর বাস্তবে ফ্যাসাদের আশংকা হলে স্বামী বন্দিশালায় নিজের সাথে স্ত্রীকে রাখার আবেদন করতে পারে। আদালত ভবন নির্জন হলে বিচারক মহোদয় ওই স্ত্রীকে তার পাশে রাখার নির্দেশ দেবেন। 'হিন্দীয়া' কিতাবে আছে,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

لَوْفَرَضَ الْحَاكِمُ النفقةَ على الزوج فامْتَنَعَ مِنْ دفعِها وهُوَ مُوْسِرٌ وطلبتِ المراةُ حَبْسَهٗ لَهٗ ان يَحْبِسَه كذافى البدائع واذا حَبَسَهٗ لاتسقطُ عنه النفقةُ وتُؤْمَرُ بالاستدانةِ حتّى تَرْجِعَ على الزوجِ فَاِنْ قَالَ لِلْقَاضِىْ اِحْبِسْهَا فانّ لِىْ فى الْمَجْلِسِ خَالِيًا فالقاضى لايَحْبِسُهَا معه ولكنه تَصْبِرُ فى منزلِ الزوجِ ويُحْبَسُ الزوجُ لها كذافى المحيط۔

বিচারক মহোদয় স্বামীকে খোর-পোষ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আর স্বামী সামর্থ থাকা সত্ত্বে তা দিতে অস্বীকার করে। স্ত্রী তাকে বন্দি করার আবেদন করতে পারবে, যেহেতু সে তাকে বন্দি করে রেখেছে। বাদায়ি' কিতাবে তদ্রূপ রয়েছে। স্বামী বন্দি হলেও খোর-পোষ বাদ পড়বে না। মহিলাকে নির্দেশ দেয়া হবে স্বামী ফিরে আসা পর্যন্ত কর্জ করে চলতে। যদি সে বিচারককে বলে-আমার কাছে খালি জায়গা আছে, তাকে (স্ত্রী) আমার কাছে বন্দি করে রাখুন। তাহলে বিচারক তার সাথে তাকে বন্দি করবে না। মহিলা স্বামীর ঘরে ধৈর্যধারণ করবে। কেননা স্বামী তার কারণে বন্দি হয়েছে। মুহীত গ্রন্থে অনুরূপ রয়েছে। দুররুল মুখতারের বিবৃতি

وفى البحر عن مال الفتاوى لَوْ خِيْفَ عَلَيْهِمَا الفسادُ تُحْبَسُ معهٗ عِنْدَ المتاخرين۔

যখন স্বামী প্রকাশ্যভাবে অন্যায় করতঃ বরণ পোষন না দিলেও স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত থাকতে হয় তাহলে প্রশ্নে উল্লেখিত পদ্ধতিতে কিভাবে নিজে স্বাধীন হতে পারে? বরণ পোষন না দেওয়া আনুগত্য উঠে যাওয়ার কারণ হলে তবে বরণ পোষণ না দেওয়াটা নফকা (খরচ) অব্যহতি দানকারী হয়ে যাবে। আর স্ত্রী কখনও নফকার দাবীদার হবে না যে, নফকা হল আনুগত্যের প্রতিদান, যখন আনুগত্য থাকবে না তখন কিসের কারণে খরচ বহন করবে? এরই সমর্থনে দুররুল মুখতারে আছে,

النفقةُ جزاءُ الاحتباسِ وكل محبوسٍ لِنفعةِ غيره يَلْزَمُهٗ نفقةٌ كَمُفْتٍ وَقَاضٍ وَوَصِيٍّ۔ زيلعى الخ اقول واياك ان تتوهم ان النفقةَ اِذَا كانتْ جَزَاءُ جزاءِ الحَبْسِ فاذاعدمتْ عدم وذلك لان وجوبَهَا مُتَفَرِّعٌ عَنْه فوجوبُ الاحتباسِ عليها مُتقدّم على وجوبِ النفقةِ عليه لَانّ الاحتباسَ متفرّعٌ على الانفاقِ فان عُدِمَ وبالجملة اِنْ كان اللازمُ فوجوبُ الانفاقِ لاوُقوعُه فَيُرفع الوقوعُ لايرتفع الملزومُ۔ والله تعالى اعلم۔

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-৯৬ঃ ওলামা-ই দ্বীন এই মাসআলার ব্যাপারে অভিমত কি?

(১) কৃষকের নিকট বর্গা লাগানোর উপর এবং কোন কর্জদার থেকে কাছারী খরচ বাবত মূলধন ব্যতিত যে টাকা নেওয়া হয় ওটা গ্রহণ করা কি সুদ হবে?

(২) যায়দ থেকে খালেদ ব্যবসার জন্য পনের হাজার টাকা এভাবে চাইল যে, আমি মাসিক এতশত টাকা লাভ হিসেবে তোমাকে দেব, লাভ হোক বা না হোক। যায়দের এই লাভ নেওয়া সুদ হবে কি না? এভাবে লাভ নেওয়ার কোন পন্থা শরীয়তে আছে কি না?

জাওয়াবঃ যে খরচ দাবীদারকে দেওয়া হয় তা গ্রহণ করা হারাম। এ মাসয়ালাটি 'উকূদু দ্দুররিয়্যা' গ্রন্থে আছে। হ্যাঁ!কর্জদার-কৃষক যদি কাফির হয় তাহলে নিতে পারবে তাকে হেফাযতের দায়িত্ব না থাকার কারণে।

(২) এই পদ্ধতি হলে অকাট্য হারাম এবং নিরেট সুদ। লাভ নিতে চাইলে পাটনারী ব্যবসা করতে হবে। এভাবে যে, তোমাকে এত টাকা দিলাম, তুমি ব্যবসা কর-যা লাভ হবে তার অর্ধেক বা তিন ভাগের এক ভাগ অথবা চার ভাগের এক ভাগ অনিদিষ্টভাবে আমাকে দেবে। যা লাভ হবে ওখান থেকে সে অংশ অনুপাতে দিতে হবে। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৯৭ঃ ওলামা-ই দ্বীন!কি বলেন- এ মাসআলার ব্যাপারে যে, যায়দের বিবাহিতা স্ত্রী খালেদের সাথে গোপনে পালায়ন করেছে। আট-দশ বছর পরে ছেলে মেয়ে নিয়ে ফিরে আসল। তখন যায়দ ইন্তিকাল করছে। ওই সন্তান তার তরকা (পরিত্যাক্ত সম্পদ) পাবে-না অবৈধ সন্তান হওয়ার কারণে তারকা থেকে বঞ্চিত হবে?

জাওয়াবঃ শিশুরা হল নিজের মায়ের প্রকৃত অংশ যার মধ্যে সন্দেহ পোষণের মোটেই সুযোগ নেই। এ কথা বলা যাবে না, যে শিশু এ মহিলার পেট থেকে জন্ম লাভ করেছে সম্ভবতঃ অন্য কারো হবে। পিতার অংশই ধরা হবে যতক্ষণ আল্লাহ ও রাসুলের খবর জাতীয় অকাট্য দলীল দ্বারা অপরের সন্তান বলে প্রমাণিত হবে না। ধারণা প্রকৃতপক্ষে সন্দেহ বাচক। যদিও বা শরীআতের দৃষ্টিতে প্রচলিত এবং অকাট্য দলীল পাওয়া যায়। যার মধ্যে সন্দেহ হয় তা অগ্রাহ্য।

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَالنَّاسَ امناءَ علىٰ اَنْسَابِهِمْ এ জন্য বংশের উপর সাক্ষ্য শ্রুত এবং প্রসিদ্ধ হয়ে আসছে। তারপরও উহার প্রকৃত পার্থক্যের ফল রয়েছে। কিয়ামতের দিন শানে সত্তারী আল্লাহ প্রকাশিত হলে মানুষকে নিজের মায়ের দিকে সম্বন্ধ করতঃ আহবান করা হবে। পাথর্ক্য এতটুকু যে, কোরানে মজীদের মধ্যে মায়ের হকের খবরমূলক বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ الائِى وَلَدْنَهُمْ তাদের মাতা ওরাই যারা তাদেরকে জন্ম দিয়েছে। পিতার হকের ব্যাপারে শুধু ইনশা (নির্দেশমূলক) বাক্য বলেছেন اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ هُوَاَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ 'তাদেরকে পিতার দিকে সম্বন্ধ করে ডাকো, এটা আল্লাহ তাআলা'র নিকট বড় ইনসাফের কথা।'

এই পার্থক্যের ফলে যায়দের ঘোড়া, আমরের ঘোড়ী হলে বাচ্চাটির মালিক আমর হবে;যায়দ নয়। وَاِنْ كَانَ هٰنَاوَجْهُ اِخْوَانِهٖ يَنْفَصِلُ مِنْهَا حَيْوَاناً وَمِنْهُ مَاء مهيناً. কিন্তু মর্যাদাবান মানুষের জন্য আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা বংশ পিতার পক্ষ থেকে নির্ধারণ করেছেন। শিশুরা প্রতিপালন, প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষাদীক্ষার মুখাপেক্ষী। এ সব কিছুর সামর্থ রাখে পুরুষরা। মহিলারা বিবেক ও ধর্মীয়গতভাবে অসম্পূর্ণ। নিজেরাই অন্যের করতলগত। এ জন্য শিশুর উপর রহমত করতঃ নসবকে সাব্যস্ত করার জন্যে সামান্যদুর থেকে দুরে, দুর্বল থেকে দুর্বল সম্ভাবনার উপর নজর রাখা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত লোকেরা সন্দেহে নিপতিত হয়। অবৈধ সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন করার কোন রাস্তা বের করে না। সে অকাট্য বিশ্বাস করে থাকে যে, অমুক ব্যক্তি এ মহিলার সাথে সহবাস করেছে। এভাবে আরো বহু ভুল ধারণা হয় যে-বীর্য তার জরায়ুতে পড়েছে। এ ধরনের বিশ্বাস কিভাবে হয়? হাজার বার সহবাস, জরায়ুতে শত বীর্য পতিত হওয়ার পরও বাচ্ছা হয় না। কাজেই মহিলা যার অধীনে এবং যার খরচায় চলে তার সন্তান হওয়াই সম্ভাবনা। স্বামী দূরে চলে গেলেও তার থেকে সন্তান জন্ম হওয়া সম্ভব। সম্ভাবনা যে, সে তৃয়্যে যমীন (স্বল্প সময়ে বেশি দূর সফর) করার শক্তি রাখে। যে কারণে এক কদমে দশ হাজার কোস গিয়ে(এক কোসে দুই মাইল) ফিরে আসে বা জ্বিন তার অনুগত বা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারি বা কোন আমল দ্বারা এ রকম করতে সক্ষম। মানবীয় অধ্যাত্বিক শক্তির বলে তার কোন পিতা জোটে গিয়েছে। হ্যাঁ! এ সম্ভাবনাসমূহ অভ্যাসগতভাবে দুরবর্তী। কিন্তু সে সন্তানকে যেনার দিকে সম্পর্কিত করা শরয়ী ও চরিত্রগতভাবে দুরবর্তী। যেনার বীর্য শরীআতের মধ্যে মর্যাদাহীন। সুতরাং শিশুকে যেনার সন্তান না বলে যার বিবাহধীন হয়েছে তার সন্তান বলাই শ্রেয়। যাকে কোরানে করীমের মধ্যে 'হিবা' শব্দ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُوْرًا(যাকে ইচ্ছা পুত্র সন্তান দান করেন।) আর যেনাকারী তার যেনা করার কারণে গযব এবং শাস্তির উপযুক্ত। হেবা বা দানযোগ্য বলা যাবে না। এ জন্য ইরশাদ হয়েছে وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ যেনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর। যদি সে দূরবর্তী অভ্যাসগত সম্ভাবনাকে অবলম্বন করা না হয় তাহলে নিষ্পাপ বাচ্ছা নষ্ট হয়ে যাবে। তার কোন পিতা, কোন মুরব্বী ও কোন শিক্ষাদানকারী প্রতিপালন করার জন্য থাকবে না। এ জন্য প্রয়োজন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হল, দুই সম্ভাবনার মধ্যে তথা একটা হল অভ্যাসগত নিকটবর্তী; শরয়ী এবং আখলাকগতভাবে অনেক দুরে। আর দ্বিতীয়টি হল অভ্যাসগতভাবে দূরে আর শরয়ী এবং আখলাকগতভাবে অনেক নিকটবর্তী। ওই নিকটতম সম্ভাবনাকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। অভ্যাসগত দুর মূলতঃ শরয়ী এবং আখলাকী দূর থেকে খারাপ এবং মন্দ হয়; ওটা ইখতিয়ার করা যাবে না। ইহার মধ্যে কোন আকলের পরিপন্থি কিছু নেই। এ জন্য ব্যাপকভাবে হুকুম ইরশাদ হল যে, اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ 'সন্তান বিছানা ওয়ালার এবং যেনাকারীর জন্য পাথর।' এ জন্য যায়দ পূর্ব প্রান্তে থাকে এবং হিন্দাহ পশ্চিম প্রান্তে হলেও ওকালতের মাধ্যমে বিবাহ সম্পাদিত হবে। তাদের উভয়ের মধ্যে বার হাজার মাইলের চেয়েও বেশি দূরত্ব এবং শত শত সমুদ্র, পাহাড়, সাগর আড়াল হয়ে আছে এ অবস্থায় বিবাহ হওয়ার ছয় মাস পর হিন্দার বাচ্ছা হল। তা যায়দেরই ধরা হবে আর নসব অজ্ঞাত অথবা যেনার সন্তান হবে না।

দুরূরুল মুখতারে আছে-

قَدْاكتفوا بقيام الفراش بِلَا د خولٍ كتزوّج المغربى بمشرقيه بَيْنَهُمَا سَنَتَهٌ فَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ اشهرٍ مذتزوجها لتصوره كرامةً وَاِسْتِخْدَامًا فتح۔

'রাদ্দুল মুহ্তার'এ আছে,

قول بلا د خول المراد نَفْيه ظاهراوَالا فَلَا بُدَّمِنْ تَصَوُّرِهٖ وَاِمْكَانُهٗ

'ফাতহুল কাদীরে' আছে-

والتصوّرثابتٌ فى المغربية لِثُبُوتِ كَرَامَاتِ الْاَوْلِيَاءِ وَالْاِسْتِخْدَامَات فيكون صاحب خُطوةٍ او جِنّى۔

বুখারী এবং মুসলিম শরীফের মধ্যে হযরত উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা ছিদ্দীকা রাদ্বিআল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে,

كان عتبة بن ابى وقاص (اى الكافر الميت على كفره) عهد الى اخيه سعد بن ابى وقاص رضى الله تعالى عنه ان ابنَ وليدةَ زمعه منى فَاقْبِضْهُ اليكَ (اى كَانَ زَنٰى بِهَا فِىْ الْجَاهِلِيَّةِ فَوَلَدَتْ فاوصٰى اخاهُ بالولدِ) فلمّا كان عامَ الفتح اخذهٗ سعدٌ فقال انه ابن اخى وقال عبد ابن زمعة اخى ابن وليدةٌ ابى ولد على فراشهٖ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هُوَلَكَ ياعبدَبن زمعةٌ الْوَلَدُلِلفراشِ وللعاهرِ الحجرُوفى رواية هو اخوك ياعبد بن زمعة من اجل انه وُلِدَ علٰى فِرَاشِ اَبِيْهِ اه مختصرا مزيد امَابَيْنَ الهلالين۔

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

উতবা ইবনে আবী ওয়াক্কাস কাফির অবস্থায় মৃত্যু বরণ করেছিল। সে তার ভাই সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস(রাদি.) থেকে ওয়াদা নিয়েছে যে, যামআ'র সন্তান আমার বীর্য থেকে জন্ম। তুমি তাকে নিয়ে নাও। অর্থাৎ জাহেলিয়া যুগে সে যেনা করাতে তার থেকে সে সন্তান জন্ম লাভ করেছে। তাই সে তার ভাইকে সে সন্তান গ্রহণের অসীয়ত করেছে। মক্কা বিজয়ের দিন সা'দ তাকে ধরে বলল-সে আমার ভ্রাতুষ্পুত্র। আবদে বিন যামআ' বলল, সেতো আমার ভাই, আমার বাপের সন্তান। তার বিছানায় জন্ম লাভ করেছে। হে আবদে বিন যামআ'! সে তোমার ভাই। বিছানা যার সন্তান তার, যেনাকারীর জন্য পাথর।

মোটকথা, যে বাচ্ছা যায়দের জীবদ্দশায় জন্ম গ্রহণ করেছে অথবা যায়দের মৃত্যুর পর ইদ্দত পালনের ভিতরে অথবা চার মাস দশদিনের মধ্যে স্ত্রী ইদ্দত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার অস্বীকার করলে যায়দের মৃত্যুর দু' বছরের ভিতর অথবা ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যাওয়ার স্বীকৃতি দেয়ার পর থেকে ছয় মাসের ভিতর বাচ্ছা জন্ম গ্রহণ করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে যায়দের সন্তান হিসেবে স্বীকৃতি পাবে এবং যায়দের সম্পত্তিরও মালিক হবে। তবে যায়দের মৃত্যুর দু' বছর পরে অথবা স্ত্রীর স্বীকৃতি অথবা ইদ্দত পূর্ণ হওয়া থেকে ছয় মাস পর বাচ্ছা জন্ম গ্রহণ করলে ওটা যায়দের সন্তান ও তার সম্পত্তির মালিক কিছুই হবে না।

দুরূরুল মুখতারে আছে-

يثبتُ نسب ولدمعتدة الموت لاقل منها (اى من سنتين) من وقت الموت اذا كانتْ كبيرةً ولوغير مدخولٍ بِها وان لاكثر منهما من وقتِهٖ لا يثبت بدائع وكذالمقرة لمفتيها لو لاقل من اقلِّ مُدَّته من وقت الاقرار للمتقين يكذبها والالالِاِحْتمالِ حدوثِهٖ بعد الاقرارِ امد ملخصا والله تعالى اعلمُ وعلمه جل مجده اتم واحكمُ۔

মাসআলা-৯৮ঃ ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফ্তিগণ! এ মাসআলার ব্যাপারে অভিমত কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় আকীকা এবং খতনা করার সময় সুন্নাত আদায় করার উদ্দেশ্যে লোকদেরকে আহবান করা হতো কি না? আর যদি দাওয়াত করা না হতো তাহলে এটা বিদআতে সাইয়্যা হবে কি না? বধু বিদায়ের সময় যেমন হিন্দুস্থানে ভোজের যে নিয়ম চালু আছে তা সাব্যস্ত আছে কিনা? হযরত বিবি ফাতিমা রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহার বিদায়কালে কোন খাবার বন্টন করা হয়েছিল কি না? টাকা উপহার দেওয়ার রছম শরীআতে জায়েয আছে কি না? এ কথা এসেছে যে, শরীয়ত প্রবর্তক নবী আলাইহিস সালাম অলীমা করতে বলেছেন এবং স্বয়ং হুযূর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাল্লাল্লাহু আলাইহি আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই অনেকবার ইহার উপর আমল করছেন। অথচ কখনও শাহেব জাদীদের বিদায়কালে খানার ব্যাপারে কিছুই ইরশাদ করেননি। তা বাস্তবে না করাটা বিদআতে সাইয়্যা হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় কি?

জাওয়াবঃ আকীকা হল নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা। নিয়ামতের জন্য এলান করার বিধান, এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَاَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ এবং আহবান এলানকে সাব্যস্ত করে। বিদআতে সাইয়্যা উহাকে বলে যা সুন্নাতের পরিপন্থি; যা সুন্নাতের সহযোগিতা বিদআতে সাইয়্যা নয়।

كمانص عليه الائمة قديماوحديثا منهم حجة الاسلام فى احياء والعلامة سعد فى شرح المقاصد والسيد عارف بالله عبد الغنى فى الحديقة الندية لاجرم -

যেরূপ নবীন প্রবীণ ওলামাগণ বর্ণনা করেছেন। বিশেষত ইমাম গজ্জালী ইয়াহিয়া-ই উলুম, আল্লামা সা'দ শরহুল মাকাসেদ এবং সৈয়দ আব্দুল গণী হাদীকা-ই নাদীয়া গ্রন্থে দৃঢ় প্রত্যয়ে তা বর্ণনা করেছেন।

রাদ্দুল মুহতারে বলেছেন-

بِعَقِّ عقيقةٍ مُزّق لحمًا بناوطبخه مع اتخاذدعوة اولا

অনুরূপভাবে খতনার এলান করা সুন্নাত- كما ان السنة فى الخفاضِ الخلفاءِ ওলামা-ই কিরামগণ এগার ধরনের দাওয়াতের কথা বলেছেন। তম্মধ্যে খতনার দাওয়াত এবং আকীকার দাওয়াতও রয়েছে। কেউ কেউ আটটির কথা বলেছেন, সেগুলোর মধ্যেও এ দু'টি অন্তর্ভুক্ত আছে। "শরহে শরআতুল ইসলাম" এ আছে-

قِيْلَ الضيافةُ ثمانيةُ الوَلِيْمَةُ للعُرْسِ والاَعْذَارِ للخِتَانِ وَالعقيقةُ لسابعِ الولادةِ الخ

ওলামাগণ দাওয়াতে সাড়া দেওয়াকে সুন্নাত বলেছেন। অলীমা হোক বা আর অন্যান্য দাওয়াত হোক। তাহতাভীও রাদ্দুল মুহতারে এরূপ আছে। বিবাহের এলান করারও নির্দেশ রয়েছে। যেমন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন,

اَعْلِنُو النِّكَاحَ -وَاجْعَلُوْهُ فِى الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوْفِ۔

হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম আহমদ, ইবনু হাব্বান,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ত্বররানী, আল-হাকিম এবং আবু নাঈম রাদিয়াল্লাহু আনহুম উক্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও বায়হাকী আরো বৃদ্ধি সহকারে হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে তা বর্ণনা করেছেন।

আর ওটা ছেলে পক্ষ থেকেই নিদ্দিষ্ট নয়; উভয় পক্ষকে এলান করতে হবে। ইবনে মাজা হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বি আল্লাহু আনহুমা থেকে বর্নিত আছে, তিনি বলেন-

قال نكحتْ عائشةُ ذاتَ قرابةٍ لهما من الانصارِ فجاءَ رَسولُ اللهِ صلى الله تعالى عليه وسلم فَقَالَ اَهْدَيْتُمُ الفَتَاةَ قال نَعَمْ قال اَرْسَلْتُمْ مَعَهَا مَنْ تُغَنّى الحديث -

হযরত আয়শা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা আনসারী এক নিকট আত্নীয়কে বিয়ে দিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এসে জিজ্ঞাসা করলেন-তোমরা কোন কিশোরী পাঠায়েছ? উত্তরে বললেন, হ্যাঁ!তিনি বললেন-তোমরা তার সাথে গায়িকা পাঠায়েছ?

খাবারে মানুষ একত্রিত হয় আর একত্রিত করার উদ্দেশ্য এলান করা। উপস্থিতিদেরকে খানা খাওয়ানো বুযর্গদের সুন্নাত। বিশেষ করে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করলে। فانه غيرُ مامورٍ بَلْ ولامقدورٍ كما فى الغمز العيون এটা আদিষ্ট ও নয়;নির্ধারিতও নয়। যেমন গমযুল উয়ূন গ্রন্থে আছে। বিষেশত তা অভ্যাসগত কাজের অন্তর্ভুক্ত। خَالِقُو النَّاسَ بِاَخْلَاقِهِمْ বুযর্গদের চরিত্রে চরিত্রবান হও। ওলামা-ই কিরাম বলেন- الخروجُ عَنِ العادةِ شُهرةٌومكروهٌ অস্বাভাবিক কাজ করলে প্রসিদ্ধ হয়;অপছন্দনীয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- مَا اٰتٰكُمُ الرسولُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عنهُ فَانْتَهُوا۔ অর্থাৎ রাসুল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামা যা কিছু তোমাদেরকে দিয়েছেন তা গ্রহণ কর আর যা থেকে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাক। কাজেই যেগুলো থেকে নিষেধ করা হয়েছে ওটা নিষিদ্ধ বস্তুর অর্ন্তভুক্ত; যা থেকে নিষেধ করা হয়নি তা মুবাহ হবে। এ সব আলোচনা আমার পুস্তিকা ' রাদ্দে ওহাবিয়্যত' এর মধ্যে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে। হ্যাঁ! নিয়্যত অথবা উদ্দেশ্য খারাপ হলে অলীমা ও খারাপ হয়ে যাবে। হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

شرُّ الطعامِ طعامُ الوليمةِ وايضا قال وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ ورسولَهٗ۔

www.YaNabi.in

‘খানার মধ্যে অলীমার খাদ্যই খারাপ। আরো বলেছেন-দাওয়াতে সাড়া দিল না সে আল্লাহ ও রাসুলের নাফরমানী করল।’ টাকা উপহার দেয়া একটি প্রসংশনীয় কাজ। একজনের প্রয়োজন শত জনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়ে যাবে। তার উপর চাপও হয় না, কারো কাছে হাত পাততে হয় না এবং লজ্জাও পেতে হয় না। অতপর সাহায্যকারীদের মধ্যে কেউ এরূপ মুয়ামেলার সম্মুখীন হলে ওই ব্যক্তি ও অন্যরা সহযোগিতা করে তা আনজাম দিবে। যখন প্রচলিত নিয়মে বিনিময় স্বরূপ হয় তখন কর্জ হবে এবং তা আদায় করা ওয়াজিব। এরূপ সহযোগিতা শর্ত সাপেক্ষ ব্যাপার। ফাতাওয়া খাইরীয়া’র মধ্যে আছে-

سُئِلَ فيما اعتمادُهُ الناس فى الاعراسِ والافراحِ والرجوعِ مِنَ الْحَجِّ مِنْ اِعْطاءِ الثِّيَابِ والدَّرَاهِمِ ويَنْتَظِرُوْنَ بِهٖ لَهٗ عندَهُمَا يَقعُ لَهُمْ مِثْل ذٰلك ماحكمُهٗ اجَابَ اِن كَانَ العُرْفُ شائعًا فِيْمَا بَيْنَهُمْ اَنَّهُمْ يعُطون ذٰلك لياخذَبَدْلَهٗ كانَ حكمُهٗ كَحُكْمِ القَرْضِ الخ۔

বিয়ে, আনন্দ অনুষ্ঠান ও হজ্ব থেকে ফিরে যে কাপড় ছোপড় ও টাকা-পয়সা দেয়া হয় এবং মানুষেরা তজ্জন্য অপেক্ষাও করে- এর হুকুম কি? তিনি উত্তর দিয়েছেন, যদি পরিভাষা এমন প্রচলিত থাকে যে, উহা দিয়ে বদলা নেওয়া হয় তাহলে তা হবে কর্জের মত। আরো উল্লেখ আছে-

اِنْ كانَ العُرْفُ قَاضِيًا بِاَنَّهم يَدْفَعُوْنَهٗ علىٰ وَجْهِهٖ الهبته ولا يَنْتَظِرُونَ فِى ذٰلك الىٰ اِعْطَاءِ البَدْلِ فَحُكْمُهٗ حُكمُ الْهِبَةِ

যদি পরিভাষা এরূপ প্রচলিত থাকে যে, মানুষেরা তা দিয়ে থাকে উপহার স্বরূপ। উহার বদলা দেওয়ার পরোয়া করে না তবে তার বিধান দান করার বিধানের মতো। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৯৯ঃ (ক)ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন-এ মাসআলার ব্যাপারে যে, ‘এরশাদের রহমানী’ কিতাব লেখক মৌলভী মুহাম্মদ আলী সাবেক নাজিম নদওয়া- যার সম্পর্কে তার পীর ভাই আমাকে বললেন সে পূর্বের কাজ কর্ম এবং নদওয়ার সম্পর্ক থেকে তাওবা করেছে। আল্লাহই ভাল জানেন। বুখারী শরীফ পড়াতে গিয়ে হযরত সোলাইমান আলাইহিস সালামের আলোচনায় মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেবের অবস্থা বর্ণনা প্রসংগে আহমদ মিয়া বললেন-কৃষ্ণ’র মধ্যে ষোল হাজার গয়লা কন্যা ছিল। সে মাওলানা সাহেব মন্তব্য করেছেন সে মুসলমান ছিল। আর মুসান্নিফ এরপরে লিখেন-মিরযা মাযহার জানে জানাঁ রাহমাতুল্লাহি

আলাইহি লিখেছেন যে, কোন মানুষের ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত কুফরীর উপর শরীআতের প্রমাণ সাব্যস্ত হবে না ততক্ষণ তার উপর কুফরীর হুকুম লাগানো যাবে না। আর আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন- لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পথপ্রদর্শক রয়েছে। এরই আলোকে বলা যেতে পারে যে, রাম ছন্দ্র এবং কৃষ্ণ অলী অথবা নবী হবেন। এ বানোয়াট ফাতওয়ার ব্যাপারে আপনার খিদমতে নিবেদন- হযরত মিরযা মাযহার জানে জানাঁ সাহেব রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কোন কিতাবের ইত্যাদির মধ্যে এটা লিখেছেন কি? হুযুর! রাম ছন্দ্র এবং কৃষ্ণ সম্পর্কে মিরযা সাহেব আলাইহির রহমত-এর উক্ত মন্তব্য কোন ব্যক্তির স্বপ্নের বিশ্লেষনে বলেছেন না উক্ত কিতাবে এরূপ লিখিত আছে?

(খ) যে পাতা বা গাছ অসতর্কতা বশতঃ পড়ে যায় অথবা যে প্রাণী যবেহ হয়ে যায় সে গুলো তাসবীহ পড়াতে মশগুল থাকা প্রমাণিত আছে কি না?

জাওয়াবঃ মাওলভী মুহাম্মদ আলী সাহেব পূর্বমত থেকে ফিরে আসেনি, যে ঘটনা মাওলানা ফযলুর রহমান সাহেবের দিকে সম্পর্কিত তার কোন ভিত্তি নেই এবং এই কথা গুলো জনাব মিরযা সাহেব কোন স্বপ্নের তা-বীর করতে গিয়ে বলেননি। বরং কোন পত্রের উত্তরে এটি লিখেছেন। ইহার মধ্যে হিন্দুদের ধর্মকে ধারনা এবং অনুমানের ভিত্তিতে আসমানী ধর্ম মনে করার অপচেষ্টা চালায়েছেন। বরং মা’রিফাত-মুকাশিফাত এবং তথ্য ও তাত্বিক জ্ঞানের মধ্যে তাদের ক্ষমতা আছে বলে মেনে নিয়েছেন। তাদের পরিবর্তনশীল বিশ্বাসকে কুফরি মুক্ত, প্রতিমা পূজাকে শিরক মুক্ত এবং সূফীদের ধ্যানকে বরযখের অবস্থার মত মনে করেছেন। لِكُلِّ اُمَّةٍ رَسُوْلٌ (প্রত্যেক জাতির জন্য রাসূল রয়েছে) এর বিধানুপাতে হিন্দুস্থানেও নবীগণের আগমন হওয়া এবং তাদের বুযর্গদের পরিপূর্ণ সম্মান করার কথা লিখেছেন। তবে রাম-কৃষ্ণ কারো নাম উল্লেখ করেননি। তিনি এভাবে বলেছেন-

درشان اٗنہاسکوت اولی ست نہ مارا جزم بکفر وہلاک اتباع اٗنہالازم ست ونہ یقین نجات اٗنہابرماواجب وماوہ جسن ظن متحقق ست۔

এ সমস্ত ব্যক্তি প্রসংগে নিরবতা অবলম্বন করা উচিত। সে গুলো সম্পর্কে কুফরি বা অনুসারীরা ধ্বংস হওয়ার বিশ্বাস করা আমাদের উপর আবশ্যক নয়। সে গুলো নাজাত পাবে বলে বিশ্বাস করা ওয়াজিব নয়; তবে শুভ ধারণা সাব্যস্ত।

এ সব লিখিত বক্তব্যের সারমর্ম- এই হাস্তিদের অবস্থা বর্ণনার পূর্বেও স্বয়ং অতি প্রকাশ্য। মিরযা সাহেবের এ লিখাগুলো দলীলবিহীন বলে উড়ায়ে দেয়া হয়। তার চেয়ে অতি সম্মানিত জগদগুরু যুবদাতুল আরেফীন সৈয়্যিদুনা হযরত মীর আবদুল

www.YaNabi.in

ওয়াহিদ বলগারামী কুদ্দিাসা সিররুহুস সামী তাঁর গ্রন্থ 'সাবআ' সানাবিল' যা বারেগাহে রিসালতে অতি মকবুল হয়েছে উহার ১৭০পৃষ্ঠায় বলেছেন-

مخدوم شیخ ابوالفتح جون پوری را در ماه ربیع الاول بجهت رسول علیہ الصلوۃ والسلام از ده جا استدعا آیده کہ بعد از نماز پیشین حاضر شوند ہر ده استدعا قبول کردند حاضران پر سید ندا اے مخدوم ہر ده استدعا وما قبول فرمودید و ہر جا بعد از نماز پیش حاضر باید شد چگونہ میسر خواہد آمد فرمود کشن کہ کافر بود چند صد جا حاضر می شد اگر ابوالفتح ده جا حاضر شود چہ عجب۔

মাখদুম শেখ আবুল ফাতাহ জৌনপুরীকে রবিউল আউয়াল মাসে রাসূল আলাইহিস সালামের সন্তুষ্টির জন্য দশটি স্থানে হাজির হওয়ার দাওয়াত কবুল করেছেন। হে মাখদূম! দশ জায়গায় দাওয়াত কবুল করতঃ প্রত্যেকটিতে কিভাবে হাজির হওয়া সম্ভব হয়েছে? তিনি উত্তরে বললেন-কাফির কৃষ্ণ যদি কয়েকশ' জায়গায় একই সময়ে হাজির হতে পারে তাহলে আবুল ফাতাহ দশটি জায়গায় হাজির হলে আশ্চার্য কিসের?

কথা হল- নবুয়্যাত এবং রিসালতের মধ্যে সন্দেহের অবকাশ নেই। اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ۔ আল্লাহ এবং রাসূল যাদেরকে বিস্তারিতভাবে নবী বলেছেন। আমরা তাদের উপর বিস্তারিতভাবে ঈমান এনেছি। আর অবশিষ্ট সকল আল্লাহর নবীদের উপর সংক্ষিপ্তভাবে ঈমান এনেছি। لكل امة رسول ওটা আবশ্যক নয় যে, প্রত্যেক রাসুলকে আমরা জানি বা নাজানি, না দেখে, না শোনে অন্ধের লাঠির পেঠার মত মনে করব, সম্ভবত এটা হবে; সম্ভবত ওটা হবে। হ্যাঁ! জানি, না জানি সকলের ব্যাপারে বলব اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ হাজার হাজার উম্মত রয়েছে যে গুলোর নাম গ্রাম পর্যন্ত জানা নেই। শত শত বছর অতিবাহিত হয়েছে। কুরআনে আযীম এবং হাদীসে পাকে রাম এবং কৃষ্ণের উল্লেখ পর্যন্ত নেই। তাদের অস্তিত্বের ব্যাপারে ইহুদীদের ধারাবাহিক বর্ণনা ছাড়া আমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই। এরা কি বাস্তবে কোন ব্যক্তি না ধারণা প্রসূত? যদি ইহুদীদের ধারাবাহিক বর্ণনা দলীল না হয় তাহলে তাদের অস্তিত্বই প্রামাণহীন আর যদি দলীল হয় তাহলে সেই ধারাবাহিক বর্ণনার দ্বারা তাদের ফিসক ফুজুরি এবং খেল তামাশা প্রমাণিত। কাজেই অস্তিত্বের জন্য ইহদীদের ধারাবাহিক বর্ণনা গ্রাহ্য আর শান বর্ণনার জন্য অগ্রাহ্য মেনে নেওয়া হবে-এটার কি অর্থ হতে পারে? তাদেরকে কামেল মুকাম্মেল বরং ধারণাগত ভাবে মা'যাল্লাহ! আম্বিয়া এবং রাসুল মানা যাবে কিভাবে?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(২) আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ۔ অর্থাৎ আসমান, যমীন এবং এই দুয়ের মাঝে যা কিছু আছে সকলে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। এমন কোন জিনিস নেই যে যারা প্রশংসা সহকারে তার তাসবীহ পাঠ করেনা কিন্তু তোমরা তাদের তাসবীহ পাঠ করাটা বুঝতে পারতেছে না।

এ সাধারণ নীতি বিশ্বের সকল জিনিসকে অর্ন্তভুক্ত করে, প্রাণী হোক বা প্রাণহীন। জড় পদার্থ যার সাথে রুহেরও সর্ম্পক নেই তারা পর্যন্ত সর্বদা তাসবীহ পাঠ করে। তারা مِنْ شَيْءٍ এর গন্ডি থেকে বহির্ভুত নয়। কিন্তু বেলায়তের শক্তি ছাড়া তাদের তাসবীহ শ্রুতিহীন ও অবোধগম্য। ওই সকল শরীর-যাদের মানবীয় বা প্রাণীত্ব বা উদ্ভিদীয় প্রাণ রয়েছে তাদের দুই ধরণের তাসবীহ। এক প্রকারের তাসবীহ দেহের-যার সাথে রুহের সর্ম্পক বা কোন ইখতিয়ার নেই। তারা ওই ان من شيء এর মধ্যে শামিল। এটা নিজেদের স্বত্ত্বাগত তাসবীহ। দ্বিতীয় তাসবীহ রুহের, এটা হল ইচ্ছাকৃত ইখতিয়ারী এবং আলমে বরযখে প্রত্যেক মুসলমানরা তা শুনবে ও বুঝবে। এ তাসবীহ প্রাণী বা উদ্ভিদ হত্যা ও নিধনে শেষ হয়ে যায়। প্রাণী মরে গেলে বা উদ্ভিদ শুকিয়ে গেলে এ তাসবীহ ছিন্ন হয়ে যায়। এ জন্য আইম্মা-ই দ্বীন ইরশাদ করেছেন তাজা জিন্দা গাছ কবর স্থান থেকে উপড়ে ফেলবে না। فانه مَادَامَ رُطَبًا يُسَبِّحُ لِلّٰهِ تعالىٰ فَيُؤْنِسُ الْمَيِّتَ যতক্ষণ পর্যন্ত ওই বৃক্ষ জিন্দা তথা তাজা থাকবে ততক্ষণ আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। ফলে মৃত ব্যক্তি মনোরঞ্জন করে। কিন্তু হত্যা, কর্তন বা শুকানোর দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়ার পর ও তাদের শারিরীক তাসবীহ বাকী থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত একটি অংশও অবশিষ্ট থাকবে;তা ছিন্ন হবে না। ان من شئ يسبّح بحمده এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়- যে বস্তুর সাথে রুহের সম্পর্ক ছিল না তার তাসবীহ কক্ষনো ছিন্ন হবে না। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১০০ঃ মাওলানা সায়্যিদ আসিফ'র প্রশ্নের প্রতি দৃঢ় ইঙ্গিতবাহক ইবারত নিম্মে প্রশ্নাকারে পেশ করা হল-

بسم الله الرحمن الرحيم۔ نحمده ونصلى على رسوله الكريم۔ ياحبيب محبوب الله روحى فداك۔

হে উভয় জগতের কাবা ও কিবলা সরোয়ারে কায়েনাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কান্ডারী দামাত বরকাতুহুম! আপনার আলীশান দরবারে অসংখ্যক সালাম-বুচির হাদিয়া পেশ করার পর-আল্লাহর ফযলে শান্তিতে থাকবেন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এ প্রত্যাশা। সহতুরী মোল্লা জমান সামী'র দরবার থেকে প্রকাশিত ইসলামী পয়গাম পত্রিকায় আবদুল মাজেদের একটি লিখাতে উল্লেখ আছে ''একজন মুসলমান পানির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় আরেকজন সাতারু অমুসলিম তাকে বাঁচানোর জন্য হাত দিয়েছে এখন সেই মুসলমান তার হাত ধরে প্রাণ রক্ষা করবে কি না?'' এটাও লিখেছেন যে, মুসলমান যদি হাত পা নড়াচড়া করে বেঁচে যাওয়ার বিশ্বাস রাখে, ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে অথবা কোন মুসলমান বলে যে, কোন খড়কুটা ইত্যাদি পাওয়ার আশা করে তাহলে কাফিরের হাত ধরার অনুমতি নেই। তাদের দ্বারা চিকিৎসাও করাবে না। لَا يَاْلُوْنَكُمْ خَبَالًا (তারা তোমাদের সাথে দুষ্টামী করতে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা) এ আয়াতাংশ দ্বারা কি উদ্দেশ্য? দারুল হারবের কাফিরগণ ধর্মীয় বিষয়াদিতে ধর্মের ক্ষতি হয় এমন আচরণ করে কি না? প্রত্যেক কাজে সর্বদা যখন সুয়োগ হয় তখন তারা দ্বীনের ক্ষতি করতে চেষ্টা করে। গায়রে মহারেব (দারুল হারবের) কাফির না হয় এমন লোক সম্পর্কে তাফসীরে কবীরের মধ্যে গ্রন্থাকার

لَايَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِىْ الدِّيْنِ -

আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সাথে সদাচরণ করতে ও তাদের প্রতি সুবিচার করতে বারণ করেন না, যারা তোমাদের সাথে ধর্মের কারণে যুদ্ধ করেনি।

এ আয়াতের অধিনে লিখেছেন-

وقال اهلُ التاويل هٰذه الاية تَدُلّ علٰى جَوَازِ البِرِّ بَيْنَ المُشْرِكين والمُسلمينَ وَاِنْ كانتِ المُوَالاَة مُنْقَطِعَةً -

বিশ্লেষকগণ বলেছেন-এ আয়াত মুশরিক-মুসলিমের মাঝে সদাচরণ করা জায়েয হওয়ার উপর বুঝায়। যদিও তাদের সাথে বন্ধুত্ব অবৈধ।

যিলকাদ মাসে প্রকাশিত 'রিসালা-ই রেযা' এর মালফুযাত অংশের ৮৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে' হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে ভদ্র ব্যবহার করতেন ইসলামের দিকে ফিরে আসার যাদের মনমানসিকতা থাকে-যা এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায়। কাফির মুরতাদদের সাথে তিনি সর্বদা কঠোরতা অবলম্বন করতেন। কতেক কাফিরের চোখে শলাই পাতানো কিসাস স্বরূপ ছিল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ আয়াত করীমা নাযিল হওয়ার পূর্বে তাদের সাথে নরম ব্যবহার করতেন।- يَا اَيُّهَا النَّبِىُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ (হে নবী! কাফির-মুনাফিকদের প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করুন।) যারা ইসলামের দিকে ফিরে আসার মত নয় তিনি সে কাফিরদের সাথে কি কঠোর ব্যবহার করতেন-নাকি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাদের প্রতিও কোমল ব্যবহার করতেন? কাফিরেরা বিভিন্ন স্বভাবের ছিল এবং হবে। কতেক কাফিরের সাথে ইসলাম ও মুসলমানের তীব্র শত্রুতা রয়েছে। আর কারো সাথে কম। সবার প্রতি কি একই হুকুম? না শুধু সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা হবে? দারুল হারবের লোক ও বাইরের লোকের মধ্যে তাদের মর্যাদানুসারে কঠোর হওয়ার হুকুমে পার্থক্য রয়েছে? হুযুর! মুরতাদের বিয়ে বাকী থাকবে কি না-এ মাসআলার সম্পর্কে ফাতওয়ার কিতাবে মতানৈক্য পাওয়া যায়। অথচ কোন কোন হুকুম যামানার বির্বতনে পরিবর্তন হয়ে যায়। কিন্তু ফাতওয়া-ই হিন্দিয়া যা নিকটবর্তী সময়ের মধ্যে লিখিত তাতেও এ ব্যাপারে কোন কথা নেই। যদিও বা ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও মুর্তাদের উপর বেত্রাঘাত ইত্যাদি শরীআতের হুকুম চলে না, তবে যখন সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেল তখন বিয়ে বাকী থাকবে কিভাবে? সে কি পূর্বের স্বামী থেকে তর্কা পাবে? আর তার মৃত্যুর পর তার প্রথম স্বামীও কি শরীয়তের দৃষ্টিতে তর্কা পাবে? যদি ও তাফসীরে কবীর-এ দারুল হারবের কাফির ও অন্যান্য কাফিরের সাথে দুনিয়াবী বিষয়ে পরামর্শ ও অন্তরঙ্গতা বর্জন করার ব্যাপারে আয়াত নাযিল হওয়ার অভিমত পাওয়া যায়। কেউ যদি এমন ধারণা করে যে, এখানে ধর্মীয় বিষয়ে বলা হয়েছে; দুনিয়াবী বিষয়ে নয়-তাও প্রত্যাখানযোগ্য। যেমন বিবৃত রয়েছে-

اِنَّ المُسلمينَ كانُوا يشاورونَهُمْ فِى اُمورِهِمْ وَيُؤانِسُوْنَهُمْ لِمَا كانَ بَيْنَهُمْ مِنَ الرَّضاعِ والحُلْفِ ظناً مِنهم انّهم وانْ خالَفُوهم فى الدينِ فَهُمْ يَنْصَحُون لهم فى اسباب المعاشِ فَنَهاهُمُ اللّٰهُ تعالٰى بهٰذه الايةِ عنه فمنَعَ المومنينَ ان يتّخِذوا بِطَانَةً مِنْ غَيْرِ المومنينَ فَيَكُونُ ذَالكَ نَهْيًا عَنْ جَمِيْعِ الكفّارِ وقال تعالى يا ايها الذّينَ امَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّىْ وَعَدُوَّكمْ اولياءَ ومما يؤكد ذالك ما روى انه قيل لعمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ههنا رجل من اهل الحيرة نصرانى لا يعرف اقوى حفظا ولا احسن خطا منه فانْ رايتَ اَنْ تَتَّخِذوَه كاتِبًا فامتنعَ عمرُ رضى الله تعالى عنه مِنّا ذالك وقال اذن اتخذتَ بِطانَتَهً مِنْ غيرِ المومنين فقد جعل عمرُ رضى الله تعالى عنه هٰذه الايةَ دَليلاً على النَّهى عن اِتّخاذِ النصرانِىْ بطانةً

'মুসলমানেরা কাফিরদের সাথে তাদের দুগ্ধ ও চুক্তিগত সম্পর্কের কারণে তাদের থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নেয় এবং তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা এ ধারণা করে যে, তারা ধর্মগত ভাবে বিরোধিতা করলেও জীবন-যাপনে তাদের হিতাকাংখী।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাই আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত দ্বারা তাদেরকে নিষেধ করেছেন। মুমিনদেরকে তিনি অমুসলিমকে অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করতে বারণ করেছেন। কাজেই এ নিষেধ হবে সকল কাফির থেকে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-হে ঈমানদারেরা! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহ তায়ালা আনহু'র একটি ঘটনা এটিকে আরো তাগিদ করে যে, তাঁকে বলা হল হীরবাসী খৃষ্টান লোকটির চেয়ে খুব বিশ্বস্ত ও লেখা সুন্দর কাউকে দেখিনি। আপনি সমর্থন দিলে তাকে সচিব বানাব। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উহা থেকে বারণ করলেন। তাহলে তো অমুসলিমকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলাম। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু উক্ত আয়াত শরীফকে খৃষ্টানকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা নিষেধ হওয়ার উপর দলীল বানায়েছেন।'

এ আলোচনা থেকে সর্ব প্রকারের লেনদেন অবৈধ হবে কেন? বেচাকেনা, ঘর ভাড়া, বন্ধক ইত্যাদি লেনদেনে কি তাদেরকে অন্তরঙ্গ বন্ধু ও হিতাকাংখী বানানো বুঝায়? যেমন-মুচিকে টাকা দিয়ে জুতা সেলাই করা, মেতরকে পারিশ্রমিক দিয়ে ময়লা পরিষ্কার করা, তাঁতী থেকে মূল্য দিয়ে কাপড় কেনা, এভাবে মূল্য বিনিময় করতঃ ইত্যাদি ব্যবসা করা হয়। কাফির হরবী ও মহারেব একই হুকুম। যিম্মী ও চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কাফিরের মাঝে পার্থক্য আছে। যিম্মী ও চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কাফির উভয়কে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো অবৈধ। আমিরূল মুমিনীন হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এ ঘটনা যিম্মী সম্পর্কে। বন্ধুত্ব গ্রহণ সাধারণভাবে সকল কাফিরদের সাথে হারাম; চাই হারবী হোক বা যিম্মী। তবে সদালাপ ভিন্ন কথা। তা চুক্তিবদ্ধ কাফিরের সাথেও বৈধ। لَايَنْهَاكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ এ আয়াত শরীফ তার প্রমাণ।

এ নাতিদীর্ঘ ইবারতের মূল উদ্দেশ্য-এই বিশ্লেষণমূলক বক্তব্যের উপর নির্ভর করা যাবে কি না? দারুল হারবের কাফির বাইরের কোন ব্যক্তিকে সাহায্য করতে গিয়ে ক্ষতি করলে তা কি পাপ হবে? ওই ইসলামী পত্রিকার মধ্যে আরো আছে যে, ওই মুশরিক বা মুরতাদকে ডুবে মরা থেকে মুক্তি দানকারী এবং সাহায্যকারী মনে করা কোরআন মজীদকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারীর শামিল। নাউযু বিল্লাহ তাহলে তো যত মুসলমান কাফিরদের থেকে চিকিৎসা করে এবং লেনদেনে সাহার্য গ্রহণ করে তারা কি সবাই কোরআন মজীদকে মিথ্যা আরোপকারী? নিবেদনকারী মুহাম্মদ আসিফ। আল্লাহ তাকে, তার মা-বাবা ও সমস্ত মুমিন নর-নারীকে মহানবীর অসীলায় ক্ষমা করুক।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জাওয়াবঃ بسم الله الرحمن الرحيم ـ نحمده ونصلى على رسوله الكريم ـ সম্মানিত মাওলানা সাহেব! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে মর্যাদাবান করুক। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا لَاتَتَّخِذُ وابِطَانَةً مِنْ دُوْنِكُمْ لَايَالُوْنَكُمْ خَبَالاً ـ

'হে মুমিনগণ! নিজেদের ব্যতিত কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাও না, তারা তোমাদের সাথে দুষ্টামী করতে মোটেই ত্রুটি করে না।' (আলে ইমরান,আয়াত-১১৮)

এটা সচারচর কথা যে, সাধারণভাবে কাফিরকে কাজের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধু ভাবা নিষেধ। এমন কি দুনিয়াবী কাজে হলেও। সে কখনও তার সাধ্য অনুযায়ী আমাদের খারাবী করা থেকে বিরত থাকবে না। قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ وَمَنْ اَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا সায়্যিদুনা ইমামে আজল হযরত হাছান বসরী রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত- لَاتَسْتَضِيُوْا بِنَارِ الْمُشْرِكِيْنَ 'মুশরিকদের আগুন থেকে আলো গ্রহণ করো না।' তিনি প্রাগুক্ত আয়াতের তাফসীরে স্পষ্ট বলে দিয়েছেন কাফিরদের থেকে কোন কাজে পরামর্শ গ্রহণ করো না। হযরত আবুল ইয়ালা মসনদে, আবদুল্লাহ ইবনে হুমাইদ, ইবনে জরীর, ইবনে মুনযির, ইবনে আবু হাতেম স্ব-স্ব তাফসীরসমূহে এবং ইমাম বায়হাকী শুয়াবুল ঈমানে আযহার বিন রাশেদের মাধ্যমে হযরত আনস বিন মালেক রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন-

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَاتَسْتَضِئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِيْنَ قَالَ فَلَمْ نَدْرِ مَاذٰلك حتّى اَتَوْا الحسنَ فَسَأَلُوْهُ فقال نَعَمْ يقول لَاتَسْتَشِيْرُوْهُمْ فِى شَيْءٍ مِنْ اُمُوْرِكُمْ قال الحسن وتصديق ذلك فى كتاب الله تعالى ثم تلاهٰذه الاية يا ايها الذين امنوا لاتتخذوا بطانة من دونكم ـ

তিনি বলেছেন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, হে আমার সাহাবীগণ! তোমরা মুশকিদের আগুন থেকে আলো নিয়ো না। বর্ণনাকারী বললেন, ইহার মর্ম বুঝতে না পেরে সবাই হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন-হ্যাঁ! নবীজি ফরমায়েছেন, তোমরা নিজেদের কোন কাজে তাদের পরামর্শ নিয়ো না। তার সত্যতা প্রমাণে তিনি উপরোক্ত আয়াত শরীফ তেলাওয়াত করলেন।

এ আয়াতে করীমা আলোকে ফারুকে আযম রাদ্বিআল্লাহু আনহু কাফিরদেরকে সচিব বানানো নিষেধ করে দিয়েছেন। ইবনে আবু শাইবার মুসান্নিফ, হুমাইদী'র

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সন্তানেরা এবং আবু হাতিম রাযী তাফসীরের মধ্যে ফারুকে আযম থেকে বর্ণনা করেন-

اَنَّهٗ قِيْلَ لَهٗ اِنَّ هٰهُنَا غُلَامًا مِنْ اَهْلِ الْحِيْرَةِ حَافِظًا كَاتِبًا فَلَوْ اتَّخَذْتَهٗ كَاتِبًا قَالَ اَتَّخِذُ اِذًا بِطَانَةً مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ۔

তাঁকে বলা হল এখানে হীরাবাসীর একজন বিশ্বস্ত সচিব আছেন। বললেন, যদি আমি তাকে সচিব বানায় তাহলে একজন অমুসলিমকে সচিব বানানো হবে। হানাফী ইমামগণ এরই উপর ঐক্যমত পোষণ করেছেন-যা তাফসীরে কবীরের মধ্যেও উক্ত আয়াতের অধীনে লিখা আছে-

اَلْاَكْثَرُوْنَ عَلٰى اَنَّهُمْ اَهْلُ الْعَهْدِ وَهٰذَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْمُقَاتِلَيْنِ وَالْكَلْبِيْ

অর্থাৎ তাদের অধিকাংশ চুক্তিবদ্ধ ছিল। এটি হযরত ইবনে আব্বাস, মুকাতিল ও কলবী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম'র উক্তি।

আমরা 'হুজ্জাতুল মু'তামিনা'র মধ্যে এ উদ্দেশ্যটি নিম্নলিখিত কিতাব দ্বারা সাব্যস্ত করেছি (১) জামে ছগীর- ইমাম মুহাম্মদ (২) হিদায়া (৩) দুরারুল মুহাকিম (৪) গা-য়াতুল বয়ান (৫) কিফায়া (৬) জাওহারাহ নায়ারা (৭) মুতাসফফা (৮) নিহায়া (৯) ফাতুহুল কাদীর (১০) বাহরুর রায়িক (১১) কাফী (১২) তাবয়ীনুল হাকায়িক (১৩) তাফসীর আহমদী (১৪) ফাতহাল্লাহিল মুবীন (১৫) গুনীয়া (১৬) যিল আহকাম ওয়া মি'রাজুদ্দিরাইয়া (১৭) ইনায়া (১৮) মুহীত বুরহানী (১৯) জুয়ী যাদা (২০) বাদাইয়ু মালিকিল ওলামা। হুযুর রাহমাতুললিল আলামীন সাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন বিশ্ব জাহানের জন্য রহমত স্বরুপ। وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ (আপনি তাদের প্রতি কঠোর হোন) এ ঘোষনার পূর্বে তাদের প্রতি বিভিন্ন ধরনের দয়া-মায়া প্রদর্শন করতেন। স্বয়ং গনিমতের মলের মধ্যে مُؤَلَّفَةِ الْقُلُوْبِ এর জন্য একটি অংশ নিধারণ করেছিলেন কিন্তু এ বজ্র ঘোষনা সব নম্রতাকে রহিত করে দেয়। مؤلفة القلوب বা মন আকর্ষনের জন্য প্রদেয় অংশ বাদ পড়ে গেল।

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا۔

'হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এসেছে। যে চাই ঈমান আনুক আর যে চাই কাফির থাকুক। নিশ্চয় এরূপ অত্যাচারীদের জন্য আমি অগ্নি তৈরি করে রেখেছি-যার আবরণী তাদেরকে ঘিরে ফেলবে।' (কাহফ, আয়াত-২৮)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হযরত ইমাম আযম রাদ্বি আল্লাহু আনহু'র নামকরা ওস্তাদ ইমাম আতা ইবনে আবু রিবাহ রাদ্বি আল্লাহু আনহু যার সম্পর্কে ইমাম আযম বলেছেন- তাঁর থেকে উত্তম আর কাউকে দেখি নি, তিনি বলেন, وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ এই আয়াত দ্বারা نُسِخَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ كُلُّ شَيْءٍ مِنَ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ 'উক্ত আয়াত দ্বারা সব ক্ষমা ও সুন্দর দৃষ্টি রহিত হয়ে যায়।' কোরআন আযীমে ইহুদী-মুশরিকদেরকে মুসলমানদের চরম শত্রু বলা হয়েছে।

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا

'আপনি মানুষের মধ্যে মুসলমানদের সাথে অধিক শত্রুতা পোষণকারী পাবেন ইহুদী ও মুশরিকদেরকে।'(মায়িদা, আয়াত-৮২)

তবে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ۔

'হে অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)! কাফির ও মুনাফিকদের বিরূদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম এবং তা কতই মন্দ প্রত্যাবর্তন স্থল।' (আত তাহরীম, আয়াত-৯)

এ প্রসংগে ব্যাপক আলোচনা এসেছে, ইহার মধ্যে কাউকে পৃথক করা হয়নি। কোন গুণের উপর হুকুমকে সীমাবদ্ধ করা সে বিধানের ইল্লাত বুঝায়। এখানে কুফরী দোষের কথা উল্লেখ করতঃ তাদের প্রতি জিহাদ এবং কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। তখন এ শাস্তি শুধু কুফরের জন্য দেওয়া হবে; মুমিনদের অন্তরে শত্রুতামী থাকার কারণে নয়। আর স্বয়ং কুফরের ব্যাপারে সবাই সমান- اَلْكُفْرُ مِلَّةٌ وَّاحِدَةٌ তবে হ্যাঁ! চুক্তিবদ্ধ কাফির অকাট্য মুতাওয়াতির দলীল দ্বারা বাদ পড়েছে। বাস্তব সত্য যে, জিহাদের হুকুম শুনেও তাদের দিকে মন যায় না। কাজেই জিহাদের নির্দেশ শুরু থেকে চুক্তিবদ্ধ কাফিরের সাথে সম্পৃক্ত নয়-যা বাহরুর রায়িক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। কাজের কারণে শত্রুতা হলে ইহুদীদের হুকুম অগ্নিপুজকদের থেকে মারাত্মক হতো অথচ ব্যাপারটা ঠিক তার উল্টো আর নাসারাদের হুকুম ইহুদীদের থেকে নাজুক হতো। অথচ সবার হুকুম এক। পরিস্থিতির খাতিরে সংখ্যালঘু যিম্মী থেকে হরবীদের সাহায্য নেয়া যেতে পারে। যেমন ইমাম সরখসী শরহে ছগীরের মধ্যে বলেছেন- اَلْاِسْتِعَانَةُ بِاَهْلِ الذِّمَّةِ بِالْكِلَابِ 'পাগলা কুকুরের দমনে যিম্মীদের থেকে সাহায্য নেয়া। ইমাম তাহবী এবং আমাদের ইমাম আযম, সাহেবাইন প্রমুখগণ এই ব্যাপারে লিখেছেন যে, সাধারণত মুশরিকদের থেকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সাহায্য প্রার্থনা করা না-জায়েয যদিও যিম্মী হয়। অন্ততঃ আহলে কিতাব হতে হবে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত ''আল হুজ্জাতুল মুতামিনা''য় রয়েছে। কাফির চিকিৎসক থেকে প্রকাশ্য রোগে যেখানে তাদের খারাবী চলতে পারে না। তাহলে সেটা- لَا يَالُوْنَكُمْ خَبَالاً থেকে একেবারে ভিন্ন এবং তা দুনিয়াবী কর্ম-কান্ড, বেচা কেনা, ব্যবসা-বানিজ্য করার মত; তা বৈধ। হ্যাঁ! ভিতরগত রোগের চিকিৎসা-যেখানে ধোকা দেয়ার অবকাশ থাকে, সে ব্যাপারে যদি কাফিরের উপর এই ভরসা করে যে, তাদেরকে নিজের বিপদে সমবেদনা জ্ঞাপক, অভিভাবক, শুভাকাঙ্খি, আপনজন, নিরেট মানুষ, আন্তরিক বন্ধু ও তার কথায় ঐক্যমত পোষণকারী মনে করে তাহলে অবশ্যই আয়াতে করীমার বিরোধী হবে। আয়াতের করীমার কথা জেনে-শোনে বিরোধিতা করলে শুধু নিজের প্রাণ নয়, বরং প্রাণ ও ঈমান উভয়টি নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা। সে কোরান ও জাতি সবার দুশমন। সে একদিন বুঝবে। এরপরেও বাস্তবে অন্তর থেকে তাদেরকে হিতাকাংখী মনে করলে সে তো ঈমানদার হওয়া দুরের কথা, সে তো মুসলমানের শত্রু। তারা মুসলমান থাকবে না। সুতরাং فَاِنَّهُ مِنْهُمْ এর অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাবে। তাদের কামনা তো এটাই, আল্লাহ তায়ালা বলেন-

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَاءً

'তারা এ আশা করে যে, তারা যেমন কাফির তদ্রূপ তোমরাও কাফির হয়ে যাও, যাতে তোমরা ও তারা বরাবর হয়ে যায়।' (আন নিসা, আয়াত-৮৯)

নাউযু বিল্লাহ! কিন্তু আল্লাহর শোকর যে, কোন মুসলমান আয়াতে কারীমার সম্পর্কে অবগত হয়ে কখন ও এ ধরনের মনে করবে না। আর এরূপ মনে করলে সে কোরানকে মিথ্যা আরোপকারী হবে। মনে করবে এটা তাদের পেশা, তাদের থেকে হালোয়া রুটি খাওয়ার জন্য। এভাবে করলে বদনাম হবে। গোমর ফাঁস হয়ে যাবে। তখন সরকার তাকে পাকড়াও করতঃ শাস্তি প্রদান করবে। এই মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকলে সে নিজের শুভাকাঙ্খি হবে। মিথ্যা আরোপকারী না হলেও সর্তকতামূলক বিরোধী হওয়া আবশ্যক। বিশেষ করে নেতৃগোচের মুসলমান যাদের সংখ্যা কম হওয়াকে কাফিরেরা বিজয় মনে করে। সে মুসলিম নেতাদের কাছে প্রাণ-ঈমান উভয়টা অতি প্রিয় সে মর্মে আয়াতে করীমা-

يا ايها الذين اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُوْنِكُمْ لَا يَالُوْنَكُمْ خَبَالاً

হে ঈমানদারেরা! নিজেদের ব্যতিত কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাও না, তারা তোমাদের সাথে দুষ্টামী করতে মোটেই ত্রুটি করে না। (আলে ইমরান, আয়াত-১১৮)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এবং অন্য আয়াতে করীমা وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلَا رَسُوْلِهٖ وَلَا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً আল্লাহ, তদীয় রাসুল এবং মুমিনকে ছাড়া আর কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু রূপে তারা গ্রহণ করে না। ওই উল্লেখিত হাদীস- لَا تَسْتَضِيْئُوْا بِنَارِ الْمُشْرِكِيْنَ মুশরিকদের আগুন থেকে আলো গ্রহণ করো না। নিজের প্রাণ সে কাফিরের কাছে সঁপে দেয়া অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো আর কি হতে পারে। ইমাম মুহাম্মদ আবদরী ইবনুল হাজ মক্কী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মদখল' এ বলেছেন-

وَاَشَدُّ فِى الْقُبْحِ وَاَشْنَعُ مَا اَرْتَكَبُ بَعْضُ النَّاسِ فِى هٰذَا الزَّمَانِ مِنْ مُعَالَجَةِ الطَّبِيْبِ وَالْكَحَّالِ الْكَافِرِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُرْجٰى مِنْهُمَا نُصْحٌ وَلَا خَيْرٌ بَلْ يقطع بِغَشِّهِمَا اذيتهما لِمَنْ ظَفِرَا بِهٖ مِنَ المسلمينَ سيما اِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ كَبِيْرًا فى دِيْنِهٖ او عِلْمِهٖ -

অর্থাৎ সব চাইতে বেশি মন্দ এবং খারাপ যার ব্যবহার আজ কাল লোকেরা করে আসছে। কাফির ডাক্তার এবং বৈদ্য থেকে চিকিৎসা করা-যার থেকে কল্যান এবং ভালো আশা করা যায় না। মুসলমানকে কাবু করতে পারলে তার খারাবী করবে এবং তাকে কষ্ট দেবে। বিশেষ করে ধর্ম ও জ্ঞানে সবল হলে। তারপর আরো বলেন-

اَنَّهُمْ لَا يُعْطُوْنَ لِاَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ شَيْئًا مِنَ الْاَدْوِيَةِ الَّتِىْ تَضُرُّهٗ ظَاهِرًا لِاَنَّهُمْ لَوْ فَعَلُوا ذٰلك لَظَهَرَ غَشُّهُمْ وَانْقَطَعَتْ مَادَّةُ مَعَاشِهِمْ لَاكِنَّهُمْ يَصِفُوْنَ له مِنَ الادويةِ مَا يَلِيْقُ بِذَالِكَ الْمَرَضِ وَيُظْهِرُوْنَ الصُّنْعَةَ فِيْهِ وَالنُّصْحَ وَقَدْ يَتَعَافٰى الْمَرِيْضُ فَيَنْتَسِبُ ذٰلك اِلٰى حَذْقِ الطَّبِيْبِ وَمَعْرِفَةٍ لِيَقَعَ عَلَيه المعاشُ كَثِيْرًا لسَبَبِ مَا يَقَعُ لَهٗ مِنَ الثَّنَاءِ عَلٰى نَصَحَةٍ فِىْ صُنْعَةٍ لكنّه يَدُسُّ فى اِثْنَاءِ وَصْفِهٖ حَاجَةً لَا يفطن فِيْهَا لِمَنَ الضَّرَرِ غَالِبًا وَتَكُوْنُ تِلْكَ الْحَاجَةُ مما تَنْفَعُ ذٰلك المَرِيْضَ وَيَنْتَعِشُ مِنْهُ فِى الحَالِ لٰكِنَّه يَعُوْدُ عَلَيه بِالضَّرَرِ فِىْ اٰخِرِ الْحَالِ وَقَدْ يَدُسُّ حَاجَةً كَمَا تَقَدَّمَ لٰكِنَّه اِنْ جَامَعَ اِنْتَكَسَ وَمَاتَ وحاجةً اُخْرٰى يَصِحُّ بَعْدَ اِسْتِعْمَالِهَا لٰكِنَّه اِذَا دَخَلَ الْحَمَّامَ انتكسَ وَمَاتَ وحاجتُهٗ اُخْرٰى اِذَا اِسْتِعْمَالُهَا صَحَّ وَقَامَ مِنْ مَرَضِهٖ لٰكِنَّ لَهَا مُدَّةً اِذَا اِنْقَضَتْ عادةً بِالضررِ وَتَخْتَلِفُ المدةُ فِىْ ذٰلك فَمِنْهَا مَا يَكُوْنُ مُدَّتُهَا سَنَةً اواَقَلَّ اَوْاكثرَ الٰى غيرِ ذٰلكَ مِنْ غَشِّهِمْ وَهُوَ كَثِيْرٌ ثُمَّ يَتَعَلَّلُ عدوُّ اللّٰهِ اِنَّ هٰذا مَرَضٌ

www.YaNabi.in

اٰخَرُ لَيْسَ لَهُ فِيْهِ حِيْلَةٌ وَيُظْهِرُ التَّأَسُّفَ عَلٰى مَا اَصَابَ الْمَرِيْضَ ثُمَّ يَصِفُ اَشْيَاءَ تَنْفَعُ مَرَاضَهُ لٰكِنَّهَا لَاتُفِيْدُ بَعْدَ اَنْ فَاتَ الْاَمْرُ فِيْهِ فَيَنْصَحُ حَيْثُ لَايَنْفَعُ نُصْحُهُ فَمَنْ يَرٰى ذٰلِكَ مِنْهُ يَعْتَقِدُ اَنَّهُ مِنَ النَّاصِحِيْنَ وَهُوَ مِنْ اَكْبَرِ الْخَاشِيْنَ كُلَّ الْعَدَاوَةِ قَدْتُرْجٰى اِزَالَتُهَا اِلَّا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ فِى الدِّيْنِ ـ

অর্থাৎ তারা মুসলমানদেরকে রোগ ভাল হয়ে যাওয়ার ঔষধ দেবে না। এটাতে তাদের খারাপ উদ্দেশ্য প্রকাশ হয়ে যাবে এবং রোজগার হ্রাস পাবে বরং রোগ অনুযায়ী ঔষধ দেয় এবং তার মধ্যে নিজের শৈল্পিকতা প্রকাশ করে এবং হিতাকাংখী সাজে। কখনও রোগী সুস্থ হয়ে যায় ফলে তার সুনাম হয় এবং তার দান্ধাও ভাল চলে। তার ভিতরে এমন ঔষধ দিত তৎক্ষণাত রোগীর ভাল অবস্থা ফিরে আসে; ভবিষ্যতে ক্ষতি সাধিত হয়। অথবা এমন ঔষধ দেবে যে, রোগ নিরাময় হবে কিন্তু যখন রোগী ফূর্তি করে রোগ পুনরায় ফিরে আসে। পরিশেষে সে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। অথবা এভাবে করবে যে, রোগ ভাল করে দেবে কিন্তু যখন গোসল করে রোগ বেড়ে গিয়ে মরে যায়। অথবা সে সময় রোগ দমন থাকে, এক বৎসর পর্যন্ত অথবা কিছু কম বেশি হওয়ার পর রোগ আবার জোরদার হয়। ইহা ছাড়া তাদের অনেক ধোকা দেওয়ার পদ্ধতি আছে। রোগ পুনরায় বেড়ে গেলে আল্লাহর দুশমনরা এটাকে বাহানা করে বলে যে, এটা একটি নতুন রোগ। এটার মধ্যে তো আমার কিছু করার নেই। রোগীর অবস্থার উপর আফসোস করতে থাকে। তারপর সঠিক উপকারী দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে কিন্তু যখন সময় হাত ছাড়া হয়ে যায় তখন সে হিতৈষী হয়ে যায়। অথচ সেই বেশি অকল্যান কামনাকারী ছিল। সমস্ত শত্রুদের পতন সম্ভব কিন্তু ধর্মীয় শত্রুদের পতন সম্ভব নয়। তারপর বললেন-

قَدْيَسْتَعْمِلُوْنَ النُّصْحَ فِى بَعْضِ النَّاسِ مِمَّنْ لَاخَطَرَ لَهُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَاعِلْمَ وَذٰلِكَ اَيْضًا مِنَ الْغَشِّ لِاَنَّهُمْ لَوْلَمْ يَنْصَحُوا لَمَاحَصَلَتْ لَهُمُ الشُّهْرَةُ بِالْمَعْرِفَةِ بِالطِّبِّ وَلَتَعَطَّلَ عَلَيْهِمْ مَعَاشُهُمْ وَقَدْيَفْطِنُ لِغَشِّهِمْ وَمَنْ غَشُّهُمْ نَصَحَهُمْ لِبَعْضِ اِبْنَاءِ الدُّنْيَا لِيَشْتَهِرُوا بِذٰلِكَ وَتَحْصُلَ لَهُمُ الْخُطْوَةُ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَكَثِيْرٍ مِمَّنْ شَابَهُمْ وَيَتَسَلَّطُوْنَ بِسَبَبِ ذٰلِكَ عَلٰى قَتْلِ الْعُلَمَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ وَهٰذَا النَّوْعُ مَوْجُوْدٌ ظَاهِرٌ ـ وَقَدْ يَنْصَحُوْنَ الْعُلَمَاءَ وَالصَّالِحِيْنَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ غَشٌّ اَيْضًا لِاَنَّهُمْ يَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ لِكَيْ تَحْصُلَ لَهُمُ الشُّهْرَةُ وَتَظْهَرُ صَنْعَتُهُمْ فَيَكُوْنُ سَبَبًا اِلٰى اِتْلَافِ مَنْ يُرِيْدُوْنَ اِتْلَافَهُ مِنْهُمْ وَهٰذَا مِنْهُمْ مَكْرٌ عَظِيْمٌ ـ

অর্থাৎ সে কখনও ধর্ম-কর্মের ধার ধারে না এমন আওয়াম লোকদের চিকিৎসার ব্যাপারে হিতাকাঙ্খী হয়। এটাও তাদের ধোকাবাজি যে এ ভাবে না করলে সে প্রসিদ্ধ কিভাবে হবে? জীবন ধারণের উপায় বন্ধ হয়ে যাবে। কোন কোন সময় লোকেরা তাদের প্রতারণায় পড়ে যায়। প্রতারণামূলক ভাবে কিছু নেতাদের চিকিৎসা ভালভাবে করে প্রসিদ্ধ লাভ এবং তার নিকটবর্তী হওয়ার জন্য। যাতে তাদের চোখে পড়ে। তারপর ওলামা এবং নেক্কারদের হত্যা করার সুযোগ মিলে। এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটছে। আবার কখনো ওলামা-বুযর্গদের চিকিৎসার ব্যাপারেও হিতাকাঙ্খী হয়। এটা আরেকটা ধোকাবাজী। তার উদ্দেশ্য হাসিলই আসল। আলেম বা দ্বীনদারকে হত্যা করার তার সুযোগ মিলে। তা বড় ধরনের প্রতারণা। আমাদের সময়ে ঘটে যাওয়া একটি নির্ভরযোগ্য বাস্তব ঘটনা বর্ননা করছি-মিশরে এক নেতার একজন ইহুদী ডাক্তার ছিল। নেতাজি কোন কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে বের করে দিল। সে তোষামোদ করত পরিশেষে সে রাজি হল। ওই কাফির সুযোগ সন্ধানে অপেক্ষায় রইল। কিছু দিন পর নেতা বড় ধরনের রোগ হল। আমি পশ্চিমা দেশে ডাক্তারী পড়তে ছিলাম। লোকেরা তাকে ডাকার জন্য আসলে অপারগতা প্রকাশ করল। লোকেরা তার হটকারীতা দেখে আমাকে বললে আমি বললাম, আমি আসা পর্যন্ত যেন অপেক্ষা করে, আসতে কিছু দেরী হল। কাঁপতে কাঁপতে পুনরায় আসলো। আমি বললাম-আচ্ছা ভাল আছেন। বললাম আমি- ইহুদী কি ঔষধ দিয়েছে। দেখার পর জানা গেল যে, সে নেতাকে শেষ করে দিয়েছে। আমি ভিতরে গিয়ে দেখি তার বাচাঁর সম্ভাবনা নেই। তারপরও এটা ভয় হল যে, সর্বনাস! ইহুদী তাকে আমার যিম্মায় ছেড়ে দিতে পারে। নেতাজি কাল পর্যন্ত বাঁচবে না। সেটাই হল, সকাল সহসাই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মুসলিম ডাক্তার বললেন-কতেক লোক কাফির ডাক্তারের চিকিৎসার সাথে মুসলমান ডাক্তারকেও জড়িত করে। সেই প্রেসক্রিপশন দিয়েছে তা মুসলমান ডাক্তারকে দেখালো মাত্র। এভাবে তার বদনাম থেকে নিরাপদ মনে করে এবং এর মধ্যে কি অসুবিধা তার তোয়াক্কা করে না। আরো বলছেন-

هٰذَا لَيْسَ بِشَىْءٍ اَيْضًا مِنْ وُجُوْهٍ الْاَوَّلِ اَنَّ الْمُسْلِمَ قَدْيَفْعَلُ عَنْ بَعْضِ مَاوَصَفَهُ الثَّانِىْ فِيْهِ اِقْتِدَاءً الْغَيْرِ بِهِ الثَّالِثُ فِيْهِ الْاِعَانَةُ لَهُمْ عَلٰى كُفْرِهِمْ بِهَا يُعْطِيْهِ لَهُمُ الرَّابِعُ فِيْهِ ذِلَّةُ الْمُسْلِمِ لَهُمُ الْخَامِسُ فِيْهِ تَعْظِيْمُ شَانِهِمْ لَاسِيَّمَا اِنْ كَانَ الْمَرِيْضُ رَئِيْسًا وَقَدْ اَمَرَ الشَّارِعُ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بِتَصْغِيْرِ شَانِهِمْ وَهٰذَا عَكْسُهُ ـ

এটাও কয়েকটি কারণ ছাড়া কিছুই নয়। (ক) এটা সম্ভব যে, যেই ঔষধ কাফির ডাক্তার লিখেছিল সে সময় মুসলমান ডাক্তারের নজরে এ অনিষ্ট পড়েনি (খ) তার দেখা দেখিতে অন্য মুসলমানও তার থেকে চিকিৎসা করায়। (গ) ফিস ইত্যাদি যা তাকে দেওয়া হয় তা কাফিরের সহযোগীতা হবে। (ঘ) মুসলমানকে তার জন্য অনুনয় বিনয় করতে হয়। চিকিৎসা প্রসিদ্ধতার কারণে কাফিরের শান-মান বেড়ে যায়। বিশেষ করে যদি রোগী নেতা হয় তাহলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিধর্মী ডাক্তারকে তুচ্ছ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু সে তার বিপরীত মতাবলম্বী। তারপর বলেছেন-

ثُمَّ مَعَ ذٰلِكَ مَايَحْصَلُ مِنَ الْاِنْسِ وَالْوُدِّ لَهُمْ وَاِنْ قَلَّ اِلَّامَنْ عَصَمَ اللّٰهُ وَقِيْلَ مَاهُمْ وَلَيْسَ ذٰلِكَ مِنْ اَخْلَاقِ اَهْلِ الدِّيْنِ۔

আর একটি কারণ হল এই যে, (ঙ) ইহার কারণে তাদের সাথে প্রেম এবং ভালবাসা সৃষ্টি হয় যদিও বা তা সামান্য বিষয়। আল্লাহ তাআলা রক্ষা করুক! আর কাফিরের সাথে আন্তরিকতায় আবদ্ধ হওয়া আহলে দ্বীনের শান নয়। তারপর বলেন-

وَمَعَ ذٰلِكَ يُخْشٰى عَلٰى دِيْنِ بَعْضٍ مَنْ يَسْتَطِبُّهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

এই সকল পাপের পাশাপাশি কঠিন বিপদ হল-(চ) তাদের থেকে চিকিৎসাকারী ব্যক্তি ইমানের উপর অটল থাকা আশংকাজনক। কতেক নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় গুরুদের কাহিনী বর্ণনা করছি-এক ব্যক্তির অসুখ হলে ঐ রোগী এক ইহুদী ডাক্তারের নিকট নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করল। তারা ওখানে ডাক্তারকে ডাকিয়ে চিকিৎসা করে যাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় স্বপ্ন দেখতে লাগল। হযরত মুসা আলাইহিস সালামের ধর্ম পুরাতন, তা-ই গ্রহণ করা উচিত। এভাবে প্রলাপ বকতে বকতে বলেছিল তাকে এখানে আসতে হবে না। রাস্তার মধ্যে সে গিয়ে একত্রিত হয়ে যেতো। পরিণামে সে ওখানে পৌঁছে গেছে। আরো বলেছেন-

وَهٰذَاقَدْرُحِمَ بِسَبَبِ اَنَّهُ كَانَ مُعْتَنِيْ بِهٖ فَيَخَافُ مَنْ اسْتَطَبَّهُمْ وَلَمْ يَكُنْ مُعْتَنِى بِهٖ اَنْ يَهْلِكَ مَعَهُمْ وَلَوْلَمْ يَكُنْ فِيْهِ اِلَّالْخَوْفِ مِنْ هٰذَا الْاَمْرِ الْخَطْرِلَكَانَ مُتَعَيَّنًاتَرْكَهُ فَكَيْفَ مَعَ وُجُوْدٍ مَاتَقَدَّمَ۔

সেই ব্যক্তির উপর তো রহমত হল যে, সে বিশেষ তত্ত্বধানে থাকাতে এরূপ হল না। যার উপর নজরে করম হবে না সে চিকিৎসা করালে তার ব্যাপারে আশংকা হল সে তাদের সাথে ধ্বংস হয়ে যাবে। তাদের চিকিৎসায় এ ভয় ছাড়া অন্য কিছু না

থাকলেও তাকে ত্যাগ করা আবশ্যক হয়। পূর্বোক্ত আশংকা তার কাছে চিকিৎসা করা কিভাবে সম্ভব। এই উপদেশকারী ইমাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র সুক্ষ্ণ বর্ণনার পর আর কোন অতিরিক্ত বলার প্রয়োজন নেই। আর বিশেষ করে ওলামা-ই দ্বীনের জন্য বেশির ক্ষতি হবে। ইমাম মাযুরী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ঘটনা-তিনি অসুস্থ হলে এক ইহুদী চিকিৎসকের মাধ্যমে ভাল হয়ে যেত। তারপর রোগ আবার সৃষ্টি হত। কোন সময় এ রকম হয়নি। পরিশেষে তাকে এককভাবে ডেকে বলল সে উত্তর দিল-যদি আপনি সত্যিই জিজ্ঞাসা করেন তাহলে বলব, আমাদের নিকট এর চেয়ে বেশি পূণ্যের কাজ হতে পারে না যে, আপনার মত ইমামকে মুসলমানদের হাত ছাড়া করা। ইমাম তাকে ত্যাগ করলেন। আল্লাহ তাআলা তাকে আরোগ্য দান করলেন। তারপর ইমাম ডাক্তারীর প্রতি মনোনিবেশ দিলেন এবং সে ব্যাপারে অনেক বই-পুস্তক ও লিখলেন। ছাত্রদেরকে নিপুণ ডাক্তার বানালেন। মুসলমানদেরকে নিষেধ করে দিলেন যে, কাফির ডাক্তার থেকে কখনও যেন চিকিৎসা না করে। মুশরিকরাও ইহুদীদের মত।কোরআনের মধ্যে উভয়দলকে মুসলমানদের জঘন্য দুশমন বলে আখ্যায়িত করেছে। আর لَا يَـالُوْنَكُمْ خَبَالًا তো সাধারণ কাফিরদের বলেছে। স্ত্রীকে মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর বিবাহ থেকে বাহির না করা সকল জাহিরী কিতাবের বর্ণনা, সব মূল ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ এবং প্রাচীন ফাতাওয়া খেলাপ।এ ব্যাপারে আমার রিসালা اَجْلَى الْاَعْلَامِ بِاَنَّ الْفَتْوٰى مُطْلَقًا عَلٰى قَوْلِ الْاِمَامِ মধ্যে পাবে-যা আমার ফাতাওয়ার প্রথম খন্ডে ছাপানো হয়েছে। আমার ফাতাওয়ায় আলীগড়স্থ এক ব্যক্তির প্রশ্নোত্তরে জরূরী ও সূরী (বাধ্যতামূলক ও তথ্যমূলক) উক্তির মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করেছি।এটি শুধু বিয়ের ক্ষেত্রে।অন্যান্য বিধানে মুরতাদ হওয়ার হকুম জারী হবে। মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর স্বামী-স্ত্রী একে অপরের তরকা পাবে না। কিন্তু মরণ ব্যধিতে মগ্নাবস্থায় মুরতাদ হলে তার ভিন্ন হুকুম। তদুপরি রমনী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না পর্যন্ত স্বামী তার শরীরে হাত লাগানো হারাম। আলমগীরীতে কাফিরদের বিয়ের বিধান অধ্যয়'র মধ্যে রয়েছে-

لَوْ جَرَتْ كَلِمَةُ الْكُفْرِ عَلٰى لِسَانِهَا مُغَايَضَةً لِزَوْجِهَا اَوْ اِخْرَاجًا لِنَفْسِهَا عَنْ حَبَالَـةٍ اَوْ لِاِسْتِجَابِ الْمَهْرِ عَلَيْهِ بِنِكَاحٍ مُتَاَلِّفٍ تَحْرِمُ عَلٰى زَوْجِهَا فَيُجْبَرُ عَلٰى الْاِسْلَامِ وَلِكُلِّ قَاضٍ اَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ بِاَدْنٰى شَيْءٍ وَلَوْ بِدِيْنَارٍ سَخِطَتْ اَوْ رَضِيَتْ وَ لِيس لَهَا اَنْ تَتَزَوَّجَ اِلَّا بِزَوْجِهَا قال الهندُ وَانِىَ اٰخِذَ بِهٰذَا قَالَ اَبُو اللَّيْثِ وَبِهٖ نَاخُذَ كَذَا فِىْ التَّمَرْ تَاشِىْ

'দুররুল মুখতার'এ রয়েছে-

صَرَّحُوا بِتَعْزِيْرِهَا خَمْسَةً وَسَبْعِيْنَ وَتَجْبَرُ عَلَى الْاِسْلَامِ وَ عَلَى تَجْدِيْدِ النِّكَاحِ بِمَهْرٍ يُسِيْرٍ كَدِيْنَارٍ وَ عَلَيْهِ الْفَتْوٰى وَ الْوَكِيْبِيَّةُ

স্বামী-স্ত্রী যে কোন একজন মুরতাদ হবার পর ইদ্দত পালন শেষে বিয়ে নাজায়েয হওয়ার কোন অর্থই নেই। নতুন করে বিয়ে সম্পাদন করার কোন অর্থ হয় না। সে স্ত্রী নতুন বিয়ে না নেয়ার অধিকার আছে।কাজী ইচ্ছা করলে যেমন তেমন বিয়ে দিতে পারবে না। লজ্জাস্থানের বিনিময় মহর। পরস্পর রাজি হওয়া বিনিময়ের জন্য শর্ত।

মুরতাদ হয়ে যাওয়ার পর সতর্কতামূলক ভাবে বিয়ে নবায়ন করার বিধান নেই। এটা বুখারা ও বলখ'র ওলামা-ই কেরামের ফতওয়া-যা আমি অধম 'নাহরুল ফায়িক' ইত্যাদি গ্রন্থ অনুপাতে অবলম্বন করেছি। স্বামীর উপর হারাম হওয়াটা বিয়ে দূরীভূত হওয়া বুঝায় না। এমনিতেই স্বামীর উপর স্ত্রী অনেক সময় হারাম হয়ে যায়। অথচ বিয়ে বহাল আছে।যেমন-নামায,রমযানের রোযা, ই'তিকাফ, ইহরাম, হায়য ও নিফাসের সময়। আর স্ত্রীর বোনকে বিয়ে করতঃ সহবাস করলে স্ত্রী হারাম হয়ে যায়-যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে পৃথক করে ইদ্দত শেষ করবে না।বিয়ে বহাল থাকা সত্ত্বেও কখনো স্থায়ীভাবে অবৈধ হয়। যেমন-বৈবাহিক সম্পর্কীয় অবৈধতা (হুরমতে মুসাহারা)'র কারণে স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায়, যে মহিলার উভয় রাস্তা এক হয়ে গেছে-তার সাথে বিয়ে বৈধ হলেও সহবাস চিরস্থায়ী অবৈধ। উল্লেখিত মাসয়ালা দুররুল মুখতার ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১০১ঃ ওলামা-ই দ্বীন এই মাসআলার ব্যাপারে অভিমত কি?

(ক) জুমার দ্বিতীয় আযান যা মিম্বারের সামনে দেওয়া হয় তা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় মসজিদের ভিতরে দেওয়া হত না কি বাহিরে?

(খ) খোলাফা-ই রাশেদীনের সময় তা কোথায় দেওয়া হতো?

(গ) হানাফীদের নির্ভরযোগ্য কিতাবসমূহে মসজিদের ভিতর আযান দেওয়া নিষেধ, না মাকরুহ লিখা আছে?

(ঘ) যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফা-ই রাশেদীনের সময় আযান মসজিদের বাইরে দেওয়া হতো আর আমাদের ইমামগণ মসজিদের ভিতর আযান দেওয়া মাকরুহ বলেছেন। তাহলে সেটার অনুরূপ আমল করা আমাদের উপর আবশ্যক হবে না কি প্রচলিত নিয়মের উপর-যা হাদীস এবং ফিকহের হুকুমের খেলাপ? মুসলমানরা হাদীস এবং ফিকহের হুকুম অনুযায়ী আমল করবে না কি প্রচলিত নিয়মে চলবে?

(ঙ) যা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফা-ই রাশেদীন এবং ইমামগণের হুকুম মোতাবেক হবে তা নতুন-না ওই কথা নতুন যা তাদের খেলাপ লোকেরা প্রচলন করেছে?

(চ) মক্কা-ই মুয়াজ্জমা এবং মদীনা-ই মুনাওয়ারায় এই আযান হাদীস এবং ফিকহের কিতাবের নিয়ম অনুযায়ী হয়ে থাকে না তার বিপরীত হয়? যদি বিপরীত হয় তাহলে ওখানকার আলেমগণের কথা আকাঈদের বিষয়ে দলীল হবে না ওখানকার মাসিক বেতন ভোগী মুয়াযযিনদের কাজ? যদিও তা শরীআত, হাদীস ও ফিকহের খেলাপ হয়?

(ছ) সুন্নাতকে জিন্দা করার হুকুম হাদীসে পাকে রয়েছে। ইহার উপর একশত শহীদের ছাওয়াব প্রদানের ওয়াদা রয়েছে কি না? যদি থাকে তাহলে সুন্নাতকে জিন্দা করতে হবে না কি মৃত প্রায় সুন্নাতকে সেই সময় মৃত বলা হবে? যখন তার বিপরীত নিয়ম চালু থাকে অথবা যেই সুন্নাত নিজেই চালু সেটাকে মৃত বলা হবে?

(জ) মৃত সুন্নাতকে জিন্দা করা আলেমগণের উপর আবশ্যক কি না? তাহলে সে সময় তাদের উপর এ আপত্তি হলে যে, তোমাদের পূর্বে কি আলেম ছিলেন না? যদি সেই ধরনের আপত্তি আসে তাহলে সুন্নাতকে কিভাবে জিন্দা করবে?

(ঝ) যে মসজিদের মাঝখানে হাউজ থাকে তার দেয়ালের উপর দন্ডায়মান হয়ে মিম্বরের সামনে আযান দেয়া হলে মসজিদের বাইরে আযান দেওয়ার হুকুম আদায় হয়ে যাবে কি না?

(ঞ) যে মসজিদের এভাবে মিম্বর তৈরী করে যে, তার সামনে দেয়াল। মুয়াযযিন বাইরে আযান দিলে খতিবের সামনা সামনি হয় না তখন সেখানে কি করতে হবে? আশা করি এ দশটা প্রশ্নের উত্তর পৃথক পৃথক ভাবে দলীল সহকারে বর্ননা করবেন।

জাওয়াবঃ اللهم هداية الحق والصواب

(ক) প্রশ্নের উত্তরঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যামানায় এ আযান মসজিদের বাইরে দরজার উপর দাড়িয়ে দেওয়া হত।

সুনানে আবি দাউদ শরীফ প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ১৫৬ তে আছে-

عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ رضى الله تعالى عنه قَالَ كَانَ يُؤَذَّنُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صلى الله تعالى عليه وسلم إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رضى الله تعالى عنهما

www.YaNabi.in

"যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জুমার দিন মিম্বরের উপর তাশরীফ রাখতেন তখন তার সামনে আযান দেয়া হতো। এ ভাবে হযরত আবু বকর ও ওমর রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহুমার আমলেও।'

বর্ণিত নেই যে, হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা খোলাফা-ই রাশেদীন মসজিদের ভিতর আযান দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। যদি তার অনুমতি থাকতো তাহলে বৈধতার জন্য কখনও প্রয়োজন মনে করে তা করতেন।

(খ) প্রশ্নের উত্তরঃ প্রথম উত্তর থেকে প্রকাশ পেল যে, খোলাফা-ই রাশেদীন হতেও মসজিদের বাহিরে আযান দেওয়াটা বর্ণিত হয়েছে।আরো স্পষ্ট হয়ে গেল যে, যারা بَيْنَ يَدَيْهِ থেকে মসজিদের ভিতর আযান দেওয়া বুঝেছে তা ভুল। হাদীসের মধ্যে দেখুন بين يديه এর পর عَلٰى بَابِ المسجد আছে। অর্থাৎ হুযুর আকদস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খোলাফা-ই রাশেদীনের নুরানী চেহারার বিপরীতে মসজিদের দরজায় আযান দিতেন।কাজেই ওই পরিমান بين يديه এর জন্য যথেষ্ট।

(গ) প্রশ্নের উত্তরঃ নিশ্চয় হানাফী কিতাব গুলোতে মসজিদের ভিতর আযান দেওয়া নিষেধ এবং মাকরুহ লিখা হয়েছে।ফাতাওয়া-ই কাযীখান- মিশরী ছাপার প্রথম খন্ড ৭৮ পৃষ্টা,ফাতাওয়া-ই খোলাসা৬২পৃষ্ঠা,খাযানাতুল মুফতীন-আযান অধ্যায়,ফাতাওয়া-ই আলমগীর প্রথম খন্ড৫৫পৃষ্ঠা,বাহরুর রায়িক্ -প্রথম খন্ড৩৬৮ পৃষ্ঠা ও শরহে নিকায়া-৮৪ পৃষ্ঠায় যুক্ত বিবৃত لَا يُؤَذَّنُ فِى الْمَسْجِدِ মসজিদের ভিতর আযান দেওয়া হবে না। ইমাম সাদরুশ শরীআতের কথায় এ মর্মে সতর্কতা আরোপ করা হয়েছে যে, আযান মসজিদের ভিতর হবে না।গুনিয়া শরহে মুনিয়া-৩৭৭পৃষ্ঠায় اَلْاَذَانُ اِنَّمَا يَكُوْنُ فِى الْمِئْذَنَةِ اَوْخَارِجَ الْمَسْجِدِ وَالْاِقَامَةُ فِى دَاخِلِهٖ মসজিদের মিনারায় অথবা মসজিদের বাইরে আযান হতো আর ইকামাত হবে মসজিদের ভিতরে। ফাতহুল কাদীর -মিশরী ছাপা প্রথম খন্ড ১৭১পৃষ্টায় قَالُوا هُوَ ذِكْرُ اللّٰهِ فِى الْمَسْجِدِ জুমার অধ্যায়ে আরো রয়েছে لَا يُؤَذَّنُ فِى الْمَسْجِدِ অর্থাৎ فِى حُدُوْدِهٖ لِكَرَاهَةِ الْاَذَانِ فِى دَاخِلِهٖ মসজিদের সীমানা ভিতর আযান দেওয়া মাকরুহ। ত্বহাবী আলা মারাকিল ফালাহ,মিশরী ছাপা-প্রথম খন্ড ১২৮পৃষ্টায় يُكْرَهُ اَنْ يُؤَذَّنَ فِى الْمَسْجِدِ كَمَا فِى القهستانى عَنِ النَّظْمِ অর্থাৎ কহস্তানীর মধ্যে আছে যে, মসজিদে আযান দেওয়া মাকরুহ। এমন কি বর্তমান সময়ের আলেম মাওলভী আবদুল হাই লখনভী সাহেব 'ওমদাতুর রিয়ায়া হাসিয়া-ই শরহে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বেকায়া, প্রথম খন্ড ২৪৫পৃষ্টায় লিখেছেন قَوْلُهٗ بَيْنَ يَدَيْهِ اَىْ مُسْتَقْبِلَ الْاِمَامِ فِى الْمَسْجِدِ كَانَ اَوْخَارِجَهٗ وَالْمَسْنُوْنُ هُوَ الثَّانِى অর্থাৎ بين يديه এর অর্থ মসজিদে ইমাম সাহেবের সামনা সামনি হওয়া বা বাহিরে । সুন্নাত হল মসজিদের বাহিরে হওয়া। যখন স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বাহিরে হওয়া সুন্নাত, তাহলে ভিতরে হওয়া সুন্নাতের খেলাপ হবে।তার অর্থ এ নয় যে, হয়ত সুন্নাত মোতাবেক করো, না হয় সুন্নাতের বিপরীত করো। উভয়টির এখতিয়ার রয়েছে এমন বলবে কোন জ্ঞানী? বরং অর্থ ওটাই হবে যে, بين يديه থেকে এটা বুঝা যায় মসজিদের বাইরে হতে হবে,মসজিদের ভিতরে হওয়া ভুল।এটার অর্থ শুধূ এতটুকু হবে যে, ইমাম সাহেবের সামনা সামনি হওয়া, ভিতরে- বাইরে এ শব্দ দ্বারা বুঝা যায় না। আর সুন্নাত হল এটাই যে,মসজিদের বাইরে আযান হওয়া জরুরী। ওই অর্থটা গ্রহণ করা হবে- যা হবে সুন্নাত অনুযায়ী। যা হোক তাদের কথার মধ্যে এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে, জুমার দ্বিতীয় আযান মসজিদের বাইরে হওয়া সুন্নাত। মসজিদের ভিতরে হওয়া সুন্নাতের খেলাপ الحمد لله সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

(ঘ) প্রশ্নের উত্তরঃ প্রকাশ্য যে, হাদীস এবং ফিকহের হুকুমের খেলাপ প্রচলিত নিয়মের উপর অটল থাকা মুসলমানদের কখনও উচিত নয়।

(ঙ) প্রশ্নের উত্তরঃ প্রকাশ থাকে যে,যে সকল নিয়ম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, খোলাফা-ই রাশেদীন এবং ফিকাহবিদগণের বিপরীত হবে ওই গুলো নতুন নিয়ম বা কথা। সে গুলো থেকে বেঁচে থাকা উচিত। সুন্নাত, হাদীস ও ফিকহ থেকে যা উৎকলিত তা নতুন নয়।

(চ) প্রশ্নের উত্তরঃ মক্কা মুয়াযযামায় এ আযান তাওয়াফের স্থানের পাশে দেওয়া হতো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে মসজিদে হারাম শরীফ তাওয়াফ করার স্থানই পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। مسلك متقسط على قارى গ্রন্থ মিশরী ছাপার২৮০ পৃষ্ঠায় বিবৃত اَلْمَطَافُ هُوَ مَاكَانَ فِى زَمَنِهٖ صل الله عليه وسلم مسجِدًا

অতপর তাওয়াফ স্থলের শেষ প্রান্তে মসজিদের বাইরে আযান দেওয়ার স্থান ছিল। যখন মসজিদকে প্রশস্ত করা হলো তখন প্রথমে যেখানে আযান এবং ওযু করার জন্য স্থান নিধারণ ছিল ওটা পূর্বের মত বহাল ছিল।এ জন্য মসজিদকে সম্প্রসারণ করলে কোন কূপ মসজিদের সীমায় এসে গেলে ওটা বন্ধ করা যাবে না। যথা- যমযম কূপ। নতুন কূপ খনন করা না-জায়েয। ফাতাওয়া-ই কাযীখান, ফাতাওয়া-ই খোলাসা ও ফাতাওয়া-ই আলমগীর ৪০ পৃষ্ঠায়-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

يُكْرَهُ الْمَضْمَضَةُ وَالْوَضُوْءُ فِى المسجِدِ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ ثَمَّهُ مَوْضَعُ اُعِدَّ لِذَالِكَ وَلَا يُصَلِّىْ فِيْهِ ـ لَا يَحْضُرَ فِى المسجِدِ بِئرَ ماءٍ وَ لَوْ قَدِيْمَةٌ تَتْرُكَ كَبِئْرِ زَمْزَمْ-

মসজিদে কুলি ও অজু করা মাকরূহ। তবে যদি সেখানে তজ্জন্য নির্মিত কোন জায়গা থাকে এবং তাতে নামায পড়া হয় না।পানির কূপ মসজিদে বিদ্যমান থাকতে পারে না; যদি পূর্ব থেকে মওজুদ থাকে তাহলে বহাল থাকবে। যেমন-যমযম কূপ মসজিদের ভিতরে রয়েছে।

মক্কা মুয়াযযামায় আযান যথাস্থানে দেওয়া হয়। মদীনা শরীফে খতীবের বিশ হাতের চেয়ে আরো দূরে একটি উঁচু স্থানে দেওয়া হয়। হিন্দুস্থানের নিয়ম ইহারও বিপরীত। যারা بين يديه ইবারত থেকে মিম্বরের সাথে মিলিত হওয়া বুঝেছে এটা থেকে তাদেরও রদ হয়ে গেল। তাহলে হিন্দুস্থানের প্রথা হেরম শরীফ থেকে ভিন্ন। এখন প্রশ্ন হল-এই(মুকাব্বারা) তাকবীর বলার স্থান পুরাতন না পরে তৈরি হয়েছে? যদি প্রাচীন হয় তাহলে তার হুকুম মিনারের মত যা পূর্ব থেকে আযানের জন্য নির্ধারিত। যেমন গুনিয়া'তে অতিবাহিত হয়েছে। তেমনিভাবে 'খোলাসা, ফাতহুল কাদীর এবং বরজান্দি'র প্রাগুক্ত বর্ণনায় রয়েছে যে, আযান মিনারায় হোক বা মসজিদের বাইরে,কিন্তু মসজিদের ভিতরে নয়। তার দৃষ্টান্ত ঐ অজুখানা ও কূপ যা প্রথম থেকে পৃথক করে রাখা হল। তার ব্যাপারে কোন অসুবিধা এবং কথা নেই। যদি নব সৃষ্ট হয় তাহলে তার উপর আযান দেওয়া দূরের কথা, প্রথমে এ স্থান নির্ধারণ যার কারণে কাতারগুলো বিচ্ছিন্ন থাকবে তা কোন শরীআতে জায়েয? নিঃসন্দেহে হারাম।নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- مَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللّٰهُ যে ব্যক্তি কাতারকে ছিন্ন করে আল্লাহ তাআলা তাকে ছিন্ন করবে।ইমাম নাসাঈ ও হাকিম বিশুদ্ধ সনদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিআল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন- ওলামাগণ বলেছেন, মসজিদের মধ্যে বৃক্ষ লাগানো নিষেধ।তাকবীরের স্থান (মুকাব্বারা) তো শুধু তার চারদিকে পরিবেষ্টন করে রাখে আর এটা কয়েকটি কাতার ছিন্ন করছে। মোট কথা-যদি এটা জায়েয পন্থায় নির্মিত হয় তাহলে ঐ মিনারার মত হবে যেখান থেকে আযান দিলে মসজিদে আযান দেওয়া বুঝায় না। অবৈধ পন্থায় হলে সেটার পক্ষে দলীলের প্রয়োজন।এখন আমি মুয়াযযিন সাহেব কর্ম খাড়ের ব্যাপারে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করি না, কিন্তু প্রশ্নের জবাবে গুজারিশ থাকবে যে, তাদের কর্মখান্ড কিভাবে দলীল হবে? অথচ খতীব খুতবা পড়লে সে কথা বলতে থাকে, সাহবীদের নাম শুনে সে উঁচু আওয়াজে প্রত্যেকের নামে রাদ্বি আল্লাহু আনহু বলে।বাদশাহর নাম নেওয়া হলে উঁচু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আওয়াজে তাদের জন্য দোআ করে। এ সব সর্বসম্মতিক্রমে না-জায়েয। বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ এবং সমস্ত কিতাবের ভাষ্য মতে খুৎবার সময় কথা বলা হারাম। দুররূল মুখতার ও রাদ্দুল মুহতার প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ৮৫৯তে বিদ্যমান-

اَمَّامَا يَفعلهُ المُؤذِّنُ حَالَ الخُطبَةِ مِنَ التَّرَضِّى ونحوهِ فمكروهٌ اِتِّفَاقًا

অর্থাৎ মুয়াযযিন যে খুৎবা দেওয়ার সময় রাদ্বিআল্লাহু তাআলা আনহু ও ইত্যাদি বলে-তা সর্ব সম্মতিক্রমে মাকরুহ। একই ভাবে মুয়াযযিন নামাযের মধ্যে ইমাম সাহেবের তাকবীর পৌঁছানোর জন্য যে পদ্ধতিতে তাকবীর বলে সেটাকে কোন আলেম জায়েয বলতে পারবে? রাজার বেতনধারী লোকদের উপর ওলামাদের কি স্বাধীনতা! আলেমগণ ইহার উপর এ নির্দেশ দেন যে, তাকবীর তো দূরের কথা, এভাবে পড়লে তাদের নামাযেও ছাওয়াব হবে না। ফাতহুল কাদীর প্রথম খন্ড পৃষ্ঠা ২৬২, ২৬৩ আর দুররুল মুখতার এবং বাদ্দুল মুখতার পৃষ্ঠা ৬১৫তে স্বয়ং মাজমাউল আনহার'র মুসান্নিফ'র ছাত্র মদীনা শরীফের মুফতী আল্লামা সায়্যিদ আস'আদ হোসাইনী মাদানী (রহঃ) তাকবীরের ব্যাপারে নিজ এলাকার মুকাব্বিরদের অসামঞ্জস্যতা তুলে ধরেছেন। দেখুন!ফাতাওয়া-ই আস'আদিয়া প্রথম খন্ড ৮ পৃষ্ঠার শেষে বলেছেন- اَمَّا حَرَكَاتُ المكبِّرِينَ وَصُنْعُهُم فَانَا اَبْرَؤُ اِلَى اللّٰهِ تَعالٰى مِنْهُ অর্থাৎ এ সকল মুকাব্বিরদের কাজ-কর্ম থেকে আল্লাহ তাআলার কাছে পানাহ চাই। এর চেয়ে মারাত্মক শব্দ প্রয়োগ করেছেন। তারপরও কোন জ্ঞানীর নিকট তাদের কথাবার্তা দলীল হতে পারে না। তারা কি আলেম না আলেমের বিধানভুক্ত।

(ছ) প্রশ্নের উত্তরঃ নিশ্চয় হাদীসসমুহে সুন্নাতকে জিন্দা করার নির্দেশ এবং তজ্জন্য বড় ছাওযাবের ওয়াদা রয়েছে।হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ اَحْيَا سُنَّتِىْ فَقَدْ اَحَبَّنِىْ وَمَنْ اَحَبَّنِىْ كَانَ مَعِىْ فِى الجَنَّةِ اللهم ارزُقْنَا!

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে জিন্দা করবে অবশ্যই সে আমাকে ভালবাসল আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসবে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।এ হাদীসকে ইমাম তিরমিযী ও সাখবরী বর্ণনা করেছেন। হযরত বিলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ,তিনি বলেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ اَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِىْ قد اُمِيتتْ بَعْدِىْ فَاِنَّ لهُ مِنَ الاجْرِ مِثْلُ اُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيرِ اَنْ يَنقصَ مِنْ اُجورِهِمْ شَيْئًا

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার মৃত প্রায় কোন সুন্নাতকে জিন্দা করবে যারা তার উপর আমল করবে কোন ধরনের কমতি ছাড়া তার সমপরিমাণ ছাওয়াব তাকে দেওয়া হবে। হযরত আমর বিন আউফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজা এটা বর্ণনাকারী।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِىْ عِنْدَ فَسَادِ اُمَّتِىْ فله اَجْرُمِائَةِ شَهِيدٍ

আমার উম্মতের ফ্যাসাদের সময় যে আমার সুন্নাতকে মজবুতভাবে ধারণা করবে তাকে একশ শহীদের ছাওয়াব দেওয়া হবে।এর বর্ণনাকারী ইমাম বায়হাকী।স্মর্তব্য যে,যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে তাকে জিন্দা করা হয়। সুন্নাত মৃত হয় যখন তার খেলাপ রীতি চালু হবে।

(জ) প্রশ্নের উত্তরঃ সুন্নাতকে জিন্দা ওলামাদের পদবী দায়িত্ব।আর যে মুসলমানের পক্ষে তা সম্ভব সে তা করবে। প্রতিটি শহরের মুসলমানের উচিত- নিজের এলাকা অথবা কমপক্ষে নিজের মসজিদসমূহে এ সুন্নাতকে জিন্দা করতঃ শত শহীদের ছাওয়াব লাভ করা। তার উপর এ আপত্তি উত্থাপন করা যাবে না যে, তোমার পূর্বে কি আলেম ছিল না? এ ধরনের হলে তো কোন সুন্নাতকে জিন্দা করা যাবে না। আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাদ্বিআল্লাহু আনহু অনেক সুন্নাতকে জিন্দা করেছেন। তাঁর প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। এ আপত্তি আসল যে, তোমার পূর্বে সাহাবী তাবেয়ী রাদ্বিআল্লাহু আনহুম ছিল।

(ঝ) প্রশ্নের উত্তরঃ হাউজকে মসজিদ নির্মাতা মসজিদের পূর্বে বানিয়ে থাকলে পরবর্তীতে যদি মসজিদের মাঝখানেও হয় তাহলে তার প্রাচীরকে মসজিদের বাইরে ধরা হবে। موضعَ اعَدّللوضوءِكَمَاتَقَدَّمْ কেননা তা অজুর জন্য নির্মিত স্থান।

(ঞ) প্রশ্নের উত্তরঃ গাছের মিম্বর বানানো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত। তাকে মেহরাবের কোণায় রাখলে বরাবর হয়ে যাবে।আর যদি বারান্দার পরে মসজিদের উচুঁ দেয়াল হয় তাহলে মুয়াযযিন দাঁড়ানোর জন্য ছেঁটে উপযুক্ত করে নেবে। বাহিরের দিকে জালী অথবা ফোঁটা করে দিতে হবে।

মুসলমান ভাইয়েরা!এটা হল দ্বীন,কোন দুনিয়ারী ঝগড়া নেই।তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাত কি? তোমাদের মাযহাবের কিতাবগুলোতে কি লিখা আছে?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হে সুন্নী ওলামা-ই কেরাম! সুন্নাতকে জিন্দা করা আপনাদের কাজ। এ মনে করবে না যে, আপনাদের একজন ছোট্ট ব্যক্তি তা শুরু করেছে। খোদার নির্দেশের প্রেক্ষিতে তা আপনারও দায়িত্ব-تَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّوَالتَّقْوٰى তোমরা সৎ এবং তাকওয়াপূর্ণ কাজে পরস্পর সহযোগীতা কর। আর যদি আপনাদের নজরে এ মাসআলা সঠিক না হয় তাহলে রাগারাগি করার কিছু নেই।বানোয়াটি ছাড়া সত্য বর্ননা করে দেবেন। এ সময় নিম্মলিখিত বিষয়গুলো লক্ষনীয়-

(১) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কোনটি প্রনিধানযোগ্য?

(২) মুহতামল (অস্পষ্ট) কি সরীহ (স্পষ্ট) এর মোকাবেলা হতে পারে?

(৩) প্রসিদ্ধ ফিকহের কিতবের সামনে অপ্রসিদ্ধ ফিকহের কিতাব থেকে মাসআলা উদঘাটন ও পেশ করা চলবে না। বিশেষ করে এ ধরনের কিতাব থেকে মাসআলা উদঘাটন করলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

(৪) হানাফীকে ফিকহ হানাফীদের মোকাবেল হানাফী ব্যতীত অন্য ফিকহের কিতাব পেশ করা যাবে না।

(৫) কোরআন মজীদে তাজবীদ অনুসরণ করা ফরজে আইন কি না? যদি হয় তাহলে হিন্দুস্থানের সকল আলেমগণ কি তা পালন করেন না কি শতের মধ্যে কয়জন?

মাসআলা-১০২ঃ যায়েদ বলেছে মাওলানা আহমদ রেযা খান প্রত্যেক চিঠি পত্রে লিখে থাকেন 'লিখক আবদুল মোস্তফা' অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বান্দা কিভাবে হতে পারে? আমি নগন্য উত্তর দিয়েছি আরে ভাই! আবদুল মোস্তফা দ্বারা গোলামে মোস্তফা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে; বান্দা উদ্দেশ্য নয়।

জাওয়াবঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-وَاَنْكِحُوا الاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ 'তোমরা তোমাদের বিধবাকে বিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে উপযুক্তদেরকে।' এখানে আমাদের দাস-দাসীদেরকে আমাদের বান্দা বলা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেনلَيسَ عَلَى المسلمِ فى عبدِهٖ وَلَافَرَسِهٖ صَدَقَةٌ'মুসলমানের ওপর তার বান্দা ও ঘোড়ার ব্যাপারে কোন যাকাত নেই।' এ হাদিস খানা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ বাকী সব বিশুদ্ধ কিতাবে রয়েছে। হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অনেক সাহাবাকে একত্রিত করতঃ সকলের উপস্থিতিতে মিম্বরের ওপর স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন- كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰه صلى الله تعالى عليه وسلم وَكُنْتُ عَبْدَه وَخَادِمَه 'আমি সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাথে ছিলাম আর আমি তাঁর গোলাম এবং

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

খাদেম।' এ হাদিসকে ওহাবী নেতা ইসমাঈল দেহলভীর বড় দাদা জনাব শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রহ'র রেফারেন্সে 'ইযালাতুল খেফা' এবং 'কিতাবুর রিয়াদিন নাদরা'র মধ্যে লিখেছেন। ইমাম আবু হানিফা থেকে তার সনদ নেওয়াতে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। মাসনভী শরীফে হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু'র ক্রয়ের ঘটনায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হুযুর সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে আরয করলেন-

گفت ماد و بندگان کوئے تو - کردمش آزاد ہم بر روئے تو

'তিনি আরো বলেন আমরা দু'জন আপনারই গোলাম, আপনার নুরানী চেহারারসৌজন্যে তাকে মুক্ত করেছি।'

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

'হে মাহবুব! আপনি আপনার উম্মতদেরকে সম্বোধন করে বলে দিন, হে আমার বান্দারা! যারা তাদের আত্মার ওপর অত্যাচার করেছো তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়োও। নিশ্চয় আল্লাহ সব পাপকে ক্ষমা করেছেন। অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।' মসনবী শরীফে রয়েছে-

بندۂ خود خواند احمد در رشاد - جملہ عالم را بخواب قل یعباد

ওহাবী সম্প্রদায়ের হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী সাহেবও মুসলমানের দাবীদার হয়ে 'হাশীয়ায়ে শামায়িমু ইমদাদিয়্যা'তে কুরআনে করীমের উদ্দেশ্য এরূপ হবে বলে জোর দিয়েছে যে, সারা জাহান রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বান্দা। বাহ্যিক চাকচিক্যে পড়ে গাঙ্গুহী সাহেব উহাকে বড় শিরক বলেছেন- অথচ সবচেয়ে বড় শিরকের শিকার হয়ে স্বয়ং গাঙ্গুহী সাহেব 'বারাহীনে ক্বাতিয়া'র মধ্যে পরিষ্কারভাবে শয়তানকে খোদার সমকক্ষ মেনে নিয়েছে- যার বিশদ বর্ণনা হারামাইন শরীফাইনের ওলামা কেরামের ফাতওয়া حسام الحرمين على منحر الكفر والمين (হুসামুল হারামাইন আলা মানহারিল কুফরি ওয়াল মাইন)এ রয়েছে। উক্ত মাসয়ালার বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা আমার লিখিত بذل الصفا لعبد المصطفى তে বিদ্যমান আছে। ওহে কাঙ্গাল! আল্লাহর বান্দা তথা খোদার সৃষ্ট এবং খোদার মালিকানাধীন তো মু'মিন কাফির সকলেই। মু'মিন ঐ ব্যক্তি যে মোস্তফার গোলাম (আবদুল মোস্তফা)। ইমামুল আউলিয়া হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ তাসতরী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু)

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বলেছেন مَنْ لَمْ يَرَ نَفْسَهٗ فِىْ مِلْكِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لَا يَذُوْقُ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ 'যে ব্যক্তি নিজকে নবীর মালিকানাধীন মনে করবে না সে ঈমানের স্বাদ পাবে না।' এটা কি দেখনি(?)আল্লাহ্ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নূর যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম'র কপালে আমানত রেখে ছিলেন। নূরের সম্মানার্থে সব ফিরেশতাকে সিজদার হুকুম করলে সকলেই সিজদা করলেন অভিশপ্ত ইবলীস ব্যতীত। সে ইবলীস ঐ সময় আল্লাহর বান্দা (আবদুল্লাহ), আল্লাহর মাখলুক এবং তাঁর মালিকাধীন ছিল না? অবশ্যই আল্লাহর বান্দা (আব্দুল্লাহ) ছিল কিন্তু নবীর নূরের সম্মানে সিজদা না করাতে আব্দুল মোস্তফা (নবীর গোলাম) হয়নি বিধায় চিরতরে অভিশপ্ত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে আব্দুল মোস্তফা (নবীর গোলাম) এবং ফিরিশতাদের সাথী হবে অথবা তা অস্বীকার করে অভিশপ্ত ইবলীসের সঙ্গী হবে। والله تعالى اعلم

মাসআলা-১০৩ঃ

ঠান্ডা হোক বা গরম তৈল বা ঘিয়ের মধ্যে ঈদুঁর, বিড়াল, কুকুর, শুকর বা অন্য কোন হারাম প্রাণী পড়ে মরে গেলে কিংবা এদের উচ্ছিষ্ট পড়ে গেছে। এমতাবস্থায় ঐ তৈল বা ঘি কিভাবে পাক হবে এবং তা খাওয়া শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তরঃ ঘি পাতলা হলে তা পাক করার পদ্ধতি পঞ্চম মাসআলায় বর্ণিত হয়েছে। যদি গাঢ় বা জমাটবদ্ধ হয় তাহলে ঐ প্রাণীর মুখ যেখানে স্পর্শ হয়েছে সেখানকার আশে পাশের ঘি ফেলে দিলে অবশিষ্ট ঘি পাক হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ, আবু দাউস, আবু হুরায়রা এবং দারেমী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন -

اِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِى السَّمْنِ فَاِنْ كَانَ جَامِدًا فَاَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا

'যদি ঈদুঁর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে এবং তা জমাটবদ্ধ হয় তাহলে ঐ স্থান ও তার আশে পাশের ঘি ফেলে দাও।' والله تعالى اعلم

মাসআলা-১০৪ঃ গরম ঘিয়ে মুরগীর বাচ্ছা পরে মরে গেলে সে ঘি খাওয়া বৈধ কিনা?

জাওয়াবঃ পাক করার তিনটি পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতি- ঘিয়ের সমপরিমান পানি মিশিয়ে সিদ্ধ করতে করতে ঘি উপরে উঠে গেলে তা বের করে নিবে। দ্বিতীয় বার সে পরিমান পানি মিশিয়ে সিদ্ধ করে ঘি বের করে নিবে। তৃতীয়বারও সেভাবে ধুয়ে নিবে। ঘি ঠান্ডা হয়ে জমাটবদ্ধ হয়ে গেলে সমপরিমান পানি মিশিয়ে সিদ্ধ করলে ঘি উপরে উঠে যাবে আর তা নিয়ে নিবে। আমি বলব, প্রথম বারই সিদ্ধ করা প্রয়োজন। অতঃপর ঘি পাতলা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হয়ে গেলে পানি মিশিয়ে গরম করলেই যথেষ্ট।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ নাপাক ঘি পাত্রে জমাটবদ্ধ হয়ে গেলে আগুনে তা গলানোর পর পাক তরল ঘি তাতে ঢালতে হবে। পাত্র থেকে উপচে পড়লে সব ঘি পাক হয়ে যাবে।

তৃতীয় পদ্ধতিঃ ওপরে ঘিয়ের পাত্র এবং নীচে একটি খালি পাত্র রেখে উভয়ের সংযোগের জন্য একটি নালা তৈরী করা হবে। নাপাক ঘিয়ের সাথে পাক ঘি মিশ্রিত করে একই ধারায় নালা দিয়ে ঢালতে হবে। নাপাক ঘিয়ের সাথে পাক ঘি মিশ্রিত হয়ে নামতে থাকলে সব ঘি পবিত্র হয়ে যায়। প্রথম পদ্ধতিতে ঘি তিনবার পানি দিয়ে ধৌত করলে ঘি নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে উপচে পড়লে কিছু ঘি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। তৃতীয় পদ্ধতি একেবারে পরিস্কার। তবে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পাক করার আগে পরে যাতে নাপাক ঘিয়ের কোন একটি ফোঁটাও যেন পাক ঘিয়ের মধ্যে না পড়ে। নালা দিয়ে ঢেলে দেওয়ার সময় একটি ফোঁটাও ছিটকে পাক ঘিয়ের মধ্যে পড়লে সব ঘি নাপাক হয়ে যাবে

মাসআলা-১০৫ঃ

কোন মুসলমান মুখে ঢুকার মত গোঁফ লম্বা করার বিধান কি? যায়েদ বলেছে তুর্কীরাও মুসলমান, তারা তো দীর্ঘ গোঁফ রাখে।

জাওয়াবঃ মুখে ঢুকে এমন দীর্ঘ গোঁফ রাখা হারাম ও পাপ। মুশরিক, অগ্নিপুজক, ইহুদী, খৃষ্টানদের রীতি-নীতি। বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েছেন,

اُحْفُوا الشَّوَارِبَ وَاَعْفُوا اللِّحٰى وَلَاتَشَبَّهُوا بِالْيَهُوْدِ رواه الامام الطحاوى عن انس بن مالك۔

গোঁফ ছাঁট, দাঁড়ি ছাড়, ইহুদীদের সাদৃশ্যপূর্ণ হয়োনা। ইমাম ত্বাহাভী (রহ) হযরত আনাসা বিন মালিক (রাদ্বি) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরীফের শব্দ হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বি) থেকে এভাবে বর্ণিত রয়েছে, جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَارْخُوا اللِّحٰى وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ 'গোঁফ ভালভাবে ছাঁট, দাঁড়ি ছাড় এবং অগ্নিপুজকদের বিরোধিতা কর।' মুর্খ তুর্কী সৈন্যদের কাজ কি দলীল না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বাণী?

মাসআলা-১০৬ঃ

জুমার দিন খুৎবায় মুসলমানদের বাদশার জন্য দোয়া করা ফরয। এরূপ দোয়া করা ঠিক হবে কিনা? اَللّٰهُمَّ اَعِزَّ الاسلامَ والمسلمينَ بِالاِمَامِ العادِلِ نَاصِرِ الاسلامِ والمِلَّةِ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

والدين যায়দ বলেছে তা ঠিক নয়। মহামান্য বাদশার নাম উল্লেখ করতঃ দোয়া করা উচিত।

জাওয়াবঃ খুৎবায় মুসলিম বাদশার জন্য দোয়া করা ফরয নয়; এটি মুস্তাহাব। এ ধরনের দোয়া প্রশ্নে উল্লেখিত অংশের দ্বারা অবশ্যই আদায় হয়। তবে দুররুল মুখতার-এ রয়েছে يُنْدَبُ ذِكْرُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ و الْعَمَّيْنِ لا الدعاءُ لِلسُّلْطَانِ وَجَوَّزَهُ الْقُهِسْتَانِى 'খোলাফা রাশেদীন ও রাসুলের চাচাদ্বয়ের উল্লেখ করা মুস্তাহাব, বাদশার জন্য দোয়া নয়। আল্লামা কাহাস্তানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উহা জায়েয বলেছেন।' ঐ সব শহরে বাদশার নামে দোয়া করা জরুরি যে রাজ্য বাদশার অধীনস্ত, মুদ্রা ও খুৎবা রাজ্যের নিদর্শন। রদ্দুল মুহতার- এ আছে,

اَلدُّعَاءُ لِلسُّلْطَانِ عَلَى الْمَنَابِرِ قَدْ صَارَ الْاٰنَ مِنْ شِعَارِ السَّلْطَنَةِ فَمَنْ تَرَكَهُ يُخْشٰى عَلَيْهِ 'মিম্বরের ওপর বাদশার জন্য দোয়া করা এখন রাজ্যের নিদর্শনে পরিণত হয়েছে। যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করবে তার ব্যাপারে আশংকা দেখা দেয়।' والله تعالى اعلم

মাসআলা -১০৭ঃ

পেশ ইমাম সাহেব মাথায় শাল মোড়ায়ে নামায পড়ালে কেমন হবে?

জাওয়াবঃ শাল যদি রেশম বা জরিতে ভরপুর হয় বা এর বর্ডার রেশম বা জরি দ্বারা খচিত অংশ চার আঙ্গুলের চেয়ে অধিক প্রশস্ত হয়, তবে পুরুষের জন্য তা সাধারণভাবে না-জায়েয। নামাযের বাইরেও তা অবৈধ। এর কারণে নামায নষ্ট ও অপছন্দ হয়ে যায়। ইমাম, মুক্তাদী বা একাকী নামায আদায়কারী যেই হোক না কেন। এরূপ না হলে দু'অবস্থা- (ক) চাদর মাথায় দিয়ে তার আঁচল ওড়নার মত বাহুতে জড়িয়ে নিলে অসুবিধা নেই। (খ) মাথায় চাদর দিয়ে উভয় পার্শ্ব ঝুলিয়ে দিলে মাকরূহ তাহরীমা এবং গুনাহ্। নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। দুররুল মুখতার-এ রয়েছে,

كَرِهَ سَدْلٌ تَحْرِيْمًا لِلنَّهْىِ (ثوبه) اَىْ اِرْسَالُهُ بِلَالُبْسِ مُعْتَادٍ كَشَدِّ مِنْدِيْلٍ يُرْسِلُهُ مِنْ كَتِفَيْهِ

'স্বাভাবিকভাবে কাপড় পরিধান করা ব্যতীত উহাকে ঝুলিয়ে রাখা মাকরূহ তাহরীমা। যেমন রুমাল কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা। হাদীসে উহা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।' রাদ্দুল মুহতার-এ রয়েছে, ذَالِكَ نَحْوُ الشَّالِ উহা শালের মত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলার-১০৮ঃ ওলামা-ই দ্বীন এ মাসআলার ব্যাপারে অভিমত কি? জারজ সন্তানের জানাযা এবং মুসলমান কবরস্থানে দাফন করা যাবে কি না? আর জারজ সন্তানের মা কাফির এবং পিতা হল মুসলমান?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জাওয়াবঃ সে মুসলমান হেতু জানাযার নামায পড়া ফরজ হবে। মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা অবশ্যই জায়েয। যদিও তার পিতা-মাতা একজন বা উভয়ই কাফির হয়। বরং এটা খুবই উত্তম যে, অবৈধ সন্তান হওয়ার কারণে তার নিজের কোন দোষ নেই। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মালফূযাত

আরযঃ হুযুর ১৩ বৎসরে আমার স্ত্রীর চার ছেলে দুই মেয়ে জন্ম গ্রহণ করলো- যার মধ্যে পাঁচ সন্তান ইন্তিকাল করলো। তাদের মধ্যে কারো বয়স তিন বৎসর, কারো বয়স দুই বৎসর এবং কারো বয়স এক বছর। সবাই একই পাঁজর ও মুচ্ছা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। বর্তমানে একটি মেয়ে আছে- যার বয়স দুই বছর। হুযুর! দোআ করূন এবং তার রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার মত কোন আমল থাকলে আমাকে বলুন।

এরশাদঃ আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দয়া করেছেন।এখন যেটা প্রসব হয়েছে তাকে দুই মাস চলা ফেরা করতে দেবেন না। স্ত্রী ও তার মাতার নাম দরকার। এখন থেকে ইনশা আল্লাহ তা'আলা ব্যবস্থা করা হবে। নিজের ঘরে নামাযের পাবন্দীর জন্য কঠোর হবে। পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ার পর একবার আয়াতুল কুরসী পড়বে। সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে একবার এবং সূয্য ডুবার পূর্বে একবার পড়বে। শয়ন করার সময় একবার পড়বে। যে সমস্ত দিনে মহিলাদের জন্য নামযের হুকুম নেই সে দিনগুলোতেও পড়বে। এ তিন সময়ে আয়াতুল কুরসী পড়া ছাড়বে না। এ দিনগুলোতে কোরানে করীম তেলাওয়াতের নিয়তে পড়বে না বরং আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করার নিয়্যতে পড়বে। যে সব দিনে নামায পড়ার বিধান রয়েছে সে গুলোতেও নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। তিন قُلْ তিনবার সকাল বিকাল শুয়ার সময় পড়বে। সুবহ্ দ্বারা উদ্দেশ্য হল অর্ধেক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে সুর্য উঠার পূর্ব পর্যন্ত আর শাম দ্বারা উদ্দেশ্য- সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ার পর থেকে ডুবে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সময়। শুয়ার সময় এ পদ্ধতিতে পড়বে যে, চিৎখাত হয়ে উভয় হাত দোআর মত প্রশস্ত করে একেক বার করে তিন "قُلْ" পড়ে হাতের তালুর উপর দম দিয়ে সমস্ত মুখমন্ডল, সীনা, পেট ও পায়ের আগে-পিছে যেখান পর্যন্ত হাত পৌছে,সারা শরীরে হাত মালিশ করবে। এ ভাবে করে যাবে দুই-তিন বার। আর যে সমস্ত দিনে মহিলাদের নামাযের হুকুম নেই ওই দিন গুলোতে একই ভাবে তিনবার উক্ত দোয়া পড়ত সারা শরীরে হাত বুলাবে।এক লোক বড় প্রদীপ বানায়।সেখান থেকে একটি প্রদীপ বানিয়ে নেবে।গর্ভাবস্থায় আর শিশু জন্ম গ্রহণ করার পর যে পদ্ধতিতে বলছি সেভাবে আলোকিত করবে। ওই চেরাগ আল্লাহর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

নিদের্শে যাদু স্বর্প এবং রোগ এ তিনটি প্রতিরোধ করবে, তা পরীক্ষিত। শিশু জন্ম গ্রহণ করার সাথে সাথে তার কানে সাতবার আযান দেবে। চার বার ডান কানে এবং তিন বার বাম কানে তাকবীর বলবে। এ ব্যাপারে কখনও দেরী করা যাবে না। দেরী করার ফলে শয়তান তার মধ্যে স্থান করে নেয়। শিশুকে ৪০ দিন পর্যন্ত সমওজনে কোন ফসল দান করে দেবে। প্রথম বছরে প্রতি মাসে, তারপর দুই বছর বয়সে দুই মাস অন্তর। তিন বছর বয়সে প্রত্যেক তিন মাস অন্তর, চার বৎসরে চার মাস অন্তর, পাঁচ বছর বয়সেও প্রতি চার মাস অন্তর, ছয় বছর বয়সে প্রতি ছয় মাস অন্তর এবং সাত বছর বয়সে বার্ষিক অন্তর সে মেয়েকে ওজন করে সে পরিমাণ সদকা করে দেবে। চতুর্থ বৎসরে প্রত্যেক চার মাস অন্তর অন্তর ওজন করবে। ঘরের মধ্যে সাত দিন পর্যন্ত মাগরীবের সময় ৭ বার বড় আওয়াজে আযান দেবে। তিন রাত কোন বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ সূরা বাকারা এমন আওয়াজের মাধ্যমে পড়াবে যে, ঘরের প্রত্যেক কোণে আওয়াজ পৌছে যায়। ঘরের দরজা বিছমিল্লাহ বন্ধ করবে এবং সকালে বিছমিল্লাহ বলে খুলবে।ঘর থেকে পায়খানায় ডুকতে গেলে দরজার বাইর থেকে بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث পড়ে বাম পা প্রথমে রাখবে। বাইর হওয়ার সময় প্রথমে ডান পা বের করতঃ الحمد لله বলবে। কাপড় বদলাতে বা ধৌত করতে খোলার সময় প্রথমে বিছমিল্লাহ বলবে। সহবাসের সময় খুবই গুরুত্ব সহকারে মনে রাখবে যে, মিলন করার পূর্বে উভয়ই বিছমিল্লাহ পড়ে নেবে এবং কথাগুলো স্মরণ রাখলে ইনশাল্লাহ কেউ অনিষ্ট করতে পারবে না।

আরযঃ হুযুর! বড় চেরাগ আলোকিত করার পদ্ধতি কি?

এরশাদঃ

(১) চেরাগ জ্বালিয়ে ঝুলন্ত ভাবে রাখবে কোন সিকে বা ফানুসের মধ্যে।

(২) আলোকিত করার সময় অগ্নিশিখার নিকট স্বর্ণের ঠুকরা বা আংটি বা অলংকার ঢেলে দেবে। চিল্লা বা চল্লিশ দিন শেষ হয়ে যাওযার পর তা মুসলমান মিসকীনকে সদকা দেবে।

(৩) চিরাগকে অযূ সহকারে নামাযী ব্যক্তি আলোকিত করবে যদিও বা মহিলা হয় তবে পুরুষ হলে ভাল।

(৪) রোগ হালকা হলে চেরাগ দেড় ঘন্টা পর্যন্ত জ্বালাবে আর বেশি হলে তিন ঘন্টা জ্বালাবে।

(৫) রোগী তার আলোর মধ্যে বসবে,শোয়ে হলেও মুখ তার দিকে রাখবে।বেশি সময় তার অগ্নিশিখা দেখতে থাকবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(৬) জ্বালানোর সময়ের সাথে হিসাব রেখে কিছু উত্তম ফল তাতে ঢেলে চেরাগের চতুর্দিকে ঘুরাবে। সব নকশার উপর ঘুরায়ে ঝুকে তা রেখে দেবে।যে দিকে বাতির নিশান রয়েছে বিছমিল্লাহ বলে সে দিকে আলো দেবে।

(৭) যদি রোগ বেশি ভারী হয় তাহলে চার কোণে চারটি বাতি জ্বালাবে। চেরাগ সোজা রেখে প্রতিটি অগ্নিশিখার সাথে স্বর্ণ রাখবে। যে স্থানে এ চেরাগ জ্বলবে সেখানে কোন ছবি, কুকুর, সংক্রামক রোগী, কোন ঋতুস্রাব বা নিফাসযুক্ত মহিলা এবং কোন নারী-পুরুষ নাপাক অবস্থায় আসতে পারবেনা।

(৮) যে স্থানে এ প্রদ্বীপ প্রজ্বল্লিত করা হবে সেখানে ঐ রোগী ব্যতীত কোন ছবি, কুকুর, হায়েজা মহিলা, নেফাস ওয়ালী মহিলা বা কোন নাপাক পুরুষ ও মহিলা থাকতে পারবে না।

(৯) সে স্থানে বসে সবাই আল্লাহর যিকির-আযকার, দুরুদ শরীফ পড়তে থাকবে। প্রয়োজন অনুপাতে চুপে চুপে কথা বলবে। হৈ চৈ করবে না আর কোন অনর্থক কথাবার্তা বলবে না।

(১০) যত মহিলা ওখানে বসবে বা আসা যাওয়া করবে সকলে মোটা কাপড় পরে নামাযের মত বসে মুখ ছাড়া বাকী সমস্ত শরীর ঢেকে ফেলবে।

(১১) চেরাগ প্রথম দিনে যেই সময় জ্বালাবে তার ঘন্টা মিনিট স্নরণ রেখে অন্য দিন এর চেয়ে দেরী বা এদিকওদিক যেন না হয়। এ কার্যক্রমের জন্য ওই সময় নির্ধারণ করতে হবে যে সময়ে প্রথম দিনে জ্বালানো হয়েছিল। যদি কোন দিন মুয়াক্কিল এসে চেরাগ সে সময় জ্বালানো অবস্থায় না পায় তাহলে তার কষ্ট হবে। সে জন্য প্রথম দিন ইচ্ছাকৃত ভাবে কিছু দেরি করে চেরাগ জ্বালাবে । যদি কোন দিন বিশেষ কারণে দেরী হয়ে যায় তাহলে অন্য সময় এর চেয়ে যেন বেশি দেরী না হয়। কিন্তু প্রথম দিন এত দেরী করবে না যে, অন্য দিন চেরাগ আলোকিত হলে এ সময় আসার আগে-ভাগে শেষ হয়ে যায়।

(১২) যখন চেরাগ বড় করার সময় আসে তাহলে কোন অযূধারী ব্যক্তি বড় করবে। সে সময় এটা বলবে যে, السلامُ عَليكُمْ اجْعَلُوا مَا جُوْرِيْنَ

(১৩) প্রতি দিন সুগন্ধি তৈল ঢালবে, গতকালের অবশিষ্ট তৈল আজকে রোগীর মাথা এবং শরীরে মালিশ করে দেবে।

(১৪) যার জন্য চেরাগ জ্বালানো হল সে ব্যতিত অন্য রোগী ও আরোগ্য লাভের নিয়্যতে উপরোক্ত শর্ত সাপেক্ষে বসতে পারবে।

আরযঃ এক মেয়ে নিয়মিত কিছু দিন অনর্গল সূরা মুযযাম্মিল পড়তো বরং অর্ধেক

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কুরআনের হেফযও সম্পন্ন হয়েছিল। এখন সে মেয়ের মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে গেছে।

এরশাদঃ لَاحَوْلَ শরীফ ৬০ বার, اَلْحَمْدُ শরীফ এবং আয়াতুল কুরসী একবার করে, তিনটি قُلْ তিনবার করে পড়ে পানিতে দম দিয়ে পান করাতে হবে।

আরযঃ কোরআনের আয়াতেও কি এ প্রভাব রয়েছে?

এরশাদঃ যে ব্যক্তি নিয়মিত আমলকারী সে পাবন্দি না করলে তার এই অবস্থা হবে।

আরযঃ হুযুর আলাইহিস সালামের কম্বল গায়ে দেওয়া প্রমাণ আছে কি না?

এরশাদঃ হ্যাঁ! হাদীস শরীফের মাধ্যমে প্রমাণিত ।

আরযঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পোশাক কি কি ধরনের কাপড় ছিল?

এরশাদঃ চাদর, লুঙ্গি, পাগড়ি এ গুলো তো সাধারণভাবে থাকতো। জামা, টুপি, পায়জামা একবার ক্রয় করেছিলেন বলে হাদীসে লিখা আছে। পরিধান করার বর্ণনা পাওয়া যায়নি। মহিলারা গায়ে কাপড় পরতেন। একবার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ নিয়ে যাচ্ছিলেন পথিমধ্যে এক ইহুদীর পা পিছলে গেলে তিনি মুখ মোবারক সে দিক থেকে ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবাগণ আরয করলেন- হুযুর! সে পায়জামা পরিহিত আছে। ইরশাদ করলেন- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُتَسَرْوِلَاتِ আল্লাহ ক্ষমা করুক ওই সকল মহিলাদেরকে যারা পায়জামা পরিধান করে।সম্ভবত পায়জামা চোচ ছিল। যদি পায়জামা ঢিলা হতো তাহলে তাতে লুঙ্গির মত খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকত।

আরযঃ যে সব মোমবাতিতে চর্বি দেয় তা মসজিদে জ্বালানো জায়েয আছে কিনা?

এরশাদঃ যদি মুসলমানের প্রস্তুতকৃত হয় তাহলে জায়েয,অন্যথায় মসজিদে নয় অন্য জায়গাও জালানো উচিত হবে না।

আরযঃ যে চর্বি জার্মান ও অন্যান্য দেশ থেকে আসে তার হুকুম কি?

এরশাদঃ এ গুলোর একই হুকুম। যেমন চর্বি এবং গোস্তের এক হুকুম। যদিও গাভী বা বকরীর চর্বি কোন মুসলমান থেকে হিন্দু বা নাসারা নিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর আবার এসে বলল-এ গুলো ওই চর্বি যা এখন তোমার থেকে নিয়ে গেলাম-তা গ্রহণ করা হারাম। اَلنَّصرانيةُ لاذَبيحَةَ لَهٗ নাসারাগণ কোন পশু যবেহ করে না। ইহুদীরা তার খেলাপ। তারা এখনো পর্যন্ত যবেহ করে। ফাতাওয়া-ই কাযীখান'র মধ্যে আছে اليهوديةُ يَذْبَحُ اَوْيَاكُلُ ذَبيحَةَ المُسلم ইহুদীরা মুসলমানদের যবেহকৃত পশু খায়। নাসরা এবং ইহুদী উভয়ই কাফির। একদল খোদার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রিয়ভাজনদের ভালবাসায় অপর দল শত্রুতার মধ্যে সীমালঙ্ঘন করে। ইহুদীদের ব্যাপারে কোরআনে আযীম مَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ (অভিশপ্ত) এবং নাসারাদের বেলায় ضَـالِّيْنَ (পথভ্রষ্ট) বলেছে। এ কারণেই পৃথিবীতে কোন গ্রামে ইহুদী শাসক নেই। পক্ষান্তরে নাসারাদের বাদশাহী প্রকাশ্য। বর্তমানকার রাফেযী ও ওহাবীরা হুবহু তাদের মত। রাফেযীরা অতিশয় ভালবাসতে গিয়ে নাসারাদের মত কাফির হয়েছে। ওহাবীরা ইহুদীদের মত শত্রুতায় সীমালঙ্ঘন করাতে কাফির। তাই রাফেযীদের রাজত্ব চলছে ইরানে আর ওহাবীদের কোথাও একটি গ্রামও নেই।

আরযঃ ইমাম মুসাফিরের পিছনে মুক্তাদী মুকীম এক রাকাত পেল। বাকী নামাযে কিরাত কিভাবে পড়বে?

এরশাদঃ প্রথম দুই রাকাআত লাহেকের (যার নামায শেষে ছুটে গেছে) মত কিরাত পড়া ছাড়া সূরা ফাতিহা পরিমান দাঁড়িয়ে বৈঠকে যাবে এবং পরের রাকাআত কিরাত পাঠসহ আদায় করবে।

আরযঃ দ্বিতীয় জামাত আরম্ভ হওয়ার সময়ে যোহরের সুন্নাত পড়া জায়েয আছে কিনা অথবা ফজরের সুন্নাত দ্বিতীয় জামাতের শেষ বৈঠক না পাওয়ার কারণে ছেড়ে দিয়েছে,এখন করণীয় কি?

এরশাদঃ দ্বিতীয় জামাত শুধুমাত্র জায়েয।এর জন্য সুন্নাত ছাড়তে পারবে না। প্রথম জামাতই আসল। যার ব্যাপারে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে যে, যদি ঘরের মধ্যে শিশু, মহিলাগণ না থাকতো তাহলে যে লোক জামাতে শরীক হয় না, তাদের ঘরকে জ্বালিয়ে দিতাম। একবার মাওলভী আবদুল কাদির রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন যে,'মারহিরা'নামক স্থানে বিশেষ কারণে নামাযে আসতে দেরী হয়ে গেল,আমি মসজিদের সিঁড়ির নিকট এসে পৌঁছলে হযরত মিয়া সাহেব কিবলা নামায পড়ে ফিরে আসার পথে আমাকে বললেন-আবদুল কাদির! নামায হয়ে গেছে আসল নামায তো প্রথম জামাত।

আরযঃ জানাযার নামাযে তিন সারি করা উত্তম। এ প্রসংগে দুররুল মুখতার এবং কবীরী-তে লিখছে যে, প্রথম সারিতে তিনজন,দ্বিতীয় সারিতে দু'জন এবং তৃতীয় সারিতে একজন দাঁড়াবে।এরূপ করার কারণ কি? প্রতি কাতারে দু'জন করে দাঁড়াতে পারতো।

এরশাদঃ কাতার পরিপূর্ণ হওয়ার জন্য কমপক্ষে তিনজনের প্রয়োজন।এ কারণে প্রথম কাতারকে পরিপূর্ণ করা হয়েছে।তার দলীল হল এ যে, ইমামের সমান করে দু'জন লোক দাঁড়ানো মাকরুহ তানযিহী। তিনজন দাঁড়ানো মাকরুহ তাহরীমী।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কেননা পরিপূর্ণ সারি হয়ে যাওয়াতে এ অবস্থায় সবাই ইমামের সারিতে দন্ডায়মান হওয়া বুঝা যায়।পাঁচ ওয়াক্ত নামাযেও কিছু কিছু অবস্থায় কাতারে একাকী দাঁড়ানো জায়েয নেই।যেমন দু'জন পুরুষ একজন মহিলা হলে, সে মহিলা পিছনের সারিতে একাকী দাঁড়াতে পারবে।

আরযঃ মহামারীর সময়ে কিছু কিছু জায়গায় প্রচলন আছে যে,বকরীর ডান কানে সূরা ইয়াসিন শরীফ এবং বাম কানে সূরা মুযযাম্মিল শরীফ পড়ে ফুঁক দিত। শহরের অলি-গলিতে ঘুরিয়ে খর্গ দিয়ে যবেহ করতো এবং তার চামড়া অন্য যমীনে দাফন করে দিত- এটা কেমন হবে?

এরশাদঃ চামড়া দাফন করা হারাম। কেননা এটা সম্পদ বিনষ্ট হওয়ার নামান্তর। খর্গ দিয়ে যবেহ করা অনর্থক ও মুর্খতা। আল্লাহর নামে যবেহ করে মিসকীনদের মধ্যে বন্টন করে দাও।

আরযঃ বিবাহের খুতবা কিবলামুখী হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে কি?

এরশাদঃ হ্যাঁ! দাঁড়িয়ে পড়া উত্তম। কিবলামুখী হওয়া প্রয়োজন নেই। শ্রবণকারীদের দিকে মুখ করা উচিত ।জুমার খুতবাও কিবলার দিকে পিঠ দিয়ে পড়াই শরীআত সম্মত ।

আরযঃ শিক্ষকের বেতন নির্ধারণ করা না হলে বাচ্ছাদের দ্বারা কাজ করানো যাবে কিনা?

এরশাদঃ যদি পিতা-মাতা নারাজ এবং বাচ্ছাদের কষ্ট না হলে কোন কাজ করালে কোন অসুবিধা নেই । মাসিক বেতন নির্ধারণ হোক বা না হোক।

আরযঃ মিলাদ পড়ুয়াদের সাথে যদি কিশোর শরীক হয় তাহলে কেমন হবে?

এরশাদঃ শরীক না হওয়া উচিত।

আরযঃ দুলাকে উপঢৌকন দেওয়া জায়েয আছে কি না?

এরশাদঃ যদি সুগন্ধি হয় তাহলে জায়েয।

আরযঃ যদি বিসলপুর থেকে বাদউন যেতে যাত্রা পথে বেরলী-তে নামলে নামায কসর করা যাবে কিনা?

এরশাদঃ এ অবস্থায় কসর পড়া যাবে না।কারণ সফর দু' অংশে বিভক্ত হয়ে গেল।

আরযঃ এক বেরলী'র বাসিন্দা, মুরাদাবাদে দোকান দিয়েছে এবং ওখানেই ব্যবসা বাণিজ্য করার ইচ্ছা পোষন করেছে।মাঝে মধ্যে নিজের পরিবার-পরিজনদেরও নিয়ে যায়। এ অবস্থায় মুরাদাবাদ মুল জন্মস্থান হবে না কি থাকার স্থান হবে?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এরশাদঃ মুল জন্মস্থান হবে না।হ্যাঁ!যদি সেখানে বিয়ে কবে নেয় তাহলে মাতৃভুমি হয়ে যাবে।

আরযঃ যদি ওহাবী বিবাহ পড়ায় তাহলে হবে কিনা?

এরশাদঃ বিবাহ হবে,এ কারণে যে, বিবাহ পরস্পর 'ঈযাব কবুল'র মাধ্যমে হয়। যদিও ভ্রক্ষণ পড়ায়।ওহাবীর মাধ্যমে পড়ালে তাকে সম্মান দেখানো হয়-যা হারাম। এ জন্য বাদ দেওয়া আবশ্যক।

আরযঃ অলীমা কি বিবাহের সুন্নাত না কি বাসর রাতের? আর নাবালেগের বিবাহ হলে অলীমা কখন এবং কোন দিন করবে?

এরশাদঃ অলীমা বাসর রাতের সুন্নাত। নাবালেগও বাসর রাতের পরে অলীমা করবে। অলীমা বাসর রাতের দিন সকালে করবে।

আরযঃ বিবাহ পড়ানোর পর শুকনো খেজুর লুঠ করার যে রেওয়াজ রয়েছে এটা কি কোথাও সাবেত আছে?

এরশাদঃ হাদীস শরীফে খেজুর লুঠ করার বিধান রয়েছে। লুঠ করে নেয়ার মধ্যে কোন অসুবিধা নেই। আর এ হাদীস দারুল কুতনী, বায়হাকী ও তাহবী থেকে বর্ণিত হয়েছে।

আরযঃ কালো খিযাব যদি কালি জাতীয় হয় তাহলে কেমন হবে?

এরশাদঃ কালি বা নীল পাতা হোক কালো খিযাব ব্যবহার করা হারাম।

আরযঃ কোন পদ্ধতিতে তা জায়েয?

এরশাদঃ জিহাদের অবস্থায় তা জায়েয আছে।

আরযঃ যদি যুবতী মহিলাকে বৃদ্ধ পুরুষ বিবাহ করতে চাই তাহলে কালো খিযাব লাগানো যাবে কি না?

এরশাদঃ বুড়া বলদ শিং কর্তন করে শাবক হতে পারবে না?

আরযঃ কিছু কিছু কিতাবে আছে-শাহাদাতের সময় হযরত ইমাম হুসাইন রাদ্বিআল্লাহু আনহুর কালো খিযাব ছিল।

এরশাদঃ হযরত ইমাম হাসন, ইমাম হুসাইন ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বি আল্লাহু আনহুম কালো খিযাব ব্যবহার করতেন।ইনারা সম্মানিত মুজাহিদ ছিলেন।

আরযঃ নামায কসর পড়ার নিয়ম ছিল না তারপর ও কসর পড়া হল তাহলে নামায পূনরায় পড়তে হবে কি না?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এরশাদঃ অবশ্যই পূনরায় পড়তে হবে। মোটেই নামায হয়নি।

আরযঃ এক গ্রামে মসজিদ একেবারে বনের ভিতরে, তার সাথে লাগানো এক কামারের ঘর। উল্লেখিত মসজিদে নামায পর্যন্ত হয় না বরং তার আশে পাশের লোক সেখানে ময়লা ফেলে, ওই কামার মসজিদের জায়গাটা ক্রয় করতে আগ্রহী। তা বিক্রয় করা যাবে কি না?

এরশাদঃ বিক্রয় করা হারাম যদিও বা মসজিদের সমপরিমাণ স্বর্ণও দেয়। মসজিদের ব্যাপারে যারা এ রকম করবে তাদের সম্পর্কে কোরআনে করীমে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন-لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْىٌ وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ দুনিয়াতে তাদের জন্য ভৎসনা এবং পরকালে রয়েছে মহা শাস্তি।

আরযঃ জানাযার নামায তাড়াহুড়া করা দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

এরশাদঃ গোসল এবং কাফন ব্যতীত নামায তো পড়তেই পারবে না। হ্যাঁ!এ গুলো শেষ করার পর দেরী যেন না হয়। কেউ কেউ জুমার দিন যার ইন্তিকাল হবে তার জানাযা জুমার নামায পর্যন্ত রেখে দেয় মানুষ বেশি হওয়ার জন্য। এটা না-জায়েয এবং এর সুস্পষ্ট বর্ণনা ফিকহের কিতাবগুলোতে রয়েছে।কবর তৈরি বা অন্য কোন ওযর থাকার কারণে দেরী করলে কোন অসুবিধা নেই।

আরযঃ মুদার্রের সাথে পিঁপড়ার জন্য কবরস্থানে মিঠা নিয়ে যাওয়া কেমন?

এরশাদঃ সাথে করে খাবার রুটি নিয়ে যাওয়া যেমনিভাবে ওলামা-ই কিরামগণ নিষেধ করেছেন তেমনি মিষ্টিও। আর পিঁপড়াদেরকে এ নিয়্যতে তা দেওয়া যে, এরা যেন মৃত্যু ব্যক্তিকে কষ্ট না দেয়। এটা হল একেবারে মুর্খতা।কোন নিয়্যত না থাকলেও এ গুলোকে মিসকীন ও সৎলোকদের মাঝে ভাগ করে দেওয়া অতি উত্তম। সে স্থানে সামর্থ অনুপাতে দান খয়রাত করবে।অধিকাংশ কবরস্থানে দেখা যায় যে, ফল-ফলাদি ভাগ করে দেওয়ার সময় কিশোর-কিশোরিরা শোরগুল করে থাকে এবং মুসলমানদের কবর স্থানে দৌড়াদৌড়ি করে থাকে।

আরযঃ সাধারণ কাপড়ের ছিট দ্বারা মহিলাদের পায়জামা হলে, সুআঁচলের পায়জামা পরিহিতা মহিলার শরীরের উপর কামভাব সহকারে হাত লাগালে তার কি হুকুম?

এরশাদঃ যদি এমন কাপড় হয় যে, শরীরে গরম অনুভব হয় না তাহলে ভাল; অন্যথায় হুরমতে মুসাহেরা (বৈবাহিক অবৈধতা) সাব্যস্ত হবে।

আরযঃ মাওলুদ শরীফের ব্যাপারে কতিপয় কিতাবে আছে যে, যে রাতে হযরত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমেনা খাতুন রাদ্বি আল্লাহু আনহা গর্ভবতী হয়েছিলেন সেই রাতে ঈর্ষায় দু'শত মহিলা মারা গেছে, এ কথাটি সঠিক কি না?

এরশাদঃ এর বিশুদ্বতা জানা নেই। অবশ্যই কতেক মহিলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নুরের তাজল্লি লাভের কামনায় মরে গিয়েছে বলে প্রমাণ আছে।

আরযঃ ইসকাত হিসেবে কয়েক সের গম এবং কোরআনে আযীম দেয়া হলে সব কাফফারা আদায় হয়ে যাবে কি না?

এরশাদঃ কোরআনে আযীম দ্বারা বাজারের মূল্য অনুপাতে কাফফারা আদায় হবে।

আরযঃ ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে এখতিয়ার রয়েছে বিধায় যতটুকু চাই মূল্য গ্রহণ করতে পারবে কি?

এরশাদঃ যেখানে সাদকা দিয়ে থাকে ওখানে বাজারি মূল্য গ্রহণযোগ্য হয়।

আরযঃ খুতবা দেওয়ার সময় লাঠি হাতে নেওয়া সুন্নাত কি না?

এরশাদঃ এ ব্যাপারে আলেমগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেন-সুন্নাত আর কেউ বলেন-মাকরূহ।

আরযঃ সুন্নাত এবং মাকরুহ'র মধ্যে দ্বন্ধ হলে কি করতে হবে?

এরশাদঃ বাদ দেওয়া উত্তম। জামিউর রুমূয গ্রন্থে 'মুহীত্ব'র রেফারেন্সে বলা হয়েছে যে, সুন্নাত অগ্রগণ্য। মুহীত্ব থেকে হিন্দিয়া'র মধ্যে নকল করা হয়েছে এটা মাকরূহ হবে।

আরযঃ গ্রামে জুমা পড়ার মাসআলাসমূহ ওলামা কেরাম লিখেছেন।এতে গ্রামবাসীরা খুবই পেরেশান?

এরশাদঃ হানাফী মাযহাবের মতে-গ্রামে জুমা এবং দু'ঈদের নামায পড়া জায়েয নেই। কিন্তু যেখানে নামায প্রতিষ্ঠিত আছে সেখানে নিষেধ করা যাবে না।তবে শাফেয়ী মাযহাব মতে হয়ে যাবে। এরূপ হলে মুর্খরা শুধু জুমা নয়; যুহরের নামাযও বাদ দিবে। اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰى عَبْدًا اِذَاصَلّٰى (তুমি কি দেখনি?যে নামায থেকে একজন বান্দাকে বাধা দেয়)এ আয়াত থেকে ভয় করা উচিত। হযরত মাওলা আলী রাদ্ধিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত ,তিনি এক ব্যক্তিকে সূর্য উঠার সময় নফল নামায পড়তে দেখেও নিষেধ করেন নি। যখন সে নামায পড়ে নিল তারপর মাসআলা বর্ণনা করে দিলেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আরযঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের শপথ করার পর তার বিপরীত করলে কাফফারা ওয়াজিব হবে কি না?

এরশাদঃ কাফফারা ওয়াজিব হবে না।

আরযঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শপথ করা জায়েয আছে কি?

এরশাদঃ জায়েয নেই।

আরযঃ হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে শপথ করা কি বেয়াদবি?

এরশাদঃ হ্যাঁ! বেয়াদবি।

আরযঃ তামা পিতলের খিলাল গলায় ঝুলানো বৈধ কি না?

এরশাদঃ এটা না-জায়েয। কেননা এটা লঠকানোর হুকুমে পড়ে। অন্য কিছু জায়েয। স্বর্ণ রূপার হলে হারাম।বরং মহিলাদেরও এ ধরনের স্বর্ণ-রূপার পাত্র করে খানা খাওয়া না-জায়েয। ঘড়ির চেইনও সাধারণভাবে না-জায়েয-তা চাঁদীর হোক বা পিতলের। হ্যাঁ!ডোরা বাধতে পারবে।

আরযঃ বেগানা মহিলা সালাম দিলে জাওয়াব দেওয়া যাবে কিনা?

এরশাদঃ মনে মনে জাওয়াব দেবে।

আরযঃ অনুপস্থিত বেগানা ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া যাবে?

এরশাদঃ এটা ও ঠিক হবে না। শে'র بسياكين افت ازگفتار خيزد
বেশি কথায় বিপদ আসে।

আরযঃ ফজরের সুন্নাত প্রথম ওয়াক্তে পড়বে-না কি ফরয নামাযের সাথে পড়বে?

এরশাদঃ প্রথম ওয়াক্তে পড়া উত্তম। হাদীস শরীফে এসেছে-যখন মানুষ ঘুমায় তখন শয়তান তিনটি গিরা লাগিয়ে দেয়।সকালে উঠার সাথে সাথে সে আল্লাহর তাআলার নাম নিলে আরেকটি গিরা খুলে যায়।অযু করলে দ্বিতীয় গিরা খুলে যায়। ফজরের সুন্নাতের নিয়্যত করলে তৃতীয় গিরাও খুলে যায়। এ জন্য প্রথম ওয়াক্তে সুন্নাত পড়া উত্তম।

আরযঃ যোহরের সুন্নাত না পড়ে ইমামতি করতে পারবে?

এরশাদঃ ওযর না থাকলে ঠিক হবে না।

আরযঃ জুমার সুন্নাত যদি খুতবা আরম্ভ হওযার কারণে পড়তে না পারে তাহলে পরে পড়া যাবে ঠিক কি না?

এরশাদঃ পড়তে পারবে, তা অবশ্যই পড়তে হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আরযঃ কিছু জায়গায় নিয়ম আছে যে, মুসলমান হিন্দুদের আরতে মাল বিক্রি করে। এ সময়ে হিন্দুকে কমিশন দিতে হয়। ওই লোক কমিশনের সাথে শতকরা চার আনা করে এ বলে নেয় যে, এ পয়সা দিয়ে ফল-ফলাদি ক্রয় করে কবুতরদেরকে দেওয়া হবে। এটা দেওয়া জায়েয হবে কি না?

এরশাদঃ যদি জানোয়ারের জন্য নেওয়া হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। অবশ্যই বূত ইত্যাদির জন্য নিলে জায়েয হবে না।

আরযঃ অদৃশ্য আমদানী ও লৌহা পিতলকে স্বর্ণে পরিণত করার কৌশল অবলম্বন করা কেমন?

এরশাদঃ অদৃশ্য ভান্ডারের জন্য দোআ করা অসম্ভব।স্বাভাবিক বিষয়ে দোআ করা যায়। সত্ত্বা ও যুক্তিগতভাবে অসম্ভব বস্তুর জন্য দোয়া করা হারাম। কিমীয়া তথা লৌহা-পিতলকে স্বর্ণে পরিণত কৌশলটাই সম্পদ নষ্ট করা।এটা হারাম।স্বর্ণে পরিণত করার খবর এখনও পর্যন্ত কোথাও প্রমাণিত নেই। كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ اِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهٖ (হস্তদয়কে পানির দিকে টানলে পানি তার দিকে পৌঁছে যায় না।) অদৃশ্য আমদানী সম্পর্কে যা কোরআনে আযীমে রয়েছে তার প্রতি মানুষের মনোনিবেশও নেই।আল্লাহ বলেন- وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য মুক্তির পথ বের করে দেবেন এবং তাকে সে স্থান থেকে জীবিকা দেবেন,যেখানে তার কল্পনাও থাকে না।যে আল্লাহর উপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট। সূরা ত্বালাক, আয়াত-৩

তার উপর আমল নেই। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে সব কিছু অর্জন করা যায়। আমার এক বন্ধু মদিনা শরীফে বসবাস করেন। মদীনা শরীফ থেকে পাঠানো একটি চিঠি রবিবারে আমি পেলাম। যার মধ্যে পঞ্চাশ রূপিয়া আমার থেকে চেয়েছেন। বুধবার এখান থেকে ডাক পৌঁছতো। সপ্তাহে বুধবার ডাক যোগে জাহাজের মাধ্যমে সব জিনিস পৌঁছে যেত। সোমবার আমার মনেই ছিল না। মঙ্গল বারে আমার মনে পড়ল। দেখলাম-আমার কাছে পঞ্চাশ পয়সাও নেই। ওই দিনও শেষ। মাগরিবের পর নিয়ম মাফিক ইস্তিঞ্জা করতে গেলাম। চিন্তা করলাম আজ বুধবার, এখনো কোন পয়সা জোগাড় করতে পারিনি। আমি সরকারে দো'আলমের কাছে আবেদন করলাম- হুযূর!আমি নিজে পাঠাতে চাই, দান করুন। বাইর থেকে ভাতিজা হাসনাইন আওয়াজ দিলেন। মহাজন ইব্রাহীম বোম্বাই থেকে আপনার সাক্ষাতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এসেছে। আমি বাইরে এসে সাক্ষাত করে চলার পথে তিনি আমাকে একান্ন রূপিয়া দিলেন। অথচ আমার প্রয়োজন ছিল পঞ্চাশ রূপিয়ার। এক রূপিয়া বেশি দেওয়ার কারণ মানি অর্ডার করতে এক রূপিয়া তাদেরকে দিতে হয়।সকালে সহসা মানি অর্ডার করে দিলাম। يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ এ বাণী মতে সংগ্রহ হয়ে গেছে।

আরযঃ ইলমে বাতেনের সর্ব নিম্নস্তর কি?

এরশাদঃ হযরত যুননুন মিসরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, আমি একবার সফর করে ওই ইলম অর্জন করলাম যা সাধারণ এবং অসাধারণ লোকে গ্রহণ করে। দ্বিতীয়বার সফর করে ওই ইলম অর্জন করলাম যা বিশেষ লোকেরা গ্রহণ করে; সাধারণ লোকেরা নয়। তৃতীয়বার সফর করে ওই ইলম অর্জন করলাম যা সাধারণ ও অসাধারণ কেউ তা বুঝতে পারে না। এখানে সফর দ্বারা ভ্রমণ উদ্দেশ্য নয়; বরং অন্তরের সফর। তাদের ইলমের অবস্থা এরূপই। আলেমদের বিশ্বাসে নির্ভর এবং মোবারকবাদী পেশ করা উত্তম।অন্যথায় كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولُوا الْاَلْبَابِ এ আয়াতের বিধানভুক্ত ।হযরত শেখ আকবর এবং প্রবীণ পন্ডিতগণ বলেছেন,সর্ব নিম্নস্তরের ইলমে বাতেন হল-বাতেনী বিষয়ে জ্ঞাতগণকে বিশ্বাস করবে। আর না জানলে বিশ্বাস করতো না। হাদীস শরীফে আছে- اُغْدُ عَالِمًا اَوْ مُتَعَلِّمًا اَوْ مُحِبًّا وَّلَا تَكُنِ الْخَامِسَ فَتَهْلِكَ এ সুপ্রভাত কর এ অবস্থায় যে, তুমি নিজেই আলেম বা শিক্ষার্থী বা আলেমের কথা শুনছো বা আলেমের সাথে মুহাব্বত রাখবে এবং পঞ্চম প্রকার হয়ো না তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আরযঃ ওয়াজ করার জন্য আলেম হওয়া জরুরী?

এরশাদঃ আলেম না হয়ে ওয়াজ করা হারাম।

আরযঃ আলেমের পরিচয় কি?

এরশাদঃ আলেমের পরিচয় হল যে, আকাঈদ সম্পর্কে পুরোপুরি দখল এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে হবে।প্রয়োজনীয় কথাবার্তা কারো সাহার্য ছাড়া কিতাব থেকে বের করার জ্ঞান থাকতে হবে।

আরযঃ কিতাবসমূহ অধ্যায়ন করত ইলম অর্জন করা যায়?

এরশাদঃ শূধুএটা নয়;বরং জ্ঞানীদের মুখ থেকেও ইলম অর্জন করা যায়।

আরযঃ হুযূর! সাধানা করতে বয়সের সীমাবদ্ধতা আছে?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এরশাদঃ সাধনার জন্য কমপক্ষে ৮০ বছর প্রয়োজন।বাদ বাকী সময় সাধনা করতে হবে।

আরযঃ এক ব্যক্তি আশি বছর বয়স থেকে সাধনা আরম্ভ করে না আশি বছর সাধনা করে?

এরশাদঃ উদ্দেশ্য হল যেভাবে এ জগতে উপকরণাদির প্রয়োজন সেভাবে তুরিকতের পথে চলতে গেলে জযবা এবং খোদায়ী রহমত হলে ওই রাস্তা অতিক্রম করতে আশি বছর প্রয়োজন।রহমতের দৃষ্টি হলে এক মুহূর্তে নাসারাকে আবদাল করে দিতে পারে। সত্যি সত্যি নিয়্যত পরিশুদ্ধ করে সাধনায় মশগুল হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য আসবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا যারা আমার রাস্তায় সাধনা করে অবশ্যই আমি তাদেরকে আপন রাস্তা দেখাবো। সূরা আর রূম, আয়াত-৬৯

= সমাপ্ত =

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আহকাম-ই শরীয়ত- তৃতীয় খন্ড

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

মাসআলা-১ ঃ তাস ও দাবা খেলা বৈধ কি না? এ প্রসংগে ওলামা কেরামের অভিমত কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াব ঃ উভয়টি না-জায়েয। তাস খেলা মারাত্মক গুনাহ ও হারাম। তাতে ফটোও বিদ্যমান থাকে।

وَمَسْئَلَةُ الشَّطْرَنْجِ مَبْسُوْطَةٌ فِى الدُّرِّ وَغَيْرِهَا مِنَ الْخَطَرِ وَالشَّهَادَاتِ وَالصَّوَابُ اِطْلَاقُ الْمَنْعِ كَمَا اَوْضَحْتُهُ فِىْ رَدِّ الْمُحْتَارِ

দাবা খেলার কুফল সম্পর্কে দুররুল মুখতার ও অন্যান্য গ্রন্থে বিশদ আলোচনা রয়েছে। সঠিক অভিমত হল তা সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। যেরূপ রাদ্দুল মুহতারে আছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মাসআলা-২ঃ সুদ এবং ঘুষের মাল তাওবা করার কারণে পাক হয় কি না? সে সুদ-ঘুষখোরের কাছে চাকরী করা, খাওয়া-দাওয়া করা বৈধ কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াব ঃ মুখে তাওবা করলে হারাম সম্পদ পাক হয় না, বরং তাওবার শর্ত হল যার যার কাছ থেকে সম্পদ কুক্ষিগত করেছে তাদেরকে স্ব-স্ব সম্পদ ফিরায়ে দেওয়া। সে যদি না থাকে তাহলে তাদের ওয়ারিশদের দিয়ে দিতে হবে। পাত্তা না পেলে ততটুকু সম্পদ সদকা করে না দিলে গুনাহ থেকে মুক্ত হবে না। তার কাছে চাকরী করে মাসিক বেতন নেওয়া, খাওয়া-দাওয়া জায়েয। যদি যে জিনিস তাকে দেওয়া হয় তা হারাম সম্পদ বলে জানা না থাকে। যেমন যখীরা'র রেফারেন্সে 'হিন্দিয়া' গ্রন্থে ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে এ সম্পর্কে বর্ণিত আছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩ঃ ওলামা-ই দ্বীন! কোন ব্যক্তি ইংরেজী টুপি অর্থাৎ ক্যাপ ব্যবহার করে না; কিন্তু প্যান্ট পরিধান করে। প্যান্ট পরে ও মাথায় তুর্কি টুপি ব্যবহার করে। এরূপ পোষাক বৈধ কি না? অভিমত জানাবেন। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ পোষাক সম্পর্কে শরীয়তের বিধান হল-যেই পোষাক যে স্থানে কাফির বা বিদয়াতী বা ফাসিকদের বৈশিষ্ট হয়। সে বিশেষত্ব এবং চিহ্ন হওয়া অনুপাতে মাকরুহ বা হারাম। আবার কোন কোন অবস্থায় কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। 'হাদীকাতুন নাদীয়া'য় আছে- لَيْسَ ذِى الْاَفْرَنْجِ كُفْرٌ عَلَى الصَّحِيْحِ বিশুদ্ধ মতে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইউরোপিয়ানী অবলম্বন করা কুফরি নয়। ইংলিশ টুপি তাদের বিশেষত্ব হওয়াতে তা ব্যবহার করা ঠিক নয়। প্যান্ট কিন্তু প্রথম প্রকারভূক্ত। এখানে কাফির বা ফাসিকের বৈশিষ্ট আর অন্য রাষ্ট্রে তা কোন ইসলামী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট হওয়া যথেষ্ট নয়। فَاِنَّ كُلَّ بلدةٍ وَ عَوَائِدُهَا কেননা একেক রাষ্ট্রে একেক কালচার। বিশেষ করে ইদানিং তুর্কীরা সে বৈশিষ্ট গ্রহণ করেছে। আর ওটাও ইচ্ছাকৃতভাবে নয়, বরং বাধ্যগতভাবে। সুলতান মাহমুদ খানের সময় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তা বাধ্য করা হয়েছিল। নেগছড়ির সৈন্য তার বিরোধিতা করায় অনেক রক্তপাত হয়। শেষমেষ মেনে নিতে বাধ্য হয়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৪ঃ ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ! এ মাসআলা প্রসংগে অভিমত কি যে, আউলিয়া-ই কিরামদের কবর চুমু খাওয়া, তাদের কবর তাওয়াফ করা এবং সম্মানার্থে সিজদা করা শরীআতের দৃষ্টিকোণে হানাফী মাযহাবে জায়েয আছে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ সম্মানিত কা'বা শরীফ ছাড়া অন্য কারো সম্মানার্থে তাওয়াফ করা নিঃসন্দেহে না-জায়েয। আর আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা করা আমাদের শরীআতে হারাম। কবরে চুমু দেওয়ার ব্যাপারে ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। নির্ভরযোগ্য অভিমত অনুসারে তা নিষেধ। সম্মানিত আউলিয়া কিরামের পবিত্র মাযার শরীফ সম্পর্কে ওলামা-ই কিরামগণ বর্ণনা করেছেন যে, কমপক্ষে চার হাত দূরত্বে দাঁড়াবে। তা-ই আদব। চুমু দেওয়ার কল্পনা কি করে হয়? এটা সর্বসাধারণের জন্য ফাতওয়া। আর বিশ্লেষকদের ব্যাপার ভিন্ন।

لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ مَقَالٍ رِجَالٌ وَلِكُلِّ رِجَالٍ مَحَالٌ وَلِكُلِّ مَجَالٍ مَنَالٌ
نَسْئَالُ اللّٰهَ حُسنَ المَالِ وَعِندهُ العلمُ بِحقيقةٍ كُلِّ حالٍ

স্থান,কাল ও পাত্র ভেদে একেক কথা একেক জায়গায় প্রযোজ্য। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৫ঃ ওলামা-ই দ্বীন! অভিনেতা-যারা বিবাহ উপলক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হাযির হয়ে ভঙ্গিমা করে, মানুষকে জড়িয়ে ধরে কিছু চায়,তাদেরকে কিছু দেওয়া শরীয়াতে জায়েয আছে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যদি তাদেরকে শরীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত রাখতে এবং কোন শরীয়াতের নিষিদ্ধ কাজের বিনিময় ছাড়া অনুগ্রহ করণার্থে দেওয়া হয় তাহলে জায়েয। বরং যদি এ নিয়্যাতে দেয় যে, মুসলমান এ হালাল সম্পদ পেয়ে হালাল খাবার খেতে অভ্যস্ত হয়ে যাবে আর আশা করা যায়-আল্লাহ তা'আলা এর বরকতে তাওবা নসীব করবেন তাহলে অতি প্রশংসনীয় ও ছাওয়াবের কাজ। সহীহ বুখারী এবং সহীহ মুসলিম শরীফের হাদীস- اَللّٰهُمَّ لَكَ الحمدُ علىٰ زَانيةٍ اَللّٰهُمَّ لكَ الحمدُ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

على سارق 'হে আল্লাহ ! যেনাকারিনী ও চোরের নিমিত্বে তোমার জন্য প্রশংসা।' এটাই তা হালাল হওয়ার উপর স্পষ্ট প্রমাণ। এ অবস্থায় দানকারী প্রদান করা ও গ্রহণকারী কবুল করা হালাল এবং পবিত্র। আলমগীরি ইত্যাদি গ্রন্থে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। না দিলে তাকে অপবাদ দিবে, হাস্যের পাত্র বানায় এবং ধিক্কার দেয়। যেমন তাদের বদঅভ্যাসসমূহ থেকে সচারাচর তা প্রসিদ্ধ। তাহলে এ পরিস্থিতিতে আত্নসম্ভ্রম রক্ষার্থে কিছু দেওয়া জায়েয এবং হালাল। যদিও বা তাদের জন্য তা নেওয়া হারাম। এর বৈধতার উপর এ হাদীস শরীফ প্রকৃস্ট প্রমাণ-জনৈক কবি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে কিছু চাইলে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল রাদ্বিআল্লাহু আনহুকে বললেন, اِقطع عنى لسانه আমার পক্ষ থেকে তার মুখ বন্ধ করে দাও। দুররুল মুখতার ইত্যাদিতে এরূপ জায়েয হওয়ার কথা বর্ণিত আছে। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৬ ঃ কোথাও দেখা যায় অনেক লোক যখন আমের মৌসুম আসে তখন আম বাগানে গিয়ে আম খেয়ে পরস্পর আমের আঁটি নিক্ষেপ করতঃ খেল তামাশায় রত থাকে। এ কাজ তাদের জন্য জায়েয হবে কি না? আর জায়েয না হলে তা কি হারাম, বিদআত, না মাকরুহ? বিদআত হলে বিদআতে হাসানা হবে না কি বিদআতে সাইয়্যা? এর সমাধান কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ আমের আঁটি মারা না-জায়েয,নিষেধ। মসনদে ইমাম আহমদ, সহীহ বুখারী , সহীহ মুসলিম, সুনানে আবী দাউদ এবং সুনানে ইবন মাযা'য় বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফল মাযনী (রাদ্বিঃ)'র হাদীস-

قَالَ نَهٰى رَسولُ الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الخذف وقال انه
لايقتل الصيد ولاينكال العدو وانه يفقوالعين ويكسر السن ۔

বর্ণনাকারী বলেন-নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কংকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলছেন-এর দ্বারা শিকারকে মারা বা শত্রুকে শাস্তি দেয়া যায় না। তা চোখ ফুটো করে এবং দাঁত ভেঙ্গে দেয়।

فى التيسير الخذف معجمتين وقاء الرمى بحصاة اونواة لانه
يُفْقُوالعينَ وَلَايقتُلُ الصيد

'তাইসীর' গ্রন্থে আছে- উভয় অক্ষর নুক্তাযুক্ত পড়া হলে خذف এর অর্থ দাঁড়ায়-কয়েকটি গুড়ো বস্তু, মুখ নিঃসৃত পাথর খন্ড বা বীচি নিক্ষেপ করলে শিকার মারা যায় না বরং চোখ ফুটো হয়ে যায়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শুধুমাত্র বাকল দ্বারা সমমনা লোকেরা পবিত্র অন্তরে পরস্পর বন্ধু সুলভ আচরণে এমন কাজ করা-যাতে প্রকৃতপক্ষে জান-মালের কোন ক্ষতি হয় না তাহলে তা হবে মুবাহ। 'আলমগীরি' এর মধ্যে আছে-

قال القاضى الامام ملك الملوك اللعب الذى يَلْعَبُ الشَّبَانِ اَيَّامَ الصَّيْفِ بالبطيخ بان يضرب بعضهم بعضا مباح غير مستنكر۔ كذافى جَوَاهِرِ الفتاوى فى الباب السادس

বাদশাকুল সম্রাট কাযী ইমাম (র.) বলেছেন-যুবকেরা শীতকালে তরমুজ মেরে পরস্পর যে খেলা খেলে তা বৈধ-অপছন্দনীয় নয়। যাওয়াহিরুল ফাতাওয়ায় ষষ্ঠ অধ্যায়ে এরূপ আছে।

এ মর্মে 'আওয়ারিফুল মাআরিফ শরীফ'এ আছে-

قال كان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يَتَبَادَحُوْنَ بالبطيخ فاذا كانت الحقائق كانوا هم الرجال يُقَالُ بَدَحَ يَبْدَحُ اِذَا رَمٰى اَىْ يترامون بالبطيخ ۔ ذكر قدس سره فى الباب الثلثين

গ্রন্থাকার বলেছেন-রাসুলের সাহাবীগণ তরমুজ নিয়ে খেল-তামাশা করতেন। প্রকৃতপক্ষে পুরুষেরা তা করতো। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৭ ঃ ষাড় এবং বকরীকে খাসী করা জায়েয আছে কি না? ওলামা-ই দ্বীনের অভিমত কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াব ঃ সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। এর মধ্যে উপকার রয়েছে। খাসীর মাংস সুস্বাদু হয়। খাসী এবং বলদ পরিশ্রম বেশি করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যদি জানোয়ারকে খাসী করার মধ্যে বাস্তবই কোন উপকার অথবা ক্ষতি দুরীকরণ উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা সাধারণভাবে হালাল। যে প্রাণীর মাংস ভক্ষণযোগ্য নয় যেমন-বিড়াল ইত্যাদি,এগুলোকে খাসী করা হারাম। এ মূলনীতির ভিত্তিতে আমাদের ওলামা-ই কিরাম ঘোড়াকেও খাসী করা জায়েয বলেছেন। যখন ক্ষতি দূরীকরণার্থে হয়। যদিও বা কেউ কেউ নিষেধ করে থাকেন।

لما فيه من تقليل الة الجهاد اقول الموجود لايعدم والموهوم لايعتبر الاترى ان العزل يجوز عن الامة مطلقا وعن الحرة باذنها بخلاف الاكل فان فيه اعدام موجود

কেউ কেউ নিষেধ করেছেন- জিহাদের হাতিয়ার কমে যাওয়ার আশংকায়। আমি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বলব-খাসী করলে নির্বংশ হয় না; বরং বিদ্যমান থাকে। সন্দেহ গ্রহণযোগ্য নয়। তুমি কি দেখছ না যে, আযল বাঁদীর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে বৈধ আর স্বাধীন মহিলার বেলায় অনুমতি সাপেক্ষে বৈধ। তবে ভক্ষণ করা ভিন্ন বিষয়। কেননা তাতে একেবারে শেষ হয়ে যায়।

হ্যাঁ,মানুষকে খাসী করা সর্বসম্মতিক্রমে একেবারে হারাম। দুররুল মুখতারে আছে-

وَجَائِزٌ خِصَاءُ الْبَهَائِمِ حَتَّى الْهِرَّةِ وَاَمَّا خِصَاءُ الْاٰدَمِيِّ فَحَرَامٌ قِيلَ الْفَرَسُ وَقَيَّدُوْهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَالَّا فَحَرَامٌ۔

চতুষ্পদ জন্তু এমন কি বিড়ালকেও খাসী করা জায়েয। মানুষকে খাসী করা হারাম। কেউ কেউ বলেছেন-ঘোড়াকেও খাসী করা হারাম। তবে উপকার হলে বৈধ, অন্যথায় হারাম।

রাদ্দুল মুহতারের ভাষ্যে প্রমাণ পাওয়া যায়- ঘোড়ার ব্যাপারে সামশুল আয়িম্মা হালওয়ানীর মতে কোন অসুবিধা নেই। শায়খুল ইসলাম বলেছেন হারাম। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৮ঃ ওলামা-ই দ্বীনের অভিমত কি যে, ওহাবীদের নিকট নিজের ছেলেকে পড়তে দেওয়া কেমন? যারা নিজের ছেলেদেরকে পড়ার জন্য তাদের কাছে পাঠায় তাদের হুকুম কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ হারাম! হারাম! হারাম! যে ব্যক্তি এ রকম করবে, তার শিশুরা খারাপ হয়ে যায় এবং গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا

হে ঈমানদারেরা! তোমরা নিজেদেরকে এবং স্বীয় পরিবারকে দোযখ থেকে বাঁচাও। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৯ঃ ওলামা-ই দ্বীন! ইংরেজদের সেলাই কাজে চাকরী করা অথবা তাদের কাপড় বাড়িতে এনে সেলাই করা জায়েয হবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ ইংরেজদের সেলায়ের কাজ করা অথবা ঘরে কাপড় এনে সেলাই করা কোন ক্ষতি নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত শরয়ী নিষেধাজ্ঞা না আসে।

ফাতাওয়া-ই কাযীখানে আছে-

اَجَّرَ نَفْسَهُ مِنْ نَصْرَانِيّ اِنِ اسْتَاجَرَهُ لِعَمَلٍ غَيْرِ الْخِدْمَةِ جَازَ الخ وَتَمَامُهُ فِى غَمْزِ الْعُيُوْنِ۔

খিদমত ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য খৃষ্টান থেকে পারিশ্রমিক নেয়া বৈধ। এর বিবরণ 'গামযুল উয়ূন' গ্রন্থে বিদ্যমান। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-১০ঃ ভ্রান্ত কাজের জন্য নির্মিত জুতা পুরুষেরা পরিধান করা জায়েয কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ এ আংশিক মাসআলাটি নির্ভরযোগ্য ফিকহের কিতাবের মধ্যে আমি অধমের চোখে পড়েনি। কিন্তু এটা প্রকাশ্য যে, আল্লাহই ভাল জানেন। পাপ কর্মের জুতা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য পরিধান করা মাকরুহ।

فَاِنَّ الْمَنْسُوجَ كَغَيْرِهٖ وَلَاشَكَّ اَنَّ النِّعَالَ مِنْ اَنواعِ الْمَلْبُوسَاتِ وَالنِّساءِ وَالرِّجَالِ سَوَاءٌ فِي كَرَاهَةِ لُبْسِ النَّجاسِ ـ

নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য নাপাক জোতা পরিধান করা মাকরূহ।

হ্যাঁ! সৎকর্মের জুতা মহিলাদের জন্য সাধারণভাবে জায়েয আর পুরুষদের জন্যও জায়েয; কিন্তু শর্ত হল পুরা ঢেকে ফেলতে পারবে না। জুতার প্রত্যেকটি বুটি চার আঙ্গুল বা তার চেয়ে কম হলে অসুবিধা নেই। যদিও বা সব বুটি একত্রিত করলে চার আঙ্গুলের চেয়ে বেশি হয়ে যায়। মোটকথা-জুতা এবং টুপির একই হুকুম। এ প্রসংগে 'ফাতাওয়া-ই হিন্দিয়া'য় রয়েছে-

يَلبَسُ الذُّكُورُ قَلَنْسُوةً مِنَ الحَرِيرِ اَوِالذَّهَبِ اَوِ الفِضَّةِ اَوِ الكِرْبَاسِ الذِي خَبَطَ عَلَيهِ اِبْرِيْشَمٌ كَثِيرًا اَوْشَيْئٌ مِنَ الذَّهَبِ اَوِ الفِضةِ اَكْثَرُ مِنْ قدرِاربعِ اَصَابعَ انتهى قالَ العلامَةُ الشّامِي وَبِهٖ يُعلَمُ حُكمُ العِرَاقِيةِ المُسَانةِ بالطَّاقِيةِ فَاِذَا كانتْ مُنَقَّشَةً بالحرِيرِ وكانَ اَحدُنقوشِها اَكثرُ مِنْ اربعِ اَصَابعَ لاتَحِلّ وَاِن كانَ اَقلَّ تَحِلُّ واِنْ زادَ مَجموعُ نُقوشِها علىٰ اَربعِ اصابعَ بِناءً علىٰ مَااَمَرَّ مِنْ اَنَّ ظاهرَ المذهَبِ عَدمُ جَمِيعِ المُتفرّقِ انتهى وقد قالَ العلامةُ الشّامِي ايْضًا اَنَّ قَدِاستَوىٰ كُلٌّ مِنَ الذهَبِ وَالفِضَّةِ وَالحَرِيرِ فِي الحُرمَةِ فَتَرْخِيصُ الحرِيرِ تَرْخِيصُ غَيرِه بدِلالةِ المُسَاوَاةِ وَيُؤيِّدُ عَدمُ الفَرقِ مَامَرَّ مِنْ اِبَاحَةِ الثَّوْبِ المَنْسُوجِ مِنْ ذهبٍ اَرْبَعَةِ اَصَابِعَ اه ملخصا فَافْهَمْ وتَثَبَّتْ اِذْبِهٖ تَحَرَّرَ مَاكانَ العَلامةُ طَحْطَاوِى مُتوَقفًا فِيهِ. واللّٰهُ تعالىٰ اعلمُ وعِلمُه وَمجدُه اتَمُّ واحكَمُ ـ

মাসআলা-১১ ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ মাসআলার ব্যাপারে অভিমত কি? মরে গেলে স্বামী নিজের স্ত্রীকে এবং স্ত্রী নিজের স্বামীকে গোসল করাতে পারবে কি না এবং

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তাকে স্পর্শ করা কেমন হবে? অর্থাৎ মৃত্যুর পর স্বামী তার স্ত্রীকে বা স্ত্রী তার স্বামীকে স্পর্শ করতে পারবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ জীবদ্দশায় স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে স্পর্শ করা সাধারণভাবে জায়েয। এমন কি সৎ নিয়তে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের লিঙ্গ স্পর্শ করলে তাতেও প্রতিদান রয়েছে। যেরূপ সায়্যিদুনা ইমামে আযম রহমাতুল্লাহি আলাইহি বর্ণনা করেছেন। অবশ্যই হায়েয এবং নিফাসের সময় স্ত্রীর নাভীর নীচ থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্পর্শ করা শায়খাইনের মতে নিষেধ। এটার উপরই ফাতওয়া। রোযা, এ'তিকাফ, ইহরাম পরিহিত হওয়া ইত্যাদি বিশেষ কারণে সাময়িকভাবে তা নিষিদ্ধ। স্ত্রী ইন্তিকালের পর স্বামী তাকে দেখতে পারবে, কিন্তু তার শরীর স্পর্শ করার অনুমতি নেই মৃত্যুর পর বিবাহ ছিন্ন হয়ে যাওয়ায়। যতক্ষণ পর্যন্ত ইদ্দতের মধ্যে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রী তার মৃত স্বামীর শরীর স্পর্শ করতে পারবে। ইদ্দত পর্যন্ত বিয়ে বাকী থাকাতে স্ত্রী তাকে গোসল দিতে পারবে। যদি ইতিপূর্বে তালাকে বায়েন না হয়ে থাকে। তানবীরুল আবসার ও দুররুল মুখতার ইত্যাদি গ্রন্থে সবিস্তারে বিবৃত। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১২ঃ ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতিগণ! যে মুসলমান আর্য সমাজে গিয়ে খানাপিনা করে, লেখালেখি করে অথবা তাদের সংস্কৃতিমূলক পত্র-পত্রিকা প্রতিদিন আনা নেওয়া ও বন্টন করে। অথচ এ সব পত্রিকায় রয়েছে কোরআন কারীম এবং রাসূলে রহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শানে প্রকাশ্যভাবে বিভিন্ন ধরনের কটুক্তি এবং আল্লাহ তা'আলার শানে বেয়াদবিমূলক শব্দের ব্যবহার। রাসূলে মাকবূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শান-মানে নাউযুবিল্লাহ হেনস্ত অনেক কটুক্তি.....(১)...। নবীন-প্রবীণ ওলামা-ই কিরামকে প্রকাশ্যভাবে গালি দেয়-যার প্রমাণ বহন করে তাদের মুখপাত্র তরকে ইসলাম, তাহযীবে ইসলাম, আর্য মুসাফির জালন্দর, আর্য মুসাফির ম্যাগাজিন, মুসাফির বাহড়াইছ,আর্য পিতর বেরীলী ও সিতিয়ারত প্রকাশ ইত্যাদিতে মওজুদ। নমুনা হিসেবে কতিপয় শব্দ লিখার ইচ্ছা থাকলেও আদবের খাতিরে তা এড়িয়ে গেলাম। এনামধারী মুসলমান যারা সে আর্য সমাজে মিলেমিশে থাকে ওদেরকে মুসলমান বলা যাবে কি না? এ ধরনের নামধারী মুসলমান যারা ইসলামের শত্রু, খোদা-রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দুশমনদের সাহায্যকারী তাদের জানাযার নামায পড়া এবং তাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়েয কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, আল্লাহ তায়ালা এর মহা প্রতিফল দান করবেন।

জাওয়াবঃ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গযব থেকে আমাদেরকে রক্ষা করুন। আলহামদু লিল্লাহ! এ অধম ওই নাপাক অভিশপ্ত শব্দগুলো দেখিনি। প্রশ্ন থেকে বুঝা যায় যে,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের অভিশপ্ত শব্দ শুরুতে প্রয়োগ হয়েছে অধম সে দিকে দৃষ্টিপাত করিনি। রাসুলের শানে বেয়াদবিমূলক শব্দগুলোতে নিজের অজান্তে চোখ পড়ে গেলে ওটাও মুসলমানের অন্তরে আঘাত হানতে পারে। এখন জাওয়াব লিখতে কাগজ ঠিক করে বসে গেছি। আল্লাহ তা'আলা যেন সে অভিশপ্ত শব্দগুলো না দেখায় এবং না শোনায়। যে নামধারী মুসলমানরা সে বেয়াদবদের সাথে খানাপিনা খায়, লেখালেখি ও মাখামাখি করে, আল্লাহ তা'আলা, কুরআনে আযীম ও হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে এ ধরনের অভিশপ্ত শব্দ, গালিগালাজ ও অশ্লীল বক্তব্য নিজের কলম দিয়ে লিখছে অথবা ছাপাচ্ছে অথবা যে কোন ভাবে তাকে সাহায্য করেছে তাদের সবার উপর আল্লাহর লা'নত। তারা আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিরোধী এবং ঈমানের দুশমন। আল্লাহর গযবের প্রজ্জ্বলিত আগুন দাউ দাউ করে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে। সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর অভিশম্পাৎ। বিশেষ করে যে সময় অভিশপ্ত শব্দগুলোকে চোখে দেখত, কলম দ্বারা লিখত, মুখ দিয়ে বের করত এবং পাথরের উপর খুঁদাত প্রতিটি মুহূর্তের উপর আল্লাহর কঠিন লা'নত এবং ফিরিশতাদের লা'নত তাদের উপর নাযিল হতে থাকে।

(টীকা-১ঃ এ স্থানে সে নাপাক শব্দসমূহ ছিল। এজন্য তা নকল করা হয়নি। আমার অত্যন্ত আশ্চায্য লাগে এ মুসলমানের ব্যাপারে যারা তাদের সাথে খানাপিনা খায়, লেখালেখি ও অপ্রিয় কিতাবগুলো রচনা করে যায়। আবার এমন সত্যনিষ্ট পাক্কা মুসলমানও আছে যারা এ কিতাবের পাণ্ডলিপিগুলোকে পড়া ত দূরের কথা বান্ডিংও করে না। পরে ওই প্রশ্নকর্তা লেখকের নিকট আসল আর্যদের দু'টি বই হাতে নিয়ে। এগুলো থেকে একেকটি জায়গার কিছু কিছু পড়ে শুনালো। একটি বইয়ে এ ঘটনা বর্ণিত ছিল যে, আর্যরা স্বীয় মাযহাবের একটি বই জনৈক মুসলমানকে বান্ডিং করতে দিলে সে ওটা কাফিরের বই বলে বাঁধতে অস্বীকার করল। যার কারণে আর্যরা খুব রাগান্বিত হয়ে মাওলভী নওয়াব সুলতান আহমদ খাঁন সাহেবের কাছে তা বর্ণনা করছেন।)

এটা আমি বলছি না স্বয়ং কুরআন বলছে

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ـ

'নিশ্চয় যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয় তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার লা'নত, তাদের জন্য তিনি লাঞ্ছনামূলক শাস্তি নির্ধারণ করে রেখেছেন।' এ সকল ভণ্ড লোকদের ধারণা যে, গুনাহ তো ওই সকল খবীছের হবে- যে লিখেছে। আমরা মাত্র নকল করছি অথবা ছাপাচ্ছি-তা মারাত্মক কুধারণা। কোন মুসলমানকে বিশ্বখ্যাত কোন ব্যক্তির মন্দ লিখা ছাপাতে বলা হলেও কখনো সে তা ছাপাবে না। সে জানে গ্রন্থকারের সাথে প্রেসের ব্যক্তিরাও গ্রেপ্তার হবে। পরাক্রমশালী আল্লাহর লা'নত ও শাস্তি খুবই কঠোর। অবশ্যই সে অশ্লীল বইয়ের লিখক, পাথর খুঁদাইকারী, বাইন্ডার ও সাহায্যকারী সবাইকে এক রশিতে বেঁধে জাহান্নামের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রজ্জ্বলিত আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন وَلَاتَعَاوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ মন্দ ও নাফরমানীর কাজে তোমরা পরস্পর সাহায্য সহযোগীতা করো না। হাদীস শরীফে এসেছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন مَنْ مَشٰى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِيْنَهٗ وَهُوَ يَعْلَمُ اَنَّهٗ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْاِسْلَامِ যে ব্যক্তি জেনে-শোনে কোন জালিমের সাথে চলাফেরা ও তাকে সাহায্য করে সে অবশ্যই ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। এটা ওই জালিমের জন্য যে কিঞ্চিত যমীন বা কারো চার পয়সা লুঠ করেছে বা কাউকে মন্দ বলেছে তার ব্যাপারে ঘোষনা হয়েছে যে, সে ইসলামের গন্ডি থেকে বের হয়ে গেছে। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসালামকে গালি দেয় ও গালি দাতাকে সমর্থন করে তারা কিভাবে মুসলমান হবে! ইমাম ত্বাবারানী ও যিয়া (রঃ) তা আউস বিন শরাহবীল থেকে বর্ণনা করেছেন।

তরীকা-ই মুহাম্মদিয়া এবং শর'হ হাদীকা-ই- নাদিয়া'র মধ্যে আছে-

مِنْ آفَاتِ الْيَدِ كِتَابَةُ مَا يُحْرَمُ تَلَفُّظُهٗ مِنْ شِعْرِ الْمَجُوْنِ وَالْفَوَاشِ وَالْقَذْفِ وَالْقَصَصِ الَّتِىْ فِيْهَا نَحْوُ ذٰلِكَ وَالْاَهَاجِىْ نَثْرًا وَنَظْمًا وَالْمُصَنَّفَاتُ وَالْمُشْتَمِلَةُ عَلٰى مَذَاهِبِ الْفِرَقِ الضَّالَّةِ فَاِنَّ الْقَلَمَ اِحْدَى اللِّسَانَيْنِ فَكَانَتِ الْكِتَابَةُ فِىْ مَعْنَى الْكَلَامِ بَلْ اَبْلَغُ مِنْهُ لِبَقَائِهَا عَلٰى صَفَحَاتِ اللَّيَالِىْ وَالْاَيَّامِ وَالْكَلِمَةُ مُذْهِبُ فِى الْهَوَاءِ وَلَا تَبْقٰى اه مختصرًا.

হাতের বিপদ হল-অশ্লীল ও অপবাদমূলক কাব্যালাপ-যা উচ্চারণ করা হারাম। বাতিল ফিরকার এরূপ অনেক পাণ্ডুলিপি রয়েছে। কলম মানুষের একটি মুখপাত্র। কাজেই লেখা আর বলা একই হুকুম; বরং লেখা আরো দীর্ঘস্থায়ী। কেননা তা যুগ যুগ ধরে থাকে। পক্ষান্তরে কথা বাতাসে উড়ে যায়-বাকী থাকে না।

এ ধরনের মারাত্মক ফাসিক যদি তাওবা না করে, তাহলে তার সাথে মেলামেশা করা না-জায়েয। তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা, উঠা-বসা করা হারাম। বিবাহ তো স্থায়ী বিষয়, তা তো হতেই পারে না। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-وَاِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطٰنُ وَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرٰى مَعَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ. যদি শয়তান তোমাকে ভুলায়ে দেয় তবে স্মরণ হবার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসো না।

যারা এ বড় গুনাহকে হালাল বলবে তার বিরূদ্ধে শরয়ীভাবে মোকাবিলা করতে হবে। সে ব্যক্তি অবশ্যই কাফির। তার স্ত্রী বিবাহ থেকে বের হয়ে যাবে। জানাযার নামায পড়া হারাম। তাকে মুসলমানের মত গোসল দেওয়া, কাফন-দাফন করা এবং দাফনের মধ্যে শরীক শামিল হওয়া, তার কবরে যাওয়া হারাম। আল্লাহ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তা'আলা ইরশাদ করেন- وَلَاتُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ তাদের মধ্য থেকে কেউ মারা গেলে তার উপর কখনো নামায পড়বেন না এবং তার কবরের নিকটও দাঁড়াবেন না।

এ অধমের নিকট পুরো ফতোয়া উপস্থাপিত হবার মুহূর্তে আমি প্রশ্নকারীকে বলে দিয়েছি-এ অভিশপ্ত শব্দগুলো হুবহু বর্ণনাও করো না। প্রশ্নকারীর অভিপ্রায় ছিল এ ফতোয়াগুলো ছাপাতে। বলে দিয়েছি এ অভিশপ্ত শব্দগুলো লিখো না।--(১) নাপাক শব্দগুলো উঠিয়ে দিয়ে সেখানে বিন্দু বিন্দু চিহ্ন দাও। সে অভিশপ্ত নাপাক শব্দগুলোতে যেন মুসলমানের দৃষ্টি না পড়ে। আল্লাহ হেফাযত করুক। আল্লাহ তা'আলাই উত্তম রক্ষক এবং তিনিই করুনাময় দয়ালু।

(টীকা-১ ঃ যে সময় হযরত সাহেব এ ফতোয়াটি সাজিয়ে পাঠালো তখন প্রশ্নকারী আমার পাশে বসা অবস্থায় ছিল। এ লিখা দেখে ওই সময় তিনি নিজের প্রশ্নপত্রে এ নাপাক শব্দসমূহকে কলম দিয়ে কেটে বলল- আমি শুধু দেখানোর জন্য এ শব্দগুলো প্রশ্নের মধ্যে নকল করেছি।)

মাসআলা-১৩ ঃ ওলামা-ই- দ্বীন! এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন- না মহরম মহিলা অন্ধ লোকদের থেকে পর্দা করা জরুরী কি না? সতর্কতামূলক পন্থা কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জওয়াব ঃ অন্ধ লোকদের থেকে পর্দা ওইভাবে করতে হবে যেমন চক্ষু বিশিষ্ট লোকদের থেকে পর্দা করা হয়। তাদের ঘরে যাওয়া এবং মহিলাদের পাশে বসা এ রকম হবে যেমন চক্ষু বিশিষ্ট লোকদের পাশে বসা। হাদীস শরীফে এসেছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَفَعُمْيَاوَانِ اَنْتُمَا তারা অন্ধ হলেও তোমরা কি দু'জনই অন্ধ। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১৪ঃ ওলামা-ই- দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ! এ মাসআলা প্রসংগে কি বলেন যে, কবুতর উড়াইয়া দেওয়া বা লালন-পালন করা, মোরগের লড়াই দেওয়া, নৌকা বাইস, ঘুড়ি খেলা, ঘুড়ি বিক্রয় করা, সূতায় মার (বোতল ইত্যাদির চূর্ণ যা ঘুড়ির সূতায় লাগানো হয়) লাগানো এসব জায়েয আছে কি না? যারা এরূপ করে তাদেরকে সালাম করা এবং সালামের জাওয়াব দেওয়া ওয়াজিব কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ কবুতর পালা জায়েয। যখন অন্য কবুতর না ধরে। কবুতর উড়াইয়া দেওয়া-ঘন্টার পর ঘন্টা তাদেরকে উড়ানো, নামতে না দেওয়া হারাম। আর মোরগের লড়াই ও ঘুড়ি কাটাকাটি দেওয়া অবৈধ। এদের মাধ্যমে সালাম শুরু করা যাবে না; জাওযাব দিতে পারবে। তবে ওয়াজিব নয়। ঘুড়ি উড়ানোতে সময় এবং সম্পদ নষ্ট হয়। তাই এটাও গুনাহের কাজের। গুনাহের আসবাব পত্র তথা ঘুড়ি, তার সূতা বিক্রয় করাও নিষেধ। বারংবার তা করলে তাদেরকেও প্রথমে সালাম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

দিবে না। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।।

মাসআলা-১৫ঃ ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ!১১ তারিখ ফাতিহা-ই গেয়ারবী শরীফে রুবা-ই (চতুর্পদী কাব্য) পড়া যাবে কি না?

রুবা-ই (চতুর্পদী কাব্য) হল -

سید وسلطان فقیر وخواجه مخدوم وغریب

بادشاه وشیخ و درویش و ولی مولانۂ

যদি এ রুবা-ই পড়া জায়েয হয় তাহলে পুরো ফাতিহা-ই গেয়ারবী শরীফের নিয়ম দয়া করে বর্ণনা করে দিন।

জওয়াব ঃ এরুবা-ই পড়বে না। এর মধ্যে কিছু শব্দ আছে যা শানে আকদাসের খেলাপ। ফাতিহা হল-ঈসালে ছাওয়াবের নাম। যা কিছু সম্ভব কোরআন শরীফ এবং দরূদ শরীফ থেকে পড়ে ছাওয়াব বখশিস করবে। আমাদের বংশীয় নিয়ম হল-সাত বার দরূদে গাউছিয়া, একবার আল হামদু শরীফ, আয়াতুল কুরছি, সাত বার সূরা এখলাছ, তারপর তিন বার দরূদে গাউছিয়া পড়তে হবে। আর দরূদে গাউছিয়া হল-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

আমি অধম আরো একটু বৃদ্ধি করেছি

وَعَلٰى اٰلِهِ الْكِرَامِ وَاُمَّتِهِ الْكَرِيْمِ وَابْنِهِ الْكَرِيْمِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ-

মাসআলা-১৬ ঃ ওলামা-ই- দ্বীনের অভিমত কি যে, হুক্কার পানি দিয়ে কখন ও কোন অবস্থায় ওযু করা যাবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যখন সাধারণ পানি পাওয়া না যায় তখন এ পানিও সাধারণ পানি হিসেবে ধর্তব্য। এটা থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম জায়েয হবে না। হুক্কার পানি থাকা অবস্থায় তায়াম্মুম দ্বারা নামায পড়লে তা বাতিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১৭ঃ ওলামা-ই দ্বীন! সূতার তৈরী মোজার উপর মসেহ করা জায়েয হবে কি না? মতামত দিন। বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জওয়াবঃ সূতা বা পশমের মোজা যেমন আমাদের দেশে অধিক প্রচলিত। এগুলোর উপর মসেহ করা কারো নিকট দুরস্ত নয়। চামড়া নির্মিত অর্থাৎ টাখনা পর্যন্ত চামড়ার তৈরী নয়। তলা চামড়ার তৈরী নয়। এমন পুরু এবং মজবুত নয়-তা পরিধান করে ভ্রমণ করলে নষ্ট হয়ে যায়। পায়ের উপর পানি স্বীয় পুরুত্বের কারণে আটকে থাকে না; ঢুকে পড়ে -এমন মোজার ওপর তায়াম্মুম বৈধ নয়। পানি পড়লে ভেতরে ঢুকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

না ও চুষে না এমন মোজা হতে হবে। যে মোজা এ তিনটি গুণ তথা চামড়া, আবরণকারী জুতা এবং পুরু বা মোটা হওয়া থেকে মুক্ত হয় এর উপর মসেহ করা সর্বসম্মতিক্রমে না-জায়েয। হ্যাঁ,যদি এর উপর চামড়া দেওয়া হয় অথবা চামড়ার তলা লাগানো হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে অথবা কোন ভাবে পুরু করা হলে সাহেবাঈনের নিকট মসেহ করা জায়েয। এটার উপরই ফাতওয়া। উপরোক্ত কথার সমর্থনে মুনিয়া এবং গুনীয়া'র ইবারত নিম্মে উল্লেখ করলাম-

وَالْمَسْحُ عَلٰى الْجَوَارِبِ لَا يَجُوْزُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيفَةَ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَا مُجَلَّدَيْنِ اَىْ اِسْتَوْعَبَ الْمُجَلَّدُ مَا يَسْتُرُ الْقَدَمَ اِلَى الْكَعْبِ (او مُنَعَّلَيْنِ) اى حُمِلَ الْجِلْدِ عَلٰى مَا يَلِىْ الارضَ مِنْهَا خَاصَّةً كَالنعلِ لِلرِّجلِ (وَقالَا يَجُوْزُ اِذَا كَانَا ثَخِيْنَيْنِ لَا يَشُفَّانِ) فَاِنَّ الْجَوَارِبَ اِذَا كَانَ بِحَيْثُ لَا يُجَاوِزُ الماءُ مِنْهُ اِلَى الْقَدَمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْاَدِيْمِ وَ الصَّرْمِ فِىْ عَدْمِ جَذْبِ الْمَاءِ اِلٰى نفسهِ اِلَّا بعدَ لبثٍ وَذٰلِكَ بِخِلَافِ الرَّقِيْقِ فَاِنَّه يَجْذُبُ الْمَاءَ وَيَنفُذُهُ اِلَى الرِّجْلِ فِى الْحَالِ (وَعَليهِ) اَىْ عَلٰى قَوْلِ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ (الفَتوٰى وَالثَّخِيْنُ اَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَشُدَّ بِشَيْءٍ) هٰكَذَا فَسَّرَهُ كُلُّهُمْ وَيَنْبَغِىْ اَنْ يُقَيَّدَ بِمَا اِذَا لَمْ يَكُنْ ضَيِّقًا فَاِنَّه نُشَاهِدُ مَا يَكُوْنُ فِيْهِ ضِيْقٌ يَسْتَمْسِكُ عَلَى السَّاقِ مِنْ غَيْرِ شَدٍّ وَالْحَدُّ بِعَدْمِ جَذْبِ الْمَاءِ اَقْرَبُ وَبِمَا يُمْكِنُ فِيْهِ مُتَابَعَةُ الْمَشْىِ اَصْوَبُ وَقَدْ ذَكَرَ نَجْمُ الدِّيْنِ زَاهِدِىْ عَنْ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ الْحَلْوَانِىْ اَنَّ الْجَوَارِبَ مِنَ الْغَزْلِ وَالشَّعْرِ مَا كَانَ رَقِيْقًا مِنْهَا لَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ اِتِّفَاقًا اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ مُجَلَّدًا اَوْ مُنَعَّلًا وَمَا كَانَ ثَخِيْنًا مِنْهَا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مُجَلَّدًا اَوْ مُنَعَّلًا فَمُخْتَلَفٌ فِيْهِ وَمَا كَانَ فَلَا خِلَافَ فِيْهِ مُلْتَقِطًا قُلْتُ وَهٰهُنَا وَهْمٌ عَرَضَ لِلْمَوْلٰى الْفَاضِلِ اَخِىْ يُوْسُفَ چَلْپِى فِى حَاشِيَةِ شَرْحِ الْوِقَايَةِ فَلَا عَلَيْكَ مِنْهُ بَعْدَ مَا سَمِعْتُ نَصَّ امام الشَّانِ شَمْسِ الْاَئِمَّةِ وَكَذٰلِكَ نَصٌّ فِى الْخُلَاصَةِ بِمَا يَكْفِىْ لِاِزَاحَةٍ كَمَا حَقَّقَهُ فِى الْغُنْيَةِ وَذَكَرَ طَرْفًا مِنْهُ فِىْ رَدِّ الْمُحْتَارِ فَرَاجِعْهُمَا اِنْ شِئْتَ. واللّٰهُ سُبحانه وَتَعالٰى اَعلَمُ.

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-১৮ ঃ ওলামাই-ই দ্বীন! এ মাসআলা প্রসংগে কি বলেন? এক ব্যক্তির উপর জানাবত বা স্বপ্নদোষের গোসল ফরয হওয়া অবস্থায় যায়দ নাম্মী ব্যক্তি সামনে আসল। তাকে সালাম দিল। এখন তার জাওয়াব দেবে কি না? মনে মনে আল্লাহর বাণী বা দরূদ শরীফ পড়লে জায়েয হবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ অন্তরে কাল্পনিকভাবে মুখ নড়াচড়া ব্যতিত কোরআন মজীদও পড়তে পারবে। জানাবত অবস্থায় পড়া জায়েয হবে না যদিও চুপে চুপে হয়। আর দরূদ শরীফ পড়তে পারবে; কিন্তু কুলি করার পর পড়া উচিত। সালামের জাওয়াব দিতে পারবে তবে তায়াম্মুম করার পর জবাব দেয়া উত্তম। যেমনিভাবে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছিলেন। তানবীর গ্রন্থে আছে- لَا يُكْرَهُ النَّظَرُ اِلَيْهِ (اى القرآن) لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ كَالْاَدْعِيَةِ জুনুব, ঋতুস্রাব ও নেফাসের সময় কুরআনের দিকে তাকানো মাকরূহ নয়। যেরূপ দোয়া, নাপাক অবস্থায় দোয়া পড়া যায়।

রাদ্দুল মুহতার'র মধ্যে আছে-

نَصَّ فِىْ الْهِدَايَةِ عَلٰى اِسْتِحْبَابِ الْوُضُوْءِ لِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى

হিদায়া'য় রয়েছে-আল্লাহর যিকরের জন্য অজু করা মুস্তাহাব।

আরো আছে- وَتَرْكُ الْمستحَبِّ لَا يُوْجِبُ الكراهةَ. মুস্তাহাব পরিত্যাগ করলে মাকরূহ হয় না। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-১৯ ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ মাসআলার ব্যাপারে অভিমত কি যে, কোন কিতাবে অথবা সংবাদ পত্রে কিছু কোরআনের আয়াত থাকলে সেগুলোকে অযুবিহীন স্পর্শ করা বা পড়া জায়েয হবে কি না?

জাওয়াবঃ কিতাব বা সংবাদ পত্রে যে স্থানে কোরআনের আয়াত লিখা আছে বিশেষ করে সে স্থানে অযুবিহীন হাত লাগানো জায়েয নেই। যেই দিকে আয়াত লিখা আছে সে দিকে ও তার উল্টো পৃষ্ঠায় হাত লাগানো নাজায়েয। বাকী পাতার মধ্যে স্পর্শ করাতে কোন অসুবিধা নেই। ওযুবিহীন কুরআন পড়া জায়েয। জুনুবী হলে তখন হারাম। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

মাসআলা-২০ ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ সব মাসআলায় অভিমত কি? (ক) মা'যূর ব্যক্তি সকালের ওযূ দিয়ে এশরাকের নামায পড়তে পারবে কি না? (খ) মা'যূর ব্যক্তি শেষ ওয়াক্তে নামায শুরু করতঃ অন্য ওয়াক্তে পরিপূর্ণ করে। যেমন যোহরের নামায আসরের পূর্বে পড়ে আর আসরের নামায মাগরীবের পূর্বে পড়ে, তাহলে নামায হবে কি না? না কাযা পড়তে হবে? নাকি কাযা পড়তে হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য ওয়াক্ত প্রবেশ না করে। আগে প্রথম ওয়াক্তের নামায পড়বে তারপর অন্য সময়ের নামায পড়বে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জাওয়াবঃ (ক) ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়া মা'যুরের জন্য ওযূ ভঙ্গের কারণ। হ্যাঁ , এশরাকের ওযূ দিয়ে যোহরের শেষ সময় পর্যন্ত ফরয নফল নামায পড়তে পারবে। নামাযের ওয়াক্ত প্রবেশ করা ওযূ ভঙ্গের কারণ নয়। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

(খ) সর্ব সম্মতিক্রমে নামায বাতিল হয়ে গেছে। কারণ ওয়াক্ত বের হওয়া এবং প্রবেশ করা উভয়টা পাওয়া গেল। তাহলে নামাযের মাঝখানে ওযূ চলে গেল। হ্যাঁ,যদি শেষ বৈঠকের পরে সালাম ফিরানোর আগে চলে যায় তাহলে সাহেবাইনের মতে নামায হয়ে যাবে। আর ইমাম আযমের মতে হবে না। মাসায়েলে ইছনা আশারিয়া'র মধ্যে অনুরূপ বর্ণিত আছে। যদি সময় অল্প থাকে এবং নামাযের মাঝে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার ভয় হয় তাহলে ওয়াজিব কার্যাদির উপর সংক্ষেপ করবে। যেমন ছানা, তাউয, দরুদ, দোয়া ছেড়ে দেবে। রুকু এবং সিজদার মধ্যে শুধুমাত্র একবার সুবহানাকা পড়বে। আর যদি ওয়াজিবসমূহ ছেড়ে দেওয়ার পরও ওয়াক্ত চলে যাওয়ার সন্দেহ থাকে তাহলে সূরা ফাতিহার স্থানে শুধুমাত্র এক আয়াত পড়বে। উদ্দেশ্য হল কোন মতে ফরয আদায় করা। ওয়াক্ত বের হয়ে যাওয়ার আশংকা হলেও এ সন্দেহ দ্বারা ওয়াক্ত শেষ হয়ে গেছে বিধায় ওযূ ভঙ্গ হয়েছে- ধরা যাবে না। لِأَنَّ الْيَقِيْنَ لَا يَزُوْلُ بِالشَّكِّ কারণ দৃঢ় বিশ্বাস সন্দেহের কারণে দূরীভুত হয় না। হ্যাঁ, যদি ফরযসমূহের উপরও সংক্ষিপ্ত করার পরও ওয়াক্ত বের হয়ে যাওয়ার পূর্ণ বিশ্বাস হয় তাহলে যদি কোন ইমামের মতে নামায হয়ে যাবে বলে অভিমত পাওয়া গেলে তার অনুসরণ করবে। فَإِنَّ الْاَدَاءَ الْجَائِزَ عِنْدَ الْبَعْضِ اَوْلٰى مِنَ التَّرْكِ 'কারো কারো মতে ত্যাগ করার চেয়ে নামায পড়ে নেয়া উত্তম।' তারপর কাযা পড়ে নেবে। কাযা করার ক্ষেত্রে অন্য মাযহাবের দিকে প্রত্যাবর্তনের সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-২১ঃ ওলামা-ই দ্বীন! অভিমত কি? জানাবতের অবস্থায় যদি ঘাম বের হয়ে কাপড় ভিজে যায় তাহলে নাপাক হয়ে যাবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াব ঃ নাপাক হবে না। জানাবতের অবস্থায় নির্গত ঘাম তার মুখের লালার মত পবিত্র। দুররুল মুখতারে রয়েছে-

سُؤْرُ الْاٰدَمِيِّ مُطْلَقًا وَلَوْ جُنُبًا اَوْ كَافِرًا طَاهِرٌ وَحُكْمُ الْعَرَقِ كَسُؤْرِ

জুনুবী,কাফির যাই হোক; সাধারণতঃ মানুষের উচ্ছিষ্ট পাক। ঘামের বিধান উচ্ছিষ্টের মত। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-২২ ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ মাসআলা প্রসংগে কি বলেন যে, বাঁটিকে রঙানো কাপড়ের মাধ্যমে নামায পড়া দুরস্ত হবে কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জাওয়াব ঃ বাদামী রঙের বাঁটিক কাপড় পরলে কোন ক্ষতি নেই। রঙিন বাঁটিক থেকে বেঁচে থাকা উত্তম। তারপরও এতে নামায না হওয়ার ফতোয়া দেওয়া আজ-কাল খুব অসুবিধাজনক। তেমন অসুবিধা না থাকলেও সাধারণতঃ সহজতা অবলম্বন করা বাঞ্চনীয়। বিশেষ করে পাক-নাপাকের মাসআলায়। তাই এ মাসআলায় ইমাম আযম আবু হানিফা এবং ইমাম আবূ ইউছুফ রাদ্বিআল্লাহ আনহুমার অভিমতকে ত্যাগ করার কোন কারণ নেই। আমাদের মাযহাবের ইমামদের মতে বাঁটিক করা কাপড় পরে নামায নিঃসন্দেহে জায়েয। এ অধম বর্তমানে এরূপ ফতোয়া দেওয়া পছন্দ করি। আমার ফতোয়ার কিতাবে এ মাসআলা প্রসংগে বিশদ আলোচনা করেছি। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-২৩ ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ মাসআলার ব্যাপারে কি অভিমত যে, নাপাক থাকার সম্ভাবনাময়ী নরম মেট্রেস নিচে বিছানো আছে। এর উপর পবিত্র রজাই বিছানো হল। বৃষ্টির পানি টপকিয়ে মেট্রেস-রজাই খুব ভিজে গেল। রজাই পায়ের নীচ পর্যন্ত বিস্তৃত। মেট্রেসের উপর রজাই বিছানো। এঅবস্থায় সে রজাইয়ের হুকুম কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াব ঃ সন্দেহের কারণে কোন বস্তু নাপাক হয়ে যায় না। কারণ বস্তুর প্রকৃত অবস্থা পাক। واليقين لا يزول بالشك সন্দেহের দ্বারা দৃঢ় বিশ্বাস দূরীভূত হয় না। হ্যাঁ, প্রবল ধারণার ভিত্তিতে বিশুদ্ধ প্রমাণ থাকতে হবে। ইসলামী আইন শাস্ত্রীয় বিষয় ইয়াকীনের সাথে সম্পৃক্ত; সন্দেহের সাথে নয়। নিম্মোক্ত তিনটি শর্তে মেট্রেস থেকে রজাই নাপাক হওয়ার বিধান আরোপ করা হবে।

ক.যদি মেট্রেসে কোন নাপাক আছে বলে জানা যায় এবং এটাও জানা যায় যে, রজাই মেট্রেসের সে নাপাক অংশের সাথে বিশেষভাবে লাগানো। সেটা এত বেশি ভেজা ছিল যে, তা থেকে রজাই পর্যন্ত ভিজে গেছে।

খ.অথবা রজাইয়ের আদ্রতা মেট্রেসের নাপাক অংশকে ভিজিয়ে দেয়। মোটকথা হল-নাপাক স্থানটি ভিজা হোক বা অন্য বস্তুটি হোক যা তার সাথে লাগানো। যদি নাপাকের স্থান এমন আদ্র হয় যা থেকে নাপাক অন্যত্র অনায়াসে পৌছে যেতে পারে এবং তা চুপষে গিয়ে অন্য কাপড়কেও নাপাক করে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে যদি শুধু ঠান্ডা ছড়ায়ে পড়লে তাকে স্থানান্তর বলা যায় না। এরূপ হলে তা অন্য বস্তুকে নাপাক করবে না।

গ.কোন বস্তু যদি এত ভিজা হয় যা নিংড়ানো হলে জলবিন্দু টপকে পড়ে। এ ধরনের বস্তুর আদ্রতা অন্য বস্তু পর্যন্ত পৌছে যায়।

এ তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে রজাই পর্যন্ত নাপাক অতিক্রম করার হুকুম দেওয়া যাবে। কাজেই শরীআতের দৃষ্টিতে নাপাক এক দিরহাম থেকে অতিরিক্ত হলে রজাইকে নাপাক ধরা হবে। তার উপরে নামায পড়া জায়েয হবে না। অন্যথায়

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ক্ষমাযোগ্য। যদি এক দিরহাম পরিমাণ নাপাক হলে নামায মাকরুহ তাহরিমী আর তার চেয়ে কম হলে মাকরুহ তানযীহ হবে। যদি এ তিনটি শর্তের কোন একটির মধ্যে ঘাটতি হলে রজাইকে মুল অবস্থায় পবিত্রতার উপর অবশিষ্ট এবং আগাগোড়া পবিত্র বলা হবে। উদাহরণ স্বরূপ নাপাক হওয়াটা সন্দেহযুক্ত (মাশকূক)হলে অথবা রজাই নির্দিষ্ট নাপাক স্থানের সাথে মিলেছে কি না তা জানা নেই। অথবা যে আদ্রতা রজাই থেকে অর্জন করেছে অতিক্রম করার উপযুক্ত ছিল না। এ সব অবস্থায় রজাইকে সাধারণভাবে পবিত্র বলা যাবে। 'রাদ্দুল মুহতার'র বিবৃতি- যে ভিজা সন্দেহমুক্ত নয়, যা মোচড়ালে পানি টপকায় না এবং নিংড়ালে কিছু বের হয় না, তবে শুকনা কাপড়ে নাপাক পৌঁছতে পারে তাহলে তা ধুয়ে নিতে হবে। ইমাম যীলী'র অভিমত হল-যা মোচড়ানো হলে পানি টপটায় না তা স্থানান্তর হয় না। ভিজা বস্তুর কারণে তা আদ্রময় হলেও তা নাপাক হবে না। তা-তারখানিয়া থেকে বর্ণিত-যখন কোন ব্যক্তি তার পা ধুয়ে জুতা ছাড়া নাপাক জমিতে চলে তখন তার পায়ের আদ্রতায় ভূপৃষ্ঠ ভিজে কালো হয়ে যায়। যদি ভূপৃষ্ঠের আদ্রতার প্রভাব তার পায়ে প্রকাশ না পায় তাহলে তার নামায বৈধ। যদি পানি আদ্রতা ভূপৃষ্ঠে প্রকাশ পায় ফলে জমি ভিজে কাদা হয়ে যায় আর সে কাদা তার পায়ে লাগলে তার নামায জায়েয হবে না।

আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-২৪ঃ ওলামা-ই দ্বীনের অভিমত কি যে, মৃত প্রাণীর হাড্ডি পাক কি না? তবে প্রত্যেক প্রাণীর শিং পাক। যদি মিসওয়াকের মধ্যে হাতির দাঁতের হাড্ডি হলে কেমন হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ প্রত্যেক প্রাণীর হাড্ডি পবিত্র। হালাল প্রাণী হোক বা হারাম প্রাণী। যবেহকৃত হোক বা মৃত হোক; মৃত শরীরের উপর কোন আদ্রতা না হলে শুকর ছাড়া সবকিছু পাক। শুকরের সমস্ত জিনিষ নাপাক। মিসওয়াকের মধ্যে হাতীর দাঁতের হাড্ডি হলে কোন অসুবিধা নেই। হ্যাঁ! তা বাদ দেওয়া উত্তম। ইমাম মুহাম্মদ তার খেলাপ বলেছেন। কেননা তার মতে- হাতীও শুকরের মত নাপাক। দুররুল মুখতারে আছে شعر الميتة غير الخنزير و عظمها طاهر শুকর ছাড়া প্রত্যেক মৃত্য প্রাণীর চুল পাক। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-২৫ঃ ওলামা-ই-দ্বীন এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রস্রাব পাক কি না? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ মানুষের বাচ্ছা যদিও বা বয়স একদিন হয় তাদের প্রস্রাব নাপাক। যদিও বা শিশু হয়। এ মাসআলাটি ফিকহ'র মূল ও ব্যাখ্যাগ্রন্থে পাওয়া যায়। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-২৬ঃ ওলামা-ই-দ্বীন এ মাসআলা প্রসংগে কি বলেন যে, লেপ-তোষক

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইত্যাদি রুইযুক্ত কাপড় নাপাক হয়ে গেলে ওই রুইসহ ধৌত করতে হবে,না রুই খুলে কাপড়কে পৃথক পৃথক করে ধৌত করে পাক করতে হবে? বিস্তারিত বর্ণনা করুন, প্রতিদান দেয়া হবে।

জাওয়াবঃ যে কাপড় মোচড়ানো যাবে যেমন হালকা তোষক,রজাই ইত্যাদি সেগুলো ধোয়ার কারণে পাক হয়ে যায়। অন্যথায় প্রবাহিত পানিতে রাখবে। অথবা তার উপর পানি ঢেলে দেবে যতক্ষণ নাপাক দূর না হয়। অথবা তিনবার ধৌত করবে আর প্রত্যেকবার এতটুকু অপেক্ষা করতে হবে যাতে প্রথমকার পানি বের হয়ে যায়। দুররুল মুখতার'র মধ্যে আছে-

يطهر محل غير مرية بغلبة ظن غاسل طهارة محلها بلا عدد به يفتى و قدر ذالك لموسوس بغسل عصر ثلثا فيما ينعصر و تثليث جفاف اى انقطاع تقاطر فى غيره مما ينشرب النجاسة و هذا كله اذا اغتسل فى غدير او صب عليه ماء كثير او جرى عليه الماء طهر مطلقا بلا شرط عصر و تخفيف وتكرار غمس هوا المختار

অর্থাৎ যে সব নাপাক দেখা যায় না সেগুলোকে ধৌতকারী কয়েকবার ধুইলে পাক হয়ে গেছে বলে তার প্রবল ধারণা হলে তা পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হবে। এটাই ফতোয়া। চাক্ষুষ নাপাককে তিনবার মোচড়ে পানি বাহিত করে ধৌত করতে হয়। প্রত্যেকবার এমনভাবে মোচড়াতে হবে যাতে পানি ঝরা বন্ধ হয়ে যায়। তবে পুকুরে বা তার উপর বেশি পানি প্রবাহিত করলে বা কয়েকবার পানিতে চুপষে নিলে সাধারণত তা পাক হয়ে যাবে। তাতে মোচড়ানো বা বারংবার পানিতে ডুবানোর শর্ত নেই।

নাপাক লেপের সূতা ধুইলে অবশ্যই পবিত্র হয়ে যায়। ধুনে রশি বানিয়ে পাক করা সহজ হয়। ওটাতে মোচড়ানো খুব সহজ।

মাসআলা-২৭ঃ ওলামা-ই-দ্বীন এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, হালওয়ার কড়াইকে কুকুর লেহন করলে ওই কড়াইয়ের মধ্যে শিরনী পাকালে এবং দুধ গরম করলে সে দুধ অথবা শিরনী খাওয়া-দাওয়া করা দুরস্ত হবে কি না?

জাওয়াবঃ পাক-নাপাকের ব্যাপারে শরীআতের স্পষ্ট সূত্র হল যে, সন্দেহের মাধ্যমে নাপাক প্রমাণিত হয় না। যেই নির্দিষ্ট জিনিস থেকে নাপাক প্রমাণিত ওই নির্দিষ্ট বস্তুই নাপাক ও হারাম। ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন به ناخذ مالم نعرف شيئا حراما بعينه যতক্ষণ কোন বস্তুকে নির্দিষ্টভাবে হারাম হিসেবে জানব না ততক্ষণ আমরা তা গ্রহণ করব না।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এ মাসআলার বিস্তারিত আলোচনা আমার পুস্তিকা 'আল-আহলা মিনাস সুকার' এর মধ্যে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-২৮ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, আঙ্গুলে নাপাক লাগলে আর ওটাকে জিহবা দিয়ে ছেঁটে নিলে আঙ্গুলও পাক হবে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ করলে মুখ ও জিহবা উভয়টি পাক হবে কি না?

জাওয়াবঃ আঙ্গুল লেহন করে পাক করা নোংরা লোকের কাজ। ওটাকে জায়েয মনে করা শরীআতের উপর জঘন্য অপবাদ, ধোঁকাবাজি, হালালকে হারাম জানা এবং ইসলাম নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। এতে মুখও পাক হবে বলা একেবারে মিথ্যা। ময়লা লেহন করার ফলে অবশ্যই মুখ নাপাক হয়ে যাবে। যদিও বার বার থুথুর মাধ্যমে ফেলে দেয়। অন্তত নাপাকের প্রভাব মুখ দিয়ে সব পেঠের ভিতর চলে যায়। এ লেহন করা সে জায়েয বলবে যে ব্যক্তি নাপাকী খায়।

الخبيثت للخبيثين والخبيثون للخبيثت والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرء ون ممايقولون

অপবিত্র নারীরা অপবিত্র পুরুষদের জন্য এবং অপবিত্র পুরুষেরা অপবিত্র নারীদের নিমিত্তে। পবিত্র নারীগণ পবিত্র পুরুষদের জন্য এবং পবিত্র পুরুষগণ পবিত্র নারীদের নিমিত্তে। তারা সে সব উক্তি থেকে মুক্ত যেগুলো এসব লোক বলেছে। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

মাসআলা-২৯ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ মাসআলা প্রসংগে কি বলেন যে, হিন্দু সম্প্রদায় থেকে খাদ্য দ্রব্য যেমন দুধ, দই, ঘি, তরকারী, শিরনী ইত্যাদি তরল বা শুষ্ক জিনিষ ব্যবহার করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিকট বৈধ না অবৈধ। কুরআনের আয়াতে রয়েছে انما المشركون نجس 'মুশরিকরা নাপাক'। উল্লেখিত জিনিষগুলো শিয়াদের হলে সে সম্পর্কে মতামত কি? মুজাদ্দিদ সাহেবের ফতোয়া কি?

জাওয়াবঃ আয়াতে করীমা انما المشركون نجس এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল-মুশরিকরা ধর্ম ও আত্মাগত নাপাক। শরীর যদিও নাপাকমুক্ত হয়। অন্যথায় বাহ্যিকভাবে নাপাক হবে না। ফিকহের সব মূল ও ব্যাখ্যা গ্রন্থে এ প্রসংগে সুস্পষ্ট ফতোয়া বিদ্যমান। হিন্দুদের গোস্ত তো অবশ্যই হারাম। কিন্তু কোন মুসলমান আল্লাহর নামে যবেহ করেছে। আর তৈরীর সময়, ঢুকানোর সময়, আনা নেওয়ার সময় মুসলমানদের দৃষ্টির আড়াল হয় না। কোন না কোন একজন মুসলমান দেখতে ছিলো। তখন হালাল; অন্যথায় হারাম। আর অন্যান্য জিনিষসমূহে ময়লা এবং হারাম হওয়া বাস্তবিকপক্ষে প্রমাণিত হলে সেগুলো নাপাক ও হারাম। তা নাহলে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পবিত্র এবং হালাল। যে কোন বস্তুর প্রকৃত অবস্থা হল পবিত্রতা এবং হালাল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- خَلَقَ لَكُمْ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا জগতে যা কিছু বিদ্যমান সব তোমাদের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যতক্ষণ তার মূল অবস্থা কোন কারণে দূরীভূত না হয়। ফিকাহবিদ ইমাম মুহাম্মদ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন- بِهٖ نَاخُذُ مَالَمْ نَعْرِفْ شَيْئًا حَرَامًا بِعَيْنِهٖ 'কোন বস্তু সুস্পষ্টভাবে হারাম না জানা পর্যন্ত আমরা তা গ্রহণ করব। কিন্তু এতে সন্দেহ নেই যে, হিন্দু সম্প্রদায় বরং সকল কাফির অধিকাংশ সময় লিপ্ত থাকে ময়লা-নোংরায়। অধিকাংশ ময়লাও তাদের নিকট পবিত্র। এমন কি হিন্দু সম্প্রদায়ের ধারণা মতে ময়লাও পবিত্র। সুতরাং যেখানে মারাত্মক অসুবিধা না হয় তা থেকে বেছেঁ থাকা উত্তম। ফতোয়া জায়েযের উপর আর তাকওয়ার দাবী পরহেজ করা। রাফিজী-শিয়াদের ধারণা ভ্রান্ত। এমাসআলায় হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী সাহেবের অভিমত এ মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না।

মাসআলা-৩০ঃ লাওহে মাহফুয সম্পর্কে ওলামা-ই দ্বীনের অভিমত কি?

জাওয়াবঃ আরশের নিচে একটি স্থানের নাম-যার প্রশস্ততা পাঁচশত বৎসরের রাস্তা। এর মধ্যে লিপিবদ্ধ রয়েছে আদ্যোপান্ত সব কিছু।

মাসআলা-৩১ঃ ওলামা-ই দ্বীন এমাসআলা প্রসংগে কি বলেন যে, যা কিছু লাওহে মাহফুযে লিখিত আছে তার পরিবর্তন হয় কি না?

জাওয়াবঃ সঠিক কথা হল যে, লাওহে মাহফুয সব পরিবর্তন পরিবর্ধন থেকে মুক্ত। রদবদল ফিরিশতাদের পান্ডুলিপিতে হয়। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।

মাসআলা-৩২ঃ ওলামা-ই দ্বীনের অভিমত কি যে, আল্লাহ তা'আলার দুনিয়ায় সৃষ্টির পরে কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু হবে সব কিছু কি এক সাথে আনজাম দিয়েছেন নাকি ধীরে ধীরে?

জাওয়াবঃ রহিতকরণ সহীফার মধ্যে হয়; লাওহে মাহফুযে নয়।

كُلُّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ مُسْتَطَرٌ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَاهُوَ كَائِنٌ

ছোট-বড় সব কিছু লিপিবদ্ধ,যা হওয়ার সে সম্পর্কে কলম অনড়। আল্লাহই সর্বাধিক জানেন।

মাসআলা-৩৩ঃ ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতিগণ!এ মাসআলায় অভিমত কি যে, হাদীস শরীফে স্বপ্রমাণিত جَفَّ الْقَلَمُ 'কলম অনড়'। আর অভিজ্ঞাতার আলোকে জানা যায় যে, যা কিছু হওয়ার কথা তা হয়ে গেছে মানুষের চেষ্টা সাধনায় কোন লাভ নেই-তা কি সত্য?

জাওয়াবঃ বিশ্ব জগত হল আসবাব আর সবব মুসব্বব সব সাধারণতঃ নির্ধারিত। তাদবীর পরিত্যাগ করা খুবই বোকামীর কাজ। এর উপর নির্ভর করে বসে থাকা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ভ্রষ্টতা। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জানেন।

মাসআলা-৩৪ঃ ওলামা-ই দ্বীনের অভিমত কি যে, আযলী দুর্ভাগা মানুষ চেষ্টার ফলে সৌভাগ্যবান হতে পারে কি না? আর আযলী সৌভাগ্য খারাপের সংস্পর্শের প্রভাব পড়ে কি না?

জাওয়াবঃ না,আযলী দুর্ভাগা সৌভাগ্যবান, আর আযলী সৌভাগ্যবান দুর্ভাগা হতে পারে না। আযলী সৌভাগ্যবানের উপর খারাপ সংস্পর্শের প্রভাব পড়া আর আযলী দুর্ভাগার উপর পূণ্যবানের সংস্পর্শের প্রভাব পড়া সম্ভব। কিন্তু পরিণাম তারই উপরই হবে-যার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৩৫ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু হচ্ছে এবং হবে তা কি ফিরিশতা, বিচরণকারী ফিরিশতা এবং উকূলে আশরার মাধ্যমে হতে চলেছে; না প্রতি মুহূর্তে মহান স্রষ্টা, প্রজ্ঞাময় খোদা স্বয়ং কোন অসীলাবিহীন সৃষ্টি করে দেন?

জাওয়াবঃ আল্লাহু আকবর! প্রকৃত বিচারক মহান আল্লাহ তা'আলা কারো থেকে সাহায্য চাওয়া-নেওয়া হতে পূতঃপবিত্র। তিনি কার থেকে সাহায্য চাইবে? তিনিই তো একক বিচারক, একক সৃষ্টিকর্তা, একক নিয়ন্ত্রক। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। তিনি উপকরণশীল জগতে সর্বক্ষেত্রে ফিরিশতাদেরকে একেক কর্মে নিয়োগ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন والمدبرات امرا সে ফিরিশতাদের শপথ! যারা কাজের আনজামদাতা।

ওলামা-ই কিরামগণ বলেন-প্রথমে কিছু কাজ নক্ষত্রতুল্য পূণ্যাত্মাদের সাথে সম্পর্কিত ছিল। হুযুর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যমানা থেকে সে সব কাজ তাঁদের দায়িত্বে নেই। এখন ফিরিশতাগণ রয়েছেন সে ইন্তিজামে। দার্শনিকরা উকূলে আশারার মাধ্যমে যে সব কিছু পরিচালিত মানে তা বাতিল। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।।

মাসআলা-৩৬ঃ ওলামা-ই দ্বীনের অভিমত কি যে, যায়দ নাম্মী ব্যক্তি স্বীয় রিসালায় লিখেছে যে, গণক যে অদৃশ্যের অবস্থা বলে তা বিশ্বাস করা কুফরি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরও কি অদৃশ্যের জ্ঞান ছিল না? যায়দের আনিত এ উভয়টি আকীদা পূর্বসূরী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা ছিল কি না?

জাওয়াবঃ হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার জন্য। সত্ত্বাগত ইলম যা কারো প্রদত্ত নয় এবং সাধারণত বিশ্লেষণমূলক ইলম আল্লাহ তা'আলার নিকট রক্ষিত, আল্লাহ তা'আলার জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু আল্লাহ প্রদত্ত অদৃশ্যের সাধারণ জ্ঞান অবশ্যই সকল নবীগণের জন্য প্রমাণিত। নবীগণের সে জ্ঞান অস্বীকার করা তাদের নবুওয়াত ইনকার করা। ইমাম গাযযালী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন النَّبِيّ هُوَ الْمُطَّلِعُ عَلَى الْغَيْبِ। অর্থাৎ নবী বলা হয়-যিনি অদৃশ্যের খবর রাখেন। হযরত ইবন জরীর ইবন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুনযির, ইবন আবী হাতেম এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের ছাত্র আবূ শায়খ ইমাম মুজাহিদ রাদ্বিআল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত,

اِنَّهُ قَالَ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى وَلَئِنْ سَئَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ اِنَّمَاكُنَّانَخُوْضُ وَنَلْعَبُ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ يُحَدِّثُنَا مُحَمَّدٌ اَنَّ نَاقَةَ فُلَانٍ بِوَادِىْ كَذَا وَكَذَا وَمَايَدْرِيْهِ بِالْغَيْبِ.

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি উস্ট্রী হারিয়ে গেলে তা খোঁজাখুঁজি করতে ছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়সাল্লাম বললেন-উটনীটি অমুক বনের অমুক স্থানে আছে। এতে এক মুনাফিক বলল- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন যে, উটনী অমুক জায়গায় আছে। হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি গায়ব জানেন? এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা অত্র আয়াতখানা অবতীর্ণ করে বলেন যে, তারা কি আল্লাহ, তাঁর নির্দশনসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে ঠাট্টা করতেছে। বাহানা করো না। তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছো। তোমরা যারা সাধারণভাবে তা অস্বীকার করবে নিঃসন্দেহভাবে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি ইলমে যাতী, সর্ব প্রকারের ইলম আল্লাহরই জ্ঞাত বলে তা-বীল করে তাহলে কুফরী থেকে বেছে যাবে। কিন্তু নবীর শানে আকদাসের ব্যাপারে এ ধরনের সংশয়মূলক কথা বললে তার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি আসবে। তার প্রকাশ্য কথা প্রকৃতপক্ষে সেটাই-যা ওই মুনাফিক বলেছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাকে কুফরীর ফতোয়া দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মাসআলা-৩৭ঃ ওলামা-ই দ্বীনের অভিমত কি যে, হুক্কা ব্যবহার প্রসংগে সঠিক বিশ্লেষণ কি?

জাওয়াবঃ সঠিক কথা হল যে, মামুলী হুক্কা যেমনিভাবে সারা পৃথিবীতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত,এমনকি ওলামা-ই কিরাম, হেরম শরীফের আলিমগণের মাঝে প্রচলিত তা শরয়ীভাবে মুবাহ এবং জায়েয। যার নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে শরীআতের দৃষ্টিতে কোন সহীহ প্রমাণ পাওয়া যায় নি। তারপরও তা নিষেধ করা এবং নাজায়েয বললে তাকে হুক্কার ব্যাপারে অনভিজ্ঞ বলা যাবে।

كَمَا عُرِضَ لِكَثِيْرٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِيْنَ عَلَيْهِ بَدْوُظُهُوْرِهٖ قَبْلَ اِخْتِيَارِهٖ وَوُضُوْحِ اَمْرِهٖ فَقِيْلَ مُسْكِرٌ وَ قِيْلَ مُفْتِرٌ وَ قِيْلَ مُضِرٌّ اَىْ مُطْلَقًا كَالسَّمُوْمِ وَقِيْلَ وَقِيْلَ

অর্থাৎ অনভিজ্ঞ কতেক দার্শনিকদের মাঝে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কারো কারো মতে মতান্তরে- হুক্কা মাতালকারী ও ক্ষতিকর ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন কোন সময় বাহ্যিক কারণে কতেক ফাসিক লোকের বেলায় তা প্রতিভাত হয়।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কারো কারো মতে- সারা দুনিয়ার মানুষ হুক্কা পান করা হালাল বললেও তা মূলতঃ হারামের উপর ঐক্যমত প্রতিষ্ঠিত। তাইতো কারো মতে তা আল্লাহর যিকর ও নামায থেকে বাধা দেয়।

অথবা দেশ ভেদে সময় সাপেক্ষে অবস্থাভেদে কোন কোন রাষ্ট্রে তা ক্ষতিকর হলে অন্য রাষ্ট্রের মানুষের উপর তা চাপিয়ে দেয়া যাবে না। যেমনিভাবে আল্লামা নাবুলুসী সে বিষয়ে সুষ্ঠু সমাধান দিয়েছেন।

অথবা কোন কোন সময় সৃষ্ট মিথ্যাচারের উপর ভিত্তি করে অবৈধতার বিধান আরোপ করা হয়। জাল হাদীস বানায়ে তারা বলে থাকে- كُـلّ دُخَـانٍ حَـرَامٌ প্রত্যেক ধোঁয়া অবৈধ। তারা আল্লামা নাবুলুসীর বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন।

অথবা বানোয়াট মিথ্যার উপর ভিত্তি করে হুক্কা পান অবৈধ বলেছেন। উপরোক্ত হাদীস বানায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্পর্কিত করেছে। মারাত্মক দুঃসাহসিকতা দেখায়েছে। তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে বুলি উড়ায়। অধম এ কথায় বেশি হতবাক যে, আফগানিস্থান থেকে পাওয়া কিছু ফিকহের কিতাব পড়ে জেনেছি তারা যেমনি করেছে বাড়াবাড়ি তেমনি করেছে সাধারণ উম্মতদেরকে অন্যায়ভাবে ফাসিক-ফাজিরের বিধান আরোপ। নিজের মিথ্যা দাবীর উপর দলীল না পেলে হাদীস জাল করতে দ্বিধাবোধ করে না। আমি তাদের কিছু রচনাবলীর মধ্যে একটি হাদীস দেখলাম যে, مَنْ شَرِبَ الدُّخَانَ فَكَـانَّـمَـا شَرِبَ دَمَ الانْبِيَاءِ যে ব্যক্তি হুক্কা পান করবে সে বস্তুত: নবীগণের রক্ত পান করে। অন্যত্র পাওয়া যায় যে, مَنْ شَـرِبَ الـدُّخَـانَ فَكَـانَّـمَا زَنٰى بِاُمِّهٖ فِىْ الْـكَعْبَةِ 'যে ব্যক্তি হুক্কা পান করে সে বস্তুত: কাবা শরীফে তার মায়ের সাথে যিনা করল। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজেউন। নিরেট মুর্খ-যা অমার্জনীয়। অধম শরীআতের দৃষ্টিতে মুবাহকে হারাম করার জন্য জেনেশুনে কিভাবে সুযোগ দিতে পারি? নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়া কতই মারাত্মক! হাদীসে মুতাওয়াতিরে আছে- مَنْ كَذِبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّءْ مَقْعَدَهٗ مِـنَ الـنَّـارِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমি রাসূলের উপর মিথ্যা আরোপ করবে সে তার ঠিকানা করে নিয়েছে জাহান্নামে।

اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْنَا وَعَلَيهِ اِنْ كَانَ حَيًّاوًا غْفِرْلَنَا وَلَهٗ اِنْ كَانَ مَيْتاً

হে আল্লাহ! আমাদের জীবিতদের তাওবা কবুল কর এবং মৃতদের ক্ষমা কর। অথবা শরীআত সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এবং গবেষণার অভাবে যেনতেন ফতোয়াবাজি করে। কেউ কেউ ধারণার বশীভূত হয়ে বলেছে- হুক্কা পান বিদয়াত। সর্ব প্রকারের বিদয়াত ভ্রান্ত। কারো মন্তব্য-পরকালের শাস্তির বস্তু আগুন। সে অগ্নি ব্যবহার হারাম। শায়খ মুহাদ্দিস দেহলভী তা রদ করে বলেছেন-বিদ্যুৎ বা অগ্নির মাধ্যমে শীতাতপ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করে পানি ঠান্ডা করা হয়। প্যানের মধ্যেও তার ব্যবহার। আল্লামা ফাযিলে লাখনভী বলেছেন-ব্যবহার গুণে শাস্তি বা শান্তি হয়। শীতকালে গরম পানি সুখ আর অধিক গরম হলে দুঃখ বয়ে আনে। যেমন আল্লাহ বলেছেন- يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيْمُ 'তাদের মাথায় গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে।' এখন বলেন তো জাহান্নামে গরম পানি ব্যবহার হবে বিধায় পৃথিবীতে তা ব্যবহার করা হারাম ও নিষিদ্ধ! জগন্যতম অপরাধ! মাকরূহ! এমনিতেই যেখানে গরম পানি ব্যবহার করা হয় অর্থাৎ আল্লামা মুনাদি'র মতে গোসলখানা জাহান্নাম সদৃশ। নিচে অগ্নি, উপরে অন্ধকার,আবদ্ধতা ও সংকীর্ণতা সব মিলায়ে। তাইতো হযরত সোলাইমান (আঃ) দোযখে ঢুকে আগুন ও আল্লাহর শাস্তির কথা স্বরণ করেছিলেন। হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) নবীজি হতে মারফু' সনদে বর্ণনা করেছেন,রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اَوَّلُ مَنْ دَخَلَ الْـحَمَّـامَـاتِ وُضِعَتْ لَهُ النَّوْرَةُ سُلَيْمَانُ بنُ دَاؤدَ فَلَمَّا دَخَلَهٗ وَجَدَ حَرَّهٗ وَ غَمَّهٗ فَقَالَ اَوِّهْ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ اَوِّهْ قَبلَ اَنْ لَا تَكُوْنُ اَوِّهْ

'নাওরাহ (লোম নাশক) প্রস্তুত করা অবস্থায় যিনি সর্ব প্রথম গোসলখানায় ঢুকেছিলেন তিনি হলেন হযরত সোলায়মান বিন দাউদ (আঃ)। ওখানে ঢুকে তিনি তাপ ও দুঃখ পেয়ে বলেছিলেন-আল্লাহর আযাব তাকে দাও।' বুঝা গেল আগুন তো দোযখের আগুন সদৃশ। আর এজন্য মুহাক্কিকীন আলিমগণ এবং প্রসিদ্ধ নির্ভরযোগ্য চার মাযহাবের ইমামগণ অনেক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে হুক্কা মুবাহ হওয়ার হুকুম দিয়েছেন। এটাই গ্রহণযোগ্য অভিমত। আল্লামা সায়্যিদ আহমদ হামভী (রাঃ) 'গামযূল উয়ুন ওয়াল বাসায়ির' গ্রন্থে বলেছেন- يُعْلَمُ مِنْـهُ حِلَّ شُرْبِ الدُّخَانِ জানা গেল যে,ধুমপান হালাল। 'প্রত্যেক বস্তু মূলতঃ মুবাহ বা বৈধ' এ সূত্রমতে জানা গেল-হুক্কা পান করা বৈধ। আল্লামা আবদুল গণী ইবন আল্লামা ইসমাঈল নাবুলুসী (রাঃ) হাদীকা-ই নাদীয়া শরহে তরীকা-ই মুহাম্মদীয়া'র মধ্যে বলেছেন,

مِنَ الْبِدْعِ الْعَادِيَةِ اِسْتِعْمَالُ التُّتْنِ وَ الْقَهْوَةِ الشَّائِعِ ذِكْرُهُمَا فِى هٰذَا الزَّمَانِ بَيْنَ الْاَسَافِلِ وَ الاعْيَانِ وَالصَّوَابُ اَنَّه لَا وَجْهَ لِحُرْمَتِهَا وَلَالِكَرَاهَتِهَا فِى الْاِسْتِعْمَالِ الخ

প্রচলিত বিদয়াত হল হুক্কা এবং কপি পান করা- যেগুলোর প্রচলন ঘটেছে আজ কাল সাধারণ-অসাধারণ সকল লোকের মাঝে। সঠিকতা হল তা হারাম বা মাকরূহ হওয়ার কোন কারণ নেই। আল্লামা মুহাক্কীক আলা উদ্দীন দামেশকী 'আশবাহ'র বরাতে দুররুল মুখতারে ইবারত নকল করে বলেন- فَيُفْهَمُ مِنْـهُ حُكْمُ التُّتْنِ এ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

থেকে হুক্কা পানের বিধান স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। ''শামী'' এর মধ্যে আছে- وَهُوَ الْإِبَاحَةُ عَلَى الْمُخْتَارِ পছন্দনীয় অভিমত অনুসারে তা মুবাহ। 'মুখতারে' তারপর বলেছেন-

فى هديه الحاقاله بالثوم والبصل باولى قدكرهه شيخنا العمادى

আমাদের দীক্ষাগুরু আবদুর রহমান ইবন মুহাম্মদ ইমাদ উদ্দীন দামেশকী স্বীয় কিতাবে হুক্কাকে রসূন এবং পিয়াছের সাথে সম্পৃক্ত করে মাকরুহ বলেছেন। আবুস সায়ূদ আল্লামা সাইয়্যেদী তাহতাভী দুররু মুখতারের টীকায় লিখেছেন-

لايخفى ان الكراهة تنزيهية بدليل الالحاق بالثوم والبصل والمكروه تنزيها يجامع الجواز

গোপন নয় যে, এটা মাকরুহে তানযীহ। যেমন-রসূন,পিয়াছ এগুলো মাকরুহে তানযীহি যা জায়েয। আল্লামা হামিদ আফিন্দী উম্মাদী ইবন আলী আফিন্দী মুফতি-ই দামেশক স্বীয় 'মুগনীল মুস্তাফতী আন সাওয়ালিল মুফতি' গ্রন্থে আল্লামা মুহিউদ্দীন ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মুহিউদ্দীন হায়দকর্দী জাযরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে নকল করেন-

فِىْ الْاِفْتَابِحِلِّهِ دَفْعُ الْحَرَجِ عَنِ الْمُسلِمِينَ فَاِنَّ اَكْثَرُهُمْ مُبْتَلُونَ بِتَنَاوُلِهِ مَعَ اَنَّ تَحْلِيْلَهُ اَشَيَرُ مِنْ تَحرِيمِهِ وَ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه وسلَّم بَيْنَ اَمْرَيْنِ الاِختيارُ اَشَيَرُهُما وَ امّا كونه بِدْعةً فلاَ ضَرَرَ فَاِنَّه بِدعةٌ فِىْ التَنَاوُلِ لاَ فِى الدِّينِ فَاِثْبَاتُ حُرمَتِه اَمرٌ عَسيرٌ لاَيَكادُ يُوجُدُله نَصِيرٌ

হুক্কা হালাল হওয়ার উপর ফতোয়া দেওয়া হয়েছে মুসলমানদের অসুবিধা দূর করার জন্য। বেশীর ভাগ মুসলমান তা পান করতে থাকে। তদুপরি তা হারাম বলার চেয়ে হালাল বলা সহজতর। হুযুর সাইয়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'কাজের মধ্যে স্বাধীনতা দেয়া হলে তম্মধ্যে সহজতর বিষয়টি গ্রহণ করতেন তিনি। এধরনের বিদআত কোন ক্ষতির কারণ নয়। এ বিদআত খাওয়া-দাওয়ার ক্ষেত্রে, ধর্মীয় কাজে নয়। তা হারাম প্রমাণ করা দূরহ-যার কোন সাহায্যকারী দলীল পাওয়া যায় না। আল্লামা খাতিমুল মুহাক্কিকীন সাইয়্যিদী আমীনুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবেদ্বীন শামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি রাদ্দুল মুহ্‌তার হাশিয়া-ই দুররিল মুখতার'র মধ্যে বলেছেন-

'আল্লামা শায়খ আলী আজহুরী মালিকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হুক্কা হালাল হওয়ার ব্যাপারে একটি পুস্তিকা লিখেছেন-যার মধ্যে চার মাযহাবের ইমামগণ হুক্কা হালাল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হওয়ার ব্যাপারে ফতোয়া দেয়ার কথা নকল করা হয়েছে। অতঃপর বললেন- হুক্কা হালাল হওয়ার ব্যাপারে আমাদের সর্দার আরিফ বিল্লাহ হযরত আবদুল গণী নাবুলুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি পুস্তিকা লিখে তার নাম الصُّلحُ بَيْنَ الاِخْوَانِ فِى اِبَاحَةِ شُرْبِ الدُّخَانِ রেখেছেন। তিনি অনেক গ্রন্থাবলি থেকে দলীল পেশ করে যারা হুক্কা হারাম বা মাকরুহ বলার প্রবক্তা তাদের মুখ থুবড়ে দিয়েছেন। আসলে এটি শরয়ী বিধান-যার জন্য প্রমাণ প্রয়োজন। এখানে কোন দলীল নেই যে, তা পান করলে নেশাগ্রস্ত হয় বা তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে তা দোষনীয়, ক্ষতিকারক; বরং তার উপকার প্রমাণিত। তাই 'প্রত্যেক বস্তু মূলতঃ হালাল' এ সূত্রের আওতায় পড়ে। কাউকে কাউকে ক্ষতি সাধন করলে এতে সকলের উপর হারাম প্রমাণিত হয় না। ক্ষতির সম্ভাবনা থাকলে তা বর্জন উচিত। যেমন-মধু জন্ডিস রোগীর ক্ষতি করে বরং কোন কোন সময় মারাত্মক অসুস্থ করে দেয়। অথচ তা রোগ নিরাময় বলে কুরআনের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যে কোন বস্তুকে হারাম অথবা মাকরুহ বলে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া এটা কোন সর্তকতা নয়। তজ্জন্য দলীলের প্রয়োজন। মুবাহ মেনে নেওয়ার মধ্যে সর্তকতা। ওটাই মূল। স্বয়ং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামই হলেন শরীআত প্রবর্তক। তিনি মদ্যপান যা পাপের মূল তা হারাম বলা থেকে নিঃশ্চুপ ছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত অকাট্য দলীল নাযিল হয়নি। সুতরাং মানুষের উচিত যখন তার থেকে হুক্কার ব্যাপারে প্রশ্ন করবে তখন মুবাহ বলবে বা চুপ থাকবে। হ্যাঁ! নিজে পান করার অভ্যাস থাকুক বা না থাকুক। যেমন আমি এবং আমার ঘরের কেউ হুক্কা বা ধুমপায়ী নই; কিন্তু মুবাহ হওয়ার উপরই ফতোয়া দিয়েছি। হ্যাঁ, তা যার কাছে অপছন্দ হয় তা হবে স্বভাবগত অপছন্দনীয় বা মাকরূহে ত্ববয়ী। শরীআতের দৃষ্টিতে নিষেধ নয়।'

মোদ্দাকথা- মুহাক্কিকদের নিকট এ মাসআলার হুকুম বৈধতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিশেষ করে এ অবস্থায় আরবী-আযমী, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সকল দেশের মুমিনগণ কেউ না কেউ ধুমপানে জড়িত। তা হারাম বলে হুকুম দিয়ে সম্মানিত সাধারণ উম্মতকে ফাসিক বানানো সহজ সরল মিল্লাতে হানাফিয়ায় গ্রাহ্য নয়। অনুরূপভাবে আল্লামা জযরী স্বীয় এউক্তির ব্যাপারে ইরশাদ করেন যে, فِىْ الاِفْتَاءِ بِحِلِّهِ دفعُ الْحَرَجِ عَنِ الْمُسلِمِينَ 'মুসলমানদের সমস্যা দূর করার জন্য তা হালাল হওয়ার ফতোয়া দেয়া হয়েছে'। তা আল্লামা হামিদ ইমাদী ও আল্লামা মুহাম্মদ শামী আফিন্দী সমর্থন দিয়েছেন।

মূলতঃ সাধারণ মুসলমানরা হারামে লিপ্ত বিধায় আমরা তা হালাল বলার পক্ষপাতি নই। অধিকাংশ অদিবাসীর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়াদি সহজতাকে দাবী করে। সংকীর্ণতাকে বর্জন করে উদারতাকে গ্রহণ করতে হয়। মতানৈক্যের বিষয়ে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুসলমানদের কষ্ট লাঘবার্থে সহজ পথে চলতে হয়। যেমন ফিকহবিদরা পাক-নাপাক, হালাল-হারামের ব্যাপারে অবলম্বন করে থাকেন। তাইতো দেখতে পাবেন ইমাম আবু হানিফা (রঃ) ফতোয়া দানে চলেছেন সহজ পথে। ফকীহ আবুল লাইছ'র মতে-প্রবল ধারণাই প্রনিধানযোগ্য। কোন ব্যক্তির অধিকাংশ সম্পদ প্রবল ধারণা মতে হালাল মনে হলে তা হাদিয়া বা লেনদেনে কবুল করা বৈধ; অন্যথায় বৈধ নয়। কাপড়ে কারুকার্য করা বর্তমান কালের মানুষের জন্য রুচিশীল বিধায় তাকে বৈধ বলা হয়েছে যাতে মানুষ পাপী না হয়। কিতাবূল হুদুদ'এ একটি মাসআলা রয়েছে-কোন ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর সাথে রাত্রি যাপন করেছে; অথচ চিনতে পারেনি। যতক্ষণ কেউ বলবে না-এটা তোমার স্ত্রী, ততক্ষণ তার সাথে রতিক্রিয়া(সহবাস) সে ব্যক্তির জন্য হালাল নয়। মোদ্দাকথা- এটা স্পর্শকাতর বিষয়, যেনতেন ফতোয়া দিয়ে উম্মতে মুহাম্মদ্দীকে গুনাহগার বানানো! তবে হুক্কাপানকে কেউ কেউ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণে মাকরুহে তানযীহ বলেছেন। যথা আল্লামা আবুস সাউদ, তাহত্বাভী ও শামী হুক্কাকে পিয়াছ-রসুনের সাথে সম্পৃক্ত করে এরূপ বলেছেন। আল্লামা শামী বলেছেন- اَلْحَاقُهُ بِمَاذُكِرَ هُوَ الْاِنْصَافُ 'পিয়াছ-রসুনের সাথে সম্পৃক্ত করে বিধান আরোপ করা যুক্তিযুক্ত। আমি বলব-এরূপ হলে তো হুক্কাপানকে মাকরূহে তাহরীমা বলা উচিত। যেরূপ লক্ষ্ণৌভী স্বীয় ফতোয়ায় উল্লেখ করেছেন। একবার মাকরূহে তাহরীমি আবার তানযীহি বলা বিশ্লেষণমূলক নয়।

বিরূদ্ধবাদীদের প্রত্যুত্তরে বলছি-

(ক)মাকরুহে তানযীহি হল উত্তমতাকে তরক করা। তাকে নাজায়েয কর্ম বলা যাবে না। ওলামা-ই কিরামগণ প্রকাশ্যভাবে বলেন যে, এ মাকরুহ হল জায়েয ও মুবাহ। তবে তরক করার দিকটা অগ্রাধিকার। এটা মুস্তাহাবের মত-যা করলে ভাল, করলে গুনাহ নেই। কিন্তু মাকরুহে তানযীহি না করলে ভাল, করলে গুনাহ হবে না। এমাকরুহ তানযীহিকে মুবাহ জেনে করলে গুনাহে ছগীরা এবং বারংবার করলে গুনাহে কবীরা বলা যেরূপ আল্লামা লক্ষ্ণৌভী, মাশহাদী ও কুর্দী'র অভিমত তা খুবই মারাত্বক ভূল, বিভ্রান্তকর। হে প্রভু! ওটা কোন গুনাহ যা শরয়ীভাবে মুবাহ হয় আর ওটা কেমন মুবাহ যা করলে গুনাহ হয়! এই অধম তা রদ করার জন্য স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা লিখেছি তার নামকরণ করেছি আজমালু মজলিয়্যা আন্নাল মাকরুহা তানযীহান লায়সা বিমা'সিয়্যা (اَجْمَلُ مُجْلِيَّةٍ اَنَّ الْمَكْرُوْهُ تَنْزِيْهًا لَيْسَ بِمَعْصِيَّةٍ)।

(খ)যারা বলে তিন কারণে মাকরুহে তানযীহটা মাকরুহে তাহরীমায় পরিণত হয়। যেমন মুহাদ্দিস দেহলভীর উক্তি বলে বুলি আওড়ায়েছে তা অযৌক্তিক, শরয়ী মূল দলীল নয়। যেই জিনিস তিন কারণে মাকরুহে তানযীহী হয়, সেটা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাকরুহে তাহরীমী হবে-এ কথার ভিত্তি নেই। মুখরুচি করলে হবে না, দলীলের প্রয়োজন।

(গ) স্বয়ং মুহাদ্দিস দেহলভীর স্নেহের ছাত্র মাওলানা রশিদুদ্দীন খান দেহলভী স্বীয় আরবী রিসালায় পরিস্কারভাবে লিখেছেন যে, মুহাক্কিক আলিমগন হুক্কাপান করাকে মাকরুহে তানযীহ মেনে নিয়েছেন।

حَيْثُ قَالَ اَمَّا الْمُحَقِّقُوْنَ الْقَائِلُوْنَ بِكَرَاهَةٍ تَنْزِيْهًا فَهُمْ ايضًا تَثْبَتُوْا بِالرِّوَايَاتِ الْفِقْهِيَّةِ مِثْلُ قَالَ صَاحِبُ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ

আর এটার মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, আমাদের মশায়েখ কিরাম মাকরুহে তানযীহ'র দিকে ধাবিত। এ রিসালায় শাহ্ আবদুল আযীয সাহেব এবং শাহ রাফিউদ্দীন সাহেবের বাণীও রয়েছে। শাহ্ সাহেব এ লিখা গভীর মনোযোগ সহকারে পড়ে তা অত্যন্ত তথ্যবহ ও তাত্ত্বিক বলে মন্তব্য করেছেন। আর শাহ্ রাফিউদ্দীন সাহেব বলেছেন-

اِسْتَحْسَنْتَ غَايَةُ الاستِحْسَانِ مَانَثْرُبَانِيْهِ مِنْ جَوَاهِرَ لاَلِيْهِ فِيْ مَبَانِيْهِ وَمَعَانِيْهِ

'শব্দের শৈল্পিকতা ও অর্থের প্রান্জলতা খুবই চমৎকার হয়েছে।'

এর রদে আমি বলব-প্রকৃতপক্ষে এটা অন্যান্য লিখনীর তুলনায় ভ্রান্ত। অথবা এর মধ্যে রদবদল হয়েছে। ইবারতে গরমিল হওয়ার প্রমাণ হল-এ লিখনীর বেশীর ভাগ প্রশ্নোত্তর অমূলক, অবিশ্লেষক, অসত্য এবং মনগড়া। এসব কিছু শুদ্ধ ধরা হলে স্বীয় ছাত্রের পুস্তিকায় (যাতে লেখা ছিল ধূমপান মাকরূহে তানযীহি) প্রশংসামূলক যে বাণী তা ব্যত্যয় এবং স্ববিরোধী। আসল উদ্দেশ্য সত্যের অনুকরণ; সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গ, যায়দ, ওমর বা অন্য কারো অনুসরণ নয়। আল্লাহই পথপ্রদর্শক।

সারকথা-সাধারণ হুক্কার ব্যাপারে সঠিক বিশ্লেষণ এই যে, সেটা জায়েয এবং মুবাহ; তবে মাকরুহে তানযীহি। হুক্কাপায়ী না হওয়া ভাল। পান করলেও খারাপ কিছু নেই।

فَاِنَّ الْاِسَائَةَ فَوْقَ كَرَاهَةِ التَّنْزِيْهِ كَمَا حَقَّقَهُ الْعَلاَّمَةُ الشَّامِىْ

আল্লামা শামী'র বিশ্লেষণ মতে-মন্দ হওয়া মাকরূহে তানযীহির উর্ধে।

অবশ্যই যেই হুক্কা মুর্খরা কিছু হিন্দু দেশে রমযানুল মুবারক মাসে ইফতারের সময় পান করে এবং দম টানে যা অনুভূতি ও দেমাগে ক্ষতি সাধন করে তা অবশ্যই নিষেধ,নাজায়েয ও গুনাহ। তাও করছে মা'যাল্লাহ সম্মানিত মাসে। আল্লাহ তা'আলা হিদায়ত করুক। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাল্লাম প্রত্যেক ক্ষতিকারক বস্তু থেকে নিষেধ করেছেন। রমযান মাসে ইফতারের সময় হুক্কাপান যে বিশৃংখলা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সৃষ্টি করে তাতে কারো দ্বিমত নেই। ইমাম আহমদ ও আবূ দাউদ (রাঃ)বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تعالى عنها قَالَتْ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ مُفْتِرٍ

হযরত উম্মে সালমা রাদ্বি আল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আ'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক নেশাকারী ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বস্তু থেকে বারণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মাসআলা-৩৮ঃ হুক্কা পান মাসআলায় যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তা দু'ধরনের। একটি বিজ্ঞ জনের,আরেকটি দুষ্ট জনের। প্রথম দলের মতানৈক্য তামাক বা তামাক জাতীয় বস্তু পান সম্পর্কীয় গবেষণা নির্ভর। অপর দলের অভিমত নির্ভর করে মিথ্যা, ভ্রান্ত ও স্বজনপ্রীতির উপর। হাদীস বিশারদ ও ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে-মূলতঃ প্রত্যেক বস্তু মুবাহ। যতক্ষণ তা অকাট্য দলীল দ্বারা হারাম প্রমাণিত না হয়। যেমন বিষ হারাম-নিষেধ। যে বস্তুর অবৈধতা অকাট্য দলীলে নেই সে সম্পর্কে নিরবতা অবলম্বন করা হয়। সত্ত্বাগতভাবে প্রত্যেক বস্তু হালাল ও মুবাহ। হারাম বা মাকরূহের কোন অবস্থা পাওয়া গেলে সেই হুকুমই আরোপ করা হবে; অন্যথায় আপন অবস্থায় বহাল থাকবে। মিশর, বোখারাসহ অন্যান্য রাষ্ট্রে তামাককে নেশা ও মস্তিষ্ক বিকৃতিকারী মনে করা হয় না বিধায় সেখানকার গবেষকগণ তা হালাল ও বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন। সাথে তামাক পানকারীরও একই হুকুম। হারামের প্রবক্তা যারা তাদেরকে রদ করেছেন প্রচণ্ডভাবে। বাস্তবিক পক্ষে খেল-তামাশা ও সময় ক্ষেপনের জন্য যারা পান করে তাদের বিধান ভিন্ন। আর যারা প্রয়োজন সাপেক্ষে ব্যবহার করে তাদের বিধান অন্যরূপ। বিশ্লেষকদের মাঝে এ মতানৈক্য পাওয়া গেলেও তা প্রকৃত মতবিরোধ নয়। যারা ঢালাওভাবে হারাম বলে-উপকার-অনুপকার, নেশাকারী হোক বা না হোক, খেল-তামাশার খাতিরে হোক বা অনর্থক হোক এবং মস্তিষ্ক বিকৃতিকারী হোক বা না হোক-এ ধরনের কোন পার্থক্য করে না তারা দলীলবিহীন মনগড়া বকেছে। তারাতো মনে করে প্রত্যেক বস্তু মূলতঃ হারাম। এটা তাদের একগুঁয়েমী ও অন্যায়। যারা বলে হুক্কা পানকারী জামালে মোস্তফা থেকে বঞ্চিত তাদের সে কথা ভিত্তিহীন ও স্বজনপ্রীতিমূলক। বহু ওলামা-ই কিরাম সে সম্পর্কে অনেক গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। এখানে শুধু আল্লামা শামী'র রেফারেন্সটুকু দিয়ে শেষ করছি। তিনি রাদ্দুল মুহতারের টীকা দুররুল মুখতারে বলেছেন-

قَدْ اِضْطَرَبَتْ اٰرَاءُ الْعُلَمَاءِ فِيْهِ فَبَعْضُهُمْ قَالَ بِكَرَاهَةٍ وَ بَعْضُهُمْ قَالَ بِحُرْمَتِهِ وَ بَعْضُهُمْ بِاِبَاحَةٍ الخ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এবিষয়ে ওলামা-ই কিরাম মতবিরোধ করেছেন। কারো মতে মাকরূহ, কারো মতে হারাম এবং কারো মতে মুবাহ।

এ প্রসংগে শেষতক বলেছেন-

وَلِلْعَلَّامَةِ الشَّيْخ عَلِى الْاَجْهُورِى الْمَالِكِى رِسَالَةٌ فِى حِلِّهِ نُقِلَ فِيْهَا اَنَّهُ اِفْتٰى بِحِلِّهِ مَنْ يُعْتَمَدُ عليه مِنْ اَئِمَةِ الْمَذَاهِبِ الْاَرْبَعَةِ قُلْتُ وَ اَلَّفَ فِى حِلِّهِ ايضًا سَيِّدُنَا العارفُ عبدُ الْغَنِى النَّابُلُسِى رِسَالَةً سَمَّاهَا بِالصُّلْحِ بَيْنَ الْاِخْوَانِ فِى اِبَاحَةِ شُرْبِ الدُّخَّانِ و تُعْرَضُ له فِى كَثِيرٍ مِنْ تَالِيفِهِ الْحَسَّانِ وَ اَقَامَ الطَّامَةَ الْكُبْرٰى عَلَى الْقَائِلِ بِالْحُرْمَةِ اَوْ بِالْكَرَاهَةِ فَاِنَّهُمَا حُكْمَانِ شَرْعِيَّانِ لَا بُدَّ لَهُمَا مِنْ دَلِيلٍ وَلَا دَلِيلَ عَلٰى ذَالِكَ فَاِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ اِسْكَارُهُ وَلَا تَفْتِيرُهُ وَلَا اِضْرَارُهُ بَلْ ثَبَتَ لَهُ مَنَافِعُ فَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ قَاعِدَةِ الْاَصْلِ فِى الْاَشْيَاءِ الْاِبَاحَةِ وَاِنْ فُرِضَ اَضْرَارُهُ لِلْبَعْضِ لَا يُلْزِمُ مِنْهُ تَحْرِيمَةٌ عَلٰى كُلِّ اَحَدٍ فَاِنَّ الْعَسَلَ يَضُرُّ بِاَصْحَابِ الصَّفْرَاءِ وَرُبَّمَا امْرَضَهُمْ مَعَ اَنَّهُ شِفَاءٌ بِالنَّصِّ الْقَطْعِىِّ وَلَيْسَ الْاِحْتِيَاطُ فِى الْاِفْتِرَاءِ عَلَى اللّٰهِ تعالٰى بِاِثْبَاتِ الْحُرْمَةِ اَوِ الْكَرَاهَةِ الَّذِينَ لَا بُدَّ لَهُمَا مِنْ دَلِيلٍ بَلْ فِى الْقَوْلِ بِالْاِبَاحَةِ الَّتِى هِىَ الْاَصْلُ وَقَدْ تَوَقَّفَ النَّبِىُّ ﷺ مَعَ اَنَّهُ هُوَ الْمُشَرِّعُ فِى تَحْرِيمِ الْخَمْرِ اَمِ الْخَبَائِثِ حَتّٰى نَزَلَ عَلَيْهِ النَّصُّ الْقَطْعِىُّ فَالَّذِى يَنْبَغِى لِلْاِنْسَانِ اِذَا سُئِلَ عَنْهُ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّنْ يَتَعَاطَاهُ اَوْ لَا كَهٰذَا الْعَبْدُ الضَّعِيفُ وَجَمِيعُ مَنْ فِى بَيْتِهِ اَنْ يَقُولَ هُوَ مُبَاحٌ لٰكِنَّ رَائِحَةً تَسْتَكْرِهُهَا الطِّبَاعُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ طَبْعًا لَا شَرْعًا الخ

'আল্লামা শায়খ আলী আজহুরী মালিকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হুক্কা হালাল হওয়ার ব্যাপারে একটি পুস্তিকা লিখেছেন-যার মধ্যে চার মাযহাবের ইমামগণ হুক্কা হালাল হওয়া প্রসংগে ফতোয়া দেয়ার কথা নকল করা হয়েছে। অতঃপর বললেন- হুক্কা হালাল হওয়া সম্পর্কে সায়্যিদুনা আরিফ বিল্লাহ হযরত আবদুল গণী নাবুলুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি একটি পুস্তিকা লিখে তার নাম الصُّلْحُ بَيْنَ الْاِخْوَانِ فِى اِبَاحَةِ شُرْبِ الدُّخَّانِ রেখেছেন। তিনি অনেক গ্রন্থাবলী থেকে দলীল পেশ করত যারা হুক্কা হারাম বা মাকরূহ বলার প্রবক্তা তাদের উপর মস্তবড় কিয়ামত কায়েম

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করেছেন। আসলে উভয়টি শরয়ী বিধান-যার জন্য প্রমাণ প্রয়োজন। ৩. পান করলে নেশাগ্রস্থ হয় বা তথ্য ও তত্ত্বের ভিত্তিতে তা দোষনীয়, ক্ষতিকারক হওয়ার কোন দলীল নেই; বরং তার উপকার প্রমাণিত। তাই 'প্রত্যেক বস্তু মূলতঃ হালাল' এসূত্রের আওতায় পড়ে। কাউকে কাউকে ক্ষতি সাধন করলে এতে সকলের উপর হারাম প্রমাণিত হয় না। যেমন-মধু ডাইবেটিস রোগীর ক্ষতি করে বরং কোন কোন সময় মারাত্নক অসুস্থ করে দেয়। অথচ তা রোগ নিরাময় বলে কুরআনের অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। যে কোন বস্তুকে হারাম অথবা মাকরুহ বলে আল্লাহর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া-এটা কোন সর্তকতা নয়। তজ্জন্য দলীলের প্রয়োজন। মুবাহ মেনে নেওয়ার মধ্যে রয়েছে সর্তকতা; ওটাই মূল। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লামই শরীআত প্রবর্তক। স্বয়ং তিনি মদ্যপান যা পাপের মূল তা হারাম বলা থেকে নিঃশ্চুপ ছিলেন যতক্ষণ পর্যন্ত অকাট্য দলীল নাযিল হয়নি। সুতরাং মানুষের উচিত যখন তার থেকে হুক্কার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে তখন মুবাহ বলবে। নিজে পান করার অভ্যাস থাকুক বা না থাকুক। যেমন আমি এবং আমার ঘরের কেউ হুক্কা বা ধূমপায়ী নই; কিন্তু মুবাহ হওয়ার উপরই ফতোয়া দিয়েছি। হ্যাঁ! তা যার কাছে অপছন্দ হয় তা হবে স্বভাবগত অপছন্দনীয় বা মাকরূহে ত্বরয়ী। শরীআতের দৃষ্টিতে নিষেধ নয়।' তা লিখেছেন নবী প্রেমিক আব্দল কাদির আলকাদেরী আল-বাদাউনী উ'ফিয়া আনহু। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মাসআলা-৩৯ঃ ওলামা-ই দ্বীন এমাসআলার সমাধান কি? ওই ব্যক্তির সর্ম্পকে এবং তাকে সহযোগীতা করার ব্যাপারে যে ব্যক্তি আর্য সমাজের মধ্যে মেম্বারী করার জন্য দরখাস্ত করে আর অন্য দিকে ওয়ায এবং মুসলমাদের ইমামতী করে আর সে নিজের ওয়ায-কালামেও আর্যদেরকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং কলিজার টুকরা মনে করে। হযরত আলী রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহুর মরতবাকে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামার মরতবার সমান মনে করে। মিথ্যা এবং ওয়াদা ভঙ্গ করার অনেক ঘটনাও তার থেকে প্রকাশ পেয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তির পেছনে নামায আদায় করা, তার মাধ্যমে ওয়ায পড়ানো এবং তার ওয়ায শোনা জায়েয হবে কি না? শরীআতের দৃষ্টিতে তাকে সাহায্য-সহযোগীতা করার হুকুম কি? কোরআন, হাদীস ও ফিকহ-ফতোয়ার আলোকে সত্তর উত্তর দিয়ে পূণ্যবান ব্যক্তির অর্ন্তভূক্ত হোন।

জাওয়াবঃ এ শব্দগুলো যদি সে ব্যক্তি অন্তর থেকে বলে তখন তার থেকে কুফরী কালাম প্রকাশ্যভাবে প্রমাণিত। যা কোন মুর্খ ব্যক্তিও নির্দ্বিধায় বলতে পারবে। ইসলামের হক্কানিয়্যত বুঝতে সে সন্দিহান এবং কুফর প্রেমী। ভ্রান্ত মতবাদে সে মত্ত। সদর্পে কুফরি আলাপকারী। আর্যদের অন্তর্ভুক্ত হোক বা না হোক, আক্বীদায় সন্দেহের দানা বাঁধুক বা না বাঁধুক; সে তো সাথে সাথে ইসলাম থেকে খারিজ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। যদি ইসলামকে অন্তরে সত্য জেনে মুখে আর্যদের ধোঁকা দেওয়ার জন্য এসব আবকা বকে তাহলে ধরে নেওয়া হবে সে ওযরটাও প্রতারনামূলক। ওযর হিসেবে ধরে নিলেও ধোঁকার আশ্রয় নেয়া দরকার কি? ধোঁকার আশ্রয় নিতে তো সে বাধ্য হয়নি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে শুধু জবরদস্তিকে বাদ দিয়েছেন। কুরআনের ভাষ্য- اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَ قَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّ بِالْاِيْمَانِ অন্তর ঈমানের সাথে প্রশান্তি লাভ করলে শুধু জবরদস্তি অবস্থায় মুখে কুফরি বাক্য উচ্চারণের অনুমতি রয়েছে। এ ধরনের ব্যক্তির ওয়ায শোনা, ওয়ায়েয হিসেবে দাওয়াত দেওয়া, তাকে ইমাম বানানো, তার পেছনে নামায পড়া হারাম, অবৈধ। হযরত আলী (রাঃ)'র মর্যাদা রাসুলের মর্যাদার সমান বলা শুধু আহলে সুন্নাতের মতে নয়; বরং রাফেযীদের মতেও কুফরি ও ধর্মচ্যুতি। কেননা তাদের বিশ্বাস মতে-কোন গায়রে নবীকে যে নবীর মর্যাদা তুল্য মনে করে সে কাফির। তার সহযোগী সকলেই একই বিধানভুক্ত। মারহারা শরীফের সাহেবযাদাদের মধ্যে এ ধরনের নোংরা নাপাক খেয়ালের কোন ব্যক্তি আছে বলে আমার জানা নেই। বিশেষ করে প্রকাশ্য জ্ঞানের অধিকারী কেউ সে সম্পর্কে মিথ্যা আরোপ করেছে। আর যদি দাবী সঠিকও হয় তাও এখন মিথ্যায় পর্যবসিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- اِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهٗ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ অর্থাৎ নিশ্চয় সে আপনার দলভুক্ত নয়, অবশ্যই সে অসৎ কর্ম করে। আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত।

মাসআলা-৪০ঃ ওলামা-ই দ্বীন এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, নিজের হক অর্জন করার জন্য মিথ্যা কথা বলা কতটুকু বৈধ?

জাওয়াবঃ স্বীয় হাত ছাড়া হয়ে যাওয়া হক পুনরুদ্ধারের জন্য মর্মস্পর্শী কথা বলা -যা প্রকাশ্যভাবে মিথ্যা মনে হলেও শ্রবণকারীকে সত্য উদ্দীপক কিছু বলা সন্দেহাতীত ভাবে সর্বসম্মতিক্রমে ওলামা-ই দ্বীনগণ জায়েয বলেছেন। সহীহ হাদীসসমূহ থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায় যখন ওই অধিকার সৎপদ্ধতিতে উদ্ধার করা সম্ভব না হয়। অন্যথায় এটাও জায়েয হবে না। চমকপ্রদ কথা যেমন জালিম জুলম করে কারো সম্পদ এত দিন পর্যন্ত রাখলো-যার কারণে বৃটিশদের আইনে নিলামযোগ্য হয়ে যায়। সত্ত্বাধিকার হয়ে যায় হাত ছাড়া। কিন্তু জবর দখলকারীর নিকট কোন দলীল- প্রমাণ নেই। শুধু মুখের বর্ণনা। যদি এ স্বীকৃতি দেয় যে, বাস্তবিকই বার বছর যাবত আমার কবজায় নেই তাহলে নিজের হক চলে যাবে, জালিম জয় লাভ করবে। এজন্য এতটুকু বলার অনুমতি আছে যে, হ্যাঁ, আমার হাতেই আছে এযাবত। এটা বলতে পারবে যে, আজো আমার দখলে। নিয়্যতের মধ্যে প্রশ্নবোধক ধরে নিতে হবে। অর্থাৎ এখনো আমার দখলে? এখানে ইস্তিফহামে ইনকারীর ভিত্তিতে বাক্যের উদ্দেশ্য দাঁড়াবে- আজ পর্যন্ত কি আমার দখলে? অর্থাৎ বাস্তবে এধরনের নয়। বরং আমার দখল থেকে অন্যের দখলে চলে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গেছে। কালকেও আমার দখলে ছিল, আদালত কি হুকুম দেয় জানি না। 'কাল' শব্দ দ্বারা নিকটবর্তী সময় উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে কয়েকদিন পূর্বেও তার দখলে ছিল না। যেমন বলা হয়-কালকের ছেলে তথা যুবক ছেলে। আরো বলা হয়- কালকের শিশু অথচ তার বয়স বিশ-বাইশ বছর হচ্ছে। এ অর্থের উপর ভিত্তি করে কিয়ামত দিনকে কাল কিয়ামতের দিন বলা হয়। অর্থাৎ কিয়ামত দিবস নিশ্চিত আগন্তুক। অথবা বিরুদ্ধবাদী সম্পর্কে প্রশ্ন করলে বলে- তার কবজায় কখনও ছিল না বা কখনো তার কবজাধীন হয়নি। উদ্দেশ নিয়েছে- কখনো এমন সময়ও ছিল যে সময়ে তা তার হাতে ছিল না। বাড়াবাড়ি করলে বলবে- তার হাতে বা মালিকানায় এক মহুর্তও ছিল না। মূলার্থ- প্রত্যেক জিনিসের উপর হাকীকী কবজা আল্লাহরই, অন্যের নয়। মূল অর্থ এক,আর ভাবার্থ ভিন্ন ধরনের নিয়েও হেরফের করা যাবে। এ রকম হেরফের করা তখনই বৈধ যখন সে বাস্তবেই মাজলূম হয়। এ চমকপ্রদ কথা বললে সে জুলুম থেকে মুক্তি পায়। আর না হয় উপরে উল্লেখিত পন্থাও জায়েয নয়। এখন বাকী আছে- সে প্রশ্ন যেখানে মিষ্টি কথায় দৃষ্টি কারে না সেখানে জুলুম থেকে মুক্তির জন্য মিথ্যা বলা জায়েয আছে কি না? এ বিষয়ে আলিমদের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত। অনেকে অনুমতি দিয়েছেন আর কতেকে নিষেধ করেছেন। আসলে এসব থেকে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং বিরত থাকা চাই। মূল ফয়সালা হলো- এ জুলম-অত্যাচার এবং মিথ্যা বলার কুফলকে বিবেকের দুয়ারে এবং ধর্মের নিক্তিতে পরিমাপ করা প্রয়োজন। যে দিকের পাল্লাভারী সেখান থেকে বিরত থাকবে। যেমন কোন জালিম জুলুমের মাধ্যমে সমস্ত রিযক ছিনিয়ে নিল এখন যদি তা ফিরিয়ে না নেয় তাহলে সেটা তার এবং স্বীয় পরিবার-পরিজন সকলের মরণ ফাঁদ হয়। তাহা মিথ্যা বলা ছাড়া তা থেকে মুক্তি নেই। তাহলে চরম অত্যাচার দূর করার নিমিত্তে এদিক সেদিক বলার অনুমতি আছে। আর যদি কোন মালদার লোকের শত দুয়েক টাকা কেউ ছিনিয়ে নেয়, প্রকাশ্য মিথ্যা বলার অনুমতি তার জন্য নেই। মিথ্যার কুফল তার জন্য মারাত্নক। এসামান্য টাকার জন্য সেই মালদার লোক মিথ্যার আশ্রয় নেয়া মানায় না। হাদীস শরীফ, ফিকহের সূত্র, তথ্য ও তত্ত্ব দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, مَنْ اِبتَلٰى بِبَلِيَّتَيْنِ اِخْتَارَ اَهْوَنَهُمَا যে ব্যক্তি দু'টি বিপদে পড়লো সে সহজতরটিকে গ্রহণ করবে। সঠিকতা আল্লাহর নিকট,আমার মত এতটুকু। দুররুল মুখতারে আছে,

اَلْكِذْبُ مُبَاحٌ لِاِحْيَاءِ حَقِّهِ دَفْعُ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ وَ الْمُرَادُ التَّعْرِيْضُ لِاَنَّ عَيْنَ الْكِذْبِ حَرَامٌ قَالَ وَهُوَ الْحَقُّ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ

নিজের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য মিথ্যা বলা জায়েয। যেমন-অত্যাচার প্রতিহত

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

করা। মিথ্যা দ্বারা উদ্দেশ্য কথায় হেরফের করা। কারণ তাহা মিথ্যা বলা হারাম। এটাই সঠিক অভিমত।আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন- قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ওয়াহাবানিয়া কিতাবে রয়েছে-

لِلصُّلْحِ جَازَ الْكِذْبُ او دَفْعُ ظَالِمٍ وَ اَهْلُ لِتَرْضَى والقِتَالُ لِيَظْفَرُوا

মিমাংশ করা, জালিমকে প্রতিহত করা,পরিবারের সন্তুষ্টি অর্জন এবং যুদ্ধে জয় লাভের জন্য মিথ্যা বলা বৈধ। 'রাদ্দুল মুহতারে' আছে-

اَلْكِذْبُ مُبَاحٌ لِاِحْيَاءِ حَقِّهِ كَالشَّفِيعِ يَعْلَمُ بِالبَيعِ بِاللَّيلِ فَاِذَا اَصْبَحَ يُشْهِدُ و يَقُولُ عَلِمْتُ الاٰنَ وَكَذَا الصَّغِيرَةُ تبلُغُ فِى اللَّيلِ تَخْتَارُ نفسَها مِنَ الزَّوجِ وَيَقُولُ رايتُ الدَّمَ الْاٰنَ وَاعْلَمْ اَنَّ الكِذبَ يُبَاحُ وقَدْ يَجِبُ الضَّابِطَةُ فِيهِ كَمَا فِىْ تَبْيِيْنِ الْمَحَارِمِ وَغَيْرِهِ عَنِ الْاِحْيَاءِ اَنَّ كُلَّ مَقصُودٍ مَحمودٌ يُمكِنُ التوَسُّلُ اِلَيهِ بِالصِّدْقِ وَالْكِذْبِ جَمِيعًا فَالكِذْبُ فِيه حَرَامٌ وَاِنْ اَمكَنَ التوَسُّلُ اِليه بِالكِذْبِ وَحْدَه فَمُبَاحٌ اِنْ اُبِيْحَ تَحْصِيْلُ ذَالِكَ المَقْصُودِ اِخْتَفٰى مِنْ ظَالِمٍ يُرِيدُ قتلَه وَاِيْذَائَهُ فالكِذْبُ هُنَا وَاجِبٌ كَذَا لَوْ سَالَهُ مِنْ وَدِيْعَةٍ يُرِيدُ اَخْذَهَا يَجِبُ اِنْكَارُهَا وَ مَهْمَا كَانَ لَا يَتِمُّ مقصودُ حربٍ اَوْ اِصْلَاحِ ذَاتِ البَيْنِ او استمالةِ قَلْبِ المُجنِىّ عليهِ اِلَّا بِالكِذبِ فَيُبَاحُ ولَوْ سَالهُ سُلطانٌ عن فاحِشَةٍ وَقَعتْ منه سِرًّا كَزِنَا اَوْ شُرب فلَهُ اَن يقولَ مَا فَعَلْتُهُ لِاَنَّ اِظهارَهَا فَاحِشَةٌ اُخْرٰى وَله ايضًا اَنْ يَسْتُرَ سِر اَخِيهِ وَيَنبَغِى ان يُقَاتِلَ مُفسِدَةَ الكِذْبِ بِالمُفسِدَةِ المُرْتُبَةِ عَلٰى الصِدْقِ فَاِنْ كَانَتْ مُفسدةُ الصِدْقِ اَشَدَّ فلَهُ الكِذبُ وَاِنْ بِالعَكسِ اَوْ شَكَّ حَرُم واِنْ تعلّق بنفسِه اِسْتُحَبَّ اَنْ لَا يكذِبَ وَاِنْ تَعَلّق لِغَيرِهِ لم تَجُزِ المُسَامَحَةُ لِحَقّ غيرِه وَالحَزْمُ تركُه حَيْثُ اُبِيْحَ

অর্থাৎ নিজের অধিকার আদায়ের জন্য মিথ্যা বলা বৈধ। যেমন-শোফার দাবীদার রাত্রে জমি বিক্রয়ের জানা সত্ত্বেও সকালে সাক্ষী হাজির করে বলল-আমি তা এক্ষণি জেনেছি। অনুরূপভাবে কোন নাবালেগ মহিলা রাত্রে বালেগ হয়ে যাওয়াতে তাকে স্বেচ্ছায় স্বামী ইখতিয়ার করার অধিকার দেয়া হয়েছে। সে সকালে বলল-আমি এখন রক্ত দেখেছি। মূলতঃ মিথ্যা বলা কখনো বৈধ, কখনো ওয়াজিব।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হল-সদুদ্দেশ্যে সত্য-মিথ্যা উভয়টি যেখানে অবলম্বন করা যায় সেখানে নিরেট মিথ্যা বলা হারাম। এ উদ্দেশ্য অর্জন যদি বৈধতার পর্যায়ে হয় তাহলে মিথ্যা বলা বৈধ আর আবশ্যক জাতীয় হলে ওয়াজিব। কোন নির্দোষ ব্যক্তি অত্যাচারী থেকে লুকিয়ে গেল। সে জালিম তাকে শাসাতে ও হত্যা করতে চায়। সে ক্ষেত্রে মিথ্যা বলা ওয়াজিব। ডাকু কোন সংরক্ষিত মাল সম্পর্কে জানতে চাইলে জানা সত্ত্বেও মিথ্যা বলা যাবে। মিথ্যা বলা ব্যতিত যুদ্ধ, সংশোধন ও প্রেমিকের মন জয় করা না গেলে তখন মিথ্যা বলা বৈধ। বাদশা কারো থেকে যেনা, মদ্য পান ও এ ধরনের কোন অশ্লীল কর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে 'আমি করিনি' বলা বৈধ। কারণ এগুলো প্রকাশ করাও অশ্লীলতা।অনুরূপভাবে কারো গোপনীয়তা রক্ষা করতে মিথ্যা বলা। মিথ্যাকে মিথ্যা দ্বারা মোকাবেলা করা উচিত। সত্য বললে যদি ফিৎনা আরো বেড়ে যায় তাহলে মিথ্যা বলা যাবে। অন্যথায় মিথ্যা বলা হারাম। তারপরও নিজের অধিকারের জন্য মিথ্যা না বলা উত্তম। অপরের অধিকার ভিন্ন কথা। মিথ্যা বৈধ হলেও তা বর্জন করাই কৃচ্চতা।

তাতে আরো আছে এবং হাশিয়া তাহতাভীর মধ্যেও পাওয়া যায়-মিথ্যা বলতে নিরেট মিথ্যা নয়; বরং চটকদার কথা । এর মধ্যে আরো আছে

حَيْثُ يُبَاحُ التَّعْرِيْضُ لِحَاجَتِهٖ لَا يُبَاحُ بِغَيْرِهَا لِاَنَّهٗ يُوْهِمُ الْكِذْبَ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ اللفظُ كِذْباً

চটকদার কথা তাও প্রয়োজন সাপেক্ষে বৈধ; অন্যথায় তা বৈধ নয়। কেননা তা মিথ্যার শব্দ না হলেও মিথ্যা অবকাশ রাখে।

হাদীকা-ই নদীয়ার ভাষ্য মতে-বিনা প্রয়োজনে চটকদার কথা বলাও মাকরুহে তাহরীমা।

তাহতাভীর ভাষ্য-কোন নাবালেগ মহিলা বিচারকের কাছে গিয়ে বলল-আমি এক্ষণি বালেগ হয়েছি। আমি বিয়ে ভঙ্গ করলাম। তার কথা গ্রহণযোগ্য। যদিও 'এক্ষণি বালেগ হয়েছি' উক্তিটি মিথ্যা। বালেগ হওয়ার বাস্তব সময় এখানে ধর্তব্য নয়। ইমাম মুহাম্মদ বলেছেন-ইতিপূর্বে সে বালেগ হওয়ার কারণে তার কথাটি মিথ্যা। মিথ্যা বলেছে তার অধিকার খর্ব না হওয়ার জন্যে। আর তা প্রমাণের কোন সুযোগ নেই। প্রকৃত বালেগ হওয়ার সময় নিয়ে মতানৈক্য হলেও তার জন্য মিথ্যা বলা বৈধ হয়েছে অধিকার আদায়ের নিমিত্তে। তা কোরানের দ্বারা প্রমাণিত।

খোলাসা এবং হিন্দিয়ার বর্ণনা-কোন মহিলা রাত্রে ঋতুস্রাব দেখে বলল- আমি বিয়ে ভঙ্গ করে দিলাম। সকালে সাক্ষীর সামনে বলল-আমি এক্ষণি হায়যের রক্ত দেখেছি। এরূপ বললেও তার কথা সত্য বলে মেনে নেওয়া হবে। যদিও সে মিথ্যা বলেছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কিন্তু কোন কোন জায়গায় মিথ্যা বলা বৈধ। মাজমূয়ুন নাওয়াযিল'র গ্রন্থাকার তদ্রূপ বলেছেন।

বযযাযিয়া ও নহর'র মধ্যে আছে-তা নিরেট মিথ্যা নয়; বরং চটকদার কথার অন্তর্ভূক্ত যা অধিকার আদায়ের জন্য বৈধ। কেননা তা ফে'লে মুমতাদ্দ(যে ক্রিয়াটা নিমিষে শেষ হয়না আর যা নিমিষে সমাপ্তি ঘটে তাকে গায়রে মুমতাদ্দ বলে।যথা-তালাক।)যা স্থায়ীত্ব বুঝায়। এরূপ ক্রিয়ায় চটকদার কথা বলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

তাহতাভী'র মধ্যে আছে قُلْتُ لَا يَظْهَرُ بَعْدَ التَّقْيِيْدِ بِالْاٰنَ اَنَّهٗ مِنَ الْمَعَارِيْضِ بَلْ مِنْ مَحْضِ الْكِذْبِ 'এক্ষণি' বলাতে তা চটকদার কথার অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং ডাহা মিথ্যা।

রাদ্দুল মুহতারে আছে-بَلَغْتُ الْاٰنَ এর অর্থ হবে اِنِّىْ الْاٰنَ بَالِغَةٌ (আমি এখন বালেগা)।তখন ডাহা মিথ্যা হবে না। কারণ তা দ্বারা নিকটবর্তী সময় উদ্দেশ্য।

আশবাহ'র ভাষ্য-মিথ্যা গুরুতর অপরাধ। তবে যদি উপকারার্থে হয় তখন বৈধ।

গামযুল ওয়ুন'র মধ্যে আছে- তিন স্থানে মিথ্যা বলা জায়েয। যথা-মানুষের মাঝে সংশোধন, যুদ্ধে এবং স্ত্রীর সাথে। মাবসূত্ব গ্রন্থের ভাষ্যমতে তা চটকদার; নিরেট মিথ্যা নয়। তরীকা-ই মুহাম্মদীয়া'র মধ্যে আছে-হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল(দঃ) বলেছেন-তিন স্থানে ব্যতিত মিথ্যা বলা বৈধ নয়। স্ত্রীর সন্তুষ্টচিত্তে, যুদ্ধে এবং মুসলমানের মাঝে সংশোধন করার লক্ষ্যে। হযরত উম্মে কুলসুম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, স্ত্রী স্বীয় স্বামীর সাথে, জালিমের জুলুম প্রতিহত করতে এবং অধিকার রক্ষায় মিথ্যা বলা বৈধ। কেউ কেউ বলেছেন-তা মিথ্যা নয়;বরং চটকদার কথা।কারণ মিথ্যা সর্বাবস্থায় হারাম, কোন অবস্থায় হালাল নয়। নবীজি বলেছেন-মানুষের মাঝে মিমাংসার খাতিরে এদিক সেদিক বললে সে মিথ্যুক হবেনা। সে কল্যানের নিয়তে এরূপ বলে। মনে করুন-যায়দ ও আমরের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছে। বিচারক বলল- হে আমর! যায়দ তোমাকে সালাম বলেছে, তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ এবং সে তোমার প্রতি রাজি। যায়দের নিকট গিয়ে অনুরূপ বলল।

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ওমদাতুল বারী'র ভাষ্য-জুলুম থেকে পরিত্রান পেতে মিথ্যা বলা বৈধ। যদি জানে যে, মিথ্যা বলা মুক্তি মিলবেনা। কোন কোন সময় ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন-কোন নবী-ওলীকে খুন থেকে বাঁচানোর জন্য, কোন মুসলমানকে শত্রু থেকে মুক্তি দিতে এবং মানুষের সঞ্চিত সম্পদকে জালিম থেকে রক্ষা করতে যদি লুঠ করে নিয়ে যেতে চায়। তখন সঞ্চিত মাল কোথায় আমি জানিনা বলা বৈধ। গামযুল উয়ুন'র মধ্যে তা নকল করা হয়েছে। শেখ মুহাদ্দিস দেহলবী মিশকাতে হাদীসের তারজমায় বলেছেন-তিন জায়গায় মিথ্যা বলা

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জায়েয।দু'জনের মধ্যে শত্রুতা দূর করার নিমিত্তে। অন্যায়ভাবে কারো জান-মাল ক্ষতি সম্মুখিন হলে তা থেকে রক্ষা করতে এবং স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে মিথ্যা বলা জায়েয।

মাসআলা- ৪১ঃ ওলামা-ই দ্বীন!এ মাসআলা প্রসংগে কি বলেন যে, স্ব-অধিকার অর্জনের জন্য ছিনতাই ও জবর দস্তি করা জায়েয কি না?

জাওয়াবঃ প্রকৃত হক এবং জাতীগত হক আদায় করার জন্য জায়েয আছে। যখন কোন ফিৎনার আশংকা না থাকে। ওটাকে মিথ্যার সাথে তুলনা করা চলে না। এখানে প্রকৃত লুঠ এবং ছিনতাই নয়। প্রকৃতপক্ষে নিজের সম্পদ নিয়ে নেওয়াই উদ্দেশ্য। মিথ্যা বলাটা প্রকৃত ভ্রান্ত। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৪২ঃ ওলামা-ই দ্বীনের অভিমত কি? মাওলানা আবদুল মুকতাদির বাদাওনী সাহেবের খেদমতে আমি এক মাসআলার জাওয়াব এই জন্য পেশ করলাম যে, যদি শুদ্ধ হয় তাহলে তা-ই থাকবে। ওই সময় আমি যে জাওয়াব লিখেছি তাতে শুধুমাত্র 'এহইয়াউল উলুম'র রেফারেন্স ছিল। তিনি বলেছিলেন- 'এহইয়াউল উলুম' থেকে জাওয়াব দেওয়া যথেষ্ট হবে না। ফিকহ থেকে লিখুন! আর কিছু বলেননি। বাস্তবে দেখলাম ফিকহের মধ্যে যা রয়েছে তা এহইয়াউল ওলূমের মধ্যেও বিদ্যমান। এহইয়াউল উলূম এবং অন্যান্য কিতাব থেকে সনদ গ্রহণ করা এবং গায়রে মাযহাবের ওলামাদের থেকে রেফারেন্স উল্লেখ করা সহীহ হবে কি না? যদি সহীহ হয়, তাহলে কোন প্রকারের মাসআলায়? বেশীরভাগ লোক এই আপত্তি করে বসে যে, হানাফীদেরকে নিজেদের ফিকহ'র কিতাব থেকে রেফারেন্স দেয়া প্রয়োজন। আহলে সুন্নাতের অনুসারী হানাফী আলেমগণ মুনাযারায় ও ফতোয়া প্রদানে ভিন্ন মতাবলম্বী আলেমগণের উক্তি এবং তাদের তাসাওউফ'র কিতাব থেকে বা অন্যান্য কিতাবাদি থেকে রেফারেন্স উল্লেখ করে থাকেন তা ভুল। মাআযাল্লাহ!

জাওয়াবঃ হানাফী এবং গায়রে হানাফীদের মতানৈক্য বিষয়ে গায়রে হানাফীদের থেকে সনদ গ্রহণ সহীহ হবে না। প্রশ্নকারীর 'মা-ওয়ারা' এলাকায় প্রত্যেক মাযহাবের পূর্বসূরী-উত্তরসূরী ব্যক্তি এবং চার মাযহাবের আকাবিরগণ থেকে সনদ গ্রহণ প্রচলন রয়েছে। মূলতঃ মৌলিক মাসআলায় তাসাউফের ইমামগণ এবং এধরনের লোকদের থেকে সনদ গ্রহণ করা ভুল নয়। ভুল ধারণাকারী ব্যক্তি নিজেই ভুলে মগ্ন। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৪৩ঃ সম্মানিত হযরত মাওলানা দামত বরকাতুহুমুল আলীয়ার প্রতি বিনয়ের সাথে আরয-

১। যে ব্যক্তি এশার ফরয নামায জামাআত সহকারে পড়েনি কিন্তু বিতরের নামায জামাআত সহকারে পড়ালো তার এই বিতরের নামায হবে কি না? মাকরুহ হলে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাকরুহে তাহরীমী হবে নাকি তানযীহী?

২। যদি জামাআত সহকারে এশার ফরয নামায পড়ে নেয় তাহলে সেই ব্যক্তি যে কোন ইমামের পেছনে বিতরের নামায পড়তে পারবে কি না? যদিও বা সে ইমাম ফরয এবং তারাবীহতে ইমামতিকারী ভিন্ন অন্য কেউ হয়, অথবা শুধুমাত্র একটিতে ইমামতিকারী হয়, অথবা ওই ইমাম ফরয এবং তাবাবীহ জামআত সহকারে পড়েনি, এসব অবস্থায় নামায মাকরুহ ব্যতিত শুদ্ধ হবে কি না?

৩। বিতরের জামআতে শরীক হওয়ার জন্য তারাবীহের নামায জামআত সহকারে কি পড়তে হবে?

৪।ইদানিং সাধারণতঃ সফর হয়ে থাকে অতি দ্রুতগামী বাহকের মাধ্যমে। এ জন্য হিসাব করে পরিমাণ নির্ধারণ করা প্রযোজন।বর্তমানে কতটুকু জায়গা সফর করলে নামায কসর করা সহ সফরের অন্যান্য হুকুমের মধ্যে পড়বে।কি পরিমাণ বা কত কদম ভ্রমণ করলে মুসাফির গণ্য হবে? তা এমন ভাবে জানিয়ে দেবেন যাতে আম-খাস সবাই সহজেই বুঝতে পারে। দ্রুতগামী বাহকের মাধ্যমে স্থল ও জল যে পথে ভ্রমণ করুক না কেন?

জাওয়ারঃ বিতরের নামায হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। হ্যাঁ! মাকরুহ হবে। আল্লামা শামী'র উক্তি- اما لو صلاها جماعة مع غير ثم صلى الوتر معه لا كراهة 'জামআত সহকারে এশার নামায আদায় করে ভিন্ন ইমামের সাথে বিতর পড়লে মাকরহ হবেনা।' আর মাকরুহে তাহরীমী হওয়ার কোন কারণ নেই। মূলতঃ মাকরুহে তানযীহী হবে।

২। যদি ফরয জামআত সহকারে পড়ে তাহলে নিজেই ইমাম হয়ে বা সাধারণভাবে প্রত্যেক ইমামের পেছনে বিতর পড়তে পারবে। হ্যাঁ! ওই ইমাম ফরযের হোক বা তারাবীহের হোক অথবা নতুন কেউ হোক। হ্যাঁ! যেই ইমাম সাহেব ফরয জামআত সহকারে পড়েনি বিতরের নামায জামআতে পড়া তার জন্য মাকরুহ হবে। আর তার মাকরুহ হওয়াটা সকলের উপর বর্তাবে। প্রত্যেক ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিতর জামআতে পড়াটা এশার ফরয নামায জামআতে পড়ার অনুগামী।

فاما المنفرد فى الفرض ينفرد فى الوتر كما بينا فى فتاونا

অর্থাৎ এশার নামায একাকী পড়লে বিতরও একা পড়বে।

৩। বিতর জামআতে পড়ার জন্য তারাবীহও জামআতে পড়তে হবে এমন কিছু নয়। তবে যদি এখনো মসজিদে তারাবীহের জামআত না হয়ে থাকে তাহলে বিতরের নামায জামআতে পড়া মাকরুহ। বিতরের জামআত সর্বসম্মতিক্রমে তারাবীহের জামআতের অনুগামী।

৪। কসর হবে তিন মঞ্জিলে। অধম অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণ করেছি যে, এখানে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

এক মঞ্জিল ১৯ $\frac{১}{৫}$ মাইল। তাহলে কসর পড়ার জন্য পরিমাণ হবে ৫৭ $\frac{৩}{৫}$ মাইল যা প্রায় সাড়ে সাতান্ন মাইল। মাইল দ্বারা ১৭৬০ গজ উদ্দেশ্য। জলপথে সফরের ক্ষেত্রে সর বিশিষ্ট নৌকা মধ্যম পন্থায় চলন ধর্তব্য। আর ইঞ্জিল বিশিষ্ট জাহাজে তা গ্রহণযোগ্য নয়; বরং তা রেলের সদৃশ। অধম শুধু একবার ইঞ্জিল বিশিষ্ট জাহাজের মাধ্যমে সফর করেছি। অবশ্যই সেই বার জিদ্দা থেকে সাইয়া পর্যন্ত যা তিন দিনে পৌঁছেছিলাম। স্থলে তা প্রায় ছয় মঞ্জিল। এই একবার সফর করে আমি জলপথে কতটুকু সফর করলে মুসাফির ধরা যাবে তা নির্ণয় করতে পারিনি। বিশেষ করে সেই সফরের ব্যাপারেও মানুষেরা বলাবলি করেছিল যে, বাতাস কম বইয়েছে বিধায় তিন দিন লেগেছে, অন্যথায় একদিনে পৌঁছে যেতাম। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৪৪: ওলামা-ই দ্বীন এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, আক্বীদার কিতাবসমূহে হযরত আবুল বশর আদম আলাইহিস সালাম প্রথম নবী হওয়ার উপর সবিস্তারে বর্ণনা করতে গিয়ে যে হাদীস পেশ করা হয়েছে ওই হাদীস শরীফ কে কোন গ্রন্থ থেকে নকল করেছেন?

জাওয়াবঃ হযরাতে কেরাম! দামাত বরকাতহুম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু, হাদীসখানা হযরত আবূ যর রাদ্বিআল্লাহু আলহু থেকে মসনাদে ইমাম আহমদের মধ্যে এভাবে বর্ণিত-

قال قلت يا رسول الله اى الانبياء كان اول قال ادم قلت يا رسول الله ونبى كان قال نعم نبى مكلم

হযরত আবু যর(রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন-আমি আরয করলাম-ইয়া রাসুলাল্লাহ! প্রথম নবী কে? উত্তরে বললেন-হযরত আদম(আঃ)।আমি আরয করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে আমার নবী? জবাব দিলেন- তিনিতো শেষ নবী। ইমাম হাকীমুল উম্মাত তিরমিযী কবীর'র মধ্যে মারফু' সূত্রে বর্ণনা করেছেন-

اول الرسل ادم واخرهم محمد عليه وعليهم افضل الصلوة والسلام

প্রথম রাসূল আদম এবং সর্বশেষ হলেন হযরত মুহাম্মদ (দঃ)।

মাসআলা-৪৫: ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ! নিম্নলিখিত মাসআলাগুলোর ব্যাপারে অভিমত কি?

১। মহিলাদেরকে ওই স্থানে যাওয়া জায়েয হবে কিনা যেখানে মহরম এবং গায়রে মহরম নর-নারী থাকে?

২। যেই ঘরের মধ্যে মহরম ও গায়রে মহরম নারী-পুরুষ থাকে ওখানে সুখ ও দুঃখের অনুষ্ঠানে বুরকা পরিধান করে কোন মহিলা যাওয়া এবং শরীক শামিল

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হওয়া জায়েয হবে কি না?

৩। যেই ঘরের মালিক না-মহরম; কিন্তু সে অনুষ্ঠান মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট নয় এবং তার সম্মুখেও হয় না। তবে ঘরের মালিকের স্ত্রী ওই মহিলার মহরম, তাহলে তাকে ওখানে যাওয়া জায়েয হবে কি না?

৪। এমন ঘরে যার মালিক না-মহরম আর সেই ঘরে কোন মহিলাও সেই নারীর মহরম নেই, তাহলে সে মহিলাকে সেখানে যাওয়া জায়েয হবে কি না?

৫।এমন ঘরে যার মালিক না-মহরম কিন্তু সেখানে অপর মহিলা সেই মহিলার মহরম। যেই মহিলা মহরম সে ঘরের মালিকের জন্য না-মহরম, তাহলে সেই মহিলা সেখানে যাওয়া জায়েয হবে কি না?

৬।এমন ঘরে যেখানে মালিক হল না-মহরম; কিন্তু সেই ঘরের মহিলাগণ এ মহিলার জন্য মহরম। মালিক যিনি না-মহরম তিনি ঘরের যেখানে মহিলাদের বৈঠক হবে সেখানে আসে না তাহলে এই মহিলাকে সেখানে যাওয়া জায়েয হবে কি না?

৭।যেই ঘরের মালিক না-মহরম, তবে সে ঘরে আসে না আর মালিকের স্ত্রীও তার জন্য না-মহরম। তাহলে সেই মহিলাকে সেখানে যাওয়া জায়েয হবে কি না?

৮।যেই ঘরের মালিক মহরম আর সেখানকার লোকেরা হল না-মহরম, তাহলে সেখানে যাওয়া জায়েয হবে কি না?

৯।যেই ঘরের মালিক না-মহরম কিন্তু অন্য ব্যক্তি মহরম,অথচ সামনে না মহরমদের আনাগোনা নেই তাহলে এসব স্থানে কোন মহিলা যাওয়া জায়েয হবে কি না?

১০। ঘরের মালিক হল দু'জন। একজন হল সে মহিলার স্বামী আর অপর জন না-মহরম তাহলে সেই ঘরে যাওয়া জায়েয হবে কি না?

১১।যেই ঘরের মধ্যে সাধারণ মাহফিল হয়, সেখানে বিভিন্ন প্রকারের জন সাধারণ উপস্থিত হয়। মহিলারা পর্দানশীন এবং পর্দাহীন উভয়ভাবে উপস্থিত থাকে। আর পুরুষের মধ্যে মহরম এবং গায়রে মহরম উভয় ধরনের আছে। কিন্তু মহিলারা না-মহরম পুরুষ থেকে ছাদর বা অন্য জিনিস দ্বারা পর্দা করতঃ মহিলাদের সাথে বসে। তাহলে এমতাবস্থায় সে পরিবেশে মহিলাদের যাওয়া বৈধ কি না?

১২। যেই ঘরে কোন উপলক্ষে শরীআত বিরোধী কাজ চলছে। এতে কোন পুরুষ বা মহিলা গিয়ে পৃথকভাবে এক কোণায় বসেছে। যেখান থেকে সে নিষিদ্ধ কাজ সামনাসামনি দেখছে না; কিন্তু আওয়াজ ইত্যাদি আসছে। বাস্তবে এ আওয়াজ এবং অন্যান্য কুকর্মগুলোতে তার হাত নেই। ওই দিকে কোন ভ্রুক্ষেপও নেই। তাহলে সেখানে যাওয়া জায়েয হবে কি না?

১৩।যেই ঘরের মালিক এবং অন্যান্যরা না-মহরম। কিন্তু সেখানে অন্য মহরম মহিলাও আছে। কিন্তু এই ঘরের লোক ওই মহিলার জন্য না-মহরম। তাহলে সেখানে যাওয়া জায়েয কি না?

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

১৪।প্রাগুক্ত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে যে সব পন্থায় মহিলা হাযির হাওয়া অবৈধ সেক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর পাশ ধরে গেলে জায়েয হবে কি না?

১৫। পুরুষ নিজের স্ত্রীকে এ ধরনের মজলিস বা মাহফিলসমূহে অংশ গ্রহণ থেকে নিষেধ করা-না করার বিধান কি? স্ত্রী সেক্ষেত্রে স্বামীর অনুসরণ না করলে কোন ধরনের নাফরমানী হবে? কোন প্রভাব পড়বে কি না? আর পুরুষের অংশ গ্রহণ করা-না করার বিধান কি?

১৬। যে জায়গায় মহরম এবং গায়রে মহরম মহিলার সমাবেশ হয়। মহিলারা এক পার্শ্বে নির্দিষ্ট পর্দা সহকারে বসে আর পুরুষেরা ওই স্থানে মহিলা থেকে পৃথক হয়ে বসে। কিন্তু না-মহরম পুরুষদের আওয়াজ মহিলারা শুনে। এমন স্থানে ওয়াযের মজলিসে এবং নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামের মিলাদ শরীফ অনুষ্ঠিত হলে সে ধরনের মজলিসে স্বীয় মহরমদের পাঠানোর হুকুম কি? আর না পাঠালে শরয়ী ক্ষতি কি? আর সংঘঠিত এ ধরনের মজলিসে স্বীয় মহিলারা ঘরের মধ্যে কেমন করে থাকবে? এ ওয়ায-মাহফিল শুনতে স্বীয় মহরম বা গায়রে মহরমের ঘরে যাওয়া উচিত কি না?

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ মহরম দ্বারা প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য সে সব মহিলা যাদেরকে পুরুষ মেনে নিলে বিবাহ জায়েয হয় না।

জাওয়াবঃ প্রাগুক্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পেশ করার পূর্বে প্রথমে কতিপয় মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করব আল্লাহ আযযা ওয়া মাজদুহর সাহায্যে উল্লেখিত সব সমস্যার সমাধান মিলবে। যদি আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দান করেন।

প্রথমঃ মুলকথা হল এই যে, মহিলাকে নিজের মহরম নারী-পুরুষের নিকট রোগীর সেবা-শুশ্রূষা অথবা সমবেদনা বা শোক প্রকাশ বা দ্বীন-দুনিয়ার বৈধ প্রয়োজনে অথবা শুধু সাক্ষাত করতে যাওয়া বৈধ; যদি সেখানে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ না চলে। যেমন- পর্দাবিহীন, ফাসিকদের আড্ডা, কুকর্ম, নাচ গানের আসর, যেনা-বদমায়েশী এবং যৌন উত্তেজক সঙ্গীতানুষ্ঠান না হয়। পাত্র-পাত্রীর মা-বাবার গালি শুনতে হয় এমন আচরণ, মহরম দুলাকে দেখাদেখি ও রাতভর জাগ্রত থেকে ঢোল বাজনা ইত্যাদি করা চলবে না।

দ্বিতীয়ঃ পার্শ্বস্থ বসবাসকারী সকল নারী-পুরুষ গায়রে মহরম। তাদের বিয়ে-শাদী, দুঃখ-বেদনা, সেবা-শুশ্রূষা কোন উপলক্ষে স্বামীর অনুমতি সাপেক্ষে যাওয়ার অনুমতি নেই। স্বামী অনুমতি দিলে নিজেও গুনাহগার হবে। শুধু নিম্নলিখিত কয়েকটি অবস্থায় পর্দা সমেত ফিৎনা বা ফিৎনার অপবাদ থেকে আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে। তাতেও যথাসাধ্য হেফাযতের দৃষ্টি রাখা ফরয।

তৃতীয়ঃ অন্য কারো ঘর বলতে উদ্দেশ্য তার বসবাসের ঘর; মালিকানা ঘর নয়। যেমন-নিজের ভাই কারো ঘর ভাড়া নিয়ে থাকলে সেখানে যাওয়া বৈধ। সে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

পরপুরুষ ঘরের মালিক হলেও রূপকার্থে বসবাসকারী মালিক; প্রকৃত অর্থে নয়।

চতুর্থঃ পুরুষের মধ্যে মহরম বলতে তারাই উদ্দেশ্য যাদের সাথে অংশত (জুযয়িয়্যত)'র সম্পর্ক থাকার কারণে সর্বদা বিয়ে হারাম, কোন সময় হালাল হতে পারে না। ভগ্নিপতি, ফুফা ও খালু স্থায়ী মহরম নয়। কেননা ভগ্নি, ফুফু ও খালাকে বাদ দিলে তাদের সাথে বিয়ে বৈধ। দুগ্ধজাত ও বৈবাহিক এ দু'টিও বংশগত সম্পর্কের মত। তবে সুন্দর যুবতী মহিলা অপ্রয়োজনে তা থেকে বিরত থাকা উচিত। আওয়ামদের প্রচলন উল্টো। তারা বিয়ে শাদীতে সুসজ্জিত হয়ে অংশ গ্রহণ করে। তাদের হায়া শরম,ভয়-ভীতি নেই বললে চলে। আমি তো শুনাশুনিতে বলছি, হতে পারে বাস্তবে আরো মারাত্মক। لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ স্বচক্ষে দেখা আর শোনা এক নয়। এখানে তাকওয়া যতই বেশি থাকুক, গা ভাসিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কোন মানুষ মনকে দাবিয়ে রাখার কথা বললেও তা মিথ্যা। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! মহিলার উপর মোটেই ভরসা করা যায় না। তারা ধর্ম ও বুদ্ধিগতভাবে অসম্পূর্ণ। তদুপরি তাদের মাঝে মনাকার্ষন সব সময় তেজোদীপ্ত থাকে। তাদের আগে-পিছে একটি করে দু'জন শয়তান আর পুরুষের সাথে একজন শয়তান থাকে। تُقْبِلُ الشَّيْطَانَ وَتُدْبِرُ الشَّيْطَانَ আল্লাহ তা'আলার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি, যিনি মহা পরাক্রমশালী, মেহেরবান। দোয়া করি-

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ الْعَافِيَةَ فِى الدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ لِىْ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَمِيْعًا اٰمِيْنَ

পঞ্চমঃ মহরম মহিলা বলতে তারাই উদ্দেশ্য দুয়ের মধ্যে একজনকে পুরুষ মেনে নিলে উভয়ের মাঝে স্থায়ীভাবে বিবাহ হারাম হয়, একপক্ষ থেকে হারাম হলে যথেষ্ট নয়। যেমন- শাশুড়ী ও পুত্রবধু পরস্পর মহরম। তাদের মধ্যে একজনকে পুরুষ নির্ধারণ করলে অন্যজন মহরম হয় না; বরং অপরিচিত হয়। এ সূত্রমতে কন্যা ও তার সৎ মা পরস্পর মহরম নয়। যদিও বা কন্যাকে পুরুষ নির্ধারণ করলে স্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায়। কেননা সে তার পিতার সহবাসকৃতা। কিন্তু মাকে পুরুষ মেনে নিলে শুধুমাত্র অপরিচিত হবে,এখন সে তার পিতার কিছু নয়।

ষষ্টঃ যে স্থানে এগানা-বেগানা কেউ থাকে না, সেখানে একাকী প্রবেশ করা স্বামী অথবা মহরমের সাথে নিজের ঘরে অবস্থান করার মত। যে ঘর সংরক্ষিত এবং হেফাজতের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী হয় আর ফিৎনার আশংকাও দূরীভূত হয়। তাহলে সেটাতে কোন ক্ষতি নেই। এরকম হলে ভ্রমণের একদিনের রাস্তা হওয়ার শর্তারোপের প্রয়োজন নেই। স্বামী অথবা মহরম জ্ঞানী বালেগ নির্ভরযোগ্য পুরুষের সঙ্গ ব্যতিরেকে কোথাও যাওয়া হারাম। যদিও খালি ঘর হয়। কারণ মহিলাদের

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বাসস্থান থেকে দূরে যাওয়া ফিতনার আশংকা থেকে মুক্ত নয়। যদি সমাবেশ স্থান হয় তাহলে শরীআতের প্রয়োজন ছাড়া অনুমতি নেই। বিশেষ করে যেখানে বাজে বকাবকি ও বেহুদা কথাবার্তার আসর জমে। যেমন-পিকনিক, খেল-তামাশা, জুয়ার আসর, জলঘাট, নৌকা বাইস, ফুল ছেঁড়ার আসর, কারবালার স্মরণে কবরাকৃতি নির্মাণ, শোক ও লোকগীতি জমানো, হুসাইনাবাদের আলোক সজ্জা ও আব্বাসী দরগাহয় সংগঠিত নানান কাণ্ড ইত্যাদি স্থানে যেখানে পুরুষ যাওয়া নিষেধ সেখানে শিশার মত ভঙ্গ মনের মহিলা যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। হাদীসে আছে-رُوَيْدَكَ الْخَشْيَةَ رِفْقاً بِالْقَوَارِيْرِ। শিশার(মহিলা) সাথে নম্র ব্যবহার করে ভীতি দূর কর। প্রয়োজন হলে হেফাজতের শর্তে ফিৎনা মুক্তাবস্থায় একদিনের সফরে যাওয়া যায়। নিম্মলিখিত নয়টি অবস্থায় স্বীয় ঘরের বাইরে বা অপরের ঘরে যাওয়া বৈধ। কাবিলাহ,গাসিলাহ, নাযিলাহ, মরীযাহ, মুদ্বতাররাহ, হাজ্জাহ, মুজাহিদাহ, মুসাফিরাহ, কাসিবাহ। প্রত্যেকটির বিবরণ নিম্মে পেশ করা হল-

কাবিলাহ: যে মহিলা ব্যাথা নিবারণকারী অথবা ধাত্রী।

গাসিলাহ: কোন মহিলা মৃত্যু বরণ করলে তাকে গোসল দানকারিনী মহিলা। স্বামী থাকলে তার অনুমতির প্রয়োজন,যতক্ষণ পর্যন্ত মহর আদায় না করে।

নাযিলাহ: যখন তার কোন মাসআলা জানার প্রয়োজন হয় এবং নিজে স্বয়ং আলিমের কাছে যাওয়া ছাড়া সমাধান পায় না।

মরীযাহ: ডাক্তারকে আহবান করলেও কাজ হয় না, বরং সশরীরে দেখানো প্রয়োজন। ওই সময় কোন নারী মেয়েলী রোগের চিকিৎসা করার জন্য গোসল খানায় যাওয়া। যখন অপর মহিলা দ্বারা কাপড় খুলে বা বার্থ রুমে গরম পানি দিয়ে ধৌত করলেও যথেষ্ট না হয়।

মুদ্বতাররাহ: ঘরে আগুন লাগলে অথবা ঘর পুড়ে গেলে অথবা চোর ঢুকলে অথবা হিংস্র প্রাণী আসলে, এক কথায় এ ধরনের কোন অবস্থা সংঘটিত হলে যা দ্বীনের সংরক্ষণ অথবা সম্ভ্রম রক্ষা বা প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঘর ছেড়ে অনুন্যপায় হয়ে কোন নিরাপদ স্থানে চলে যেতে হয়।

হাজ্জাহ: প্রকাশ থাকে যে, যায়িরাহ তার অর্ন্তভুক্ত, হুযুর সৈয়্যদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়া সাল্লামের যিয়ারতে আকদাস হজ্জের পরিপূর্ণতা দানকারী।

মুজাহিদাহ:আল্লাহ না করুক। ইসলাম রক্ষার প্রয়োজনে এবং সেনাপতির নির্দেশ আসলে ফরয হয়ে যায়- প্রত্যেক গোলাম মুনিবের অনুমতি ছাড়া, প্রত্যেক ছেলে মাতা-পিতার অনুমতি ছাড়া, প্রত্যেক পর্দানশীন মহিলা স্বামীর অনুমতি ব্যতিত জিহাদ করার জন্য বের হয়ে যাওয়া। যখন তার কাছে জিহাদের সামর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও সহায় সম্বল থাকে।

মুসাফিরাহ: যে স্ত্রী জায়েয সফরে যায়। যেমন পিতা-মাতা সফরের মধ্যে থাকে,

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অথবা স্বামী দূরে চাকরী করে সেখানে আহবান করলো এমতাবস্থায় অন্য মহরম সঙ্গে থাকে। তাহলে মনযিল করার সময় সরাইখানায় অবস্থান করা ছাড়া কোন উপায় না থাকলে।

কাসিবাহ: মহিলা স্বামীহীন হয় বা স্বামী থাকলেও অকেজো, খবরাখবর রাখে না। নিজের কাছেও দিনাতিপাত করার মত কিছু নেই, কোন নিকট আত্নীয়দেরও সামর্থ নেই বা বায়তুল মালের ব্যবস্থাও নেই। ঘরে বসে চলার কোন সামর্থ নেই, মহরমের খেদমত করে চলার সুযোগ নেই, স্বামী না থাকা অবস্থায় কারো সাথে বিবাহ ব্যবস্থাও না হয় তাহলে জায়েয হবে আত্নসম্ভ্রম রক্ষা করে পর্দাসহ রিযকের তালাশ করা। যাতে কোন পুরুষের নির্জনতা অবলম্বন না হয়, এমন কি যথাসাধ্য এমন পেশা অবলম্বন করবে যা নিজের ঘরে এসে সম্পন্ন করা যায়। যেমন-সেলাই কর্ম। অন্যথায় তার ঘরে এসে চাকরী করবে যেখানে শুধুমাত্র মহিলারাই থাকে অথবা নাবালেগ শিশু অথবা যেখানে পুরুষ মুত্তাকী পরহেজগার হয় অথবা ষাট-সত্তর বছরের বুড়ি বা কুশ্রি-বিশ্রী ব্যক্তির ঘরে একাকী থাকলেও কোন ক্ষতি নেই।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: এ ছাড়া আরো তিনটি পদ্ধতি আছে শাহিদাহ, তালিবাহ, মাতলুবাহ যেগুলোতে বের হওয়া বৈধ।

শাহিদাহঃ উহাকে বলে যার মধ্যে কোন আল্লাহর হক থাকে। যেমন রমযানের চাঁদ দেখা, তালাক ও আযাদ করা ইত্যাদির মধ্যে সাক্ষী হয় এবং তার সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করার উপর বিচারকের কার্য্য নির্ভরশীল হয়। হ্যাঁ, উল্লেখিত শর্তে কোন বান্দার হক যেমন গোলাম আযাদ করা, বিবাহ, আর্থিক লেনদেনের স্বাক্ষী হয় এবং বাদী তাকে তলব করে। আদালত কার্যালয়ে দিনে সাক্ষ্য দিয়ে ফিরে আসতে পারবে।

তালিবাহ: যখন কারো উপর তার হক থাকে আর দাবী ব্যতিত তা উদ্ধার না হয়।

মাতলুবাহ: যখন তার উপর কেউ ভুল দাবী করল। যেখানে সঠিক তথ্য তুলে ধরার জন্য যাওয়া প্রয়োজন। এসব পদ্ধতিতে আলিমগণ অনুমতি দিয়েছেন। কিন্তু বিহামদিল্লাহি তা'আলা যারা পর্দানশীন তাদের জন্য তা প্রয়োজন হয় না। তাদের পক্ষ থেকে ওকালতি কবূল হয়। শরীআতের বিচারক নিজেই স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি প্রেরণ করে তার থেকে সাক্ষ্য গ্রহণ করার প্রথা বিদ্যমান। এবর্ণনা যথেষ্ট এবং সুপ্রকাশ্য। বিহামদিল্লাহি তা'আলা সকল পদ্ধতিকে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার সাহায্যে এখন প্রশ্নোত্তর প্রদান করা হবে।

জাওয়াব(১)ঃ মহরমের ঘর অথবা অন্যের ঘর অথবা অন্যস্থানে ওখানে যাওয়ার শরয়ী প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক, এসব পদ্ধতি কখন যাওয়া যাবে আর কখন যাওয়া যাবে না তা শর্ত সহকারে বর্ণনা করা হয়েছে।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জাওয়াব(২)ঃ যদি ওখানে মহরম ও না-মহরম উভয় থাকে তাহলে সেখানে প্রথম প্রশ্নের উত্তরই প্রযোজ্য। আর যদি ওখানে না-মহরমই থাকে তখন না-জায়েয; কিন্তু উপরোল্লেখিত কিছু পদ্ধতিতে বৈধ।

জাওয়াব(৩)ঃ মহরম মহিলার নিকট তার সাক্ষাত বা সেবাশুশ্রূষা বা কোন শরয়ী প্রয়োজনের তাগিদে যাওয়া উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষে জায়েয। কিন্তু মাজমূউন নাওয়াযিল,খোলাসা,ফাতহুল কাদীর,বাহরূর রায়িক,আশবাহ, গামযুল উয়ূন, তরীকা মুহাম্মদীয়া, দুররূল মূখতার, আবুস সাউদ, শারানবুলালিয়া, হিন্দিয়া ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য কিতাবে আছে আইম্মা-ই কিরামদের প্রকাশ্য অভিমত- বিবাহের মধ্যে যাওয়া সাধারণভাবে নিষেধ। যদিও বা মহরমের নিকট যাওয়া হয়। আল্লামা আহমদ তাহতাভী, আল্লামা মুস্তফা রহমতী এবং আল্লামা মুহাম্মদ শামী এরই উপর জোর তাগিদ দিয়েছেন। এটা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর, হাওলা বিনতে নু'মান এবং হযরত উবাদা ইবন সামিত রাদ্বি আল্লাহ আনহুমের হাদীসের দাবীও বটে। হাদীসের ভাষ্য فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَاذَا تَرٰى 'প্রত্যেক মানুষের গবেষণা করা উচিত সে কি দেখছে।' বিয়ে শাদীতে এ অশ্লীল এবং অপছন্দনীয় কাজ-কর্ম চললে একেবারে নিষেধ- যেদিকে আমি প্রথম সূত্রে ইশারা করেছি। স্বামী ওয়ালাদেরকে স্বামী সর্বাবস্থায় বাধা দিতে পারবে যদি মহরের কিছু অবশিষ্ট থাকলেও।

জাওয়াব (৪)ঃ উপরে যে সমস্ত অবস্থা বাদ দেয়া হয়েছে তা ব্যতিত বৈধ নয়।

জাওয়াব(৫)ঃ ওই ঘর যদি এ মহরম মহিলার বাসস্থান হয় তাহলে তার দিকে যাওয়ার বিধান তৃতীয় জবাবে উল্লেখিত হয়েছে। অন্যথায় দু'বোন যারা পরস্পর মহরম হলেও যাওয়া অনুমতি নেই। প্লাসে প্লাসে মিলে মাইনাস হয় না।

জাওয়াব(৬)ঃ যদি ওই ঘরটি সেই মহরম মহিলাগণের হয় তাহলে তার জবাব তৃতীয় নম্বরে অতিবাহিত। অন্যথায় সপ্তম জবাবে আসবে।

জাওয়াব (৭)ঃ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفِتَنِ وَالْاٰفَاتِ وَعَوَارِ الْعَوْرَاتِ

এমাসআলা নিকটবর্তী ঘরে অপরিচিতা মহিলার নিকট মহিলাদের যাওয়া প্রসংগে। সম্মানিত আলিমগণ কিছু কিছু অবস্থাকে বাদ দিয়ে উল্লেখ করেছেন- اِلَّا فِيْمَا عَدَا ذٰلِكَ وَاِنْ اِذْنٌ كَانَا عَاصِيَيْنَ উল্লেখিত অবস্থগুলো ব্যতিত। আর যদি স্বামী অনুমতি প্রদান করে তাহলে সেও হবে গুনাহগার। এ নিষেধাজ্ঞা সবাইকে অর্ন্তভুক্ত করে। এ উক্তির মধ্যে মায়ের কাছে যাওয়াকে বাদ পড়েছে। আর কোন কোন মহরমদের নিকটও একই বিধান। খানিয়্যাহ ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে খালা, ফুফু, বোন, কাবিলা এবং গাসিলাকে বাদ দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের নিকট অপরিচিত মহিলা আসা-যাওয়ার অবাদে সুযোগ থাকলে পৃথক করণের মধ্যে মা, খালা, বোন, ফুফু, কাবিলাহ এবং গাসিলাহর উল্লেখের কোন অর্থ ছিল না। কয়েকটি হাদীসে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মহিলা সমাবেশে কোন কল্যাণ নেই। প্রথম হাদীসে তার কারণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা যখন মিলিত হয় অনর্থক কথা বলে। অপর হাদীসে বলা হয়েছে-তাদের একত্রিত হওয়ার উদাহরণ- কামারের রেতের মত। লোহাকে তাপ দিলে আগুন হয়ে পরস্পরকে কাটতে থাকে। যেই জিনিসের উপর তা পড়ে জালিয়ে ভষ্ম করে দেয়। এ হাদীস শরীফ ইমাম তাবারানী স্বীয় 'কবীর' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। মহিলারা বুদ্ধি ও ধর্মীয়ভাবে অসম্পুর্ণ বিধায় সত্য থেকে সরে যায়। কর্ম সম্পাদনে পরিপূর্ণ হয় না। وَلِذَا لَمْ يَكْمُلْ مِنْهُنَّ اِلَّا قَلِيْلٌ মহিলারা লৌহ সদৃশ আর অগ্নি শাহওয়াত বা কামভাব প্রবৃত্তি যা তাদের কাছে পুরুষের চেয়ে অনেক গুন বেশি। কামারের বাঁটি এবং হাতুড়ীর সংস্পর্শের কারণে তা গলে যায়। এখন যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গসমূহ পবিত্র দ্বীন, লজ্জা সবকিছুকে ভষ্ম করে দেয়। যতই উচ্চ বংশ জাত হোক তারা তো মাসূম নয়। খারাপ সংস্পর্শের প্রভাব কি পড়ে না? এমনিতেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে বাঁকা হাড্ডি থেকে। অনেকেই সে সব বিষয় সম্পর্কে নিষ্কৃয়। আসলে তারা জালিম। নেক্কারদের উদ্দেশ্যে বলব এখন থেকে সামলান। মহিলারা কাঁচের বোতল। অন্যের আঘাতে এবং পরস্পরের মৃদু নড়ায়ও আশংকাজনক। শরয়ী বিনাপ্রয়োজনে তাদের পরস্পরের মিলামেলিতে তা ভেঙ্গে যেতে পারে। উপরে যে সব বিষয়ে ছাড় দেয়া হয়েছে তা হল শরয়ী প্রয়োজনে। রাসুলের (দঃ) কথাকে হালকা জানবে না। অবশ্যই মহিলা সমাবেশ মারাত্নক ক্ষতি।

জাওয়াব(৮-৯)ঃ দু'টি প্রশ্নের জবাব প্রাগুক্ত প্রশ্নোত্তরে প্রকাশ পেয়েছে। ঘরের মালিক বা বসবাসের যাই হোক না কেন মহিলাদের থেকে পৃথক থাকতে হবে।

জাওয়াব (১০)ঃ ঘরের মালিক হওয়া বলতে একই কথা বুঝাবে-যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। পর্দাসহ স্বামীর নিকট যাওয়া সাধারণভাবে জায়েয। যখন প্রত্যেক প্রকারের ফিৎনার আশংকা দুরীভুত হয়। স্বামী যে ঘরে থাকবে যদিও বা তা শেয়ার মালিকানা বা অন্যের মালিকানায় হয় তারপরও তার নিকট থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে প্রয়োজনীয় শর্তসাপেক্ষে। যদি সে ঘর লুঠের না হয় যে কারণে দ্বীন এবং প্রাণের ক্ষতি সাধিত হবে। ফিকহ-ফতোয়া মতে স্বামীর উপর খোরপোষের ব্যবস্থা করা যে ওয়াজিব তাতে একই কক্ষে বাসস্থানের মধ্যে, অন্যের অংশ গ্রহণের কোন সুযোগ নেই। এতটুকু জানা দরকার যে, সংরক্ষিত বাসস্থানের ব্যবস্থা না করে মহিলাদেরকে কষ্ট দেওয়া কোরআনে কারীমের দ্বারা হারাম প্রমাণিত। সন্দেহ নেই যে, অপরিচিত পুরুষতো একটা সুতার মধ্যেও অংশীদার হলে তা ক্ষতিকারক। যেখানে ফিৎনার আশংকা থাকলে শ্বাশুর, ননন্দ বা দেবর তাদেরকেও পৃথক রাখা মহিলাদের অধিকার।

জাওয়াব(১১)ঃ এটা প্রায় ওই প্রশ্নই যা তিন নম্বর জাওয়াবে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহর ঘর তথা মসজিদ থেকে আর কোন মাহফিল উত্তম হবে? পর্দাসহ থাকবে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

তদুপরি পুরুষের দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখাতে পারবে না। সালামের পর মহিলারা যতক্ষণ পর্যন্ত বের হয়ে যাবে না ততক্ষণ পুরুষেরা উঠবেনা। ওলামগণ প্রথমে কিছুটা ছাড় দিলেও যখন ফিৎনার যমানা এসে গেছে তখন সাধারণভাবে সে মসজিদে যাওয়া নাজায়েয বলে দিয়েছেন।

জাওয়াব(১২)ঃ যদি জানে যে,নিষেধ করলে তারা নিষেধাজ্ঞা মান্য করবে তাহলে যেতে পারবে। তবে নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ না করলে যাওয়া জায়েয হবে না। যাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে যদি বলে আমার সামনে নিষিদ্ধ কাজ চলবে না তাহলে যাওয়া ওয়াজিব। যখন সেখানে দাবী পূরণে অস্বীকার করে আর খারাপ কাজ চলার সম্ভাবনা থাকে তাহলে বিরত থাকা আবশ্যক। বিশেষ করে নেতৃস্থানীয় (অনুসরনীয় ব্যক্তি) ব্যক্তির জন্য অবশ্যই বর্জন করতে হবে। অন্যথায় উল্লেখিত শর্তের সাথে তেমন অসুবিধা নেই। কারণ সে কুকর্মে অংশ নিচ্ছে না। মনোনিবেশও করছে না। তারপরও হযরত ইবন ওমর রাদ্বি আল্লাহ আনহুর হাদীস তিনি শাহনা'র আওয়াজ শুনে কানের মধ্যে আঙ্গুল প্রবেশ করে দিলেন এবং এ কান্ড হুযুর পুর নূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কাছে বর্ণনা করেছিলেন। তাই এড়ায়ে চলা দরকার। বিশেষ করে নাজুক অন্তর ওয়ালা মহিলাগণের প্রসংগে অগ্নিশিখার হাদীস এক্ষণি অতিবাহিত হয়েছে। শোধরিয়া নেওয়ার নিয়তে বসে থাকা ভুল।

بساکین افت از اواز خیز
حسن بلائے چشم ہے نغمه وبال گوش ہے

'বেশি কথায় বিপদ আসে। চোখের বিপদ সুন্দর আর কানের আপদ কন্ঠস্বর।'

জাওয়াব(১৩)ঃ পঞ্চম নম্বর জাওয়াব লক্ষ্য করুন! মহিলার সাথে আরো মহিলা একত্রিত হলে তাও মহিলা। তা হেফাযত হয় না। স্বর্ণের উপর যতই স্বর্ণ রাখা হোক না কেন হেফাযতের প্রয়োজন। একজন অন্যজনকে কিভাবে দেখাশুনা করবে।

জাওয়াব (১৪)ঃ গুনাহ্‌র কাজে কারো অনুসরণ নেই। হ্যাঁ! ওই পদ্ধতি যেখানে নিষেধ করা হয়েছে শুধুমাত্র স্বামীর অধিকারের জন্য। যেমন- সপ্তাহে পিতা-মাতা অথবা বছরে একবার অন্য মহরমদের নিকট যাওয়া যায়। তবে সেখানে রাত্রি যাপন করতে স্বামীর অনুমতির প্রয়োজন হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না।

জাওয়াব(১৫)ঃ আল্লাহর বাণী اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ পুরুষদের কর্তব্য হল সাধ্য মতে নিজের পরিবারকে নিজের আয়ত্বে রাখা। সে দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহর বাণী- يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا মহিলাগণ নাফরমানী অবস্থায় দু'গুনাহ্‌র ভাগীদার। এক গুনাহ শরয়ীভাবে হবে অপর গুনাহ স্বামীর নাফরমানীর কারণে। জনসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে- অনুমতি ছাড়া কোথাও গেলে তালাক হয়ে যায়- এটা ভুল এবং বাতিল। কিন্তু যদি স্বামী এ ধরনের কাজের সাথে শর্তারোপ করে বায়েন তালাক দিলে তা পতিত হবে। পুরুষ যে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মজলিসে কুকর্ম চলে না সেখানে শরীক হতে পারবে। কুকর্মস্থলেও নিষেধ করার উদ্দেশ্যে হাযির হতে পারবে যদি ফিৎনার দিকে না গড়ায়। কেননা وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ কিন্তু মহিলার পেছনে লেগে যাওয়া এবং অন্যের ঘরে অনুমতিবিহীন প্রবেশ করা নাজায়েয।

জাওয়াব(১৬)ঃ মহিলাদের মধ্যে মহরম মহিলা কারা সে সম্পর্কে পঞ্চম নম্বর জাওয়াবে অতিবাহিত হয়েছে। যদিও বৈঠকটা মহরম মহিলাদের সমাবেশ হয় তবুও সেখানে নারীকে না পাঠালে শরীয়াতের দৃষ্টিতে কোন আপত্তি নেই। মূলতঃ বেশীর ভাগ ওয়ায়িয মুর্খ, বিবেকহীন ও অনুপযুক্ত হয়ে থাকে। মজলিসে শুধু শে'র পড়া, আগামাথা ছাড়া কাহিনী, মনগড়া তাফসীর ও জাল হাদীসের ছড়াছড়ি-যাতে আকীদা ও মাসআলার বিষয়ে জানার কিছু থাকে না। নেই আল্লাহ-রাসুলের প্রতি সমীহ। একমাত্র উদ্দেশ্য আওয়ামকে খুশি ও অঢেল মাল অর্জন করা। এমন উপদেশদাতা আছে যার পর নেই মুর্খ, কথায় কথায় শে'র পড়ে মানুষকে ধোঁকা দেয়। সংগীত আসরে মত্ত হয়ে রাসুলদের অবমাননা করে, আল্লাহর উপর দেয় অপবাদ, তাতো না'ত নয় বরং না'ত পরিবেশন নামে কলংক জোড়ানো। এধরনের বৈঠকে নিজে যাওয়া ও কাউকে পাঠানো গুনাহ ও হারাম। ইদানিং আওয়ামের অধিকাংশ মজলিস এ রকম পাপা কর্মে ভরপূর হয়। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন।

অনুরূপভাবে কতেক মহিলাদের অভ্যাস ওয়ায মাহফিল না শোনে নামকো ওয়াস্তে হাযির হয়ে শিরনী পাকানো ও ভাগ বাটোয়ারায় ব্যস্ত থাকা। বর্তমানকার মহিলার অবস্থা এরূপই হয়। যদিও কাজটা ভাল কিন্তু রেওয়াজটা ভিন্ন। তাই এসব বৈঠকে উপস্থিত হওয়া নিষেধ। সে সব খারাবী থেকে মুক্ত হলে তাতে উল্লেখিত শর্তসাপেক্ষে উপস্থিত হলে অসুবিধা নেই। নিম্নলিখিত অবস্থায় মহিলাদের গায়রে মহরমের ঘরে পাঠানো অবৈধ।

ক.কোন প্রকারের ফিৎনা বা কুকর্মের আশংকা থাকলে।

খ.মজলিস শুরুর পূর্বে আড্ডা বসানো।

গ.অনুষ্ঠান শেষে রঙঢং করা।

ঘ.শরীয়তের বরখেলাপ কাজ করা।

উল্লেখিত অবস্থায় মহরম বা অপরের ঘরে স্বীয় পরিবারকে পাঠানো যাবে না। কারণ ভাল-মন্দ মিলে মন্দ হয়ে যায়। যদি ওয়ায়িয সুন্নী, ধার্মিক ও দক্ষ হয় আর মহিলারাও শরয়ী আদবের সাথে হুযুরি কলবে শ্রবণ রত থাকে এবং সর্ব প্রকারের কুকর্ম থেকে সংরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা থাকে তাহলে মহরমের ঘরে স্ত্রীকে পাঠালে কোন অসুবিধা নেই। কেউ কেউ বলেছেন- মাকরূহে তানযীহি। ইমাম ফখরুল ইসলাম বলেছেন- ওয়ায শুনতে মহিলারা হাযির হওয়া মাকরূহে তাহরীমা। একটু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

গবেষণা করলে বুঝা যাবে- কোন পর্দানশীন মহিলা দু'কদমে মহরমের সাথে নেক্কারদের সমাগম হয় এমন মসজিদে তাকবীরে তাহরীমার সময় হাযির হয়ে নামায পড়াতে যেখানে তেমন ফিৎনার অবকাশ নেই, সে কাজকেও ওলামা-ই কিরাম সাধারণভাবে নিষেধ করেছেন। যে সম্পর্কে সহীহ হাদীসে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। বেগানা পুরুষের সমাবেশে মহরমবিহীন উপস্থিত হওয়ার কথাই আসে না। দু'ঈদে বরকত লাভের উদ্দেশ্যে ঋতুস্রাব সম্পন্না মহিলা(যে অবস্থায় তাদের প্রতি আশক্তি হয় না) যদিও ঈদগাহে আলাদাভাবে বসে তবু তাদের উপস্থিতি শরীয়ত নিষেধ করেছে শুধু ফিৎনায় জড়িত হওয়ার কারণে নয়; বরং ফিৎনার সম্ভাবনাকেও মূলোৎপাঠন করে দিয়েছে। কোন হীলা-বাহনার অবকাশ নেই। অপরের ঘরে নিজের নিয়ন্ত্রন থাকার কথা নয়। হাদীসে নিজের ঘরে থাকা সম্পর্কে বলেছেন- لَا تُسْكِنُوْهُنَّ الْغُرَفَ মহিলাদেরকে প্রাসাদে থাকতে দিওনা। শরীয়ত কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথা বলেনি। اِنَّ مِنَ الْحَزْمِ سُوْءَ الظَّنِّ দৃঢ়চেতা ব্যক্তি সম্পর্কেও কুধারণা জম্মাতে পারে। কবির উক্তি-

'লম্পটরা মুক্তার থলের দিকে তাকায়
কখন এসব এসে যায় তার খাঁচায়।'

ভাল-মন্দ কারো কপালে লেখা নেই। বিশেষতঃ এ ফিৎনা যুগে ধারণার বাইরে অনেক কিছু ঘটে যায়। ভেতরে-বাইরে ঠিক থাকলেও নেক্কারেরা কি মা'সুম! শরীয়ত ফিৎনার আশংকা থেকেও সতর্কতা আরোপ করেছে। মদ্যপান হারাম করার পর শরীয়ত নিষেধ করে দিয়েছে সে পাত্র ব্যবহারকেও। কেউ যদি বলে অনেক সমাবেশে জমায়েত হয়েছি কোন অঘটন ঘটেনি। আচ্ছা,বলুন! চিকিৎসা কি প্রাণ চলে যাওয়ার পরে করা হয়? مَا كُلُّ مَرَّةٍ تَسْلَمُ الْجَرَّةُ প্রত্যেক বারই পাত্র নিরাপদ থাকে না। অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় ডাক্তারেরা খাওয়া-দাওয়া ক্ষতিকারক বলে প্রেসক্রিপশনে লিখে থাকেন। হাজারো বার খেলেও কোন কোন সময় সৌভাগ্যক্রমে ক্ষতি করে না। তাই বলে কি তা ভুল বলবে? খোদার কাছে পানাহ চাই! বিপদ ঘনঘটা করে আসে না। ফিৎনার আশংকাকে রোধ করার জন্য ওলামা কিরাম পর্দা আবশ্যক করেছেন। বন্ধু বান্ধবীর চাচা, খালু, মামা, ফুফাতো ভাই এসবের সামনে দেখাদেখি খুব খারাপ প্রচলন। আল্লাহ রক্ষা করে বিধায় তত ফিৎনা হয় না। তার চেয়ে আরো মারাত্মক হিন্দুয়ানী চালচলন। অর্ধ মাথা কাপড়, পেট-পিঠ খোলা রাখা কতই ঘৃনিত কাজ! পাতলা বা নেট বা চুমকি লাগানো উড়না পরে পুরো দেহ অবয়ব চমকায়ে যারতার সামনে আসা যাওয়া কি শোভা পায়! ফিৎনা না হলেও তা ঢেকে রাখা আবশ্যক নয়? এ তো ফিৎনার উপকরণ, তা নাহলেও শরীয়তের বিধান হেকমত থেকে মুক্ত নয়। শরীয়তের বিধান ফিৎনা বা তার দরজা একেবারে বন্ধ করে দেয়ার উদ্দেশ্যে। অধমের নিকট এতটুকু জানা আছে। কেউ বেশি জানলে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আমাকে জানাবেন। মোদ্দাকথা- এঅবস্থায় স্ত্রীকে কোন অনুষ্ঠানে পাঠানো আশংকাজনক; না পাঠানো সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। অধম সে অনুযায়ী আমল করে যায়। কোন বৈঠকে কুকর্মের আশংকা বোধ করলে ওয়ায়িযদের তদানুযায়ী হিদায়ত ও বারণ করা উচিত।

মাসআলা- ৪৬ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, সোনা চাঁদীর ঘড়ি অথবা সোনা চাঁদীর চেরাগে ঘটি আলোকিত করা যার থেকে আলো গ্রহণ করা হয়, প্রচলিত বাতি জ্বালানো উদ্দেশ্য নয়; বরং আমল দৃঢ় করা ও দ্রুত প্রভাব বিস্তারের জন্য ছ্যাকা দেয়া । এটা জায়েয হবে কি না?

জাওয়াবঃ উভয় পদ্ধতি নিষেধ। আল্লামা সৈয়দ আহমদ তাহতাভী দুররুল মুখতারের প্রান্তটীকায় লিখেছেন-

اِذِ الْاَصْلُ فِىْ هٰذَا الْبَابِ قَوْلُهٗ ﷺ هٰذَانِ حَرَامَانِ عَلٰى اُمَّتِىْ حِلٌّ لِاُنَاثِهِمْ وَلَمَّا بُيِّنَ اَنَّ الْمُرَادَ عَنْ قَوْلِهٖ حِلٌّ لِاُنَاثِهِمْ مَا يَكُوْنُ حُلْيًا لَهُنَّ بَقِىَ مَا عَدَاهُ عَلٰى حُرْمَةٍ سَوَاءٌ اُسْتُعْمِلَ بِالذَّاتِ اَوْ بِالْوَاسِطَةِ

অর্থাৎ মূলত: স্বর্ণ চাঁদী ব্যবহার নিষেধের দলীল নবীর বাণী-এ দু'টি আমার উম্মতের পুরুষের জন্য হারাম আর মহিলার জন্য হালাল। মহিলার জন্য বৈধ হবে তাদের অলংকার হিসেবে ব্যবহার হলে,তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে অবৈধ হওয়ার বিধান প্রযোজ্য। আল্লামা আবুস সাউদ বলেন- এ বর্ণনা থেকে কফির পেয়ালা এবং স্বর্ণ চাঁদী ঘড়ি ব্যবহার নিষিদ্ধ বুঝা যায়।

আল্লামা শামী'র রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থে তাহতাভীর উক্তিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ইরশাদ করেন- ওটাই প্রকাশ্য। যে পাত্রের পুরাটাই রূপা তা ব্যবহার করা হারাম। অনুরূপ ভাবে রূপার পাত্রে লবন বাতি জ্বালানো অবৈধ। রূপা নির্মিত কফির পেয়ালা, ঘড়ি, পানীয় বস্তুর জন্য ব্যবহার্য তামাক নির্মিত পাত্র যদি হাতলও রূপার হয় তা ব্যবহার করা নাজায়েয। বাতি দ্বারা আলো গ্রহণ উদ্দেশ্য, তা ছাড়া ভিন্ন পর্যায়ে ব্যবহার বৈধ। স্বর্ণ রূপার পাত্র প্রাথমিকভাবে যা যে কাজের জন্য নির্মিত তাছাড়া ভিন্ন কাজে ব্যবহার করলে মাকরূহ হবে।

لِمَافِى دُرِّ الْمُخْتَارِ اَنَّ هٰذَا اِذَا اُسْتُعْمِلَتْ اِبْتِدَاءً فِيْمَا صُنِعَتْ لَهٗ بِحَسْبِ تَعَارُفِ النَّاسِ وَاِلَّا كُرِهَتْ

এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য দু'টি অভিমত নিম্মে পেশ করলাম।

প্রথমতঃ ভিন্ন কাজে ব্যবহার করলেও তা সাধারধভাবে নিষিদ্ধ। কারণ এ বিষয়ে অনেক হাদীস ও দলীল রয়েছে। পাত্র পানি পান করার জন্য তৈরী করা হয় অন্য

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বাসন খাদ্য গ্রহণ করার জন্য। কেউ বলতে পারবে না যে, সোনা চাঁদীর পাত্রের মাধ্যমে পানি পান করা অথবা বাসনের মাধ্যমে খানা গ্রহণ করা জায়েয। আল্লামা ইবনে 'আবিদীন শামী বলেন- স্বর্ণ চাঁদীর যে পাত্রকে যে কাজে তৈরী করা হয়েছে তজ্জন্য ব্যবহার হলেও মতানৈক্য রয়েছে। খানার পাত্র পান বা গোসল করার কাজে ব্যবহার করলে তা হারাম না হওয়া চাই। এতদ সত্ত্বেও তা নিষেধের আওতায় পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ চেরাগ থেকে আলো গ্রহণ করা হয়। এ চেরাগ যেই উদ্দেশ্যেই নির্মিত সেটা তার শৈল্পিক উদ্দেশ্য ধরে নেয়া হবে। হারামের বিধান উদ্দেশ্যে ক্ষতি সাধন করা বুঝায়। হ্যাঁ, সোনা এবং চাঁদীর নিকেল করলে কোন ক্ষতি নেই। আল্লামা আইনী (রাঃ) বলেন-

اَمَّا التَّمْوِيْهُ الَّذِىْ لَايَخْلِصُ فَلَا بَاْسَ بِهٖ بِالْاِجْمَاعِ لِاَنَّهٗ سَتُهْلِكُ فَلَا عِبْرَةَ بِبَقَائِهٖ لَوْنًا

নিকেল করত: সোনালী বা রূপালী রংয়ে রঙ্গিত করা হলে অসুবিধা নেই। কারণ সে রং নষ্ট হয়ে যায়, স্থায়ী থাকে না।

মাসআলা-৪৭ঃ ওলামা-ই দ্বীন এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, হিন্দুস্থানের অধিকাংশ শহরে এ নিয়ম প্রচলিত আছে যে, মৃত ব্যক্তির ওফাত দিবসে তার আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খীদের মহিলারা ঘরে একত্রিত হয় যেভাবে বিবাহে সমবেত হয়। তারপর কেউ দ্বিতীয় দিনে, অধিকাংশ তৃতীয় দিনে ফিরে যায়। আর কতেক মহিলা চালিশা পর্যন্ত অবস্থান করে। তাদের অবস্থান কালে মহিলাদের খানাপিনার ব্যবস্থা মৃতব্যক্তির পরিবারকে আঞ্জাম দিতে হয়। সে সময় তাদের হাত খালি থাকলে ঋণ গ্রহণ করে। যদি কেউ কর্জ না দেয় তাহলে সুদের মাধ্যমে কর্জ নেয়। যদি এভাবে না করে তাহলে অপবাধ এবং বদনাম করে। এটা শরীআতে জায়েয আছে কি না?

জাওয়াবঃ হে মুসলিম ভাইয়েরা! এধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাও লজ্জাষ্কর। এটা একটা কু-রসম এবং যার পর নেই মন্দ। সুদী টাকা নিয়ে দাওয়াতের আয়োজন করা গুনাহ এবং পাপ কাজের অর্ন্তভূক্ত। আরো কয়েকটি কারণ নিম্মে উল্লেখ করছি।

প্রথমতঃ এ দাওয়াত স্বয়ং না-জায়েয, বিদআতে সাইয়্যা এবং মন্দ কাজ। ইমাম আহমদ স্বীয় মাসনদে এবং ইবনে মাযাহ তাঁর সুনানে বিশুদ্ধ সনদে হযরত জরীর বিন আবদুল্লাহ বজলী রাদ্বি আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন-

كُنَّا نَعُدُّ الْاِجْتِمَاعَ اِلٰى اَهْلِ الْمَيِّتِ وَصُنْعَهُمُ الطَّعَامَ مِنَ النِّيَاحَةِ

www.YaNabi.in

আমরা সাহাবা-ই কিরাম মৃতব্যক্তির ঘরে সমবেত হওয়া এবং তাদের উদ্দেশ্যে খাদ্য তৈরী করা নিয়াহা বা ক্রন্দন করার মধ্যে গণ্য করতাম, যা হারাম হওয়ার ব্যাপারে ধারাবাহিক বর্ণিত হাদীস রয়েছে। ইমাম মুহাক্কিক আলাল ইতলাক হিদায়া'র ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফাতহুল কাদীরে বলেন-

يُكْرَهُ اِتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ مِنَ الطَّعَامِ مِنْ اَهْلِ الْمَيِّتِ لِاَنَّهٗ شُرِعَ فِى السُّرُوْرِ لَافِى الشُّرُوْرِ وَهِىَ بِدْعَةٌ مُسْتَقْبَحَةٌ

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে খানাপিনার ব্যবস্থা করা নিষেধ। কারণ শরীআতের মধ্যে যিয়াফত খুশীর ক্ষেত্রে, দুঃখে নয়। এটা মন্দ বিদআত। একই ভাবে আল্লামা শারনবুলালী 'মারাকিউল ফালাহ' এ মন্দ বিদয়াত বলেছেন।

ফতোয়া-ই খোলাছা, ফতোয়া-ই সিরাজিয়া, ফতোয়া-ই যহীরিয়া,খযানাতুল মুফতীন, তা-তারাখানিয়া ও ফতোয়া-ই হিন্দীয়ায় যুক্ত বিবৃতি আছে-

لَايُبَاحُ اِتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ عِنْدَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْمُصِيْبَةِ زَادَ فِى الْخُلَاصَةِ لِاَنَّ الضِّيَافَةَ تُتَّخَذُ عِنْدَ السُّرُوْرِ

বিপদগ্রস্থ অবস্থায় তৃতীয় দিনে দাওয়াতের আয়োজন করা জায়েয নেই। কারণ যিয়াফত খুশীর সময় হয়ে থাকে। ফতোয়া-ই কাযীখান কিতাবুল হাযর ওয়াল ইবাহাত'র মধ্যে আছে-

يُكْرَهُ اِتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ فِىْ اَيَّامِ الْمُصِيْبَةِ لِاَنَّهَا اَيَّامُ تَاَسُّفٍ فَلَا يَلِيْقُ بِهَا مَايَكُوْنُ لِلسُّرُوْرِ

দুঃখের সময় যিয়াফত করা নিষেধ। কারণ এটা শোক পালনের দিন। তাই খুশী জাতীয় কোন কিছু উচিত নয়। ইমাম যীলির লিখিত 'তাবয়ীনুল হাকায়িক'র মধ্যে রয়েছে-

لَابَاْسَ بِالْجُلُوْسِ لِمُصِيْبَةٍ اِلٰى ثَلٰثٍ مِنْ غَيْرِ اِرْتِكَابِ مَحْظُوْرٍ مِنْ فَرْشِ الْبُسُطِ وَالْاَطْعِمَةِ مِنْ اَهْلِ الْمَيِّتِ

বিপদের সময় তৃতীয় দিনে বৈঠক করলে কোন ক্ষতি নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত মৈয়তের পক্ষ থেকে বিছানাপাত এবং খাবারের আয়োজন জাতীয় কোন নিষিদ্ধ কাজ না হয়। ইমাম বাযযাযী 'ওয়াজীরাহ' গ্রন্থে বলেন-

يُكْرَهُ اِتِّخَاذُ الطَّعَامِ فِى الْيَوْمِ الْاَوَّلِ وَالثَّالِثِ وَبَعْدَ الْاُسْبُوْعِ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

অর্থাৎ মৃতব্যক্তির ঘরে প্রথম বা তৃতীয় দিন বা সাপ্তাহখানেক পর যে খাবার তৈরী করা হয় তা মাকরূহ। আল্লামা শামী রাদ্দুল মুহতারে বলেন-

اَطَالَ ذَالِكَ فِىْ الْمِعْرَاجِ وَقَالَ هٰذِهِ الاَفْعَالُ كُلُّهَا السُّمْعَةُ وَالرِّيَاءُ فَيُحْتَرِزُ عَنْهَا

অর্থাৎ হিদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ মি'রাজুদ দিরায়া'য় এ মাসআলা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এতে গ্রন্থকার বলেছেন- এসব কাজ যশ-খ্যাতি ও লৌকিকতার উদ্দেশ্যে হলে তা থেকে বিরত থাকা উচিত। 'জামেউর রুমূয'এ আছে-

يُكْرَهُ الْجُلُوسُ لِمُصِيبَةٍ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ اَوْاَقَلَّ فِى الْمَسْجِدِ وَيُكْرَهُ اِتِّخَاذُ الضِّيَافَةِ فِىْ هٰذِهِ الاَيَّامِ وَكَذَا اَكْلُهَاكَمَا فِى خَيْرَةِ الْفَتَاوٰى

অর্থাৎ মৃত্যুর তিন দিন বা তার কম সময়ে তাযিয়া বা শোক পালনের জন্য মসজিদে বসা, ঐ দিনসমূহে যিয়াফত বা খানাপিনার ব্যবস্থা করা মাকরূহ। যেমন খায়রাতুল ফতোয়ায় রয়েছে। ফতোয়া কুর্দী এবং ওয়াকিয়াতুল মুফতীন এ আছে- يكره اتخاذ الضِيَافَةِ ثلثة ايّام واكلها لِاَنَّهَا مشروعة لِلسُّرور তিন দিন ধরে যিয়াফত এবং খানাপিনার ব্যবস্থা করা মাকরুহ, আপ্যায়ন খুশীর মধ্যে হয়ে থাকে। কাশফুল গিত্বা'র মধ্যে আছে-

ضیافت نمودن اهل میت اهل تعزیت را وپختن طعام برای انها مکروه است باتفاق روایات چه ایشان را بسبب اشتغال بمصیبت استعداد و تهیه ان دشوار است

উহার মধ্যে আরো আছে- 'তৃতীয় দিনে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে যে খানা পরিবেশন করা হয় বৈধ নয়। জমহুরের মতে যিয়াফত খুশির সময়ে, শোকের সময় নয়।'

দ্বিতীয়তঃ হয়ত ওয়ারিশদের মধ্যে কোন এতীম বা নাবালেগ শিশু অথবা কতেক ওয়ারিশ অনুপস্থিত থাকে এবং তার বিনাঅনুমতিতে ব্যবস্থা করা হলে তা মারাত্মক হারাম। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন-

اِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ اَمْوَالَ الْيَتٰمٰى ظُلْمًا اِنَّمَا يَاكُلُوْنَ فِى بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَ سَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا–

'নিশ্চয় যারা অন্যায়ভাবে এতিমের মাল ভক্ষন করে সে পেঠের মধ্যে আগুন ভর্তি করে। অচিরেই সে জাহান্নামের অগ্নিতে প্রবেশ করবে।' অন্যের সম্পদ অনুমতি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ছাড়া ব্যবহার করা নাজায়েয। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন لَاتَاكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ বিশেষ করে নাবালেগ শিশুর সম্পদ নষ্ট করা যা সে নিজের বা তার পিতার বা তার ওয়ারীশের কারো কোন ইখতিয়ার নেই। لِاَنَّ الْوِلَايَةَ لِلنظرِ لَالِلضَّرَرِ তা দায়িত্ব দেয়া হয় দেখাশুনা করার; ক্ষতি করার জন্য নয়। বিশেষ করে যদি তাদের মধ্যে কোন এতিম থাকে তাহলে ভারী বিপদ। হ্যাঁ, যদি অভাবীদেরকে দেওয়ার জন্য খানা পাকানো হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই, বরং উত্তম। শর্ত হল কোন বিবেক সম্পন্ন বালেগ নিজের সম্পদ থেকে বা তার পাওয়া তর্কা থেকে করবে। তবে উপস্থিত বালেগ-নাবালেগ সকল ওয়ারেছ সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তা-তারখানিয়া এবং হিন্দিয়ায় আছে-'ওয়ারিছরা বালিগ হলে ফকিরদের জন্য খানা প্রস্তুত করা উত্তম। যদি ওয়ারিছদের মাঝে নাবালেগ থাকে তাহলে তর্কা থেকে তা করা যাবে না।' অনুরূপ ভাষ্য কাযীখানেও আছে।

তৃতীয়তঃ মহিলারা একত্রিত হয়ে অসামাজিক কার্যকলাপ করে। যেমন চিৎকার দিয়ে কান্না করা, হাহুতাশ করা, বানোয়াট ভাবে মুখে সুর দেয়া ইত্যাদি করা যার নাম নিহায়া বা বিলাপ করা। আর নিহায়া বা বিলাপ করা হারাম। এধরনের বৈঠকে মৃত ব্যক্তির প্রিয়জন ও বন্ধুগণ খাবার প্রেরণ করা গুনাহ। কুকর্মে সাহায্য করার নামান্তর। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ولاتعَاوَنُوا عَلٰى الاثمِ وَالْعُدْوَانِ তোমরা পাপ এবং সীমালঙ্ঘন কাজে সাহায্য করো না।

কাশফুল গিত্বা'য় এরই সমর্থনে বলা হয়েছে-

ساختن طعام در روزثانی وثالث برائے اهل میت اگر نوحه گراں جمع باشند مکروه ست زیراکه اعانت ست ایشانرا بر گناه

চতুর্থতঃ এ প্রচলিত নিয়মের কারণে অধিকাংশ লোকেরা সাধ্যাতীত কষ্টে পতিত হয়। এমনকি এ আয়োজনে লিপ্ত হয়ে মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গ নিজেদের শোক ভুলে বসে। এসব আয়োজনের জন্য অন্য কারো থেকে ধার নিয়ে চা-নাস্তা, খানাপিনার ব্যবস্থা করে। অনেক সময় বাধ্য হয়ে কর্জ নেয়। এরূপ ঝামেলা এবাজে রসমের জন্য দূরের কথা শরয়ীভাবে কোন বৈধ কাজের জন্যও পছন্দনীয় নয়। ফলে যে কষ্টে পড়তে হয় তা প্রকাশ্য। তারপর যদি সুদের মাধ্যমে কর্জ নেওয়া হয় তাহলে তা একেবারে হারাম। মা'যাল্লাহ! পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর লা'নতের স্বীকার হবে। শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া সুদ নেওয়া ও দেওয়া উভয়ই হারাম, লা'নত প্রাপ্ত হবে। যেরূপ সহীহ হাদীসে নবীজি এরশাদ করেছেন। নিঃসন্দেহভাবে প্রচলিত এ নিয়ম অত্যন্ত নেক্কারজনক এবং নিষিদ্ধ। আল্লাহ তা'আলা এ কু-রসমসমূহ যা দ্বীন-দুনিয়ার ক্ষতি সাধন করে তা ত্যাগ করা এবং মারাত্মক অভিশাপ থেকে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুসলমানদের বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

সতর্কতাঃ প্রিয়ভাজনদের এবং প্রতিবেশীদের উচিত সুন্নাত পদ্ধতিতে মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য শুধুমাত্র প্রথম দিন এতটুকু খাবার তৈরী করে প্রেরণ করা যাতে তারা দু'বেলা খেতে পারে। বার বার খাওয়ার সুযোগ দেওয়ার দরকার নেই। কিন্তু সুন্নাত মোতাবেক এ খাদ্য শুধুমাত্র মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের জন্য উপযোগী। খানার আসর বসাতে পাঠানোর কোন বিধান নেই। তাও মৃত ব্যক্তির পরিবারবর্গের জন্য শুধু প্রথম দিনই দেওয়ার হুকুম আছে; পরে নয়।

কাশফুল গিত্বা'র ভাষ্য-প্রথম দিনে মৈয়তের পরিবারকে খানা খাওয়ানো মুস্তাহাব। প্রচলিত নিয়মে মৃতের পরিবার ব্যতীত অন্য কাউকে খানা পরিবেশন করা মাকরূহ। ফতোয়া আলমগীরিতে আছে-

حَمْلُ الطَّعَامِ الٰى صَاحِبِ الْمُصِيْبَةِ وَ الاَكْلِ مَعَهُم فِى اليومِ الاَوّلِ جَائِزٌ لَتوغلِمَ بِالْجِهَازِ وَبَعْدَه يُكرَه كذافِى التَّتَارْ خَانِيَّةِ

শোক পালনকারীর কাছে প্রথম দিনে খানা পাঠানো এবং তাদের সাথে খাওয়া বৈধ। তার পরবর্তীতে মাকরূহ। যেরূপ তা-তারখানীয়াতে রয়েছে। অধিক জ্ঞাতার্থে উপরোক্ত বিষয়ে অধমের লিখিত একই ভাবার্থবোধক তথ্য ও তত্ত্ব সম্বলিত একটি ফতোয়া নিম্নে উপস্থাপন করা হল।

قد ارينالك تظافر النقول وانما الواجب اتباع المنقول وان لم يظهروجهه للعقول كما صرح به العلماء الفحول فكيف اذا هو المعقول ولاعبرة بالبحث مع نص ثبت فكيف مع النصوص وقد توافرت لانظرفيه العلامة الفاضل ابرهيم الحلبى حيث اورد المسالة فى اواخرالغنية عن فتح القديروعن البزازوعن البزازية ثم قال ولابخلو عن نظرلانه لادليل على الكراهة الاحديث جريربن عبداللّٰه المتقدم وانمايدل على كراهة ذلك عند الموت فقط على انه قدعا رضه مارواه الامام احمدبسند صحيح وابوداود (اى والبيهقى فى دلائل النبوة كلهم) عن عاصم بن كليب عن ابيه عن رجل من الانصار قال خرجنامع رسول اللّٰه صلى اللّٰه تعالى عليه وسلم فى جنازة تذكر الحديث قال) فلما رجع استقبله داعى امراته

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

فجاء وجئ بالطعام فوضع يده ووضع القوم فاكلوارسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه واسلم يلوك لقمة فى فيه الحديث۔ قال فهذايدل على اباحة صنع اهل الميت الطعام والدعوة اليه اه مختصرا وقدتكفل بالجواب عنه العلامة الشامى فى ردالمحتار فقال فيه نظرفانه واقعة حال لاعمرم لها مع احتمال سبب خاص بخلاف ما فى حديث جريرعلى انه بحث فى المنقول فى مذهبنا ومذهب غيرناكالشافعية والحنابلة استدلال بحديث المذكور على الكراهة الخ۔اقول ولم يتعرض لاعتراضه الاول لكونه اظهر سقوطا فاولانحن مقلدون لامنتقدون فمابالنابالدليل وعدم وجداننالايدل على العدم وثانيا ماذكروا جميعا من انه انما شرع فى السرور لا فى الشرور كاف فى الدليل وثالثا لاادرى من اين اخذرحمه اللّٰه تعالى تخصيص افادة الكراهة في الحديث بساعة الموت ليس منهم الطعام فى اليوم الثانى والثالث ومثل صنعامن اهل الميت لاجل المجتمعين فى الماتم ام انما تحرم النياحة عند الموت فقط لابعده فان اراد ان المعروف فى عهدهم كان هو اجتماع والصنع عنده لابعد ه طولب بثوته وعلى تسليمه حققنا المناط كما اناد وا فتذهب خصوصية الوقت ملغاة هذا اورايتنى كتبت على هامشى رد المحتارعلى قوله واقعة حال ما نصه لان وقائع العين مظان الاحمتالات مثلايمكن ههنا ان الدعوت كانت موعودة بهذا اليوم من قبل واتفق فيه الموت فانقلت هل من دليل عليه قلت من دليل على نفيه وانما الدليل عليكم لاعلينا فهذ ا هو النظر الرابع فى كلامه علاان ضيافة الموت ضيافةتتخذلاجل الموت وصنافة الصحابة رضى اللّٰه تعالى عنهم للنبى صلى اللّٰه عليه وسلم لم تكن موقوفة على موت احد ولاحياته فلوان النبى ﷺ جاء هافى غير موت

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

بما اضافته ومعه من خدمه ﷺ كما وقع عنهم مرارا فلم يكن فيه احداث شيئى من اجل الموت بحيث لولم يقع الموت لم يكن بخلاف ما نحن فيه انما يكون لاجله بحيث لو لم يكن لم يكن فهذا الخامس علاان الحاظروالمبيع اذا نقول با لمعارضته بل بقدم الحاظر هذا السادس هذا ما عندى والعلم بالحق عند ربى وبالجملة فليس لناالبحث فى المنقول فى المذهب و هو النظر السابع المذكور اخرفى كلام الشامى واللّٰه الموفق اه ما كتبت عليه مزيدا و اما المولى الفاضل على القارى عليه الرحمة البارى فحاول تاويل نصوص المذهب ظنامنه انها تخالف الحديث فقال فى المرقلة شرح المشكواة باب المعجزات قبيل الكرامات تحت قول الحديث فاكلوا هذا الحديث بظاهره يرد على ما قرره اصحاب مذهبنا من انه يكره اتخاذ الطعام فى اليوم الاوّل اوالثالث اوبعد الاسبوع كما فى البزازية ثم اورد نصوص الخلاصة والزيلعى والفتح قال والكل عللوه بانه شرع فى السرور لافى الشرورذكرقول المحقق حيث اطلق انها بدعة مستقبحة واستدلاله بحديث جرير رضى اللّٰه تعالى عنه قال ان يقيد كلامهم بنوع خاص من اجتماع يوجب استحياء اهل بيت الميت فيطعمونهم كرهااويحمل على كون بعض الورثة صغيرا او غائبا او لم يعرف رضاه او لم يكن الطعام من عنداحد معين-من مال نفسه لا من مال الميت قبل قسمته ونحوذالك وعليه يحمل قول قاضيخان يكره اتخاذالضيافة فى ايام المصيبة لانها ايام تاسف فلا يليق بها ما يكون للسروراه اقول اوّلا قدنبا ناك ان الحديث لاورودله عليهم بوجوه- وثانيالامساغ للتقيد فى كلما تهم بعد مانقل هو عنهم انهم جميعا عللوه بانه انما شرع فى السرورلا فى الشرور الامام فقيه النفس قال اياه

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

تاسف فلا يليق بها عوائد السرورفان الالجاء الى الطعام كرها اوالتصرف فى مال بغيراذن مالكه واحد مالكه لاسيماالصغيرمسا لا تجويزقط فى السرورولافى الشرورفى هذا يرتفع الفرق وهم مصرحون به عن اخرهم فيكون تحويلا لاتاويلا-وثالثاما ذكرثا نيا من التقييد بمال صغير او غائب الخ العد و ابعد وكيف يحل عليه كلام الخاينة من انه قال متصلا بما مر وان اتخذطعاما للفقراء كان اذاكانوا بالغيرفان كان فى الورثة صغيرلم يتخذواذالك من التركة اه مثله كلام البزازية والتتارخانية والهندية وغيرها فانه ظاهر فى انهم يفرقون بين الضيافة واتخاذطعام للفقراء فيحكمون على الاول بالكراهة وعلى الثانى بالحسن ويقيد ونه بما اذاكانو ا بالغين وقدصرحوابمفهوم القيد بمنعه من التركه اذا كانو ا قاصرين فلوكانت الكراهة فى الاول ايضا مقصورة على ذالك لارتفع الفرق- ورابعا لوارد هذا لكان من المستعبد تظافرهم على التعبير بالكراهة فان الاتخاذ والحال هذه من اشنع المحرمات القطعية كما لايخفى - وخا مسالئن سلمنا ما افاده فى التاويل اول لكان الحكم فى مسالتناهذه هو المنع مطلقا فانهن يجتمعن عند اهل الميت ويكون فى بيته يومين اواكثروالانسان يستحى ان يقيم احدا بيته جائعا فيضطرالى اطعامه رضى اوسخط وقد علم كما ذكر فى السئوال انهم والم يفعلوا يصيروا عرضة مطاعن الناس فليس الاطعام المعهود الاعلى الوجه المردود وهذا ما قال فى معراج الدراية انها كلها للسمعة والرياء كما قد منا فهذا التخصيص يؤدى الى التعنيم ولوراء ى الفاضلان الحلبى القارى ما عليه بلادنالاطلقا القول جازمين بالتحريم لاشكا ان فى ترخيصه فتح باب لشيطان رجيم وايقاع المسلمين لا سيماالخفاء ذات فى

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

حرج عظيم وضيق اليم فنسال اللّه الثبات على الصراط المستقيم والحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه تعالى عليه سيّدنا محمد واله اجمعين

মাসআলা-৪৮ঃ আপনার খেদমতে কতিপয় বিষয়ের বিধান জানতে চাই। আশা করি- সত্বর জবাব প্রদান করে বাধিত করবেন।

(ক)এক সুন্নী ব্যক্তির সামনে শিয়া মু'তাযালারা জান্নাতে আল্লাহ তা'আলাকে দেখার বিষয়ে অস্বীকারের আলোচনা আসলে সে বলল যে, তা তো সত্য বটে। আল্লাহকে দেখার বিষয়ে সে বাতিলদের কথা সমর্থন দিল এবং সন্দেহে নিপতিত হল। এর বিধান কি?

(খ) এক ব্যক্তির নাম রাখল আবুল বারাকাত, এর উপর সে 'আযাদ' অতিরিক্ত করল। তা শোনে তার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে এক ব্যক্তি বলল, এ নামটি ওই ব্যক্তি কোথা থেকে রাখল। আল্লাহ মিয়ার নিকট তার এ নাম লেখা হয়নি। উত্তরে বলা হল যে, লওহে মাহফুযে তো সব কিছু লিখা আছে। এটাও লিপিবদ্ধ। তদুত্তরে সে ব্যক্তি বলল- আমি এ ভিত্তিতে বলেছি যে- লোকেরা বলে যেই নাম পিতামাতা রাখে ওই নাম আল্লাহ মিয়ার দরবারে লিখা হয়। প্রকাশ্যভাবে বক্তার উদ্দেশ্য ছিল যে, ওই নামই লিখা হয় যা পিতা-মাতারা রাখেন; যা নিজেই বা অন্য কেউ রাখে ওটা বাস্তবেই লিখা থাকে না। তাদের এই উক্তির বিধান কি? আসলে কি নাম ওটাই হতে হবে যা পিতামাতাই রাখে; নাকি নিজে যেটা রাখে তা লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ থাকে?

(গ)এক সুন্নী ব্যক্তির সামনে আমি বললাম- হুযূর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নেক বিশেষত্ব রয়েছে। কিছু কিছু শরীআতের হুকুম এমন রয়েছে যা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র জন্য খাস, সাহাবীরা তা থেকে বাদ। ওই ব্যক্তি মন্তব্য করল-কতেক মুর্খরা বলে যে, 'আল্লাহ তায়ালা রেযা জুয়ে মুহাম্মদ' (আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্টকারী)। সে সুন্নী লোকটি বলল- কেন মুর্খ বললেন? বাস্তবেই আল্লাহ তায়ালা রাসুলের সন্তুষ্ট কামনাকারী। অনেক বিজ্ঞ এর স্বীকৃতি দিয়েছেন। যেমন মু'মিন জননীরা(রাঃ)অনেকে এ বিশেষত্ব সম্পর্কে বলেছেন। অথচ হুযূর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত ফরমানের বাইরে এক কদমও রাখতেন না। ওটাই এরশাদ করতেন যা আল্লাহ ফরমাইতেন। মূলতঃ হুযূর আল্লাহর হুকুমের অনুসরণকারী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টিই চায়। তাদের সেই অবস্থা থেকে বুঝা যায়- আল্লাহ তায়ালা রাসুলের সন্তুষ্ট কামনাকারী মনে করা মুর্খতা। কেননা তাতে বুঝা যায়- হুযূর নিজেই হুকুম দিলে আল্লাহ তা'আলা সে অনুপাতে ওহী নাযিল করতেন। আল্লাহ তা'আলা হুযূর সাল্লাল্লহু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র অনুসরণ করতেন বলে প্রতীয়মান হয়। বস্তুতঃ এলাহী নির্দেশের অনুসরণ করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মন্তব্যকারী যে গড়ে মুর্খ বলল তার বিধান কি?

(ঘ)কেউ বলল, অমুকের ঘর চুরি হয়েছে। আরেকজন বলল- চুরি হওয়াতে ভাল হয়েছে। কোন কোন সময় প্রকাশ্য কথাই উদ্দেশ্য হয়। আবার কোন কোন সময় উদ্দেশ্য হয় ভিন্নটা। যেমন উদাহরণ স্বরূপ-সম্পদ থাকা ক্ষতি অথবা তার জন্য এটা ধোঁকার বস্তু ছিল। তাই চুরি হওয়াতে ভাল হল। ধোঁকাদাতা জিনিস চলে গেছে, বা কষ্ট লাঘব হয়ে গেল। উভয়াবস্থায় একটি নিষিদ্ধ জিনিসকে ভাল বললে কেমন হবে?

(ঙ) এক ব্যক্তির মুখ থেকে শরীয়তের খেলাপ কোন কথা বের হল, পরে তা প্রকাশ্যভাবে অস্বীকার করে বসল। অথবা তার মন্দ বুঝতে পেরে তা ত্যাগ করতঃ তার বিপরীত শব্দ উচ্চারণ করল। এতটুকুতে কি তাওবা হয়ে গেল, না তাওবা করা জরুরী?

(চ) আমাদের এলাকার এক মহিলা নিজের স্বামীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বলল- জানি না অমুক স্থান (লজ্জাস্থানের নাম উল্লেখ করে) এর প্রতি আপনার এত আশক্তি কেন? স্বামী বলল- আল্লাহই জানেন। তদুত্তরে স্ত্রী বলল- আল্লাহ কিছুই জানে না। পরে আরেকটি বাক্য উচ্চারণ করল যা সম্ভবতঃ এটাই ছিল যে, সব কিছু তোমার তালবাহানা, তোমার বেপরোয়ায়ী। এসব আলাপচারিতার হুকুম কি? এসব কথার ডকুমেন্ট আমার নিকট মাওজুদ আছে। অতি তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে ধন্য করবেন। দোয়া করবেন যাতে এফেৎনা ফ্যাসাদের যুগে আল্লাহ তা'আলা সুন্নী ভাইদের ঈমান সালামত রাখে। (আমীন)

জাওয়াবঃ (ক) আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ 'আমি আমার বান্দার ধারণা মোতাবেক আছি।' রাফিজী-মু'তাযালারা আল্লাহকে দেখা থেকে নৈরাশ হয়েছে আর বাস্তবিকই বঞ্চিত থাকবে। ওহাবীরা শাফ'আতকে অস্বীকার করে তারাও তা থেকে বঞ্চিত হবে। তাই তাদের অস্বীকার তাদের মতে শুদ্ধ আছে। বক্তার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য হল তাদের অস্বীকার তাদের হকে যথাযথ। এতে কোন অসুবিধা নেই। হ্যাঁ,যারা তাদের উক্তির সুর মিলায় তারা অবশ্যই পথভ্রষ্ট। আহলে সুন্নাত বহির্ভূত। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

(খ) নিঃসন্দেহে লাওহে মাহফুযে ছোট বড় সব কিছু লিপিবদ্ধ আছে। যে বিশেষ্য নামবাচক হিসেবে দুনিয়ায় কারো জন্য হবে লাওহে মাহফুযে ওটাই নামবাচক হিসেবে লিপিবদ্ধ। হ্যাঁ, পিতা-মাতা রাখুক বা নিজেই বা অন্যজন নাম রাখুক। সেখানে পূর্বের পরের সব নাম সময়সহ লিপিবদ্ধ আছে। হুযূর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সাহাবীদের নাম পরিবর্তন করে দেওয়াতে

www.YaNabi.in

পূর্বের নাম পরিত্যাক্ত হয়ে তারা অন্য নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। আল্লাহর নিকট সে প্রসিদ্ধ নামই ধর্তব্য। সে নামেই আহবান করা হবে কিয়ামতের দিন। যে ব্যক্তি নিজের নাম পরিবর্তন করে অন্য নাম রাখল এবং নামবাচক হিসেবে তা প্রসিদ্ধ না হলে আল্লাহ তা'আলার নিকটও তা লিপিবদ্ধ হবে না। তবে এ সব অবশ্যই লিখিত থাকে। বাহ্যিকভাবে এটাই উদ্দেশ্য। বক্তা তা মোটেই লিখা নেই বলেনি। বরং তার দাবী হল-নাম হিসেবে লেখা নেই। এ ধরনের স্থানে কথা বলতে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। যাতে অসঙ্গিতপূর্ণ কিছু না ঘটে। প্রশ্নে আল্লাহর মহান নামে 'মিয়া' শব্দ লিখা আছে। এটা নিষেধ এবং দোষনীয়। উর্দূ ভাষায় 'মিয়া' শব্দের তিনটি অর্থ আছে-যার মধ্যে দু'টি অর্থ আল্লাহর শানে অসম্ভব, শরীআতে জায়েয নেই। সুতরাং তা আল্লাহর শানে অব্যবহার্য।

(গ) বক্তা মুর্খ শব্দ প্রয়োগ করা সমীচিন হয়নি। আলোচনাটা সত্য ও বাস্তবসম্মত নয়। সন্দেহাতীত ভাবে হুযূর আনওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মর্জি-ই ইলাহীর অনুসরণকারী। নিঃসন্দেহভাবে বলা যায়-নবীজি আল্লাহর খেলাপ কোন হুকুম করেন না। আর অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তুষ্টি চাইতেন। এর প্রমাণ-

ولسوف يعطيك ربك فترضى - قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضها فول وجهك شطر المسجد الحرام

'হে নবী! আপনার প্রভু আপনাকে এমনই দেবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। আমি প্রত্যক্ষ করছি আপনার চেহারা বারংবার ফিরাচ্ছেন আকাশের দিকে। অবশ্যই আমি আপনার কাংখিত কিবলার দিকে ফিরায়ে দেব। বন্ধু! আপনার চেহারাকে মসজিদে হারামের দিকে ফিরান।'

আল্লাহ তা'আলার আদেশ ছিল বায়তুল মোকাদ্দাসকে কিবলা বানানো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার অনুসরণ করে চলেছেন। হুযুরের হৃদয়ের টান ছিল পবিত্র কা'বার দিকে। আল্লাহ তা'আলা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্জি অনুযায়ী স্বীয় হুকুম রহিত করে দিলেন। যে দিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুখ ফিরাতে চান সে দিকে কিয়ামত পর্যন্ত কিবলা নির্ধারণ করে দিলেন। এটা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে 'রেযা জুয়ে মুহাম্মদী'। যারা একে অস্বীকার করবে তারা কোরআন কারীমকে অস্বীকার করল। উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়শা ছিদ্দীকা রাদ্বি আল্লাহু আনহা হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নিকট আরজ করলেন- اَرٰى رَبَّكَ يُسَارِعُ فِىْ هَوَاكَ হে আল্লাহর রাসুল! আমি আপনার প্রভুকে দেখছি যে, তিনি আপনার কামনায় রত।

বুখারী শরীফের বর্ণনায় আছে- কোন কোন পবিত্র নবীপত্নী সে কথা আরজ করলে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্বীকার করেন নি। তাই বক্তার বক্তব্য দ্বারা কোন কোন পবিত্র বিবিগণের বর্ণিত বিশেষত্ব বলতে এটাই বুঝায়েছেন। বস্তুতঃ সে মন্তব্য করেছিল যে,সম্ভবতঃ পবিত্র বিবিগণ সত্যের অপলাপ করেছিলেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। হাদীস শরীফে আছে- রোজ মাহশরে আল্লাহ তা'আলা শুরু-শেষ সবাইকে একত্রিত করে হুযূর আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্যে বলবেন- كُلُّهُمْ يَطْلُبُوْنَ رِضَائِىْ وَاَنَا اَطْلُبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّدُ হে হাবীব! ওরা সকলেই আমার সন্তুষ্টি কামনা করে আর আমি চাই আপনার সন্তুষ্টি। কবির চমৎকার উক্তি-

خداکی رضا چاهتے هیں دوعالم= خداچاهتاهے رضائے محمد ﷺ

মোদ্দাকথা-এসব বাক্য খুবই মারাত্মক। বিশ্লেষণের পরেও দোষমুক্ত নয়। অতএব তাওবা করা আবশ্যক। আল্লাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ।।

(ঘ) এর দ্বারা চুরি করা ভাল কাজ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। অকাট্য হারামকে হালাল জানার দোষে মা'যাল্লাহ! ধাপে ধাপে কুফরি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। বরং এর দ্বারা মালিকের মাল লোকসান হওয়াকে কামনা করা বুঝায়। আর এটা কখনো হিংসার কারণে হয়-যা হারাম। এ অবস্থায় তা সাধারণত গুনাহ। কখনো শত্রুতা বশতঃ হয়। শত্রুতার কারণে কোন কোন সময় ধবংস কামনা করে। তখন এ শত্রুতা ভাল মন্দ উভয়ই হতে পারে। শত্রুতামী নিন্দনীয় হলে তাও নিন্দামূলক। যদি শত্রুতা প্রশংসনীয় হয়। যেমন আল্লাহর দুশমনদের সাথে শত্রুতা রাখা তাহলে এতে কোন অসুবিধা নেই। رَبَّنَا اشْدُدْ عَلٰى قَلْبِهِمْ وَاَطْمِسْ عَلٰى اَمْوَالِهِمْ (তাদের অন্তর কঠোর এবং ধনসম্পদ ধবংস করে দাও) বলে ধবংস কামনা করা। যেখানে বৈধ মাল চুরির খবর শুনে খুশি মন্দ হবে কেন? কখনো ওই পদ্ধতিতে হয় যা প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে। ভাল নিয়্যতে খুশি হলে অনিষ্টের কারণে নয় বরং উপকারার্থে; কাজেই তা নিষিদ্ধ নয়।

(ঙ) তাওবা শব্দ জরুরী নয় আর তা যথেষ্টও নয়। অযথা যে উক্তি প্রকাশ পেল তাতে লজ্জিত হওয়া এবং তা থেকে ফিরে আসা প্রয়োজন। اَلسِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةُ بِالْعَلَانِيَةِ প্রকাশ্য বিষয়ে প্রকাশ্যে এবং গোপনীয় বিষয়ে গোপনে তাওবা করতে হয়।

(চ)সৃষ্টিকর্তার জ্ঞানকে নফী করা সে মহিলার কখনও উদ্দেশ্য ছিল না। মা'যাল্লাহ! শ্রবনকারীর মন সেদিকে ধাবিত হয় না। স্বামীর উক্তি 'আল্লাহ তা'আলাই জানে' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল- কোন গোপনীয় কারণ আছে, যা আমার জানা নেই অথবা আমি বলতে পারছি না। তদুত্তরে স্ত্রী বলল- আল্লাহ তাআলা কিছুই জানে না অর্থাৎ

www.YaNabi.in

কোন গোপন কারণ নেই। সব তোমার দাপ্পাবাজি। তাকে এ মারাত্মক বিধান আরোপ করার কোন অর্থ নেই। এখানে যদিও ধরে নিই- সে আল্লাহর জ্ঞানকে অস্বীকার করেছে, তারপরও মা'যাল্লাহ! আল্লাহর জ্ঞানকে সামগ্রীকভাবে অস্বীকার করার লেশমাত্র অবকাশ নেই। বরং এ খাছ বিষয়ে কোন কারণ রয়েছে যা আল্লাহ জানে না। আর কোন বিষয়ে আল্লাহর জ্ঞানকে নফী করা থেকে তা বাস্তবায়ন না হওয়া বুঝায়। সংগঠিত হবার থাকলে অবশ্যই আল্লাহর ইলমে থাকত। তা যেন আল্লাহ তায়ালার

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ

(তারা আল্লাহর জন্য শরীক সাব্যস্ত করেছে, আপনি বলুন, তোমরা তাদের নাম বলো; বরং তোমরা কি আল্লাহকে এমন কথার সংবাদ দিচ্ছ ভূপৃষ্ঠে যার জ্ঞান আল্লাহর নেই।) এ বাণীর সমার্থবোধক।

হ্যাঁ, এটা যবানের পদস্খলন, যা থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। নিজ স্বামীর সাথে দুর্ব্যবহারের অর্ন্তভুক্ত। সে জন্য তাওবা করা উচিত।

মাসআলা-৪৯ঃ আহলে সুন্নাতের অতন্দ্রপহরী, বিদয়াতের মূলোৎপাঠনকারী, ফিৎনা অবলুপ্তকারী, কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের উপকার সাধনকারীর খেদমতে সালাম-অভিবাদনের পর আরজ-এমাসআলার জবাব পাঠিয়ে ধন্য করবেন যে, বকর নাম্মী ব্যক্তির শিক্ষক খালেদ বদমাযহাবী হয়ে গেল। এমনাবস্থায় বকর তাকে শিক্ষক হিসেবে সম্মান করতে পারবে কি না? যদিও বকর বদআকীদা পোষন করার কারণে সে ওস্তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। তাকে শুধুমাত্র প্রকাশ্যভাবে সম্মান করলে কোন ক্ষতি হবে কি না? যদি সে বদমাযহাবী শিক্ষককে বাহ্যিকভাবে সম্মান না করে তাহলে কোন ক্ষতি হবে কি না? দলীলসহ জানিয়ে বাধিত করবেন। বকর বলে- সে বদমাযহাবী শিক্ষককে সম্মান করতে মনে চায় না। তার বন্ধু যায়দ নামক ব্যক্তি বলল-শিক্ষক হিসেবে বাহ্যিকভাবে সম্মান করে যাও; বদআকীদার কারণে অন্তরে ঘৃনা করো। যায়দের এ উক্তির বিধান কি? তা কি অতিশয় আদব?

প্রশ্নকারী-সৈয়দ আওলাদে রাসূল মুহাম্মদ মিয়া কাদেরী বরকাতী মাহেরী, ২৪ রজব, শুক্রবার, ১৩২৯ হিজরী, মাদ্‌রাসা-এ কাদেরীয়া বাদাউন।

জাওয়াবঃ বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল কারীম, বরকতময় সাহেবজাদা মহা সম্মানিত হযরত মাওলানা সৈয়দ শাহ আওলাদে রাসূল মুহাম্মদ মিয়া সাহেব দামাত বরকাতুহুম'র খেদমতে আদবের সাথে গুজারিশ- বেরেলী,বাদাউন থেকে পঞ্চাশটিরও বেশি প্রশ্ন উপস্থাপিত হয়েছে বদমাযহাবীকে সম্মান করার ব্যাপারে। সূয্যের চেয়েও অতি উজ্জলভাবে উত্তর দিয়েছি যার ফলশ্রুতিতে 'ফাতোয়া-ই হারামাইন' প্রকাশিত হল। এখন এমাসআলার

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

বিস্তারিত আলোচনা করার তোয়াক্কা করি না। যার সন্দেহ থাকে সে ওই পুস্তকসমূহ এবং ফাতোয়া-ই হারামাইন অধ্যায়ন করা উচিত। সেটা সাধারণ বদমাযহাবীদের বিষয়ে ছিল; শুধু মুরতাদ্দ সম্পর্কে নয়। تَبْجِيْلُ الْكَافِرِ كُفْرٌ 'কাফিরকে সম্মান করা কুফরি' দূররুল মুখতার'র এ বর্ণনাই যথেষ্ট।

মাসআলা-৫০ঃ হাযরাতে ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ! এ মাসআলাসমূহ সর্ম্পকে কি অভিমত?

(ক)সমস্ত নবীগণ নবী হিসেবে প্রেরণের পূর্বে এবং পরে সবাবর্স্থায় ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় কুফরী এবং গুমরাহী থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্যে নিষ্পাপ ছিলেন?

(খ) অনুরুপভাবে ঘৃণিত পাপ এবং বিষয় থেকেও নিষ্কলুষ?

(গ)একই ভাবে নবী হিসেবে প্রেরণের পরে ইচ্ছাকৃত সমস্ত ছোট-বড় গুনাহ থেকে কি ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুক্ত?

(ঘ) নবী হিসেবে প্রেরণের পরে ভূলক্রমে সকল ছোট-বড় গুনাহ সংঘঠিত হওয়ার ব্যাপারে কি বিধান?

(ঙ) নবী হিসেবে প্রেরণের পূর্বে সকল ছোট-বড় গুনাহ ইচ্ছাকৃত বা ভূলক্রমে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে হুকুম কি?

(চ) তাবলিগের বিষয়ে (প্রচার কর্মে) কোন ভুলত্রুটি আছে কি না?

জাওয়াবঃ (ক) অবশ্যই তাঁরা নিষ্পাপ।

(খ) হ্যাঁ,শধুমাত্র গুনাহ থেকে মুক্ত তা নয়; বরং প্রত্যেক ওই কাজ যা দোষনীয়, লজ্জাস্কর ও বদনামমূলক তা থেকেও পূতঃপবিত্র। যদিও তাতে গুনাহ নেই। যেমন-পাগলামী, অঙ্গহানি, শ্বেতীরোগ, নিম্নবংশ এবং স্বীয় স্ত্রী-মাতাগণের কেউ যিনার শিকার হওয়া থেকে সম্পুর্ণ মুক্ত।

(গ) নবী হিসেবে প্রেরণের পরে ইচ্ছাকৃত কবীরাহ গুনাহ থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ঐকমত্যে মাসুম (নিষ্কলুষ)। আর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মাযহাব মতে-সগীরা গুনাহসমূহ থেকেও তারা মাসূম। আর দূর্বল উক্তি থাকলেও তা বাদ যাবে, গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ন্যায়ের মাপকাঠি হবে-সাহাবীদের জীবনাচরণ ও তাঁদের মতামত।নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে সাহাবীদের ঐক্যমত পাওয়া যায়। দূর্বল উক্তি ধারণকারী এ সূক্ষ্মতা থেকে অন্যমনস্ক। তার উক্তির বিপরীতে ইজমা সংঘটিত হয়েছে। 'শিফা শরীফ' অধ্যয়ন করলে তা স্পষ্ট হয়ে যাবে।

(ঘ) সত্য এটাই যে,নবী হিসেবে প্রেরণের পরে ভূলবশতঃ কবীরা সংঘঠিত হওয়া থেকেও মাসূম। ভূলক্রমে ঘৃণিত নয় এমন সগীরা সংগঠিত হওয়ার পক্ষে অধিকাংশ আহলে জাহির মত দিয়েছেন। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন লোকদের নিকট তাও নিষেধ। যা গ্রহণ করেছেন ইমাম ইবনে হাজার মক্কী প্রমুখ। সঠিক হল, মতানৈক্য রয়েছে

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সগীরার ব্যাপারে। অন্যথায় যে সব ভুল-ভ্রান্তি নাফরমানী বুঝায় তা থেকে অবশ্যই মুক্ত।

(ঙ) কুফর, ভ্রষ্টতা ও ঘৃণিত কর্ম থেকে নবী হিসেবে প্রেরণের পূর্বেও মাসূম ছিলেন। অবশিষ্ট বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তাঁরা সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি থেকে সর্বদা পুতঃপবিত্র। এসময় মাসুম শব্দের পারিভাষিক অর্থ সাব্যস্ত হোক বা না হোক।

(চ) উক্তি বা কর্মগত যত প্রচার কর্ম রয়েছে তাতে স্বেচ্ছায় বিরোধিতা করা থেকে মুক্ত। উক্তিগত তাবলীগি বিষয়ে ভুলক্রমে ভ্রান্তি পাওয়া যাওয়া থেকে মুক্ত। কর্মগত তাবলীগি বিষয়ে ভ্রান্তি থাকতে পারে কিনা মতানৈক্য রয়েছে। বাহ্যিকভাবে বৈধতার দলীল থাকলেও এ ব্যাপারে মুখ খোলা সম্ভব নয়। বরং সতর্কতা অবলম্বন ওয়াজিব। একদল সুফী হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষেত্রে সাধারণত সাহু জায়েয মনে করে। এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অধমের কিতাব اَلْفُيُوْضُ الْمَكِّيَّةُ এর মধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচনা রয়েছে।

মাসআলা-৫১ঃ ওলামা-ই দ্বীন এবং শরীআতের নির্ভরযোগ্য মুফতীগণ! এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, কালিমা তাওহীদ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর উচ্চারণ মাশায়িখ কিরাম শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে 'লা ইলাহা' এবং তদসংলগ্ন বিশ্লেষণ আদায় করার পর পৃথকভাবে 'ইল্লাল্লাহু'(اِلَّا اللّٰهُ) আদায় করে। কোন প্রয়োজন বা ওযরের কারণে মুস্তাসনা মিনহু তথা اِلٰهَ'র মধ্যে ওয়াকফ বা থেমে আদায় করলে শরীআতের দৃষ্টিতে কোন বাধা আছে কি না?

প্রয়োজনে মুস্তাসনা মিনহু সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে হলে লা ইলাহ'র মধ্যে থেমে গেলে শরীআতে কোন নিষেধাজ্ঞা আছে কি না?

জাওয়াবঃ মুস্তাসনা-ই মূল। শুধুমাত্র মুস্তাসনা মিনহু পর্যন্ত পৌছে হাঁচি বা হাই তোলা বা কাশি আসাতে বা শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়াতে বাধ্য হয়ে থেমে গেলে অসুবিধা নেই। সাথে সাথে মনে মনে اِلَّا اللّٰهُ বলবে। বাঁধা দূর হয়ে গেলে 'ইল্লাল্লাহ' বলবে। কোন ওযর ব্যতীত এমনিতে মুস্তাসনা মিনহু'র উপর সংক্ষিপ্ত করা নিষেধ। শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে শব্দকে পৃথক পৃথক করলে কোন ক্ষতি নেই। যেমন لَا কে যথাস্থান থেকে উচ্চারণ করতে গিয়ে তার আলিফকে দীর্ঘস্বর করে পড়ত তালু থেকে اِلٰه এর আলিফ থেকে শুরু করে তার লামকে সর্বশেষে নিয়ে যাবে এবং ডান দিকে মুখ ফিরিয়ে اِلَّا اللّٰهُ এর যিকর অন্তকরণে বললে অসুবিধা নেই। শিশুদেরকে শিক্ষা দিতে এভাবে প্রথমে لَا বলবে। শিশু তা বলার পর اِلٰه বলবে, তারপর اِلَّا اللّٰه বলবে। মাঝখানে নফী সংক্রান্ত কোন বিশ্লেষণ বর্ণনা করতে হলে প্রথমে পুরা কালিমা পড়ে নিবে। যেমন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর মধ্যে لَا টা নফী জিনস, اِلٰه ইসম, খবর উহ্য। অথবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর মধ্যে لَا এর মদ বেশি করবে না। অথবা لَا

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর মধ্যে اَللّٰهُ কে মোটা করো। অথবা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এর মধ্যে আশবা করবে না ইত্যাদি উল্লেখ করা। পদ্ধতিগত ভাবে এমন বাধ্যবাধকতা দেখছি না যেখানে অবশ্যই নফী'র উপর সংক্ষিপ্ত করতে হয়। আর যদি শিশুদেরকে দু'টি করে শব্দ শিক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে দু'টি শব্দ বলে এতটুকু অপেক্ষা করতে হবে যেন সে তা আদায় করে নেয়। তারপর اِلَّا اللّٰهُ বলবে। তা খুবই প্রয়োজন হলে করা যাবে। না হয় শিশুদের বেলায়ও এভাবে সংক্ষিপ্ত করা সমীচিন নয়। অগত্যা প্রশিক্ষণের আওয়াজে দু'শব্দ বলে সাথে সাথে নীচু আওয়াজে اِلَّا اللّٰهُ আদায় করে নিবে।

মাসআলা-৫২ঃ নিম্ম বর্ণিত মাসআলার ব্যাপারে ওলামা-ই দ্বীন কি বলেন?

(ক) কাপড়ে বা শরীরের কোন অংশ নাপাক হয়ে যায়। তার উপর প্রথম বার পানি ঢালা হল। হাত দ্বারা তার ফোঁটা মুছে ফেলল, এভাবে তিন বার পানি ঢালে। যে হাত দ্বারা প্রথম বার ফোঁটা মুছেছিল সে হাত ধৌত না করে তা দিয়ে মুছে নিল। যে হাত ভিজা ধৌতকৃত অংগের সাথে লেগেছে তা দিয়ে প্রথম,দ্বিতীয় এবং তৃতীয়বার ব্যবহৃত পানি মুছেছিল। পৃথক পানি দ্বারা পরিস্কার করা হয়নি। এরূপ করলে ধৌতকৃত অংগ এবং ওই হাত উভয়টি কি পবিত্র হয়ে যাবে?

(খ) যদি উক্ত পদ্ধতিতে পবিত্র না হয় তাহলে কিভাবে পাক করতে হবে?

(ঘ) ধৌত করে শরীর ঝাড়া দেওয়াতে ফোঁটা পড়ে গেল। হয়ত লোমের গোড়ায় ঈষৎ রয়ে গেছে। অথবা খুব ঝেড়ে ফেলার পরেও পড়েনি। এভাবে প্রতিটি অংগ তিনবার ধুইলে পবিত্র হয়ে যাবে কি না? আর যদি না হয় তাহলে কি করবে? বিশেষ করে ঐ অবস্থায় যখন উভয় হাত অপবিত্র হয়?

(ঙ) শরীর পাক করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক বার ধৌত করার সময় পানির ফোঁটা দূর করা কি জরুরী? নাকি প্রত্যেক বার সাধারণত পানির যে ক্ষুদ্র ফোঁটা মোছার পরও শরীরে থেকে যায় সেটাও দূর করা জরুরী?

জাওয়াবঃ শরীর পাক করার ক্ষেত্রে পানির বৃন্দুকণা দূর করা বা ফোঁটা ঝরে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা প্রয়োজন নেই। নাপাক যদি দৃষ্টিগোচর হয় তখন মূল নাপাক দূর করতে হবে। যদিও বা একবারেই তা হয়ে যায়। দৃষ্টিগোচর না হলে প্রবল ধারণানুপাতে নাপাক দূর করা, যা মোচড়িয়ে কমপক্ষে তিনবার ধৌত করতে হয়। কতগুলো বস্তু আছে যেগুলো মোচড়ানো অসম্ভব। যেমন-মাটির কলসি। অথবা মোচড়ানো সম্ভব,কিন্তু কষ্টকর। যেমন-ভারী লেপ তোষক। সেক্ষেত্রে পানি ঝরে গিয়ে আদ্রতা দূর হওয়াটা মোচড়ানোর স্থলাভিষিক্ত। শরীর মোচড়ানোর কথাই আসে না। তাতে তিনবার পানি ঢেলে দেয়া জরুরী। যদিও প্রথম বারের জলধারা অবশিষ্ট থেকে যায়। যেমন-পায়ের থোড়ের উপর অদৃশ্যমান নাপাক। উপর থেকে পানি ঢেলে দিলে প্রথমবার বহে পড়ল গোড়ালি দিয়ে। দ্বিতীয়বার উপর থেকে পানি

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

প্রবাহিত করল, তখনো পূর্বের পানি প্রবাহমান। তৃতীয়বার পানি বাহিত হয়ে ঝরে পড়লে দেহ পবিত্র হয়ে যাবে। একদল মুফতির মতে- পানি ঝড়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করা জায়েয নেই। অপেক্ষা করলে পাক হবে না। তাদের মতে শরীরের মধ্যে মোচড়ানোর পরিবর্তে পরপর তিনবার ধৌত করা জরুরী। প্রনিধানযোগ্য অভিমত- পরস্পরায় ধৌত করা যদিও প্রয়োজন নেই কিন্তু মতানৈক্য থেকে বাঁচার জন্য তা যুক্তিযুক্ত। এ আলোচনা থেকে শেষোক্ত তিনটি প্রশ্নের যথার্থ উত্তর হয়ে গেল। দুররুল মুখতারের ভাষ্যমতে-দর্শনীয় নাপাক তিন বা তদোর্ধ বার ধৌত করলে যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহলে পবিত্র হয়ে যাবে। যম দাগ বাকী থাকলেও ক্ষতি নেই। অদৃশ্যমান নাপাকের ক্ষেত্রে ধৌতকারীর প্রবল ধারণানুপাতে পাক হয়েছে বলে দৃঢ় মনোবল সৃষ্টি হওয়াই যথেষ্ট। সে অনুযায়ী ফতোয়া। মোচড়ানযোগ্য বস্তুর মধ্যে তিনবার ধুয়ে মোচড়ে পানি টপকানো বন্ধ হলে চলবে। মোচড়ানো যায় না এমন বস্তুর মধ্যে নাপাক দূর হয়ে বাহিত পানি বন্ধ হয়ে গেলে পাক হবে।

রাদ্দুল মুহতারের সারভাষ্য-

'দেহ ব্যতীত অন্যান্য বস্তু তিনবার ধুয়ে আদ্রতা দূর করা শর্ত। তবে দেহের ক্ষেত্রে তিনবার পরস্পরায় ধৌত করতে হবে। 'হুলিয়া' গ্রন্থে বলা হয়েছে পরস্পরায় ধৌত করা এবং শুকানো শর্ত নয়। নাওয়াযিল,যখীরা এবং বাহর গ্রন্থে তদ্রূপ রয়েছে।'

প্রথম প্রশ্নের সমাধানও স্পষ্ট হয়ে গেল যে, প্রত্যেকবার মুছে ফেলা অনর্থক। তা তো অকারণে হাত নাপাক করা। মনে করি পায়ে নাপাক। সরাসরি হাতে তা ফেলে দিয়ে পায়ের উপর একবার পানি প্রবাহিত করল। যে নাপাক অংশ বাকী আছে তা বাম হাতে মুছে নিলে সে হাত নাপাক হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ ময়লা দ্বিতীয়বার ধৌত করলে পাক হয়ে যায়। কারণ একবার ধুয়ে এখন দ্বিতীয়বার পায়ের উপর পানি ঢেলে পরে আরেকবার পানি ঢেলে সে পুনরায় নাপাক হাতে মুছতে গিয়ে পায়ে নাপাক লেগে যায়। যে কারণে আরেকবার ধৌয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। পুনরায় ধৌত করতে হবে সে নাপাকের কারণে। কিন্তু সে তারপরও ওই ময়লাযুক্ত হাত দিয়ে পরিস্কার করাতে তৃতীয়বার ধৌত করার প্রয়োজন পড়ে গেল। কাজেই পাঞ্জা তে দ্বিতীয়বার ময়লাযুক্ত হাত না বুলানো আবশ্যক। সে হাত দিয়ে জল ফোঁটাগুলো মুছবে না। ওই হাত পৃথকভাবে পরিস্কার করে নেবে।

রাদ্দুল মুহতারের বর্ণনা-'ময়লা দূর করার জন্য ব্যবহৃত তিন পাত্রের তিন ধরনের হুকুম। প্রথমে যে পাত্রে নাপাক ধোয়া হয়েছে সেটাকে তিনবার ধুইলে পবিত্র হয়ে যাবে। দ্বিতীয় পাত্রকে দু'বার এবং তৃতীয় পাত্রকে একবার ধুইলে পাক হয়ে যায়। একই ভাবে তিনটি পাত্রে একের পর এক ধুইলে তৃতীয় পাত্রটি শুধু পানি প্রবাহিত করলে, দ্বিতীয়টিকে একবার আর প্রথমটিকে দু'বার ধুইলে পাক হয়ে যায়' আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-৫৩ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, শাওয়ালের নবচাঁদ উদিত হল এবং তীব্র বৃষ্টিপাত হচ্ছে, কতেক লোক ঈদের নামায পড়ে নিল। আর কিছু শহুরে প্রচন্ড বৃষ্টির কারণে পড়তে পারেনি। দ্বিতীয় দিন জামা'আত আদায় করতে পারবে কিনা? নাকি তাদেরকে অনুমতি দেওয়া যাবে না। যেহেতু নামায হয়ে গেছে। কাহাস্তানীর ভাষ্য

اَوْصَلّٰى الْاِمَامُ صَلَاتَهٗ مَعَ بَعْضِ الْقَوْمِ لَا يُقْضٰى مَنْ فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلٰوةُ عَنْهُ لَا فِى الْيَوْمِ الْاَوَّلِ وَلَا مِنَ الْغَدِ

'কতেক মানুষ ইমামের সাথে ঈদের নামায আদায় করলে যারা নামায পড়তে পারে নি তারা সে দিন বা পরের দিন কাযা করতে পারবে না।' উক্ত মাসআলার যথাযথ সমাধান চাই।

জাওয়াবঃ উল্লেখিত অবস্থায় বাকী লোকেরা অবশ্য দ্বিতীয় দিনে আদায় করতে পারবে। ঈদুল ফিতরের নামায ওযরের কারণে একদিন বিলম্ব করা জায়েয। আর বৃষ্টি জনিত কারণ শরীয়তে গ্রহণযোগ্য। যেমন দুররুল মুখতারে আছে-

تُؤَخَّرُ بِعُذْرٍ كَمَطَرٍ اِلَى الزَّوَالِ مِنَ الْغَدِ فَقَطْ

'বৃষ্টির কারণে শুধু পরবর্তী দিন মধ্যহ্ন পর্যন্ত ঈদুল ফিতরের নামায বিলম্ব করা যায়।' ঈদের নামায কয়েকবার পড়া ঐক্যমতের ভিত্তিতে জায়েয। কিন্তু জুমার নামায তার বিপরীত। এর ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। অগ্রগণ্য অভিমত যা দুররুল মুখতারের মধ্যে আছে- تُؤَدّٰى بِمِصْرٍ وَاحِدٍ بِمَوَاضِعَ كَثِيْرَةٍ اِتِّفَاقًا একই শহরে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় সর্বসম্মতিক্রমে তা আদায় করা যাবে। কাহাস্তানীর বর্ণনা তখনই প্রযোজ্য যখন 'আম জনসাধারণ তা পড়ে নেয়। আর এক ব্যক্তি বাদ পড়ল। ঈদের নামায জামা'আত ছাড়া আদায় করার অনুমোদন নেই। একাকী পড়তে পারে না। হেদায়ায় এ ব্যাপারে পরিস্কার দলীল বিদ্যমান।

حَيْثُ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيْدِ مَعَ الْاِمَامِ لَمْ يَقْضِهَا لِاَنَّ الصَّلٰوةَ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَةً اِلَّا بِشَرَائِطَ لَا تَتِمُّ بِالْمُنْفَرِدِ

'হেদায়া গ্রন্থকার বলেছেন- কেউ ঈদের নামায ইমামের সাথে পড়তে না পারলে তা কাযা করা যাবে না। কারণ এ নামায কিছু শর্তসাপেক্ষে নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়। একাকী পড়া যায় না।'

তানভীরুল আবসার'র গ্রন্থকার ইমাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ গযী এ মাসআলাকে এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যার পর নেই স্পষ্ট।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

حَيْثُ يَقُوْلُ وَلَا يُصَلِّيْهَا وَحْدَهٗ اِنْ قَاتَتْ مَعَ الْاِمَامِ

তিনি বলেছেন-ইমামের সাথে নামায ফওত হয়ে গেলে একাকী পড়বে না।
অনুরূপ ভাবে ইমাম হাফিজ উদ্দীন আবুল বারাকাত নসাফী স্বীয় গ্রন্থ 'শরহে কাফী ওয়াফী'র মধ্যে সুস্পষ্টভাবে বলেন-

لَمْ تُقْضَ اِنْ فَاتَتْ مَعَ الْاِمَامِ الْعِيْدُ وَ فَاتَتْ مِنْ شَخْصٍ فَاِنَّهَا لَا تُقْضٰى لِاَنَّهَا مَا عُرِفَتْ قُرْبَتُهٗ اِلَّا بِفِعْلِهٖ ﷺ وَ مَا فَعَلَهَا اِلَّا بِالْجَمَاعَةِ فَلَا تُؤَدّٰى اِلَّا بِتِلْكَ الصِّفَةِ

'কোন এক ব্যক্তি ইমামের সাথে নামায পড়তে না পারলে তা কাযা করা যাবে না। কারণ তা নবীর কর্মের মাধ্যমে অনুমোদিত হয়েছে। আর তিনিতো জামা'আত ছাড়া আদায় করেননি। কাজেই এ ছাড়া আদায় করা যাবে।'
আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী (রাঃ) 'রামযুল হাকায়িক' এ লিখেছেন-

صَلَّاهَا الْاِمَامُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَلَمْ يُصَلِّهَا هُوَ لَا يَقْضِيْهَا اِلَّا فِى الْوَقْتِ وَ لَا بَعْدَهٗ لِاَنَّهَا شُرِعَتْ بِشَرَائِطَ لَا تُتَمُّ بِالْمُنْفَرِدِ

'ইমাম জামা'আতসহ ঈদের নামায পড়াবে, সে দিন বা পরের দিন তা কাযা করা চলবে না। কেননা তা কতিপয় শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত, একাকী আদায় করা যায় না।'
মুতাখাল্লাস'র বর্ণনা-

مَعْنَاهُ لَوْلَمْ يُصَلِّ رَجُلٌ مَعَ الْاِمَامِ لَا يَقْضِيْهَا مُنْفَرِدًا لِاَنَّ صَلٰوةَ الْعِيْدِ لَمْ تُشْرَعْ عَلٰى سَبِيْلِ الْاِنْفِرَادِ

'তার অর্থ-যদি কোন ব্যক্তি ঈদের নামায ইমামের সাথে পড়তে না পারে তাহলে একাকী পড়া যাবে না। কেননা ঈদের নামায একাকী পড়ার অনুমোদন নেই।'
মূলতঃ বাদশার অনুমতিপ্রাপ্ত নির্দিষ্ট ইমাম তা আদায় করেছে। অবশিষ্টদের মাঝে কেউ অনুমতিপ্রাপ্ত নয়। তাহলে কে পড়াবে? মুহাক্কিক হাসান শারনবুলালী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মারাকিউল ফালাহ শরহে নুরুল ইযাহ'র মধ্যে লিখেছেন-

اِذْقَالَ مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا مَعَ الْاِمَامِ لَا يَقْضِيْهَا لِاَنَّهَا لَمْ تُعْرَفْ قُرْبَتُهٗ اِلَّا بِشَرَائِطَ لَا تُتَمُّ بِدُوْنِ الْاِمَامِ اَىْ السُّلْطَانِ او مَامُوْرِهٖ

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

'কোন ব্যক্তির ঈদের নামায ফওত হয়ে গেলে, ইমামকে না পেলে কাযা করা যাবে না। কেননা কতেক শর্তসাপেক্ষে তা অনুমোদিত হয়েছে। কাজেই বাদশা বা তার আদিষ্ট ব্যক্তি ব্যতিত তা সম্পন্ন করা যায় না।'
এজন্য সৈয়দ আহমদ মিসরী প্রান্তটীকায় বলেছেন-ইমাম বা বাদশার আদিষ্ট ব্যক্তি ঈদের নামায পড়াবে।
জামেউর রুমূয'র বর্ণনা থেকে বুঝা যায়- নামায একবার হয়ে গেলে অবশিষ্ট লোকদের জন্য তা নিষেধ হওয়া ভুল। ইমাম নামায আদায় করলে আর মাত্র কয়েকজন বাকী থাকলে সেদিন বা দ্বিতীয় দিন আদায় করা নিষেধ। তাইতো বলেছেন- لَا فِىْ الْيَوْمِ وَلَا مِنَ الْغَدِ
প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে- ঈদের নামায কয়েক জামা'আতের সাথে সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। আরো জানা গেল, কয়েকবার পড়তে গেলে নিশ্চয় আগে-পিছে হবে। যদি মুখতাসারুল বিকায়া'র ইবারতের অর্থ এ হয় যে, যখন একটি জামা'আত হয়ে দ্বিতীয় জামা'আতে নামায পড়ার সাধারণত অনুমতি নেই তাহলে কয়েকবার কিভাবে মেনে নেয়া যাবে? আর ঈদের নামাযের হুকুমও কয়েকবার পড়তে না পারার দিক থেকে জুমার নামাযের মত। পূর্বে জামা'আত হয়ে গেলে অবশিষ্টদের জন্য না-জায়েয হবে।
যেমনি ভাবে দুররুল মুহতারে রয়েছে-
عَلَى الْمَرْجُوْحِ فَالْجُمُعَةُ لِمَنْ سَبَقَ تَحْرِيْمَةً যারা পূর্বে পড়েছে তাদের জন্য জুমা মাকরূহ তাহরীমা-এটা অপ্রনিধানযোগ্য। তাহলে অবশ্যই বাক্যের অর্থ ওটাই হবে যা আমি বর্ণনা করেছি।

وَ اَمْكَنَهُ الذِّهَابُ اِلٰى اِمَامٍ اٰخَرَ فَعَلَ لِاَنَّهَا تُؤَدّٰى بِمِصْرٍ وَاحِدٍ الخ

অন্য শহরে গিয়ে ভিন্ন ইমামের সাথে পড়ার সুযোগ পেলে পড়তে পারবে। তার সমার্থক বর্ণনা 'মারাকিউল ফালাহ' গ্রন্থে আছে-

لَوْ قَدَرَ بَعْدَ الْفَوَاتِ مَعَ الْاِمَامِ عَلٰى اِدْرَاكِهَا مَعَ غَيْرِهٖ فَعَلَ لِلْاِتِّفَاقِ عَلٰى جَوَازِ تَعَدُّدِهَا

'ইমামের সাথে ঈদের নামায পড়তে না পারলে অন্য ইমামের সাথে পড়তে সক্ষম হলে পড়ে নিবে। সর্বসম্মতিক্রমে তা কয়েকবার পড়া জায়েয আছে।'
লক্ষ করুন! উপরোক্ত বর্ণনায় স্পষ্ট হয়ে গেছে- এক ইমামের পিছনে পড়তে না পারলে অন্য ইমামের পিছনে পড়বে এবং ওযর অবস্থায় প্রথম ও দ্বিতীয় দিন এক সমান। আজকে পড়তে না পারলে পরের দিন পড়তে বাধা কোথায়? আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-৫৪ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, যদি কোন ওযর ছাড়া ঈদের নামায প্রথম দিন পড়েনি তাহলে দ্বিতীয় দিন মাকরুহের সাথে পড়া জায়েয হবে। যেরূপ কতিপয় খুৎবায় লিখা আছে। এটা মুলতঃ শুদ্ধ কি না?

জাওয়ারঃ ঈদুল ফিতরের নামায ওযরের কারণে যে একদিন দেরী করার রীতি প্রচলিত আছে ওখানে শর্ত হল- ওযর শুধুমাত্র মাকরুহকে নফী করার জন্য নয়; বরং আসলে শুদ্ধ বুঝানোর জন্য। অর্থাৎ যদি কোন ওযর ছাড়া প্রথম দিন না পড়ে তাহলে দ্বিতীয় দিন শুদ্ধ হবে না। মাকরূহের সাথেও জায়েয হবে না। প্রসিদ্ধ কিতাবাদিতে তার স্পষ্ট বর্ণনা বিদ্যমান। খুৎবার লিখক অজ্ঞাত, তাই গ্রহণযোগ্য নয়। ঈদুল আযহার নামাযের সাথে তার স'দৃশ হয়ে গেছে। আযহার নামায ওযরের কারণে পর পর দু'দিন মাকরুহবিহীন পড়া জায়েয আর ওযরবিহীন মাকরুহ সহকারে জায়েয আছে। দুররুল মুখতারের বর্ণনায় পাওয়া যায়- বৃষ্টি ইত্যাদি ওযরের কারণে পরের দিন সুর্য ঢলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বিলম্ব করা যায়। ঈদুল ফিতরের বিধান ঈদুল আযহার বিধানের মত। কিন্তু আযহার নামায ওযরবিহীন মাকরূহ সহকারে যবহের তৃতীয় দিন পর্যন্ত বিলম্ব করা যায়। ওযরের কারণে মাকরুহবিহীন জায়েয। 'মারাকিউল ফালাহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে-ঈদুল ফিতরের নামায ওযরসহ শুধু পরের দিন পর্যন্ত বিলম্ব করা যায়।এখানে তিনি ওযরের শর্তারোপ করেছেন জায়েয হওয়ার জন্য, কারাহাতকে বাদ দেওয়ার জন্য নয়। কাজেই ওযরবিহীন পরের দিন পড়া শুদ্ধ হবে না। ওযরের কারণে বিলম্ব করলে মাকরুহ হবে না। ওযরবিহীন তিনদিন বিলম্ব করলে জায়েয, তবে মন্দ। ঈদুল ফিতরের ক্ষেত্রে ওযরটা জায়েয বুঝানোর জন্য। তাই ওযরবিহীন পরের দিন পড়লে বৈধ হবে না। আল্লামা কাহাস্তানী বলেছেন- ওযর ব্যতীত ছুটে গেলে বাদ পড়ে যাবে। হালবী বলেছেন- ঈদুল আযহার নামায ওযর থাকুক বা না থাকুক দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে জায়েয। ঈদুল ফিতরের নামায প্রথম দিন ওযরের কারণে পড়তে না পারলে শুধু দ্বিতীয় দিন জায়েয। ফতোয়া-ই খানিয়া-তে আছে, ফিতরের নামায ওযরের কারণে প্রথম দিন বাদ গেলে দ্বিতীয় দিন পড়া যাবে, কিন্তু ওযরবিহীন হলে দ্বিতীয় দিন পড়া যাবে না। ওযর থাকুক বা না থাকুক দ্বিতীয় দিনের পরে আর আদায় করা যায় না। ঈদুল আযহার নামায ওযর থাকুক বা না থাকুক পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে আদায় করা যাবে; তৃতীয় দিনের পরে নয়।

মোদ্দাকথা- উক্ত বর্ণনার বিপরীত গ্রহণযোগ্য কিতাবে কোন দূর্বল বর্ণনাও এই অধমের নজরে পড়েনি। জাওয়াহিরুল ইখলাত্বী'র বর্ণনায় ফিতরের নামায ওযর থাকুক না থাকুক দ্বিতীয় দিন পড়া যাবে বলা হয়েছে তা নকলকারী ভুল। নতুবা আমি কোন মাসআলায় তাকে গ্রহণযোগ্য কিতাবের খেলাপ করতে দেখিনি। আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মাসআলা-৫৫ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, কিছু ধন সম্পদ কোন আল্লাহর ওলীর দরগাহর জন্য ওয়াকফ করা হয়েছে। সবর্দা এর যাবতীয় বন্দোবস্ত এবং ইন্তিজাম মুতাওয়াল্লীগণ করে থাকেন। তারা নিজেরা তাদের স্থানে অন্যজনকে মুতাওয়াল্লী নির্ধারণ করে থাকে। কোন কোন মুতাওয়াল্লী ইন্তিকালের সময় নিজেদের পরে কে মুতাওল্লী হবে তা ওসীয়্যত করে। আর কোন কোন মুতাওয়াল্লী জীবদ্দশায় নিজ বংশের কাউকে মুতাওয়াল্লী বানায়। ফলে তাদের জীবদ্দশায় সে মুতাওয়াল্লী হয়ে যায়। সর্বদা এ কাজের বন্দোবস্তের অধিকার মুতাওয়াল্লীর থাকে। আর অনেক যুগ পূর্ব থেকে এ পর্যন্ত তাদের অধিকার বলবৎ আছে। কেউ তাদের এ কর্মকান্ডের উপর কোন আপত্তি এবং তাদের ব্যয় খাতের উপর কেউ কোন নাক গলায়নি। এখন বর্তমান মুতাওয়াল্লী তার জীবদ্দশায় কোন আমানতদার ন্যায়পরায়ন ব্যক্তিকে সুস্থ অবস্থায় নিজের মুতাওয়াল্লীর দায়িত্ব হস্থান্তর করার অধিকার আছে কিনা?

জাওয়াবঃ মাসআলার যে ধরণ প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহভাবে বর্তমান মুতাওয়াল্লী নিজের জীবদ্দশায় এবং সুস্থ অবস্থায় মুতাওয়াল্লীগিরি হস্থান্তরের অধিকার রাখে। যে আমানতদারকে তা হস্থান্তর করবে অবশ্যই ওই ব্যক্তি মুতাওয়াল্লীর স্থলাভিষিক্ত হবে। 'তানভীরুল আবসার'এ আছে-

أَرَادَ الْمُتَوَلِّى إِقَامَةَ غَيْرِهٖ مَقَامَهٗ فِى حَيَاتِهٖ إِنْ كَانَ التَّفْوِيْضُ لَهٗ عَامًّا صَحَّ وَإِلَّا لَا وَ فِى الْهِنْدِيَةِ عَنِ الْمُحِيْطِ إِذَا أَرَادَ الْمُتَوَلِّى أَنْ يُقِيْمَ غَيْرَهٗ مَقَامَ نَفْسِهٖ فِىْ حَيَاتِهٖ وَ صِحَّتِهٖ لَا يَجُوْزُ إِلَّا إِذَا كَانَ التَّفْوِيْضُ عَلٰى سَبِيْلِ التَّعْمِيْمِ

যদি মুতাওয়াল্লী স্বীয় স্থানে অন্যজনকে স্থলাভিষিক্ত করার মনস্থ করে তার সোপর্দ করার ক্ষমতা ব্যাপক হলে তা শুদ্ধ; অন্যথায় শুদ্ধ নয়। মুহীত্ব কিতাবের রেফারেন্সে হিন্দিয়া গ্রন্থে আছে- মুতাওয়াল্লী সুস্থ অবস্থায় জীবদ্দশায় অন্যজনকে স্থলাভিষিক্ত করতে চাইলে জায়েয নেই কিন্তু যদি ব্যাপকভাবে তার সোপর্দ করার ক্ষমতা থাকে তখন বৈধ।

প্রশ্নে পূর্ণ ক্ষমতা সম্পন্ন মুতাওয়াল্লী প্রসংগে সুস্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। সুক্ষ্মদৃষ্টিতে অবলোকন করলে ফিকাহবিদদের নিকট তা অস্পষ্ট নয়। উল্লেখিত প্রশ্ন এবং এ ধরনের সব অবস্থাসমূহে ফকীহগণের ওয়াকফের নীতিমালা এবং ইসলামী কাযী-রাজা বাদশাদের নীতি নির্ধারনী অবশ্য ছিল। পর্যায়ক্রমে আবর্তিত প্রাচীন পদ্ধতিতে না হলেও নতুন নিয়মে হতে পারে। যদি প্রাচীনকাল থেকে মুতাওয়াল্লী

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

সোপর্দ করার রীতিনীতি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে আসে তাহলে তা অবশ্যই জায়েয যা প্রশ্ন থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত।

মাসআলা-৫৬ঃ ওলামা-ই দ্বীন! এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, এক বুযর্গ ব্যক্তি স্বীয় পূর্বপুরুষদের সাজ্জাদানশীন ও দরগাহ খানকার মুতাওয়াল্লী। তিনি স্বীয় পুত্র হামিদ এবং নাতি আহমদ ইবনে মুহাম্মদকে ওসীয়ত করে গেছেন যে, আমার মৃত্যুর পরে দরগাহ খানকা এবং সকল কর্মকান্ডে দু'জনই সমানভাবে অংশীদার থাকবে। বুযুর্গের ইন্তিকালের পরে আহমদ এবং হামিদ উভয়ই এ ওসীয়তকে গ্রহণ করলেন। কিছু দিন পর হামিদ পৃথকভাবে নিজের মুতাওয়াল্লী দাবী করে এবং আহমদের সাথে এক সঙ্গে থাকা অপছন্দ করে। সে থেকে আহমদ ইব¯ন মুহাম্মদদের সাথে হামিদের প্রকাশ্যে ঝগড়া-বিবাদ বাঁধে। তাই অধিকার সংরক্ষণ ও দেখভাল করার জন্য আহমদ ইব¯ন মুহাম্মদ ইচ্ছা করেছে নিজের জীবদ্দশায় মুতাওয়াল্লীগিরি এমন আমানতদার ব্যক্তিকে স্থানান্তর করবে যে হামিদের সাথে ঠেক্কা দিতে পারে। এ উদ্দেশ্যে ওসীয়ত করলে ন্যায় সঙ্গত হবে কিনা?

জাওয়াবঃ মুতাওয়াল্লী নিজের সুস্থ অবস্থায় পৃথিবীতে মুতাওয়াল্লী স্থানান্তর করা এবং অন্যজনকে নিজের স্থানে ওকীল হিসেবে নয় বরং স্বাধীন ভাবে কাউকে স্থলাভিষিক্ত করে দেওয়া শুধমাত্র ঐ অবস্থায় বৈধ যখন তার জন্য সর্বসম্মত অথারিটি থাকে। অন্যথায় বৈধ নয়। তানবীরুল আবসারে তা-ই ব্যক্ত করা হয়েছে-

اَرَادَ الْمُتَوَلِّى اِقَامَةَ غَيْرِهٖ مَقَامَهٗ فِىْ حَيَاتِهٖ اِنْ كَانَ التَّفْوِيْضُ لَهٗ عَامًّا صَحَّ وَاِلَّا لَا

'মুতাওয়াল্লী নিজের জীবদ্দশায় অন্যজনকে স্থলাভিষিক্ত করতে চাইলে যদি তার জন্য সাধারণ অথারিটি থাকে তাহলে শুদ্ধ, অন্যথায় নয়।'

যদি আহমদ ইব¯ন মুহাম্মদের জন্য সোপর্দ করার সাধারণ অথারিটি থাকে তাহলে অবশ্যই স্বীয় মুতাওয়াল্লী স্থানান্তর করা যাবে। যাকে নিজের জায়গায় মুতাওয়াল্লী বানাবে তিনি সমস্ত লেনদেনে তার নিজের মত ক্ষমতা রাখবে। হামিদের সম্মতিক্রমে সব কাজ আনজাম দেওয়া তার উপর আবশ্যক। যেহেতু একটি ওয়াকফের মধ্যে দু'জন শরীক। তাদের কারো জন্য পৃথকভাবে সম্পদ তাসাররুফ করার ইখতিয়ার থাকবে না। বেচাকেনা, ব্যবসা-বাণিজ্য যা করবে তা একজন তাসাররুফ করলে অপর জনের অনুমতি লাগবে। যদি অনুমতি না দেয় তাহলে বেচাকেনা বাতিল হয়ে যাবে। আর এ হুকুম একজনের মধ্যে নিদিষ্ট নয়; দু'জন

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

হলে দু'জন আর তিনজন হলে তিনজন একই হুকুম। যে পরিমাণ হোক স্বাধীনভাবে একজন তাসাররুফ করা শরীআতে নিষেধ। শরীকদারের সম্মতি থাকা আবশ্যক। প্রায় ফতোয়ার কিতাবে তা বর্ণিত আছে। আল্লামা নাজমুদ্দীন মিসরীর ভাষ্য মতে-'দু'জনের কাছে সোপর্দ করা বিষয়ে শুধু একজন মালিক হবে না। যেমন দু'ওকীল, দু' ওসী ও দু'নাযির এর মধ্যে একজন করলে চলবে না'

আহমদ ইব¯ন মুহাম্মদের জন্য কৃত ওসীয়ত নামায় হামিদের সম্মতিতে কাজ করার শর্তারোপ করা হয়েছে। শর্তারোপ না করলেও শরীআতের দৃষ্টিকোণে এমনিতেই তা ধর্তব্য। অনুরূপভাবে পবিত্র শরীয়'ত হামিদের উপরও আহমদের সম্মতিক্রমে কাজ করাকে আবশ্যক করে। আলাদাভাবে কাজ করার কোন অধিকার নেই। যেরূপ আমি উল্লেখ করেছি। শরিয়ী বাধ্যবাধতার কারণে আহমদ ইবন মুহাম্মদের অথারিটি দুরীভুত হয় না। فَاِنَّ الشَّىْءَ لَا يَتَضَمَّنُ اِبْطَالَ مَا لَا بُدَّ فِيْهِ কোন বস্তু তার স্বপক্ষীয় কোন কিছুকে বাতিল করে না। আমরা বলব- হামিদ আহমদের সাথে ঐকমত্যের ভিত্তিতে কাজ সম্পন্ন করা শরয়ীভাবে ফরয ছিল। অপছন্দ করে তাকে অধিকার থেকে বারণ করলে অন্যায় বলা যাবে; আহমদ নিরাপরাধ। এখন আমার জিজ্ঞাসা- হামিদ বর্জন করলেও সর্ব সম্মতিক্রমে আহমদের ক্ষমতা অবশ্যই বাতিল হবে না। রাসূলের বাণী-

وَلَقَدْ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَلَا لَا يَجْنِىْ جَانٍ اِلَّا عَلٰى نَفْسِهٖ وَقَالَ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالٰى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى

নবী করিম (দঃ) ইরশাদ করেছেন-খবরদার! অপরাধীর অপরাধ তার উপরই বর্তায়। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-একে অপরের বোঝা বহন করবে না।'

আমি জানাচ্ছি-সর্বসম্মতভাবে মুতাওয়াল্লীগীরি অর্জিত হবে তবে মূল ক্ষমতা অর্পন ব্যাপকাকারে হতে হবে। আহমদের জন্য তা প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর হামিদের অসম্মতিতে তার ক্ষমতা কিছুতেই দূরীভূত হবে না। আর যদি দাবী করে তাহলে দলীল কোথায়? وَمَنِ ادَّعٰى شَيْئًا فَعَلَيْهِ بُرْهَانٌ দাবীর স্বপক্ষে দলীলের প্রয়োজন। সুতরাং যখন আহমদের মুতাওয়াল্লী নীতিগতভাবে শুদ্ধ তাহলে কি কারণে তাসাররুফ(ক্ষমতা প্রয়োগ) বাধাগ্রস্থ। তা তো অন্যায় কাজে দাপট খাটানো। গবেষকরা শরাহ ফাতওয়ায় যেখানে অভিভাবকত্ব (তাওলীত) স্থানান্তরের মাসআলা লিখেছেন সেখানে 'আম ক্ষমতা অর্পন ব্যতীত অন্য কোন শর্ত উল্লেখ করেননি। এরপরও নিজের পক্ষ থেকে শর্ত জুড়ে দেয়া কতটুকু যুক্তিসংগত? যদি কেউ বলে-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

মুতাওয়াল্লী স্থানান্তর করার মুহূর্তে হামিদ থেকে সম্মতি নেননি বিধায় আহমদের এ ক্ষমতা অর্পন কিভাবে শুদ্ধ হবে? প্রত্যুত্তরে আমরা বলব- হামিদ ও আহমদ এখনো একমতে নেই তাই বলে কি এদের মুতাওয়াল্লী থাকবে না? অবশ্যই অভিভাবকত্ব এখনো বহাল আছে, গরমিল হয়ে গেলেও থাকবে। তবে তাদের উভয়ের মধ্য থেকে যদি একজনের পরিবর্তে তৃতীয় ব্যক্তি এসে যায় ওই ব্যক্তি ব্যতীত আর কিছু রদবদল হবে না। যদি কেউ আপত্তি করে যে, সম্মানিত বুযুর্গ সাহেব যে এই দু'জনকে মুতাওয়াল্লী করার ওসিয়্যত করেছেন তিনি উভয় জনকে পছন্দ করেছেন। তার উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, এ সব কিছুর লেনদেন এদের উভয় জনের হাতে থাকবে। তৃতীয় ব্যক্তি এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত যেন না হয়। যখন তারা থাকা সত্ত্বেও যে কোন একজনের পরিবর্তে তৃতীয় ব্যক্তি এসে যায়, তাহলে উদ্দেশ্য ব্যাহত এবং ওসিয়্যতের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল প্রদর্শন। উত্তরে বলব- ওসিয়্যতের চেয়েও ওয়াকফকৃত বস্তুকে সংরক্ষরণ করার দিকই প্রধান্য পাবে। হিতকর মনে করে দু'জনের জন্য ওসিয়্যত করছে যাতে ওয়াকফকৃত বস্তুর অধিক হেফাযত হয়। তাই তিনি একজনের রায়ের উপর রাজি হয়নি। 'উকূদুদ্দুররিয়া' গ্রন্থে আছে-

مَقْصُوْدُه اِجْتِمَاعُ رَاْيِ شَخْصَيْنِ فِىْ تَعَاطِى اُمُوْرِ الْوَقْفِ وَلَيْسَ رَاْىُ الْوَاحِدِ كَرَاْيِ الْاِثْنَيْنِ.

'দু'জনের নামে ওসিয়ত করার উদ্দেশ্য হল- লেনদেনে উভয় জনের সম্মিলিত মতামত চাওয়া। একজনের মত দু'জনের মতের সমান নয়।'

এখন হামিদ নামক ব্যক্তি আহমদ বিন মুহাম্মদের সাথে একাত্মতা ঘোষনা না করলে ওসিয়্যত দাতার উদ্দেশ্যের খিলাপ করাটা তার প্রতি বর্তাবে; আহমদের দিকে নয়। বরং আহমদ ক্ষমতা স্থানান্তরের উদ্যমী হয়েছিল হামিদের সাথে ঝগড়াঝাটি না করে তৃতীয় ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী বানায়ে সুকৌশলে মূলোদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা। সুতরাং এ ধরনের উদ্যোগ উদ্দেশ্যকে বত্যয় ঘটানো নয়; বরং হামিদের স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করা। শরীআতের দৃষ্টিতে হক যথাযথ সংরক্ষণ করা; যা মাকসূদের খিলাপ নয়। মোদ্দাকথা- 'আমভাবে ক্ষমতা অর্পন পাওয়া গেলে হামিদের অহযোগিতা আহমদের অধিকারে কোন প্রভাব ফেলতে পারবে না। আর এ প্রসংগে সে কোন তথ্য ও তত্ত্বভিত্তিক দলীল দেখাতে সক্ষম হবে না। বরং তার বিপরীতে দলীল সুস্পষ্ট। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৫৭ঃ ওলামা-ই-দ্বীন! নিম্নে আনিত মাসআলাসমূহ সম্পর্কে কি বলেন-

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

(১) এক মুসলমান যিনি নামাযের নিয়মনীতি না মেনে তাড়াহুড়া করে নামায পড়ে। তাকে আরেক মুসলমান ধিক্কার দিয়ে বলে, তুমি কি নামাযকে খেল তামাশা মনে করো। এতে রাগারাগি করে একে অপরকে একই কথা বলল। প্রকাশ্যভাবে একে অপরকে ধিক্কার দিয়ে এ ধরনের কথা বললে তার হুকুম কি?

(২) কাফির, মুরতাদ, বিদয়াতী, বদমাযহাবী, ফাসিক অথবা তাদের মত কোন বদআকীদাধারীকে জেনেশোনে নিজের আত্মীয় যেমন পিতা, দাদা, নানা, ছেলে, ভাই ইত্যাদি দাবী করলে কেমন হবে? অথবা এ ধরনের লোকদেরকে প্রথম সালাম দেওয়া বা তাদের সাথে প্রসন্ন চেহারায় মিলিত হওয়া বা কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে অন্যান্য দুনিয়াদারের হাস্যোজ্জ্বল মুখে কথাবার্তা বলা বা তাদের জন্য উপহার পাঠানো অথবা তাদের আগমনে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া অথবা বক্তব্যে-লেখনিতে তাদেরকে সম্মান করে মহাত্মন, দয়ালু, জনাব বা সাহেব বলে সম্বোধন করা। যেমন ইদানিং প্রচলিত আছে যে, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণে মন্দ জেনেও প্রভাবশালী লোকদের সাথে মাখামাখি করা হয়। এরূপ জায়েয হবে কি না? যদি কোন দ্বীনি বা দুনিয়াবী সার্থসিদ্ধির জন্য করা হয় তাহলে হুকুম কি? সহজ কথায় সে লোকদের সাথে এমন আচরণ করা যাতে সে খুশী হয় বা সম্মানবোধ করে, যদিও কর্তার সম্মান বা খুশী করার নিয়্যত ছিল না। কোন সীমায় পৌছলে স্বয়ং কর্তার উপরও এদের মত কুফর বা বিদআতের হুকুম বার্তাবে?

(৩) কিছু কিছু লোক لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ পুরাপুরিভাবে না পড়ে, বরঞ্চ প্রয়োজনে শুধূ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ সংক্ষিপ্ত করে বলত। এটা যদিও খুবই মারাত্মক খারাপ এবং মন্দ; কিন্তু এতে কোন প্রকারের কুফরী হবে কি না? ইলমে ছরফের কায়দানুসারে যের বিশিষ্ট অংশ ছাড়া ওই সম্পূর্ণ বাক্যটি না-বোধক হিসেবে পড়লে কেমন হবে?

(৪) খ্রীষ্টান প্রমুখদের বিচারালয়কে সম্প্রতিকালের লোকদের পরিভাষায় আদালত বা আদিল বলা যদিও বা মারাত্মক হারাম। ফকীহগণ কুফরী পর্যন্ত বলেছেন, কাজেই তা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। আসল প্রশ্ন হল ইসলামী আইন মতে এরূপ শব্দ প্রয়োগকারী কি কাফির হয়ে যাবে? কুফরী হলেও কি তা এমন অকাট্য কুফরী হবে যে কারণে অপরকে কাফির মনে না করলে তার মূল বিশ্বাসে ক্ষতি সাধিত হয়?

(৫) কোন লেখক বিনিময় নিয়ে লেখালেখি করতে গিয়ে তার লিখনিতে ধর্মের খিলাপ কর্মকান্ড প্রকাশ পেলে বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কেউ তা ছাপালে, কোন প্রকাশক তা প্রকাশ ও প্রচার করলে অথবা কোন ব্যক্তি বিনাপারিশ্রমিকে মানবতার খাতিরে তা প্রকাশ করলে তার হুকুম কি? অথবা কোন ব্যক্তি ছাপানোর

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

জন্য কোন চিঠিপত্রে এরূপ শব্দ প্রয়োগ করলে তার হুকুম কি?

জাওয়াবঃ (১) অহেতুক কোন ব্যক্তিদের উপর অপবাদ দেওয়া যায় না। যদি এক নামায চোর অপরকে ধমক দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়াবাড়ি করে।

(২) এ সব লোকদেরকে বিনাপ্রয়োজনে বা বাধ্যবাধকতা ছাড়া প্রথমে সালাম দেওয়া হারাম। শরীআতের কোন কারণ ছাড়া তাদের সাথে সম্পর্ক বা মাখামাখি করা নিষিধ। কুরআন করীমে তাদের সাথে উঠাবসাকে প্রকশ্যভাবে নিষেধ করা হয়েছে। হাদীস শরীফে তাদের সাথে সহাস্য বদনে দেখা করাকে বলা হয়েছে কলবের নূর বিচ্যুতির কারণ। সম্মান প্রদর্শনের যত কাজ যেমন দন্ডায়মান হওয়া, এ সব কাজ প্রশংসার অন্তর্ভূক্ত । মহানবীর অমীয় বাণী-

اِذَا مُدِحَ الْفَاسِقُ غَضِبَ الرَّبُّ وَاهْتَزَّلَهٗ عَرْشُ الرَّحْمٰنِ.

পাপীর গুণকীর্তন করা হলে আল্লাহ রাগান্বিত হন এবং তাঁর আরশ কেঁপে উঠে।

অপর হাদীসে আছে-

لَا تَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ يَاسَيِّدُ فَاِنَّهٗ اِنْ يَكُ سَيِّدُكُمْ فَقَدْ اَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّوَجَلَّ.

ওহে ঈমানদারেরা! তোমরা মুনাফিককে নেতা সম্বোধন করো না। পাপীকে নেতা বলে তোমরা খোদাকে নারাজ করেছো।

বাকী দুনিয়াবী কাজকর্মে মান-সম্মান করার ব্যাপারটা খুব সহজ, তবে ধর্মীয় বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আর মুরতাদ এবং বিদয়াতী থেকে শরয়ী কাজে দূরে থাকা বাঞ্চনীয়। শরয়ী প্রয়োজনীয়তা ভিন্ন কথা। فَاِنَّ الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ. কেননা প্রয়োজনে নিষিদ্ধ বস্তুও বৈধ হয়ে যায়।

সাধারণত আত্মীয়তার পরিচয়ে কোন ক্ষতি নেই। যেমন ওমর ইবন খাত্তাব, আলী ইবন আবী তালিব রাদ্বি আল্লাহু তা'আলা আনহুমা। নিশ্চয় খাত্তাব এবং আবূ তালিব মুসলমান না হলেও তাদের নামে পিতৃ পরিচয় দেয়া যায়। এদের সাথে কথা বার্তায়, কাজ কর্মে সম্পর্ক রাখা নিষেধ। বিনাপ্রয়োজন সম্পর্ক রাখলে গুনাহগার হিসেবে চিহ্নিত হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের কুফর, বিদআত এবং অশ্লীলতাকে সমর্থন না দেয় বা বৈধ মনে না করে ততক্ষণ তাদের দলভুক্ত বলা যাবে না।

(৩) প্রয়োজনে শুধুমাত্র لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ বা لَاحَوْلَ এর উপর সংক্ষিপ্ত করা মন্দ। তবে কুফরীর সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এ কথা দ্বারা নিজ শক্তি সামর্থ না থাকা বুঝায়, ইলমে ছরফের পরিভাষায় لَا حَوْلَ বললে কোন ক্ষতি নেই।

(৪) দেশীয় ভাষায় 'আদালত' বিচারালয়কে বলা হয়। মূলর্থ উদ্দেশ্য নয়। তাই

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

কুফরি বলা যাবে না। তবে 'আদিল' বলা অবশ্যই কুফরীযোগ্য। কিন্তু অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে বললে ঈমান ও বিবাহকে নবায়ন করা যথেষ্ট। কুরআন বিরোধী সিদ্ধান্তকে ন্যায় বিচার মনে করা স্পষ্ট কুফরি। مَنْ شَكَّ فِيْ كُفْرِهٖ فَقَدْ كَفَرَ এমনকি তাতে সন্দেহ করলে সেও কাফির।

(৫) اَلْقَلَمُ اَحَدُ اللِّسَانَيْنِ লেখনিও এক প্রকার কথা। মুখে বলা আর হাতে লেখা একই বিধান। ওই ধরনের লিখায় বিনিময় নেওয়া ও তা প্রচার করা হারাম। সে মানবতা জাহান্নামে যাক। এ সবে বিশ্বাসী না হলে কুফরী হবে না। আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৫৮ঃ ওলামা-ই-দ্বীন! এ মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, দাস্তানে আমীর হামযা (রাঃ)'র জীবন কাহিনীতে 'আমর' নামক যে ব্যক্তির নাম উল্লেখ আছে সে 'আমর' কে? তার শানে 'নির্লজ্জ' শব্দের প্রয়োগ করা কেমন হবে?

জাওয়াবঃ সৈয়্যিদুনা আমর ইব ন উমাইয়্যা যমরী রাদ্বি আল্লাহু তা'আলা আনহুম মহান সাহাবীদের অন্তর্ভূক্ত। ফয়জী সাহেব বুযর্গদের ফয়জ না নিয়ে হযরত আমীর হামযা (রাঃ)'র জীবনী লিখতে গিয়ে শতশত কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল শব্দ তাঁর পবিত্র শানে অবতারণা করেছে। যেমন- নওশিরওয়াঁ বাদশার বোন মেহের নিগারের প্রেমে পড়ে রাতে ছদ্মবেশে আমীর হামযা তার ঘরে উপস্থিত হওয়া, নাউযু বিল্লাহ! তার সাথে রতিক্রীয়া সম্পন্ন করা। এ সব আল্লাহর ব্যাঘ্র নবীজির চাচাজান হযরত আমীর হামযা (রাঃ)'র প্রতি স্পষ্ট ধিক্কার। এরূপ আরো অনেক ধৃষ্টতা সম্পন্ন শব্দ তাঁর পবিত্র শানে প্রয়োগ করা মূলত আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি দুঃসাহসিকভাবে অপবাদ দেয়া। নির্লজ্জ ও দূর্দন্ড এ জাতীয় বহু অশালীন শব্দ তাঁর জীবনীয়ালেখ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে কারণে তা জীবনী গ্রন্থ নয় বরং ইবলীশের কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তাঁর পবিত্র শানে এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

মাসআলা-৫৯ঃ মাওলানা মুয়াজ্জম আল মুকাররম আল মুতহারম দামাত করকাতুহুমুল আলীয়া! সালামের পর আদবের সাথে আরজ করছি- কাহিনী সাক্ষ্য যা গ্রহণীয় নয়। তার ভাবার্থ উর্দু ভাষায় কি হবে? শরীআতের দৃষ্টিতে শাহাদাত বা সাক্ষ্য কাকে বলে?

জাওয়াবঃ কোন কর্মকান্ডের ব্যাপারে শরীআতের দৃষ্টিতে যে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যে সব গুণাগুণের প্রয়োজন থেকে মুক্ত কোন শব্দ দ্বারা সংবাদ প্রদান করাকে কাহিনীমূলক সাক্ষ্য বলে। যেমন অমুক জায়গায় নাকি চাঁন্দ উঠেছে বা আজকে লোকেরা চাঁদ দেখেছে। এগুলো কাহিনীমূলক সাক্ষ্য। রমযানুল মোবারক মাসের ব্যাপারে তা গ্রহণযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে দু'ঈদের চাঁদের সাক্ষ্য দিতে আশহাদু

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

শব্দ না বলে শুধু আমি চাঁদ দেখেছি বলা কাহিনীমূলক সাক্ষ্য। যে যে কাজে শরীআত যে সব শর্ত আরোপ করেছে তা সমন্বয়কারী সাক্ষ্যই হল শরয়ী সাক্ষ্য। যেমন যেনার ক্ষেত্রে তিনজন নির্ভরযোগ্য আদেল পুরুষের সাক্ষ্য শরীআতের দৃষ্টিতে সাক্ষ্য নয়। কারণ সেখানে চার জন পুরুষের সাক্ষ্য দরকার। একই ভাবে দু'ঈদের চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে একজন নির্ভরযোগ্য আদেল ব্যক্তি শাহাদাত শরীআতের দৃষ্টিকোণে সাক্ষ্য নয়। রমযানুল মোবারকের ক্ষেত্রে দশ-বিশজন হিন্দু, ওহাবী, রাফেজী, প্রকৃতিবাদী, কাদিয়ানী প্রমুখ হাজার শপথের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেওয়া যে, আজকে আমরা এ মাসের চাঁদ দেখেছি- এটা শরীআতের দৃষ্টিতে শাহাদাত বা সাক্ষ্য নয়। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।

মাসআলা-৬০ঃ সাক্ষ্য দেওয়ার দু'টি নিয়ম, একটি হল- আশহাদু শব্দ উচ্চারণ করা,আরেকটি হল- অর্থ আদায় করা। সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য 'আশহাদু' শব্দ নির্দিষ্ট কি না? নাকি উর্দু, আরবী, ফার্সি যে কোন ভাষায় তরজমা আদায় করলে চলবে? যেমন মায় শাহাদাত দেতাহোঁ, বা আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি বললে চলবে কিনা?

জাওয়াবঃ তরজমাও যথেষ্ট। আল্লাহই ভাল জানেন।

মাসআলা-৬১ঃ রোযাদারকে বাধ্য করে জবরদস্তির মাধ্যমে তার সাথে সহবাস করেছে অথবা সহবাস করায়েছে। তখন রোযা শুধুমাত্র কাযা আদায় করবে, না কাফফারাসহ আদায় করতে হবে?

জাওয়াবঃ শুধুমাত্র কাযা আদায় করবে। আমি বলব- এখানে শরীআতের দৃষ্টিতে জবরদস্তি বলতে শুধু এ অর্থ নয় যে, শক্তিশালী ব্যক্তি হত্যা, ছুরিকাঘাত ইত্যাদির কঠোরভাবে ভীতি প্রদর্শন করা-যার বর্ণনা 'কিতাবুল ইকরাহ'র মধ্যে আলোচিত হয়েছে। বরং শুধু ইখতিয়ার বিহীন সহবাস পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রেও কাফফারা দিতে হয় না। মহিলাদের ক্ষেত্রে সেটা সুস্পষ্ট। কারণ মহিলা দূর্বল, যে কোন ধ্বজাধারী জবরদস্তি তার সাথে কাজ সেরে নিতে পারে। পুরুষদের বেলায় এর ধরণ হল যে, সে অসুস্থ নড়াচড়া করার শক্তি নেই, মহিলার সাথে অবস্থানের কারণে তার পুরুষাঙ্গ গরম হয়ে প্রসারিত হওয়াটা স্বাভাবিক। তা প্রতিহত করার মত প্রত্যেক মানুষের সামর্থ থাকে না। মহিলাকে নিষেধ করার পরও সে নিষেধ অমান্য করে সে জবরদস্তি ঢুকিয়ে দিল। এটা প্রতিহত করার মত তার শক্তি ছিল না। এমতাবস্থায় পুরুষের উপর শুধু কাযা আবশ্যক।

يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْفَتْحِ مُسْتَدِلًّا عَلٰى وُجُوْبِ الْكَفَّارَةِ ذَالِكَ اِمَارَةُ الْاِخْتِيَارِ فَعُلِمَ اَنْ لَا كَفَّارَةَ لَوْلَا اِخْتِيَارٌ.

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in

ফতহুল কাদীরের উক্তি এ কথার উপর বুঝায় যে, স্বেচ্ছায় করলে কাফফারা ওয়াজিব। জানা গেল যে, স্বেচ্ছায় না করলে কাফফারা দিতে হবে না।

মাসআলা-৬২ঃ কানের ভিতর পানি ঢুকা অথবা নিজেই পানি ঢুকিয়ে দেওয়া রোযা ভঙ্গের কারণ কিনা? পানি মস্তিস্ক বা অন্যত্র ঢুকে গেলে তার হুকুম কি?

জাওয়াবঃ পানি আপনাপনি ঢুকে মস্তিস্ক পর্যন্ত পৌছে গেলেও সর্বসম্মতিক্রমে রোযা ভঙ্গ হবে না। আর পানি ঢুকিয়ে দেওয়ার পর তা কানের অভ্যন্তরে খালি স্থান পর্যন্ত পৌছলে রোযা ভঙ্গ হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। আমি অধমের মতে- রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে।

রাদ্দুল মুহতার, হেদায়া, তাবয়ীন, মুহীত, দাওয়ালুজিয়া'র মধ্যে রোযা না ভঙ্গ হওয়া আর খানিয়া, বযযাযিয়া, ফাতহ এবং বুরহান'র মধ্যে রোযা ভঙ্গ হওয়াকে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। অধম প্রান্তটীকায় বলেছি-

مَعْلُوْمٌ اَنَّ تَصْحِيْحَ قَاضِى خَانَ مُقَدَّمٌ لِاَنَّهٗ فَقِيْهُ النَّفْسِ عَلٰى مَافِى دَلِيْلِ الْفِطْرِ مِنَ الْقُوَّةِ اَلَا تَرٰى اِنَّ مَنْ غَيَّبَ حَشْفَةً فِىْ دُبُرِهٖ اَوْ فِى فَرْجِهَا اَفْطَرَ مَعَ عَدَمِ صَلَاحِ الْبَدَنِ فِىْ ذَالِكَ.

জ্ঞাতব্য যে, কাযী খানের বিশ্লেষণ অগ্রগণ্য। কেননা তিনি একজন স্বতন্ত্র ফিকাহবিদ। তদুপরি রোযা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার দলীল শক্তিশালী। পাঠক! আপনি দেখেননি যে, শারিরীক অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি অপরের পেছনের রাস্তায় বা কোন মহিলার লজ্জাস্থানে পুরুষাঙ্গের মাথা ঠুকালে অবশ্যই রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালাই সর্বজ্ঞ।

---o---

www.YaNabi.in

www.YaNabi.in www.YaNabi.in

واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا

اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

سر بھلا کیا کوئی جان نی کہ ہے کیسا تیرا

ولیا ملتے ہین انکہیں وہ ہے تلوا تیرا

کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا

www.YaNabi.in www.YaNabi.in